উচ্চ মাধ্যমিক

ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ

দ্বিতীয় পত্র

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক ও সমাধান

রচনায়

- মো: রুবাইয়েত হোসেন
- তানজিনা হক
- মো: সাইফুল আজম
- নিলুফা ইয়াসমিন
- মো: দেলোয়ার হোসেন
- মো: আশরাফুল আলম
- আসিফ-উজ-জামান

ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স

প্লট - ২, গুলশান সার্কেল - ২, ঢাকা, ফোন: ৯৮৯১৯১৯, ০১৭২০৫৫৭১৭০/১৮০

ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক পরিচিতি

মোঃ রুবাইয়েত হোসেন, সহকারী অধ্যাপক
বিভাগীয় প্রধান
শিক্ষাগত যোগ্যতা- বিবিএস (সম্মান), এমবিএ (ব্যবস্থাপনা), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
অভিজ্ঞতা- প্রাক্তন প্রভাষক, কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (কোডা)
পরীক্ষকঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, NTRCA-সনদ প্রাপ্ত।

তানজিনা হক, সহকারী অধ্যাপক
শিক্ষাগত যোগ্যতা- বি.কম (সম্মান) ব্যবস্থাপনা, এম.কম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
অভিজ্ঞতা- প্রাক্তন প্রভাষক ও ভবন উপাধ্যক্ষ, কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (কোডা), ঢাকা।
পরীক্ষকঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, NTRCA-সনদ প্রাপ্ত।

মো: সাইফুল আজম, সহকারী অধ্যাপক
শিক্ষাগত যোগ্যতা- বি.বি.এ (অনার্স), এম.বি.এ (মেজর মার্কেটিং)।
অভিজ্ঞতা: প্রাক্তন প্রভাষক, বিভাগীয় প্রধান ও ভবন উপাধ্যক্ষ, কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (কোডা), ঢাকা।
পরীক্ষক:- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।

নীলুফা ইয়াছমীন, সহকারী অধ্যাপক
শিক্ষাগত যোগ্যতা- বিবিএ (সম্মান), এমবিএ (হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজম্যান্ট), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
মাস্টার ট্রেইনার (SESDP)
পরীক্ষকঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। NTRCA-সনদ প্রাপ্ত।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সিনিয়র প্রভাষক
শিক্ষাগত যোগ্যতা- বি.কম (সম্মান), এম.কম (ব্যবস্থাপনা), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।
অভিজ্ঞতা:- প্রাক্তন প্রভাষক-উত্তরা কমার্স কলেজ এবং প্রভাষক- উত্তরা পাবলিক কলেজ, উত্তরা, ঢাকা।
পরীক্ষক:- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা। NTRCA সনদপ্রাপ্ত।

মোঃ আশরাফুল আলম, প্রভাষক
শিক্ষাগত যোগ্যতা- বি.কম (সম্মান), এম.কম (ব্যবস্থাপনা), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।
অভিজ্ঞতা: প্রাক্তন প্রভাষক, কোয়ালিটি এডুকেশন কলেজ, ঢাকা।
পরীক্ষক:- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা। NTRCA সনদ প্রাপ্ত

আসিফ-উজ-জামান
প্রভাষক
শিক্ষাগত যোগ্যতা- বিবিএ (সম্মান), এমবিএ (মার্কেটিং), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ (২য় পত্র)
(ব্যাংকিং ও বিমা)

অধ্যায় সূচি

অধ্যায় নং	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
	ব্যাংকিং	
প্রথম	ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাথমিক ধারণা (Primary Knowledge of Banking System)	২১৩—২২৭
দ্বিতীয়	কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank)	২২৮—২৩৭
তৃতীয়	বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)	২৩৮—২৪৫
চতুর্থ	ব্যাংক হিসাব (Bank Account)	২৪৬—২৫৫
পঞ্চম	চেক (Cheque)	২৫৬—২৬৫
ষষ্ঠ	ব্যাংক তহবিলের ব্যবহার (Uses of Bank's Fund)	২৬৬—২৭৩
সপ্তম	বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange)	২৭৪—২৭৯
	বিমা	
অষ্টম	বিমা ব্যবস্থার প্রাথমিক ধারণা (Basic Concept of Insurance)	২৮০—২৮৭
নবম	জীবন বিমা (Life Insurance)	২৮৮—২৯৬
দশম	নৌ-বিমা (Marine Insurance)	২৯৭—৩০৫
একাদশ	অগ্নিবিমা (Fire Insurance)	৩০৬—৩১৪
দ্বাদশ	বিবিধ বিমা (Miscellaneous Insurance)	৩১৫—৩২২
	কলেজ নির্বাচনী প্রশ্ন (বহু নির্বাচনী প্রশ্ন)	৩২৩—৩৪৯
	বোর্ড প্রশ্ন ও উত্তর (সৃজনশীল)	৩৫০—৩৬১
	বোর্ড প্রশ্ন (বহু নির্বাচনী)	৩৬২—৩৬৪

ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-২য় পত্র

ব্যাংকিং

প্রথম অধ্যায়: ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাথমিক জ্ঞান

জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন

জ্ঞান ও অনুধাবন

১. ব্যাংক কী ?
২. ব্যাংকিং কী ?
৩. ব্যাংকার কে ?
৪. দেউলিয়া কে ?
৫. আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার পূর্বসূরী কারা ?
৬. ব্যাংক ব্যবস্থায় তারল্য কী ?
৭. একক ব্যাংক কী ?
৮. শাখা ব্যাংক কাকে বলে ?
৯. চেইন ব্যাংক কাকে বলে ?
১০. গ্রুপ ব্যাংক কাকে বলে ?
১১. সঞ্চয় / আমানত ব্যাংক কী ?
১২. বিনিয়োগ ব্যাংক কী ?
১৩. মিশ্র ব্যাংক কাকে বলে ?
১৪. মার্চেন্ট ব্যাংক কাকে বলে ?
১৫. স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক কী ?
১৬. তালিকাভুক্ত ব্যাংক কাকে বলে ?
১৭. ইলেক্ট্রনিক ব্যাংকিং / ই-ব্যাংকিং কী ?
১৮. এ টি এম কী ?
১৯. ক্রেডিট কার্ড কী ?
২০. ডেবিট কার্ড কী ?
২১. অনলাইন ব্যাংকিং কী ?
২২. ব্যাংকের তারল্য নীতি বলতে কী বুঝ ?
২৩. ব্যাংকের সচ্ছলতার নীতি বলতে কী বুঝ ?
২৪. ব্যাংকের গোপনিয়তার নীতি বলতে কী বুঝ ?
২৫. 'Safty first' ব্যাংক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
২৬. ব্যাংক ধার করা অর্থের ধারক কেন ?
২৭. ব্যাংকের প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ বলতে কী বুঝায় ?
২৮. এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক ?
২৯. শাখা ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংকিং ব্যাবস্থা

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার জন্য পড়বে

ব্যাংকের শ্রেণী বিভাগ, ব্যাংকের মূলনীতি, তালিকাভুক্তকরণ, ই-ব্যাংকিং, গ্রুপ ব্যাংকিং, চেইন ব্যাংকিং।

দ্বিতীয় অধ্যায়: কেন্দ্রীয় ব্যাংক

জ্ঞান ও অনুধাবন

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী ?
২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য কী ?
৩. কোন ব্যাংককে 'Mother of Central Bank' বলে ?
৪. বাংলাদেশ ব্যাংক কী ?
৫. মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলতে কী বুঝ ?
৬. তালিকাভুক্ত ব্যাংক কাকে বলে ?
৭. অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার বলতে কী বুঝায় ?
৮. বিহিত মুদ্রা কী ?
৯. ব্যাংক হার কী ?
১০. ব্যাংক হার নীতি কী ?
১১. কোন ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলা হয় এবং কেন ?
১২. জমার হার পরিবর্তন নীতি কী ?
১৩. খোলাবাজার নীতি কী ?
১৪. কোন ব্যাংককে একক ও অনন্য প্রতিষ্ঠান বলা হয় এবং কেন ?
১৫. ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি কাকে বলে ?
১৬. ভোক্তা ঋণ নিয়ন্ত্রণ কী ?
১৭. নিকাশ ঘর কী ?
১৮. নগদ জমা অবশ্যকতা কী ?
১৯. বিধিবদ্ধ তারল্য অবশ্যকতা কী ?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার জন্য পড়বে

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি, নিকাশ ঘর, অর্থ সরবরাহ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

তৃতীয় অধ্যায়: বাণিজ্যিক ব্যাংক

জ্ঞান ও অনুধাবন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংক কী ?
২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য কী ?
৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য নীতি কী ?
৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিরাপত্তার নীতি কী ?
৫. বাণিজ্যিক ব্যাংকের নতুনত্ব প্রবর্তনের নীতি কী ?
৬. বাণিজ্যিক ব্যাংকের গোপনীয়তার নীতি বলতে কী বুঝায় ?
৭. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের মূল উৎস কোনটি ?
৮. বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্বৃত্ত পত্র কী ?
৯. ক্রেডিট কার্ড কী ?
১০. ব্যাংক ড্রাফ্ট বা ব্যাংকের অজ্ঞাপত্র কী ?

১১. পে-অর্ডার কী ?

১২. ব্যাংক নিশ্চয়তা সনদ কী ?

১৩. ঋণ কিভাবে আমানত সৃষ্টি করে ?

১৪. কোন ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যাবসায়ী বলে এবং কেন ?

১৫. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক ব্যাংকের নাম কী ?

১৬. ই-ব্যাংকিং কী ?

১৭. তালিকাভুক্ত ব্যাংক কী ?

১৮. ঋণ আমানত সৃষ্টি বলতে কী বুঝ ?

১৯. সুনামের নীতি বলতে কী বুঝ ?

২০. বিশেষায়িত ব্যাংক বলতে কী বুঝায় ?

২১. বাণিজ্যিক ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয় না কেন ?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার জন্য পড়বে

বানিজ্যিক ব্যাংকের নীতিমালা, বানিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টি, বানিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

চতুর্থ অধ্যায়: ব্যাংক হিসাব

জ্ঞান ও অনুধাবন

১. ব্যাংক কী ?

২. ব্যাংক হিসাব কী ?

৩. ব্যাংক পাস বই কী ?

৪. সঞ্চয়ী হিসাবে পাস বইয়ের অপরিহার্যতা হ্রাস পাচ্ছে কেন ?

৫. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কী ?

৬. জমা রসিদ কী ?

৭. সঞ্চয়ী হিসাব কী ?

৮. চলতি হিসাব কী ?

৯. স্থায়ী হিসাব কী ?

১০. ব্যাংক হিসাব বিবরণী কী ?

১১. বিশেষ চলতি হিসাব কী ?

১২. বাংলাদেশ ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক ?

১৩. সাধারন সঞ্চয়ী হিসাব কী ?

১৪. পেনশন বা বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব কী ?

১৫. পৌনঃপুনিক হিসাব কী ?

১৬. চেক বই কী ?

১৭. স্থায়ী আমানত রসিদ কী ?

১৮. বৈদেশিক মুদ্রা অনাবাসিক হিসাব / (F.C. Account) কী ?

১৯. হিসাব খুলতে পরিচয়করনের প্রয়োজন পড়ে কেন ?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা জন্য পড়বে

ব্যাংক হিসাবের প্রকারভেদ

পঞ্চম অধ্যায়: চেক

জ্ঞান ও অনুধাবন

১. চেক বলতে কী বুঝায় ?
২. হুকুম চেক বলতে কী বুঝায় ?
৩. বিশেষভাবে দাগকাটা চেক বলতে কী বুঝায় ?
৪. চেকের অমর্যাদা বলতে কী বুঝায় ?
৫. চেকের আদেষ্টা কে ?
৬. সাধারণভাবে দাগকাটা চেক বলতে কী বুঝায় ?
৭. চেকের আদিষ্ট কে ?
৮. বাসি চেক বলতে কী বুঝায় ?
৯. চেকের অনুমোদন বলতে কী বুঝায় ?
১০. দাগকাটা চেক বলতে কী বুঝায় ?
১১. বাহক চেক বলতে কী বুঝায় ?
১২. ফাঁকা চেক বলতে কী বুঝায় ?
১৩. চেকের প্রাপক কে ?
১৪. চেককে প্রামাণ্য দলিল হিসাবে গ্রহণ করা হয় কেন?
১৫. মার্কেট চেক বলতে কী বুঝায় ?
১৬. ভ্রমনকারীর চেক বলতে কী বুঝায় ?
১৭. অগ্রিম চেক বলতে কী বুঝায় ?
১৮. চেকের পক্ষ কয়টি ?
১৯. চেকের প্রতারণা বা জালিয়াতি বলতে কী বুঝায় ?
২০. কত সময় একটি চেক বৈধ থাকে ? ব্যাখ্যা কর ।
২১. কীভাবে দাগকাটা চেক দাগবিহীন চেক হতে আলাদা ? ব্যাখ্যা কর ।
২২. ব্যাংক ও চেকের উৎপত্তি কেন সমসাময়িক ? ব্যখ্যা কর ।
২৩. কত সালের আইন দ্বারা চেকের ব্যবহার হয়ে থাকে?
২৪. চেক ও বিনিময় বিলের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর ।
২৫. উত্তোলন চিঠা বলতে কী বুঝ ?
২৬. প্রকৃত ধারক বলতে কী বুঝায় ?
২৭. চেকে দাগকাটার পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর ।
২৮. কীভাবে ব্যবসায়ে চেকের উদ্ভব হয় ?
২৯. চেকের প্রস্তুতকারককে কী বলে ?
৩০. দাগকাটা চেক কীভাবে অধিক নিরাপত্তা প্রদান করে ?
৩১. নিয়ন্ত্রণ মূলক দাগকাটা চেক কী ?
৩২. চেকে একবার দাগকাটার পর কে আবার তা প্রত্যাহার করতে পারে ?
৩৩. নট নেগোশিয়েবল কথাটি ব্যখ্যা কর ।
৩৪. ডেবিট কার্ড কী ?
৩৫. শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন বলতে কী বুঝায় ?

৩৬. দাগকাটা চেক কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে ? ব্যাখ্যা কর।
৩৭. চেককে এক ধরনের হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলা হয় কেন ?
৩৮. চেকের অর্থ বিহিত মুদ্রায় পরিশোধ্য কেন ? ব্যাখ্যা কর।
৩৯. চেকে অর্থের পরিমান কীভাবে উল্লেখ করতে হয় ব্যাখ্যা কর।
৪০. চেকে দাগ কাটতে পারে কে ?
৪১. সীমিত অনুমোদন বলতে কী বুঝায় ?
৪২. চেক প্রস্তুত প্রণালী ব্যাখ্যা কর।
৪৩. বাতিল চেক কী ?
৪৪. চেক সংগ্রহ করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।
৪৫. চেকে দাগকাটার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
৪৬. উপহার চেক কী ?
৪৭. চেকে কোথায় এবং কেন তারিখ লেখা হয় ?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার জন্য পড়বে

চেকের প্রকারভেদ, চেকের পক্ষ, চেকের অমর্যাদা, দাগকাটা চেকের শ্রেণীবিভাগ

ষষ্ঠ অধ্যায়: ব্যাংক তহবিলের ব্যবহার

জ্ঞান ও অনুধাবন

১. ব্যাংক তহবিল কী ?
২. ব্যাংক ঋণ কাকে বলে ?
৩. ব্যাংকের অগাম কী ?
৪. ধার কাকে বলে ?
৫. নগদ ঋণ কী ?
৬. জমাতিরিক্ত ঋণ কী ?
৭. দলিলী ঋণ বলতে কী বুঝায় ?
৮. প্রত্যয়পত্র কী ?
৯. ব্যাংকের অজ্ঞাপত্র কী ?
১০. পে-অর্ডার কী ?
১১. ব্যাংক গ্যারান্টি পত্র কী ?
১২. ভ্রাম্যমান নোট কী ?
১৩. ভ্রমনকারীর চেক কী ?
১৪. ভ্রাম্যমান প্রত্যয়পত্র কাকে বলে ?
১৫. নিশ্চিত প্রত্যয়পত্র কাকে বলে ?
১৬. ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র কী ?
১৭. ভ্রমনকারীর প্রত্যয়পত্র কী ?
১৮. জামানতযুক্ত ঋণ কী ?
১৯. লিয়েন বা পূর্বস্বত্ব কী ?

২০. পণ্য বন্ধক কী ?

২১. অতিরিক্ত জামানত কী ?

২২. বিক্রয়যোগ্য জামানত কী ?

২৩. ব্যাংক তহবিলের নিজস্ব উৎস বলতে কী বুঝায় ?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার জন্য পড়বে

ব্যাংক ঋণের শ্রেণীবিভাগ, জামানতের প্রকারভেদ, জামানতের বিবেচ্য বিষয়, প্রত্যয়পত্রের শ্রেণীবিভাগ

সপ্তম অধ্যায়: বৈদেশিক বিনিময়

জ্ঞান ও অনুধাবন

১. বৈদেশিক বিনিময় কী ?

২. বিদেশে অর্থ প্রেরণ কী ?

৩. বৈদেশিক বিনিময় বিল কী ?

৪. বিনিময় হার কাকে বলে ?

৫. ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব কী ?

৬. চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব কী ?

৭. ভাসমান মুদ্রা কী ?

৮. ট্রাভেলার্স চেক সম্পর্কে ধারন দাও।

৯. স্বর্ণমান পদ্ধতি বলতে কি বুঝায় ?

১০. ডাকযোগে অর্থ প্রেরণ বলতে কী বুঝ ?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার জন্য পড়বে

বিনিময় হার নির্ধারন পদ্ধতি, বিদেশে অর্থ প্রেরণ, বিনিময় হার উঠা-নামার কারণ

অষ্টম অধ্যায়: বিমা

বিমা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা

জ্ঞান ও অনুধাবন

১. বিমা কী ?

২. ঝুঁকি কী ?

৩. বিমা চুক্তি কী ?

৪. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী ?

৫. সদ্বিশ্বাসের নীতি কী ?

৬. স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি কী ?

৭. আনুপাতিক সাহায্যের নীতি কী ?

৮. জীবন বিমা কী ?

৯. নৌ-বিমা কী ?

১০. দায় বিমা কী ?

১১. প্রিমিয়াম কাকে বলে ?

১২. বিশ্বস্ততা বিমা কী ?

১৩. জীবন বিমা কর্পোরেশন কী ?

১৪. সাধারণ বিমা কর্পোরেশন কী ?

১৫. নিশ্চয়তার চুক্তি বলতে কী বুঝ ?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার জন্য পড়বে

বিমার অপরিহার্য উপাদান/মূলনীতি, বিমার শ্রেণীবিভাগ

নবম অধ্যায়: জীবন বিমা

জ্ঞান ও অনুধাবন

১. জীবন বিমা কী ?

২. আজীবন বিমাপত্র কী ?

৩. মেয়াদি বিমাপত্র কী ?

৪. সাময়িক বিমাপত্র কী ?

৫. যৌথ বা যুগ্ম বিমা কী ?

৬. গোষ্ঠী বিমা কী ?

৭. মৃত্যুহার পঞ্জি কী ?

৮. সমর্পণ মূল্য কী ?

৯. বোনাস কাকে বলে ?

১০. বৃত্তি ব্যবস্থা কী ?

১১. সমকিস্তি পরিকল্পনা কী ?

১২. নীট প্রিমিয়াম কী ?

১৩. উত্তরাধিকারীর সনদ কী ?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার জন্য পড়বে

জীবন বিমার শ্রেণীবিভাগ, জীবন বিমার সম্পাদন প্রক্রিয়া, সমর্পণ মূল্য, মৃত্যুহার পঞ্জি, বার্ষিক বৃত্তির প্রকারভেদ

দশম অধ্যায়: নৌ-বিমা

জ্ঞান ও অনুধাবন

১. নৌ-বিমা কী ?

২. নৌ-বিমায় স্থলাভিষিক্তকরণ বলতে কী বুঝ ?

৩. নৌ-বিমায় আনুপাতিক সাহায্য বলতে কী বুঝ ?

৪. নৌ-বিমায় অব্যক্ত শর্ত বলতে কী বুঝ ?

৫. জাহাজ বিমা কী ?

৬. পণ্য বিমা কী ?

৭. নৌ-দায় বিমা কী ?

৮. যাত্রা বিমাপত্র বলতে কী বুঝ ?

৯. সময় বিমাপত্র বলতে কী বুঝ ?

১০. মূল্যায়িত বিমাপত্র বলতে কী বুঝ ?

১১. লয়েড্‌স-এর বিমাপত্র বলতে কী বুঝ ?
১২. নৌ-বিপদ কী ?
১৩. সামগ্রিক ক্ষতি বলতে কী বুঝ ?
১৪. উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি বলতে কী বুঝ ?
১৫. সমুদ্রে পণ্য নিক্ষেপণ বলতে কী বুঝ ?
১৬. বহনপত্র বা চালানী রসিদ বলতে কী বুঝ ?
১৭. চার্টার পার্টি বলতে কী বুঝ ?
১৮. নৌ-বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন ?
১৯. অমূল্যায়িত বিমাপত্র বলতে কী বুঝ ?
২০. সামুদ্রিক ক্ষতি বলতে কী বুঝ ?
২১. কোন বিমার মধ্য দিয়ে বিমা ব্যবসায় যাত্রা শুরু করে ?
২২. নৌ-বিমার স্বত্বার্পণ বলতে কী বুঝ ?
২৩. ভাড়া বা মাশুল বিমা বলতে কী বুঝ ?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার জন্য পড়বে

নৌ-বিমাপত্রের শ্রেণীবিভাগ, নৌ-বিমা চুক্তির শর্তাবলী, নৌ-বিপদ, সামুদ্রিক ক্ষতির প্রকারভেদ, পণ্য নিক্ষেপণ

একাদশ অধ্যায়: অগ্নিবিমা

জ্ঞান ও অনুধাবন

১. আধুনিক অগ্নিবিমার জনক কে ?
২. অগ্নিবিমা কী ?
৩. স্থলাভিষিক্তকরন বলতে কী বুঝ ?
৪. ক্ষতিপূরনের চুক্তি বলতে কী বুঝ ?
৫. প্রত্যক্ষকারণ নীতি বলতে কী বুঝ ?
৬. মূল্যায়িত বিমাপত্র বলতে কী বুঝ ?
৭. অমূল্যায়িত বিমাপত্র বলতে কী বুঝ ?
৮. গড়পড়তা বিমাপত্র বলতে কী বুঝ ?
৯. অগ্নিজনিত ক্ষতি বা অপচয় বলতে কী বুঝ ?
১০. নেতিক ঝুঁকি বলতে কী বুঝ ?
১১. অগ্নিবিমায় আনুপাতিক সাহায্য বলতে কী বুঝ ?
১২. কোন বিমায় নৈতিক ঝুঁকির মাত্রা সবচেয়ে বেশি ?
১৩. বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে কী বুঝ ?
১৪. সাধারণ বিমা কর্পোরেশন কী ?
১৫. অগ্নিজনিত ঝুঁকি বলতে কী বুঝ ?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার জন্য পড়বে

অগ্নিবিমার অপরিহার্য উপাদান, অগ্নিবিমাপত্রের শ্রেণীবিভাগ, অগ্নিবিমার ঝুঁকির প্রকারভেদ

দ্বাদশ অধ্যায়: বিবিধ বিমা

জ্ঞান ও অনুধাবন

১. দুর্ঘটনা বিমা কী ?

২. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা কী ?

৩. স্বাস্থ্য বিমা কাকে বলে ?

৪. সামাজিক বিমা কী ?

৫. শস্য বিমা কী ?

৬. গবাদি পশু বিমা কী ?

৭. ডাক জীবন বিমা কী ?

৮. পুনর্বীমা কী ?

৯. দ্বৈতবিমা কী ?

১০. গণদায় বিমা কী ?

১১. মোটরগাড়ি বিমা সম্পর্কে ধারণা দাও ।

১২. বাংলাদেশে কোন বিমা সবচেয়ে পুরনো ?

১৩. রপ্তানি বিমা বা রপ্তানি ঋণ বিমা কী ?

১৪. রপ্তানি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম বলতে কী বুঝ ?

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার জন্য পড়বে

দুর্ঘটনা বিমা, দুর্ঘটনা বিমার প্রকারভেদ, দায় বিমা, স্বাস্থ্য বিমা, মটরগাড়ী বিমা, শস্য বিমা, গবাদিপশু বিমা, রপ্তানি বিমা, রপ্তানি ক্রেডিট গ্যারান্টি বিমা, ডাক বিমা, চৌর্য বিমা, দ্বৈত বিমা, পুনঃবিমা

অধ্যায় ১

ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাথমিক ধারণা
Primary Knowledge of Banking

১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মি. ফুয়াদ ও তার সমমনা ১৫জন উদ্যোক্তা বাংলাদেশ ব্যাংকে ৪০০ কোটি টাকা জমা রেখে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান শুরু করে। তারা অর্থ নিয়ে ব্যবসায় করবে বলে ঠিক করে। তাদের এই কাজটি মুলধন গঠন ও বিনিয়োগে অবদান রাখবে।

ক. ব্যাংকার কে? ১

খ. ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে মি. ফুয়াদদের গঠিত ব্যবসায় সংগঠনটি কি? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ব্যাংক কী মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের নৈতিক নিয়ন্ত্রণ ঘটায়? তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

উত্তর:

ক. ব্যাংক ব্যবসায়ে লিপ্ত যে কোন ব্যক্তিকেই ব্যাংকার বলে।

খ. ব্যাংক হলো প্রকৃতপক্ষে আর্থিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, যা একজনের কাছ থেকে আমানত হিসেবে অর্থ গ্রহণ করে এবং উক্ত অর্থ অন্যকে ধার দেয়।

ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক মধ্যস্থ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যার কাজ হলো স্বল্প সুদে বা লাভে আমানত হিসেবে জনগণের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ বা ধার গ্রহণ এবং উক্ত ধার করার অর্থ আবার উচ্চ সুদে বা লাভে অন্যদের ধার দেয়া। যে ব্যাংক এরূপ ধার গ্রহণ ও ধার প্রদানে আর্থিক সফলকাম তাকেই দক্ষ ব্যাংক হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই বলা যায়, ব্যাংক ধার করা অর্থের ধারক বা ব্যবসায়ী।

গ. উদ্দীপকে মি. ফুয়াদের গঠিত ব্যবসায় সংগঠনটি ব্যাংক।

যে সকল আর্থিক মধ্যস্থ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের সাধারণ ব্যবসায়িক কার্য হিসেবে বিভিন্ন আমানতি হিসাবের মাধ্যমে অর্থ জমা রাখে, ঋণ দেয়, বিনিয়োগ করে, অর্থের লেনদেন ও সেই সাথে বিল ও ব- বাট্টা করে এবং চেক, ড্রাফট, পে অর্ডার ইত্যাদি ইস্যু ও তার মর্যাদা প্রদান করে তাদেরকে ব্যাংক বলে।

এই প্রতিষ্ঠানটি গঠনের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে প্রাথমিক জমা ৪০০ কোটি টাকা প্রদান করে তার অর্থ নিয়েই ব্যবসায় করে। তাদের এই কর্মকান্ড সঞ্চয় বৃদ্ধি করে, মূলধন গঠন করে, বিনিয়োগে সাহায্য করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখে।

উদ্দীপকে মি. ফুয়াদ সমমনা ১৫ জন ব্যবসায়ীকে নিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে ৪০০ কোটি টাকা জমা দেয়। তার অর্থ নিয়েই ব্যবসায় করবে। তাদের গঠিত এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। সুতরাং আমরা বলতে পারি উদ্দীপকে মি. ফুয়াদদের গঠিত ব্যবসায় সংগঠনটি একটি ব্যাংক।

ঘ. মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংক ব্যাপক অবদান রাখে বলেই আমি মনে করি।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে অলসভাবে পড়ে থাকা অর্থ একত্রিত করে মূলধন গঠন করা যায়। এরুপ মূলধন ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যাংক ভূমিকা পালন করে। আর এই মূলধন ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রয়োগ করে অর্থাৎ বিনিয়োগ করে আয়/মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

ব্যাংক যেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অর্থ নিয়েই সে ব্যবসায় করে। তাই ব্যাংক মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ সহায়তা করতে পারে। উদ্দীপকে প্রতিষ্ঠানটি একটি ব্যাংক। আর ব্যাংক হওয়ায় এটি মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায়। ব্যাংক বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে অলসভাবে পড়ে থাকা অর্থ ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চিত আমানতের ধারাই মূলধন গঠিত হয়। আর যেকোন দেশেই এরূপ মূলধন ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নয়নের প্রধান অবলম্বনের ভূমিকা পালন করে। এভাবে মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে মি. ফুয়াদের ব্যাংক গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুতরাং বলতে পারি, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায়।

২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১৯৭৮ সালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকতাম। বাড়ি থেকে টাকা পাঠালে তা পেতে বেশ ক'দিন লেগে যেতো। এখন আমার এক ভাতিজা ঢাকায় পড়ে। তার বাবা স্থানীয় ব্যাংক শাখায় টাকা জমা দেয়। উন্নত প্রযুক্তির সুবাদে পাঁচ মিনিট পরেই ভাতিজা চেক কেটে ঢাকায় টাকা উঠায়। চেক কাটারও প্রয়োজন হয় না। উন্নত প্রযুক্তির সেবার প্রতি গ্রাহকদের যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশের পুরোনো ব্যাংকগুলোর যথেষ্ট সুবিধা ও সামর্থ্য থাকার পরও উন্নত প্রযুক্তির অভাবে তারা পিছিয়ে পড়ছে।

ক. শাখা ব্যাংক কী? ১

খ. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ব্যাংকের অবদান ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে যে ধরনেরব ব্যাংকিং এর উল্লেখ করা হয়েছে তাকে কোন ধরনের ব্যাংকিং বলে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "বাংলাদেশের পুরোনো ব্যাংকগুলো অনেক সুবিধা ও সামর্থ্য থাকার পরও পিছিয়ে পড়ছে"- তুমি কী এ বক্তব্যের সাথে একমত? মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তর:

ক. যে ব্যাংকিং ব্যাবস্থায় একটি প্রধান কার্যালয়ের অধীনে দেশে-বিদেশে শাখা প্রতিষ্ঠা করে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং শাখা অফিসগুলো প্রধান অফিসেকর নির্দেশ ও নিয়ম-কানুন মেনে চলতে বাধ্য থাকে তাকে শাখা ব্যাংক বা শাখা ব্যাংকিং বলে।

খ. একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে ক্রয়-বিক্রয় কার্য অনুষ্ঠিত হয় তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ব্যাংকসমূহ ব্যবসায়ীগণকে মূলধন সরবরাহ করে এবং অর্থের নিরাপদ ও সহজ লেনদেনের সুযোগ দেয়। অর্থ স্থানান্তর, দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি, প্রতিনিধিত্ব পরামর্শ দান ও বিভিন্নমুখী সেবা প্রদান করে ব্যাংক অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সহায়তা করবে। তাই এক কথায় বলা যায়, No business can run without banking."

গ. উদ্দীপকে যে ধরনের ব্যাংকিং এর উল্লেখ করা হয়েছে তাকে ই-ব্যাংকিং বা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং বলে।

ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং হলো ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অত্যাধুনিক তড়িৎবাহী পদ্ধতি যেখানে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতিদ্রুত নির্ভুলভাবে সম্প্রসারিত ব্যাংকিং সেবা সুবিধা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে অর্থ উত্তোলন, সংগ্রহ, স্থানান্তর, লেনদেন সম্পন্নকরণ, তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ প্রদান, যোগাযোগ ইত্যাদি কাজ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়।

উদ্দীপকে গ্রাহক তার ছেলেকে টাকা পাঠানোর পর স্বল্প সময়ের মধ্যেই তার ছেলে ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন করতে পারছে। আবার কখনও কখনও চেক কাটার প্রয়োজন হচ্ছে না। অর্থাৎ সে ATM কার্ড ব্যবহার করে অর্থ উত্তোলন করতে পারছে যা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এই কেবলমাত্র সম্ভব।

ঘ. "বাংলাদেশের পুরোনো ব্যাংকগুলো অনেক সুবিধা ও সামর্থ্য থাকার পরও পিছিয়ে পড়ছে"- আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

বাংলাদেশের পুরোনো ব্যাংকগুলো বেশীরভাগই সনাতন, কায়িক শ্রমনির্ভর, সীমিত সেবা সম্বলিত, মন্থর, কাগজ ও নথির জমাকৃত স্তরের সনাতন ব্যাংকিং পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে। ফলে তাদের পক্ষে খুব বেশী গ্রাহক সেবা বা সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

বাংলাদেশের অত্যাধুনিক ব্যাংকগুলো প্রযুক্তিগতভাবে অনেক দূর এগিয়ে গেছে তাদের ইলেকট্রনিক ব্যাংককিং সুবিধা প্রদানের কারণে।

উদ্দীপকের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, ইলেকট্রনিক ব্যাংককিং চালু থাকায় বর্তমানে গ্রাহক অনেক বেশী সুবিধা ভোগ করছে। ফলে অতিদ্রুত, নির্ভুল এবং ব্যাপক বিস্তৃত সেবা প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক ব্যাংকগুলো অনেক বেশী সফল এবং এই প্রতিযোগিতায় পুরোনো ব্যাংকগুলো সমান তালে এগিয়ে যেতে পারছে না।

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

জনাব আবুল হাসান অর্গানিক পদ্ধতিতে কৃষি পণ্য উৎপন্ন করেন। তাছাড়া কিছু কৃষিপণ্য তাকে আমদানি করতে হয়। দেশের সকল জেলায় এবং অধিকাংশ উপজেলায় তার কৃষিপণ্যের ডিলার রয়েছে। এতদিন তিনি উদয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা করছিলেন। কৃষি খামারের জন্য ঋণ প্রয়োজন হলে ব্যাংকের ব্যবস্থাপক অপারগতা প্রকাশ করে। এ অসুবিধার কারণে ঐ ব্যাংকের সাথে লেনদেন বন্ধ করে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করছেন।

ক. ATM কী? ১

খ. ই-ব্যাংকিং ব্যবস্থায় চেকের প্রয়োজন পড়ে না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. যে বিশেষ ব্যাংকিং সুবিধার জন্য জনাব আবুল হাসান ব্যাংক পরিবর্তন করেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপকের অপারগতা প্রকাশের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তর:

ক. মনুষ্যবিহীন স্বয়ংক্রীয়ভাবে পরিচালিত অর্থ লেনদেন ব্যবস্থাকেই এটিএম বলে। এর পূর্ণরূপ- Automated Teller Machine.

খ. উন্নততর ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতিদ্রুত, নির্ভুল ও বিস্তৃত কার্য পরিচালনায় সক্ষম ব্যাংক ব্যবস্থাকেই ই-ব্যাংকিং বলে।

ই-ব্যাংকিং ব্যবস্থায় চেকের প্রয়োজন পড়ে না কারণ-

ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমা ও উত্তোলন করা যায়।

ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে তহবিল তড়িৎ গতিতে স্থানান্তর করা যায়।

গ. ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য জনাব আবুল কালাম ব্যাংক পরিবর্তন করেন।

বাংক কর্তৃক গ্রাহককে নির্দিষ্ট অর্থ ধার দেয়াকে ব্যাংক ঋণ বা অগ্রিম বলে। ঋণদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। যে ব্যাংক বেশি ঋণ দিতে পারবে, তার মুনাফা, আর্থিক সমৃদ্ধি ও সুনাম বেশি।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে যে, জনাব আবুল কালাম একজন কৃষি পণ্য উৎপাদনকারী। তার কৃষি খামারের জন্য ঋণ প্রয়োজন। উদয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপকের অপারগতায় তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে হিসাব পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কৃষি ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করার পেছনে কারণ হলো-

কৃষি ব্যাংক কৃষকদের বিভিন্নমুখী প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে।

সাধারণত সার, বীজ, কীটনাশক ক্রয়ের জন্য স্বল্পমেয়াদি ছোটখাটো কৃষি যন্ত্রপাতি, গবাদি পশু ক্রয় এবং জমির ব্যাপক উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান করে।

কৃষি ব্যাংক কৃষকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন ধরনের শস্য উৎপাদনের জন্য মৌসুমী ঋণ প্রদান করে থাকে।

ঘ. উদয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপকের অপারগতা প্রকাশ হলো যৌক্তিক।

ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে নির্দিষ্ট অর্থ ধার দেয়াকে ঋণ বলে।

উদয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপকের অপারগতা প্রকাশের পেছনে যে কারণ তা হল-
যত্রতত্র যথেচ্ছভাবে ঋণদান ব্যাংকের জন্য খেলাপি ঋণ বৃদ্ধিসহ নানান সমস্যার সৃষ্টি করে। এতে মুনাফার চেয়ে লোকসান হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে।

তারল্য সংকটের কারণে উদয়ন ব্যাংক বিভিন্ন খাত ও প্রকল্পে ঋণদান নিরুৎসাহিত করতে পারে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিশেষ ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণেও অপারগতা প্রকাশ করতে পারে।

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মি. কাশেম ব্যাংকের এম. ডি। তার ব্যাংকের মূল শ্লোগান হলো- 'গ্রাহক সেবার মাধ্যমে সমৃদ্ধি'। ইতোমধ্যে তার ব্যাংকটি গ্রাহকবান্ধব ব্যাংক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে। হিসাবের সংখ্যা, শাখার সংখ্যা, মুনাফাসহ সর্বত্রই প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে মূলধন গঠনে ও সামাজিক কার্যক্রমে কার্যকর ভূমিকা রাখায় ব্যাংকটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছে।

ক. দেউলিয়া কী? ১

খ. ব্যাংকের সচ্ছলতারনীতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. কাশেমের ব্যাংকটি ভালো করার পিছনে কোন কারণটি অধিক কাজ করেছে বলে তুমি মনে কর লিখ। ৩

ঘ. মি. কাশেমের ব্যাংকটি মূলধন গঠনে অধিক ভূমিকা রাখতে পারার পিছনে কারণসমূহ বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. দেউলিয়া আইন অনুযায়ী পাওনা পরিশোধে ব্যর্থতার দায়ে আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বলে ঘোষিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া বলে।

খ. কোন সমাজের সাধারণ নির্দেশনা হলো নীতি। ব্যাংকের মূলনীতির মধ্যে সচ্ছলতার নীতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে।
আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলে ব্যাংকের পক্ষে কোনোভাবেই তার ব্যবসায়িক কার্য সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এরুপ স্বচ্ছলতা বা আর্থিক প্রাচুর্য ব্যাংকের একটি অন্যতম নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

গ. মি. কাশেমের ব্যাংকটি ভালো করার পিছনে ব্যাংকের সেবার মানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
প্রতিযোগিতার এ যুগে গ্রাহকদের সেবা সুবিধা প্রাপ্তির ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। তাই সর্বোচ্চ সেবা সুবিধা নিশ্চিত করতে পারা দক্ষ ব্যাংকের অপরিহার্য গুণ। যে ব্যাংকে সহজে টাকা জমা দেয়া যায়, অর্থ উত্তোলন করা যায়, সহজে ঋণ পাওয়া যায়, বিভিন্ন বিল প্রদান ও অর্থ সংগ্রহ করা যায় গ্রহকদের নিকট সেই ব্যাংক ততো উত্তম বিবেচিত হয়ে থাকে।

সাধারণত গ্রাহকরা ব্যাংক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেবার বিষয়টি খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখে। যে ব্যাংকের কর্মীদের ব্যবহার উত্তম, সে ব্যাংক হিসাব খুলতে সবাই উৎসাহী হয়। বর্তমানকালে ব্যাংক সারা বিশ্বে সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য। ব্যাংক প্রকৃতপক্ষে অর্থের লেনদেনের মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান করে। তাই গ্রাহকদের জন্য যথোপযুক্ত সেবা সুবিধা নিশ্চিত করা ব্যাংকের কাজ। পরিশেষে বলা যায় মি. কাশেমের ব্যাংকটি সঠিক সেবার মাধ্যমে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে এবং দিন দিন উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে।

ঘ. মি. কাশেমের ব্যাংকটি মূলধন গঠনের পিছনের কারণগুলো হল- ব্যাংকটি তালিকাভুক্ত কীনা, ব্যাংকের সুনাম, ব্যাংকের শাখা।

কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংক উত্তম কিনা বিশ্লেষণকালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে ব্যাংকটি তালিকাভুক্ত কিনা তা দেখা দরকার। কারণ তালিকাভুক্ত বাংক অতালিকাভুক্ত ব্যাংক অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য। মি. কাশের ব্যাংকটি সুনামের সহিত কার্যক্রম করার কারণে অনেক শাখা খুলতে পেরেছে। অনেক শাখা থাকার কারণে অনেক মূলধন সংগ্রহ হয়েছে।

বিভিন্ন শাখা থাকার কারণে ব্যাংক জনগণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অলস অর্থ বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করে দেশের জন্য অতি আবশ্যক প্রয়োজনীয় মূলধন গঠন করে। আমানতকারীদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করেও ব্যাংক দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা চালায়।

ব্যাংক "পরের ধনে পোদ্দারী করে" এ প্রবাদ বাক্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সব সময় অন্যের অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করার চেষ্টা চালায়। ব্যাংক জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থ সংগ্রহ করে এর নিরাপত্তা বিধানের পাশাপাশি নিজের জন্য ও দেশের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন গঠন ও একে ব্যবহারের চেষ্টা চালায়। যা ব্যাংক ব্যবসায়ের উন্নয়নের সহায়ক হয়। এরূপ মূলধন গঠন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য। মি. কাশেমের অধিক মূলধন গঠন ও অধিক শাখার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরষ্কার পেয়েছে। পুরষ্কার পাওয়ার জন্য তার অধিক সুনাম অর্জন হয়েছে।

৫। নিচের ছকটি পড় এবং উত্তর দাওঃ

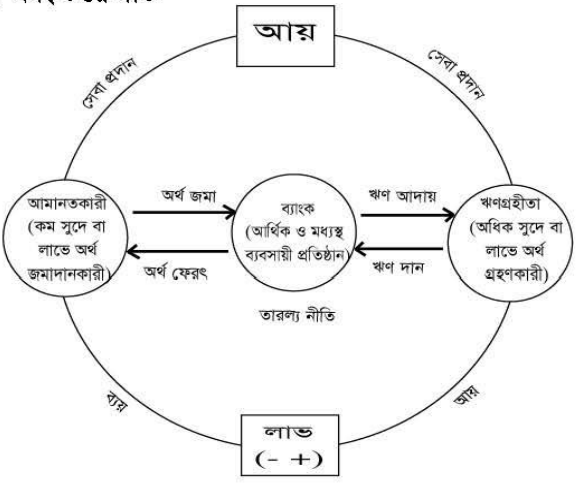

ক. ব্যাংক কী?
খ. ব্যাংকের তারল্য নীতি বলতে কী বুঝ?
গ. ব্যাংক কী ধরনের ব্যবসায়ের সাথে জড়িত? ব্যাখ্যা কর?
ঘ. "ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয় উল্লেখিত চিত্রের মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ কর।

উত্তরঃ

ক. যে প্রতিষ্ঠান অর্থ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত তাকে ব্যাংক বলে।

খ. তারল্য বলতে চাইবামাত্র নগদ অর্থ পরিশোধের ক্ষমতা বা সম্পদের নগদ অর্থে রূপান্তরকে বোঝায়।
ব্যাংক ব্যবসায়ে তারল্য সংরক্ষণ করাকে ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ আদেশ অনুযায়ী ইসলামী শরিয়াভিত্তিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের জন্য ১১.৫০% বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য ১৯% তারল্য সংরক্ষণ করতে হবে।

গ. ব্যাংক অর্থ ও ঋন ব্যবসায়ের সাথে জড়িত।
ব্যাংক এটি আর্থিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। এটি জনগনের সঞ্চিত অর্থ জমা রাখে, প্রয়োজনে সরবরাহ করে এবং কিছু অংশ নিজের নিকট রেখে দেয়। গ্রাহকের অর্থ আমানতের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিজের নিকট কিছু রেখে বাকী অর্থ ঋণ দেয়।
চিত্রের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাংক আমানত কারীর অর্থ সংগ্রহ ও নিরাপত্তা প্রদান করছে। আমানতকারীর সংগৃহীত অর্থ থেকে তারল্য নীতি বজায় রেখে বাকী অর্থ ঋণ ও বিনিয়োগ করছে। তাই বলা যায় ব্যাংক অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ের সাথে জড়িত।

ঘ. ব্যাংক ধার করা অর্থের ধারক বা ব্যাংক যে ঋণের ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত কথাটি যথার্থ।
ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণের মাধ্যমে একদিকে যেমন নিজে ঋণ হয় তেমনি অন্যকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নিজেকে ঋণ দাতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, আমানত গ্রহন করে ব্যাংক প্রথমে ঋণ গ্রহীতা এবং ঋণ দাতা হিসেবে নিজেকে ঋণের ব্যবসায়ী বা ধারক হিসেবে পরিচিত।
ব্যাংক যে ধার করা অর্থের ধারক তা চিত্রের মাধ্যমে দেখান হলো-

পরিশেষে বলা যায়, আমানতের মাধ্যমে সংগ্রহীত অর্থ ব্যাংক প্রথমে নিজের তহবিলে ধারণ করে, গ্রাহকের চাহিদা মিটিয়ে পরে বাকী অর্থ ঋণদান ও বিনেয়াগের ব্যবস্থা করে। তাই ব্যাংকে ধার করা অর্নের ধারক বলে।

৬। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ
সানজিদা 'এ.বি' ব্যাংকের একজন ব্যবস্থাপক। তিনি জানেন অর্থ ও অর্থ সংক্রান্ত সমস্যার উত্তরণের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে ব্যাংক ব্যবসায়ের উদ্ভব। মধ্য যুগে ব্যাংকের পূর্বসূরীদের অবদানের ভিত্তিতে আজ আধুনিক ব্যাংক একটা স্বতন্ত্র ব্যবসায়ের রূপ পেয়েছে।

ক. ব্যাংকার কে? ১
খ. আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার পূর্বসরী কারা? এদের অবদান ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে ব্যাংক আমানতকারীর কোন জিনিসের নিরাপত্তা দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আধুনিক ব্যাংক একটি স্বতন্ত্র পেশা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে? উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরঃ
ক. ব্যাংকের কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গ ব্যাংকার হিসেবে পরিচিত।

খ. আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার পূর্বসূরী হলো স্বর্ণকার, ব্যবসায়ী মহাজন।
ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নে স্বর্ণকারগণ ব্যাপক অবদান রাখে। অর্থ উত্তোলনের জন্য তারাই প্রচলন করেছিল উত্তোলন চিঠি। ব্যবসায়ীগণ বিভিন্ন ব্যাংক দলিলের প্রচলন করে। মহাজন, অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ঋণদানের মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবসায়ে ব্যাপক অবদান রেখেছিল।

গ. উদ্দীপকে ব্যাংক আমানতকারীর অর্থের নিরাপত্তা দেয়।

গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ ও মূল্যবান সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা ব্যাংকের কর্তব্য। কেননা নিরাপত্তার জন্যই গ্রাহক ব্যাংকে অর্থ ও সম্পদ জমা রাখে।
মূলত বিনিময় প্রথার অসুবিধা দূর করার জন্য বিভিন্ন সমাজে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার প্রচলন ঘটে। আর মুদ্রার প্রচলনের পর ব্যাংক ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয়।

ঘ. আধুনিক ব্যাংক একটি স্বতন্ত্র পেশা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
পেশা হলো উচ্চতর জ্ঞান সম্পন্ন কৃর্তিমূলক কাজ, যা সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কতিপয় সেবামূলক ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিশেষজ্ঞতার সাথে প্রয়োগ করা হয়।

উদ্দীপকে সানজিদা ব্যাংক ব্যবসায়ে সাথে সম্পৃক্ত। তিনি ব্যবসায়কে পেশা হিসাবে নিয়েছেন। জীবন ধারনের জন্য যখন কোন ব্যক্তি কোন অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত হয় তখন ঐ ব্যক্তির কাজকে বৃত্তি বলে। সেই হিসাবে চাকরি, ব্যবসায়, শিক্ষকতা ইত্যাদি একই বৃত্তির আওতাভূক্ত।

পরিশেষে বলা যায় ব্যবসায় একটা স্বতন্ত্র বৃত্তি বা পেশা। সে হিসাবে ব্যাংকেও একটি স্বতন্ত্র পেশা হিসাবে গ্রহন যোগ্য।

৭। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
থ্রি-স্টার ব্যাংক গার্মেন্টস শিল্পের প্রবৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হয়ে এখানে প্রচুর ঋণ দিয়ে গত ৫ বছর মুনাফা অর্জন করেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মন্দার কারণে থ্রীস্টার ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নেয়া অনেক গার্মেন্টস্ই ঋণ ফেরত না দিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ব্যাংকটি সমস্যায় পড়েছে। এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এটিকে কালোতালিকাচ্যুত করায় নতুন আমানত আসছে না আর পুরাতন আমানতকারীরা আমানত উঠাতে চাইলেও ব্যাংকটি দিতে পারছে না।

ক. ব্যাংক কী?
খ. ই ব্যাংকিং বলতে কী বুঝায়?
গ. গার্মেন্টেস বন্ধ হওয়ায় থ্রীস্টার ব্যাংক কোন ধরনের সমস্যায় পড়েছে? বর্ণনা দাও।
ঘ. থ্রীস্টার ব্যাংক ব্যাংকের কোন নীতিটি অনুসরণ করেনি? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তর:
ক. ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক মধ্যস্থ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় ও বিভিন্ন ব্যাংক সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করে।

খ. ব্যাংকিং সেবা সুবিধা প্রদানের আধুনিক কৌশল উন্নততর ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতি দ্রুত, নির্ভুল ও বিস্তৃত কার্য পরিচালনায় সক্ষম ব্যাংক ব্যবস্থাকেই ই-ব্যাংকি বলে।
ATM, ডেবিটকার্ড, ক্রেডিট কার্ড, অনলাইন ব্যাংকিং, POS, SCH, CHEPS ইত্যাদি সুবিধাগুলো ই ব্যাংকিং- এর মাধ্যমে পাওয়া যায়।

গ. গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় থ্রীস্টার ব্যাংক ঋণ খেলাপীর সমস্যায় পড়েছে।
কেউ যদি ঋণ নিয়ে ফেরত না দেয় অথবা ফেরত দেয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন ঐ ঋণকে খেলাপি ঋণ বলে।
আর যে ঋণ ফেরত দেয় না বা দিতে পারেনা তাকে ঋণ খেলাপকারী বলে। কোন কোন ঋণ গ্রহীতা ইচ্ছা করেই সময়মত ঋণ ফেরত দেয় না, আবার অনেকে ঋণ নিয়ে ঋণের কার্যকর ব্যবহার করতে না পারায় ঋণ ফেরত দিতে পারে না। অর্থাৎ তার সম্পত্তির চেয়ে দায়ের পরিমাণ বেশী হয়। যে কার্যত ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে। তখন তার মধ্যে দেউলিয়াত্ব দেখা দেয়।

উদ্দীপকে থ্রিস্টার ব্যাংক গার্মেন্টস- এর উক্ত প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করে সমস্ত অর্থ গার্মেন্টস ঋণ হিসেবে সরবরাহ করে। যতদিন গার্মেন্টস এর অবস্থা ভালো ছিলো ততদিন থ্রীস্টার ব্যাংক ভালো মুনাফা অর্জন করতে পেরেছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে গার্মেন্টস-এর ব্যবসা খারাপ হয়ে গেলে গার্মেন্টস খাতে যা থ্রীস্টার ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলো তাদের আয় কমে যায়। ফলে সম্পত্তির চেয়ে দায়ের পরিমাণ বাড়তে থাকায় তারা থ্রীস্টার ব্যাংকে ঋণ ফেরত দিতে পারছিলো না। এভাবে থ্রীস্টার ব্যাংকের খেলাপী ঋণের পরিমাণ বাড়তে থাকে। ব্যাংকর ঋণের পরিমাণ বাড়ে কিন্তু আমানত না বড়ায় এবং ঋণ ফেরত না পাওয়ায় থ্রীস্টার ব্যাংক সমস্যায় পড়েছে।

ঘ. থ্রীস্টার ব্যাংক ব্যাংকের তারল্য নীতিটি অনুসরণ করেনি বলে আমি মনে করি।
গ্রাহকদের দাবী পূরণ করার সামর্থ্য সংরক্ষণের নীতিকৌশলকে তারল্য নীতি বলে। এরূপ সামর্থ্য ধরে রাখার জন্য অধিক পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণ করার ফলে তা ব্যাংকের প্রদায়ের সামর্থ্য হ্রাস করে। অন্যদিকে অধিক মুনাফায় আদায়ে বেশী পরিমাণ অর্থ ঋণদান যা বিনিয়োগ করলে ও গ্রাহকদের চেক ফেরৎ যাওয়ায় ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। তাই উভয়ের মধ্যে সমন্বয় বিধান করে চললেই ব্যাংক লাভবান হয়।

উদ্দীপকে প্রদত্ত থ্রীস্টার ব্যাংকটিকে একটি নির্দিষ্ট খাত গার্মেন্টসে প্রচুর পরিমানে ঋণ সরবরাহ করেছে।

গার্মেন্টস খাতে এখন বিপদ দেখা দেয়ায় অনেকে ব্যাংকটিকে ঋণের অর্থ ফেরত দিতে পারছেনা। ফলে ব্যাংকের তারল্য কমে যাচ্ছে। আবার ঋণের টাকা আদায় না করতে পারায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এটিকে কালো তালিকাভুক্ত করে। ফলে নতুন আমানতকারী আসেনা আর পুরাতনরা আমানত উঠিয়ে নিতে চায়, অথচ ব্যাংকটির হাতে যে অর্থ ছিলো তা ঋণ খাতে বিনিয়োগ থাকায় এবং তা ফেরত না পাওয়ায় আমানতকারীর অর্থও পরিশোধ করতে পারছেনা। অর্থাৎ ব্যাংকটির সম্পদের চেয়ে দায় বেশী। এটি তারল্য সংকটে ভুগছে

উপরিউক্ত যুক্তি খ-নের আলোকে বলতে পারি, থ্রীস্টার ব্যাংক ঋণ আদায় হবে এমন বিনিয়োগ খাতে ঋণ প্রদান করে আদায়ের কাজটিকে সফল করতে পারলে আমানতকারীর অর্থ ফেরত দিতে পারতো। কেন্দ্রীয় ব্যাংকও কালোতালিকাভুক্ত করত না। অর্থাৎ তারল্য নীতিটি থ্রীস্টার ব্যাংক অনুসরণ করেনি।

৮। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
তমা তার ব্যাংকিং ও বীমা বইয়ে পড়েছে, ব্যাংক হলো আধুনিক অর্থনীতির জীবনী শক্তি। কিন্তু অর্থের প্রচলনের পর ব্যাংকের উদ্ভব। আবার ব্যাংক অর্থের প্রচলনকে করেছে শৃঙ্খলাপূর্ণ। ব্যাংকই সৃষ্টি করে চলেছে বিনিময়ের বিভিন্ন মাধ্যম। ব্যাংকিং এটাকে করেছে আরো সুষমা মি-ত। প্রথমে বাণিজ্যিক ব্যাংক দিয়ে শুরু। এরপর একটা অনন্য ও শক্তিশালী ব্যাংকে ঘিরেই দেশের নানান ব্যাংকের উদ্ভব। তমা এসব ভেবে আর ব্যাংক ব্যবস্থায় উন্নয়ন দেখে বিস্মিত।

ক. একক ব্যাংক কী?
খ. ব্যাংক ধার করা অর্থের ধারক কেন?
গ. উদ্দীপক বিবেচনায় নিলে ব্যাংকের জননী কাকে বলা হবে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী অনন্য ও শক্তিশালী ব্যাংক কোনটি? ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নে এর যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

উত্তর:
ক. যে ব্যাংক কেবলমাত্র একটি অফিসের মাধ্যমে তার সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে একক ব্যাংক বলে।

খ. ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক মধ্যস্থ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যার কাজ হলো স্বল্প সুদে বা লাভে আমানত হিসাবে জনগণের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ বা ধার গ্রহণ এবং উক্ত ধার করার অর্থ আবার উচ্চ সুদে বা লাভে অন্যদেরকে ধার দেয়।
যে ব্যাংক এরূপ ধার গ্রহন ও ধার প্রদানে অফিস সফলকাম তাকেই দক্ষ ব্যাংক হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই বলা যায়, "ব্যাংক ধার করা অর্থের ধারক বা ব্যবসায়ী"।

গ. উদ্দীপক বিবেচনায় নিলে ব্যাংকের জননী বলা হবে অর্থকে।

আমানত সংগ্রহ ও ঋণদানের মধ্য দিয়ে ব্যাংকের অগ্রযাত্রা শুরু হলেও আজকের দিনে ব্যাংক গ্রাহকদের বাড়তি প্রয়োজন পূরণে নানাবিধ আর্থিক কার্য সম্পাদন করছে। আর এর মূল ভূমিকা পালন করছে অর্থ। অর্থ ব্যাংকের প্রাণ স্বরুপ। অর্থ ছাড়া ব্যাংকের কোন কার্যক্রমই সঠিকভাবে পালন করতে পারেনা। কারণ ব্যাংক যে আমানত সংগ্রহ, মূলধন গঠন, বিনিয়োগ, বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি যাই করুক না কেন তার মূলে রয়েছে অর্থ।

ব্যাংক যে চেক, ড্রাফট্, পে-অর্ডার, চেক কার্ড প্রত্যয় পত্র ইত্যাদির মাধ্যমে বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে তার মূলেও রয়েছে অর্থ। আর ব্যাংকের যে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা, এটাও অর্থের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। পরিশেষে বলা যায়- অর্থই হলো ব্যাংকের জননী।

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী অনন্য ও শক্তিশালী ব্যাংক হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
যে ব্যাংক সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীনে গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। এটি সকল ব্যাংকের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ব্যাংক জাতীয় অর্থনীতির বায়ু কেন্দ্রস্বরুপ। যা দেশের সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে প্রত্যক্ষ বা পরাক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। গাছের শাখা যেমন কান্ডের সাহায্য ছাড়া প্রস্ফুটিত ও পল্লবিত হতে পারেনা। তেমনি দেশের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারে না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে মুদ্রার ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ নোট ও মুদ্রার প্রচলন করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক দেশে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে ব্যাংকিং ও ঋণ ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এ ব্যাংকের ফলে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ হয়। ব্যাংকের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ন্ত্রণ মুদ্রার মান রক্ষা পান পণ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে এবং সর্বোপরি তালিকাভূক্ত ব্যাংকে সহায়তা করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী অনন্য ও শক্তিশালী ব্যাংক হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

৯। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
মি. শুভ যে ব্যাংকে লেনদেন করেন সেটি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশে পরিচালিত হয়। জনগণের নিকট থেকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমনত সংগ্রহের বিষয়ে ব্যাংকটি খুব তৎপর থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে ও ব্যাংকটির সুসম্পর্ক রয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসায় সম্প্রসারণে ব্যাংকটি চেষ্টা চালাচ্ছে।

ক. গ্রুপ ব্যাংক কি?
খ. ব্যাংকের তারল্য নীতি বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শুভ যে ব্যাংকে লেনদেন করে তা কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ব্যাংকটির বিভিন্ন স্থানে শাখা প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

উত্তর :
ক. যে ব্যাংক ব্যবস্থায় কোনো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান একই ধরনের কতকগুলো ছোট ব্যাংক গঠন করে বা একাধিক ব্যাংকের অধিকাংশ শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে সমন্বিত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে গ্রুপ ব্যাংক বলে।

খ. তারল্য হলো কোনো সম্পত্তির কম ক্ষতিতে দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তরযোগ্যতা।
ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী ব্যাংক তার আমনতকারীর অর্থ চাহিবামাত্র ফেরৎ দিতে বাধ্য। যে নীতির আওতায় ব্যাংকসমূহ নিজের কাজে নগদ অর্থ ও তরল সম্পদ সংরক্ষণ করে অবশিষ্ট অংশ ঋণ দেয় ও বিনিয়োগ করে তাকেই তারল্য নীতি বলা হয়।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শুভ যে ব্যাংকে লেনদেন করে এটা হল বাণিজ্যিক ব্যাংক।
মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যাংক স্বল্পসুদে জনগণের অর্থ আমানত হিসাবে জমা রাখে, অধিক সুদে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ঋণ দেয় তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

উদ্দীপকের উল্লেখিত ব্যাংকটি দেখা যায় যে, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। আমানত সংগ্রহের ওপর ব্যাংকটি গুরুত্ব দিচ্ছে বেশি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে ব্যাংকটির সুসম্পর্ক রয়েছে যা একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্টের সাথে মিলে যায়। এ জন্যই বলা যায় উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্যাংকটি হল বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ঘ. ব্যাংকটি বিভিন্ন স্থানে শাখা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত সঠিক।
অন্যান্য ব্যাংকসমূহ একটিমাত্র বা সীমিত সংখ্যাক অফিসের মাধ্যমে কার্যসম্পাদনে সামর্থ্য হলেও বাণিজ্যিক ব্যাংকের বেলায় দেশ বিদেশের বিভিন্ন এলাকায় শাখা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়ে।
উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাংকটি আমানত সংগ্রহের বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর সাথে ব্যাংকটির সুসম্পর্ক রয়েছে। দেশেরর বিভিন্ন স্থানে শাখা প্রতিষ্ঠিত করলে ব্যাংকের পক্ষে অধিকহারে আমানত সংগ্রহ সম্ভব হবে। শাখা ব্যাংকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে উঠে। এর ফলে পারস্পরিক সহযোগীতার ভিত্তি সম্প্রসারিত হয়। মূলধন গঠন, বিনিময়, অংশগ্রহন, অধিক লোকের কর্মসংস্থান, সরকারের আর্থিক নীতি বাস্তবায়নেও ব্যাংকটি অবদান রাখতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ব্যাংকটির বিভিন্ন স্থানে শাখা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালানো যৌক্তিক।

১০। নিচের উদ্দীপকটি প্রশ্ন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

A, B, C তিনটি ব্যাংক অর্থনৈতিক মন্দা ও দক্ষতার অভাবে ব্যবসায়ে টিকতে পারছে না। প্রতিযোগিতায় ফিরে আসা ও মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে তারা 'X' নামক একটি ব্যাংকের শরণাপন্ন হলো। অন্যদিকে P, Q, R, S ব্যাংক সমূহ আর্থিক উন্নতি ও ক্ষতির হাত হতে রক্ষার জন্য নিজেদের স্বত্বা বজায় রেখে একত্রিত হয়ে পূণঃগঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

ক. ব্যাংকার কে ? ১
খ. মার্চেন্ট ব্যাংক বলতে কী বুঝায় ? ২
গ. A, B, C ব্যাংক 'X' ব্যাংকের শরণাপন্ন হওয়াকে ব্যাংকের পরিভাষায় কী বলে ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. P, Q, R, S ব্যাংকের একত্রিত হওয়ায় সিদ্ধান্ত কী ছিল ? এই সিদ্ধান্তের কারনে তাদের ব্যবসায়িক অবস্থার কী কোন পরিবর্তন হবে ? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরঃ

ক. যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অথবা প্রতিষ্ঠান ব্যাংকিং ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকেন তাকে ব্যাংকার বলে।

খ. বিনিময় ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং এর সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা ব্যাংককেই মার্চেন্ট ব্যাংক বলে।
বৈদেশিক বাণিজ্যে এসব ব্যাংক গ্রাহকদের পক্ষে প্রত্যয়পত্র ইস্যু, রপ্তানিকারক কর্তৃক উত্থাপিত বিলে স্বীকৃতি দান ও বিলের অর্থ পরিশোধ করে। মার্চেন্ট ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদে ঋণ দেয়, যৌথ উদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগ করে এবং অবলেখকের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

গ. A, B, C ব্যাংক 'X' ব্যাংকের শরণাপন্ন হওয়াকে ব্যাংকের পরিভাষায় গ্রুপ ব্যাংক বলে।
প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কতিপয় দূর্বল ব্যাংক একটি বৃহৎ বা শক্তিশালী ব্যাংকের অধীনে জোটবদ্ধ হয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করলে তাকে গ্রুপ ব্যাংক বা ব্যাংকিং বলে। যে ব্যাংকের অধীনে একত্রিত

হয়, তাকে হোল্ডিং ব্যাংক, আর যে সব ব্যাংক একত্রিত হয় তাদের অধীনস্থ বা সাবসিডিয়ারি ব্যাংক বলা হয়। এক্ষেত্রে সাবসিডিয়ারি ব্যাংকগুলো হোল্ডিং ব্যাংক প্রদত্ত নীতিমালা বা আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। অর্থাৎ যে ব্যাংক ব্যবস্থায় কতিপয় ব্যাংক একটি শক্তিশালী ব্যাংকের অধীনে একত্রিত হয়ে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে গ্রুপ ব্যাংকিং বলে।

উদ্দীপকে A,B,C তিনটি ব্যাংক অর্থনৈতিক মন্দা ও দক্ষতার অভাবে ব্যবসায়ে টিকে থাকার স্বার্থে 'X' ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়েছে। সুতরাং এটি একটি গ্রুপ ব্যাংকিং ব্যবস্থা।

ঘ. P, Q, R, S ব্যাংকের একত্রিত হওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল চেইন ব্যাংকে রূপান্তর হওয়া।
প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে অধিক মুনাফা অর্জন ও সুনাম সৃষ্টির লক্ষ্যে কতকগুলো দুর্বল ব্যাংক হয়ে একই ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করলে তাকে চেইন ব্যাংক বলে।

একটি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে কতকগুলো ব্যাংক নিজেদের সত্তা বজায় রেখে বৃহদায়তন ব্যাংকিং কার্য পরিচালনা করলে তাকে চেইন ব্যাংকিং বলে। এই ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কতিপয় দুর্বল ব্যাংক একত্রিত হয়। জোটবদ্ধ ব্যাংকগুলো একটি ব্যবস্থাপনার অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়। জোটের প্রত্যেকটি ব্যাংকের নিজস্ব সত্তা বজায় থাকে।

উদ্দীপকে P, Q, R, S ব্যাংকসমূহ আর্থিক উন্নতি ও ক্ষতির হাত থেকে নিজেদের ধরণ বজায় রেখে একত্রিত হয়ে পুনঃগঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংকগুলো প্রতিযোগীতায় টিকে থেকে বৃহদায়তন ব্যাংকিং সেবাদানের লক্ষ্যে একত্রিত হয়। একই নীতিমালায় পরিচালিত হলেও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় থাকে।

এই সিদ্ধান্তের কারণে তাদের ব্যবসায়িক অবস্থার উন্নতি হবে। মূলত ব্যবসায়িক উন্নতির লক্ষ্যেই ব্যাংকগুলো চেইন ব্যাংক রূপান্তরিত হয়েছে।

১১। নিচের উদ্দীপকটি প্রশ্ন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
এনআই ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশ ব্যাংকের সব আদেশ-নির্দেশ মেনে চলে। তারা তাদের জমাকৃত আমানত থেকে ২০% অর্থ তারল্য হিসেবে সংরক্ষণ করে। কিন্তু অতি মুনাফার আশায় ব্যাংকটি তাদের বেশির ভাগ অর্থ দীর্ঘমেয়াদি ঋণ হিসেবে জনগণকে প্রদান করেছে। এতে তারা নগদ অর্থের সংকটে পড়েছে এবং সাহায্যর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়েছে।

ক. বিশেষায়িত ব্যাংক কী?
খ. 'ব্যাংক গ্রাহকদের প্রতিনিধি'- ব্যাখ্যা কর।
গ. বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় উদ্দীপকের এনআই ব্যাংক লিমিটেড কোন ধরনের ব্যাংক?
ঘ. কোন মৌলিক নীতির লঙ্ঘনের কারণে এনআই ব্যাংক লিমিটেড আর্থিক সংকটে পতিত হয়েছে বলে তুমি মনে করো? তোমার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

উত্তর:
ক. যে ব্যাংক গ্রাহকদের প্রয়োজন ও অর্থনীতির বিশেষ কোনো দিক নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে, তাকে বিশেষায়িত বাংক বলে। যেমন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

খ. ব্যাংক তার গ্রাহকদের পক্ষ হয়ে তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে, গ্রাহকদের অছি হিসেবে কাজ করে, গ্রাহকদের অর্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ করে।
প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংক তার গ্রাহকদের জন্য নানা প্রকার হিসাব এবং তৎসংলগ্ন সেবাগুলো নিয়ে হাজির হয়। যেমন: গ্রাহকদের অর্থ সংরক্ষণ চেকের অর্থ সংগ্রহকরণ, প্রত্যয়পত্র ইস্যুকরণ, ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান, পরামর্শ

প্রদান ইত্যাদি কাজ। আর প্রতিটি কাজই ব্যাংকের প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ, যা ব্যাংক তার প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য করে থাকে। তাই প্রকৃতই ব্যাংক গ্রাহকদের প্রতিনিধি।

গ. বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় উদ্দীপকের এনআই ব্যাংক লিমিটেড একটি তালিকাভূক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক।
তালিকাভূক্ত ব্যাংক অর্থ ওই সব ব্যাংক, যেগুলো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভূক্তি এবং এর আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ অনুযায়ী তালিকাভূক্ত ব্যাংক হলো আর্টিকেল ৩৭-এর ২(ক) ধারার অধীনে সংরক্ষিত তালিকায় বর্তমানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এমন ব্যাংক।

তালিকাভূক্ত ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদনে বাধ্য থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক যখন যে নির্দেশনা জারি করে, তা তাৎক্ষণিকভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সম্পাদন করে। অন্যথায় তাদের সদস্যপদ বাংলাদেশ ব্যাংক বাতিল করার ক্ষমতা রাখে। তালিকাভূক্তির বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক ওই ব্যাংকগুলোর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে। যেমন: তালিকাভূক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক পরামর্শ প্রদান করে, জরুরি অবস্থায় ঋণ প্রদান করে, নিকাশ-সুবিধা প্রদান করে এবং অন্যান্য সুবিধা দেয়। আমরা উদ্দীপকে দেখতে পাই, এনআই ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশ নির্দেশ মেনে চলে। ২০ শতাংশ বিধিবদ্ধ তারল্য আবশ্যকতা সংরক্ষণ করে এবং বিপৎকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। এসব বৈশিষ্ট্য তালিকাভূক্ত ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য হওয়ায় এটা নিশ্চিত যে এনআই ব্যাংক লিমিটেড তালিকাভূক্ত ব্যাংক।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত এনআই ব্যাংক লিমিটেড বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুষ্ঠু বিনিয়োগ ও ঋণদানের নীতির লঙ্ঘনের কারণে আর্থিক সংকটে পড়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কতগুলো মৌলিক নীতি মেনে চলতে হয়, যার মধ্যে সুষ্ঠু বিনিয়োগ ও ঋণদানের নীতি অন্যতম। সুষ্ঠু বিনিয়োগ ও ঋণদানের নীতিতে বলা হয়, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো জমাকৃত আমানতের থেকে বিধিবদ্ধ তারল্য আবশ্যকতা সংরক্ষণ করে বাকি অর্থ থেকে ঋণদান ও বিনিয়োগ করবে। তবে অবশ্যই ঋণদানের ক্ষেত্রে ক্ষেত্র বিবেচনা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মেয়াদ বিবেচনা করতে হবে। এটাই সুষ্ঠু বিনিয়োগ ও ঋণদানের নীতি।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, এনআই ব্যাংক লিমিটেড একটি তালিকাভূক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক। তারা বাংলদেশ ব্যাংকের আদেশ অনুযায়ী ২০ শতাংশ বিধিবদ্ধ তারল্য সংরক্ষণ করে এবং এরপর বাকি অর্থ থেকে ঋণ প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে এ কাজ ব্যাংকের ঋণদান ও বিনিয়োগের নীতির মধ্যে পড়ে। কারণ, যেহেতু আমরা জানি, বাণিজ্যিক ব্যাংক ২০ শতাংশ (কখনো ১৯ শতাংশ) তারল্য সংরক্ষন করে আমানত থেকে। এরপর বাকি ৮০ বা ৮১ শতাংশ আমানত থেকে ঋনদান ও বিনিয়োগ করে। যা উদ্দীপকে এনআই ব্যাংকও করছে। কিন্তু উদ্দীপকে বর্ণিত এনআই ব্যাংক লিমিটেড বেশি লাভ বা মুনাফার আশায় তাদের জমাকৃত আমানতের বেশির ভাগই দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদানে ব্যবহার করছে, যা সুষ্ঠু বিনিয়োগ ও ঋণদানের নীতির সম্পূর্ণ লঙ্ঘন। আর এর ফলে অল্প দিনের মধ্যেই এনআই ব্যাংক লিমিটেড আর্থিক সংকটে পড়ে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষেই যদি কোনো ব্যাংক মেয়াদ বিবেচনা না করে ঋণদান করে বা বিনিয়োগ করে, তবে অবশ্যই তারা অর্থসংকটে পড়বে বা মুনাফা হ্রাসের মুখোমুখি হবে। যার প্রমাণ আমরা উদ্দীপকে এনআই ব্যাংক লিমিটেডের ক্ষেত্রে দেখতে পাই।
পরিশেষে আমরা বলতে পারি, এনআই ব্যাংক লিমিটেড সুষ্ঠু বিনিয়োগ ও ঋণদানের নীতির লঙ্ঘন বা পরিপূর্ণ অনুসরণ না করাতেই আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে, যা থেকে অন্য ব্যাংকগুলোও শিক্ষা নিতে পারে।

১২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

আরিয়ান ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের নির্দিষ্ট পরিমাণ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ ক্রমে সংরক্ষণ করত। ২০০৮ সালে সরকার তা বৃদ্ধি করে ৪০০ কোটি টাকায় নির্ধারণ করায় আরিয়ান ব্যাংক অতিরিক্ত অংশ সংরক্ষণ করেনি। এতে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণসুবিধাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাংকটিকে আগের মতো সহায়তা করে না। অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকও বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুসরণ করে।

ক. মার্চেন্ট ব্যাংক কী?

খ. দেউলিয়া বলতে কী বোঝায়?

গ. আরিয়ান ব্যাংক প্রথমে কোন পর্যায়ের ব্যাংক ছিল? বর্ণনা করো।

ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত আরিয়ান ব্যাংক এখন কোন ধরনের ব্যাংকে পরিণত হবে? তোমার মতামত দাও।

উত্তর:

ক. বিনিময় ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিংয়ের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা ব্যাংককেই মার্চেন্ট ব্যাংক বলে।

খ. দেউলিয়া শব্দের অর্থ হলো ঋণ পরিশোধে অসমর্থ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। যখন কারও সম্পত্তির তুলনায় দায়ের পরিমাণ বেশি হয়ে যায় এবং সে কার্যত ঋণ পরিশোদের সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে তখন তার সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করে থাকে।

গ. আরিয়ান ব্যাংক প্রথমে তালিকাভুক্ত ব্যাংক ছিল।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে কোনো ব্যাংক যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্যপদ লাভ করে, তখন তাকে তফসিলি ব্যাংক বা তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে।

উদ্দীপকে আরিয়ান ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ অনুসারে। অর্থাৎ আরিয়ান ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ অনুসারে। অর্থাৎ আরিয়ান ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে এই ব্যাংকের সদস্যপদ লাভ করেছিল। বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুসরণ করে অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকও আরিয়ান ব্যাংককে সহায়তা করত। তাই আরিয়ান ব্যাংক প্রথম পর্যায়ে তালিকাভুক্ত ব্যাংক ছিল।

ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত আরিয়ান ব্যাংক এখন অতালিকাভুক্ত ব্যাংকে পরিণত হবে। যেসব ব্যাংক কেনদ্রীয় ব্যাংক নির্দেশিত নিয়মনীতি মেনে চলার অঙ্গীকার প্রদানপূর্বক এর সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় না এবং ব্যাংকের নিয়মকানুন মেনে চলে না এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকও যদি ওই ব্যাংককে সহায়তা না করে, তাকে অতালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে।

উদ্দীপকে আরিয়ান ব্যাংকটি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাক্রমে চলত। কিন্তু ২০০৮ সালে সংরক্ষিত তহবিল ও পরিশোধিত মূলধন ৪০০ কোটি টাকা উন্নীত করলে তারা তা জমা দেয়নি। এতে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের ঋণসহ অন্যান্য যে সুবিধা দিত তা প্রত্যাহার করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুসরণ করে অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকও সম্পর্ক রাখেনি।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ না মানায় পরবর্তী সময়ে আরিয়ান ব্যাংক অতালিকাভুক্ত ব্যাংকে পরিণত হয়েছে।

প্রথম খন্ড ব্যাংকিং
প্রথম অধ্যায়: ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাথমিক জ্ঞান
অনুশীলনী সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

অর্থ বেশি থাকলেও সমস্যা, আবার অর্থ নেই তাও সমস্যা। এ অর্থজনিত সমস্যার উত্তরণে মানুষ বিভিন্ন জনের কাছে টাকা জমা রেখেছে। এভাবেই পুরোহিত ও স্বর্ণকার শ্রেণী ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নে যুক্ত হয়েছে। পরে ঋণদান ব্যবসায় সম্প্রসারিত হলে এই শ্রেণীর অনেকেই ঋণের ব্যবসায়ে যুক্ত হয়। এভাবেই সৃষ্ট ব্যাংক ব্যবস্থা আজ একটা বৃহদায়তন ব্যবসায়ে রূপ নিয়েছে। সানজিদের ভাবনা, তা হলে শুরুতে পূর্বসুরীরা কোন কাজ করেছিলেন যা এটাকে একটা স্বতন্ত্র ব্যবসায়ের রূপ দিয়েছে।

ক. ব্যাংকার কে? ১

খ. ব্যাংকের তারল্য নীতি বলতে কী বুঝ? ২

গ. অর্থ নিয়ে উদ্দীপকে কোন সমস্যার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সানজিদের ভাবনা মতে, কোন কাজের মধ্য দিয়ে আধুনিক ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়েছে। ব্যাংক ব্যবসায়ের আধুনিকায়নে এই কাজের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

অফিসের পাশেই একটা বড়ো ব্যাংকের শাখায় হিসাব খুলে তা দীর্ঘদিন চালিয়ে এসেছেন মি. সরকার। ব্যাংকটি তার জন্য ভালোই ছিল। পরে ব্যবসায় বাড়ায় তিনি অফিস থেকে একটু দূরে আরেকটি ব্যাংকে হিসাব খুলেছেন। এখন তিনি দু'টি ব্যাংকের কাজে ও কর্মীদের আচরণের পার্থক্য দেখে হতবাক। নতুন ব্যাংকটির কর্মীরা প্রাণবন্ত, কাজে চটপটে এবং সব কাজ দ্রুত সম্পাদিত হয়। তাই একটু কষ্ট হলেও তিনি দূরের ব্যাংকটিতেই লেনদেন করছেন।

ক. ব্যাংক ব্যাবসায়ে তারল্য কী? ১

খ. ব্যাংকের গোপনীয়তার নীতি বলতে কী বুঝ? ২

গ. কাছের ব্যাংকটি ভালো বলে ব্যাংক বাছাইয়ের কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পরের ব্যাংকটি মি. সরকারের কাছে ভালো লাগার পিছনে কোন নীতির সাথে মিল লক্ষ্য করা যায়? এরূপ নীতির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. তালুকদার ছোট থেকে ব্যবসায় করে বড়ো হয়েছেন। প্রথমে তিনি তার যতটুকু আছে ততটুকুর মধ্যেই ব্যবসায়কে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে ব্যাংক ম্যানেজারের সাথে সদ্ভাব হওয়ায় ম্যানেজার সাহেব তাকে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে উৎসাহিত করলেন। ব্যাংকের সহায়তায় প্রথমে তিনি একটা গার্মেন্টস শিল্প গড়লেন। এখন দেশের ভিতরে-বাইরে তার অনেক ব্যবসায়। ব্যাংক অর্থসংস্থান ছাড়াও নানান সহায়তা দেওয়ায় তিনি আর্থিক লেনদেনসহ সর্বত্রই নানান সুবিধা ভোগ করছেন।

ক. আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরী কারা? ১

খ. 'Safety first' ব্যাংক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ কথাটির তাৎপর্য বিবৃত কর। ২

গ. ম্যানেজার সাহেবের পরামর্শ শুনে মি. তালুকদার ব্যাংক থেকে কী সহযোগিতা নিয়েছেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. তালুকদার আর্থিক সহায়তা ছাড়া যে সুবিধা পাচ্ছেন তাকে কী বলে? এর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মতিঝিল পাড়ায় ব্যাংক আর ব্যাংক। বড় আকাশচুম্বি অট্টালিকার অধিকাংশই ব্যাংকের অফিস। আমেরিকা থেকে বেড়াতে আসা মি. হুপার এটা দেখে বিস্মিত। বড় অট্টালিকার একটু দূরে ছোট বিল্ডিংয়েও একই ব্যাংকের নামে সাইনবোর্ড। অদ্ভুত ব্যাপার মনে হয় তার। অথচ তাদের দেশে একই নামে অত ব্যাংক নেই। তিনি খোঁজ নিয়ে এ ব্যাংকগুলোর অধিকতর সামর্থ্য দেখেও অভিভূত।

ক. ই ব্যাংকিং কী? ১

খ. ব্যাংকের প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ বলতে কী বুঝায়? ২

গ. মি. হুপার উদ্দীপকে যে ব্যাংক দেখে বিস্মিত হয়েছেন সংগঠন প্রণালীর ভিত্তিতে তা কোন ধরনের লিখ। ৩

ঘ. মি. হুপারের দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা মূলত কোন ধরনের? তার অভিভূত হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. জামান পড়ে এমন ব্যাংক সম্পর্কে জেনেছে যা সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রম না চালালেও শেয়ার অবলেখনসহ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ও সেই সাথে বড়ো কোম্পানিতে বিনিয়োগ ও ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে এ ধরনের কিছু ব্যাংক গড়ে উঠলেও তা সুবিধা করতে পারছে না। তিনি আরেক ধরনের ব্যাংক সম্পর্কে পড়েছেন যা বিনিয়োগ ব্যাংক। বাংলাদেশে বিশেষায়িত এ ব্যাংক নেই। বাণিজ্যিক ব্যাংক এ দেশে বিশেষায়িত অনেক ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাই তার ধারণা বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নিরেট বাণিজ্যিক ব্যাংক না বলাই ভালো।

ক. এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক? ১

খ. বিনিয়োগ ব্যাংক বলতে কী বুঝায়? ২

গ. মি. জামান প্রথমে যে ব্যাংক সম্পর্কে জেনেছেন কার্যাবলির ভিত্তিতে তা কোন ধরনের লিখ। ৩

ঘ. বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নিরেট বাণিজ্যিক ব্যাংক না বলে কী বলা উত্তম? মি. জামানের বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। কৃষকের উন্নতি ঘটলে দেশেরই উন্নতি হবে। তাই সরকার কৃষকদের উন্নয়নে ব্যাংকিং সেবা তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ অঞ্চলের জন্য এ ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিশেষ বৈশিষ্টমন্ডিত এ ব্যাংকগুলো সর্বত্র সেবা দিতে অপরাগ হওয়ায় সরকার সরকারি বৃহদায়তন শাখা ব্যাংকগুলোর সহযোগিতা নিচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বেসরকারি ব্যাংকগুলো এক্ষেত্রে পিছিয়ে।

ক. শাখা ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা? ১

খ. আমানত ব্যাংক বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে তার নাম কী ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কোন সুবিধার কারণে বাংলাদেশের সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কৃষকদের কাছে সেবা সুবিধা পৌঁছে দিতে পারছে? এর সুবিধা মূল্যায়ন কর। ৪

৭। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড উদার ঋণদান নীতি গ্রহণ করে এমন কিছু বড়ো খাতে ঋণ দিয়েছে যা আদায় করতে এখন হিমসিম খাচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেকে ঋণ খেলাপি হয়ে পড়েছেন। বোর্ড মিটিংয়ের আলোচনায় জানানো হলো, জামানত হিসেবে যা জমা রাখা হয়েছে তা সহজে বিক্রয় করে ঋণ আদায়ও সম্ভব হবে না। এ অবস্থায় ব্যাংকের নতুন এমডি খুবই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত। শাখা ম্যানেজারদের ডেকে বললেন, খাত বুঝে বিভিন্ন কাতে ঋণ না দিলে সমস্যা হবেই।

ক. পে অর্ডার কী? ১

খ. ব্যাংক তহবিল ব্যবহারের মুখ্য খাত কোনটি লিখ। ২

গ. এনসিসি ব্যাংক ঋণদানের ক্ষেত্রে কোন নীতি লংঘন করায় বিপদে পড়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. এমডি খাত বুঝে বিভিন্ন খাতে ঋণ দিতে বলে ব্যাংকের কোন বিষয় বিবেচনার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন? এর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

অধ্যায় ২

কেন্দ্রীয় ব্যাংক
Central Bank

১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

মি. মজুমদার যে ব্যাংকে লেনদেন করেন সেই ব্যাংকটি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। আমানতের একটা অংশ ব্যাংকটি বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেয়। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকে নির্দেশিত নানান নিয়ম ও খবরদারীর মধ্য দিয়ে ব্যাংকটিকে চলতে হয। এটা শুনে মি. মজুমদার ব্যাংক ম্যানেজারকে বললেন, সম্পর্ক থাকার অর্থতো এই নয় যে, খবরদারি মানতে হবে। তাই সম্পর্ক চুকিয়ে ফেললেই হয়। ম্যানেজার সাহেব বললেন এর বাইরে যেয়ে ব্যাংকিং করার সুযোগ নেই।

ক. কোন ব্যাংককে `Mother of central Bank` বলে? ১
খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণে ব্যাংক হার নীতি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মি. মজুমদার যে ব্যাংকে লেনদেন করেন তা কোন ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংক- ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনার বাইরে গিয়ে ব্যাংকিং করার সুযোগ নেই- এই মতের সাথে তুমি কী একমত? ৪

উত্তরঃ

ক. ব্যাংক অব ইংল্যান্ডকে `Mother of central Bank` বলা হয়।

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে সুদের হারে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে থাকে সে সুদের হারকে ব্যাংক হার বলে।
এই হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলে। বাংলাদেশে বর্তমানে এর হার শতকরা ৬% ।

গ. মি. মজুমদার যে ব্যাংকে লেনদেন করে তা হলো তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক।
যে সব ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শর্তসমূহ মেনে নিয়ে এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় তাকে তালিকা ভুক্ত ব্যাংক বলে।
ব্যাংকিং জগতে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সর্বাধিক অবদান রাখতে পারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংক তালিকাভুক্ত হওয়ার পরে আমানতের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। এর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে।

ঘ. একমত, কারণ ব্যাংকটি অনেক সুযোগ সুবিধা ও জনআস্থা হারাবে।
যে সব ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শর্তসমূহ মেনে নিয়ে এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় তাকে তালিকাভূক্ত ব্যাংক বলে।
উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্যাংকটি যদি তালিকাভূক্ত না হত তবে তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিম্ন লিখিত সুযোগ সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হত, তা হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য, অর্থবাজারের সদস্য, আইনানুগ অস্তিত্ব, তারল্য. সংরক্ষণ এ সহায়তা ইত্যাদি।

অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো এ ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের এ ধরনের যে কোন সমস্যার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সহায়তা দেয় না। ফলে ব্যাংকিং জগতে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। অতএব বলা যায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশের বাহিরে ব্যাংকিং কার্য পরিচালনা করার সুযোগ নেই।

২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

ঘূর্ণিঝড় সিডর উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানায় চিংড়ি ঘের ল-ভ-। কৃষকের মাথায় হাত। সরকার ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিল চিংড়ি চাষীদের ঋণ দিতে হবে। চিংড়ি চাষীদের ঋণ দিলে তা ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা কী? তাই ব্যাংকগুলো নির্লিপ্ত। ঘোষণা দেয়া হলো ঐ অঞ্চলের প্রত্যেক ব্যাংক শাখাকে আগামী ৬ মাসে তাদের প্রদত্ত ঋণের ১০% অবশ্যই চিংড়ি চাষীদের দিতে হবে। আর এর বিপক্ষে ব্যাংকগুলো ঘোষণা দানকারী ব্যাংক হতে ব্যাংক হার সুদে ঋণ নিতে পারবে। এখন উৎসাহী হয়েছে ব্যাংকগুলো।

ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলতে কী বুঝায়? ২

গ. সরকারের ঘোষণা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কোন ব্যাংকের ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রদত্ত ঘোষণা ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতির মধ্যে পড়ে? এর বাস্তবায়ন যোগ্যতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরঃ

ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম হলো ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম।

খ. যে ব্যাংকে কেন্দ্র করে দেশের মুদ্রাবাজার ও ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং পরিচালিত হয় তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসাবে দেশের ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থায় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ ছাড়া এই ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ ও আগমন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

গ. সরকারের ঘোষণা বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের।

সারা বিশ্বজুড়েই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসাবে পরিচিত। এটি সরকারের ব্যাংক, প্রতিনিধি ও উপদেষ্টা হিসাবে কার্য সম্পাদন করে। এটি সরকারের পক্ষে সরকারি তহবিল ও উদ্বৃত্ত সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করে। এটি অর্থ জমা গ্রহণ ও স্থানান্তর করে থাকে। এ ব্যাংক সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, মন্ত্রণালয় এবং প্রতিষ্ঠানের হিসাব ও সংরক্ষণ করে। তাছাড়া ঋণদান ও ঋণ তত্ত্বাবধান এবং সরকারের উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে থাকে।

সরকারের যাবতীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ ব্যাংক সরকারের আর্থিক পরামর্শ দাতা ও সরকারের যাবতীয় ঘোষণা বাস্তবায়ন করে থাকে। অর্থমন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় সরকারের আর্থিক নীতি ও পরিকল্পনা নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে কাজ করলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওপর এরা বিশেষভাবে নির্ভর করে।

পরিশেষে বলা যায় সরকারের ঘোষণা বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের।

ঘ. প্রদত্ত ঘোষণা ঋণ নিয়ন্ত্রণের বরাদ্ধকরণ নীতির মধ্যে পড়ে।

বিশেষ খাত চিহ্নিত করে সেক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ কম বেশি করার নীতিতে ঋণের বরাদ্ধকরণ নীতি বলে। এরূপ নীতির ক্ষেত্রে যে সকল খাতে ঋণ দেয়া প্রয়োজন সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ বরাদ্দের নির্দেশ দেয়। আবার যে সকল খাতে ঋণ কমানো উচিত সে ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করে। যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাংক চিংড়ি চাষ প্রকল্পে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে চাইলে এখানে ঋণ প্রদানের কোটা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নির্দিষ্ট করে দিতে পারে।
এভাবে বিশেষ খাতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

উদ্দীপকের আলোকে বলা যায় ব্যাংকগুলোকে চিংড়ি চাষীদের ঋণ দিতে হবে এবং আরো শর্ত দিল ৬ মাসের মধ্যে ১০% অবশ্যই চিংড়ি চাষীদের দিতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণা ঋণের বরাদ্ধকরণ নীতির মধ্যে পড়ে।

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

দেশে হঠাৎ করে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যথেচ্ছ ঋণ দিচ্ছে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দেশ জারী করলো এখন তার নিকট থেকে ঋণ নিতে হলে ১% বেশি সুদ দিতে হবে। কিছু ব্যাংকের ওপর এর প্রভাব পড়লেও বেশ কিছু বড় ব্যাংক এটা মানছে না। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐ সকল ব্যাংককে ক্লিয়ারিং হাউজে বসার সুযোগ দেয় না এটা ভাবলেও পরে তা থেকে পিছিয়ে আসছে।

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন নীতি বা পদ্ধতির অধীন? ৩

ঘ. ক্লিয়ারিং হাউজে বসার সুযোগ বন্ধ করা ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন ধরনের পদ্ধতি? কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ ধরনের ব্যবস্থা থেকে কেন পিছিয়ে এসেছে- ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তরঃ

ক. দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে জনগণের কল্যাণ সাধনই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

খ. ব্যাংকার হিসেবে একটি ব্যাংক যেমন অন্যান্য গ্রাহকদের পক্ষে কার্য সম্পাদন করে তেমনি একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার তফসিলিভুক্ত ব্যাংকগুলোর পক্ষেও অনুরূপ কিছু কার্যাবলী সম্পাদন করে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার বলে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পদান করে থাকে:

- তফসিলি ব্যাংকের মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজের কাছে নির্দিষ্ট ব্যাংকের হিসাবে গচ্ছিত রাখে;
- এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল তালিকাভুক্ত ব্যাংকের নামে চলতি হিসাব পরিচালনা করে;
- প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ব্যাংকগুলোকে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দান কের;
- তফসিলি ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনে ঋণ দেয়;
- প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ও প্রতিনিধিত্ব করে ইত্যাদি।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা ঋণ নিয়ন্ত্রণের সাধারণ বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতির অধীনে ব্যাংক হার নীতিকে নির্দেশ করছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে সুদের হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে বা প্রথম শ্রেণীর বিল বা সিকিউরিটিসমূহ বাট্টা করে নেয় সে হারকে ব্যাংক হার বলে। এই হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে যে, দেশে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে গেছে সেই সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও বেশী বেশী ঋণ দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে এনে মুদ্রাস্ফীতি কমানোর উদ্দেশ্য নির্দেশ জারি করে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হলে ১% বেশী সুদ দিতে হবে। ফলে ঋণের খরচ বেড়ে যাওয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। ফলশ্রুতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণের পরিমাণও কমে যাবে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে।

ঘ. ক্লিয়ারিং হাউজে বসার সুযোগ বন্ধ করা ঋণ নিয়ন্ত্রণের গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতির অধীনে 'প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ' কে নির্দেশ করে।

কোন তালিকাভুক্ত ব্যাংক প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে তাকে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ বলে। এক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসমূহ হলো:

- অতিরিক্ত দ-নীয় সুদ চার্জ;

- অতিরিক্ত রিজার্ভ সংরক্ষণের নির্দেশ;
- ঋণ সুবিধা প্রত্যাহার;
- নিকাশ ঘরের সুবিধা প্রত্যাহার ইত্যাদি।

উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতি রোধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হতে দেয় ঋণের সুদ ১% বাড়িয়ে দেয়। এই নির্দেশ কিছু বড় বড় ব্যাংক না মানায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদেরকে শাস্তিস্বরূপ নিকাশ সুবিধা বন্ধ করে দিতে চায়।

পরবর্তীতে যেহেতু বড় বড় ব্যাংকগুলো গ্রাহক সেবা বেশী দিতে পারে, তাদের তারল্য সংকট না থাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দারস্থ হতে হয় না বা মুদ্রা বাজারে এবং অর্থনীতিতে একটা প্রভাব থাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ না মানা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে নিকাশ সুবিধা বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসে।

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত জমা ও ঋণদানের মধ্যদিয়ে ব্যাংক ব্যবসায়ের অগ্রযাত্রা। তাই বিভিন্ন দেশে অর্থের প্রচলন ও সরকারের পক্ষে কাজ করার জন্য এই বেসরকারিভাবে গড়ে উঠা ব্যাংকগুলোর ওপর দায়িত্ব বর্তে। কিন্তু পরে সরকার এ ধরনের কিছু ব্যাংক জাতীয়করণ করে বা নতুন ব্যাংক গড়ে তোলে। আজ এই ব্যাংক দেশের ব্যাংকিং রাজত্বের রাজা। এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর শুধুমাত্র নোট ও মুদ্রা ইস্যু করে না। সরকারের নানাকাজ ও আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন করে। তাই সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেনো এক ও অভিন্ন।

ক. তালিকাভুক্ত ব্যাংক কী? ১

খ. নিকাশঘর বলতে কী বুঝায়? ২

গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব প্রথমে কোন ব্যাংক পালন করছে- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোন ধরনের কাজের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? এর যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে এর তালিকার অন্তর্ভুক্ত ব্যাংককেই তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে।

খ. যে অফিসে বা স্থানে বসে নির্দিষ্ট এলাকার ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করা হয় তাকে নিকাশঘর বলে।

আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে নিকাশঘর হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিচালিত এক সহজও অভিনব পদ্ধতি।

সাধারণ অর্থে ব্যাংকিং লেনদেন থেকে উদ্ভুত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশঘর বা Clearing Housing.

ব্যাপক অর্থে নিকাশ ঘর হলো এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলের তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ তাদের পরস্পরের মধ্যকার দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিকরণের জন্য কেন্দ্রীয়ব্যাংক নির্দিষ্ট কোন স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হয় এবং তারই তত্ত্বাবধানে আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে।

গ. বর্তমান বিশ্বে সকল দেশেই দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মরত রয়েছে। বিভিন্ন সভ্যতাকালে এবং পরবর্তী সময়ে যেখানেই রাষ্ট্রব্যবস্থা সংহত হয়েছে সেখানেই আর্থিক লেনদেনকে সহজ করার জন্য এবং খাজনা, কর এগুলো আদায়ের স্বার্থে রাজা-বাদশাহগণ অর্থ প্রচলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

ব্যাংক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকী করনের প্রাথমিক পর্যায়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রসার লাভ করে। এ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সরকারকে আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন সহায়তা দিলেও পরবর্তী সময়ে সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড-এর গতি-প্রকৃতি বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থিক বিষয়ে অন্যের ওপর নির্ভর করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাড়ায়।
এছাড়া দেশের অর্থনীতি ও মুদ্রাবাজারের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রচলন ঘটে।

আজ যে ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুরব্বি হিসেবে প্রবল প্রতাপে মুদ্রাবাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার জন্ম বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্মের অনেক পরে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল। অবশ্য সরকারকে আর্থিক সহযোগিতা দেয়া এবং মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব কোন কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক পালন করতো। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেক শক্তিশালী বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এ ব্যাংকগুলো নোট প্রচলনের ব্যাংক কিংবা জাতীয় ব্যাংক হিসেবে পরিচিত হতো এবং বাণিজ্যিক লেনদেনের পাশাপাশি সরকারের পক্ষ হয়ে দেশে মুদ্রার প্রচলন করতো। প্রয়োজনবোধে এই ব্যাংক অন্যান্য কার্যও সম্পাদন করতো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সারাবিশ্বেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে পরিচিত। সর্বত্রই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক, প্রতিনিধি ও উপদেষ্টা হিসেবে কার্য সম্পাদন করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ও মুদ্রা প্রচলনের জন্য একক অধিকারী প্রতিষ্ঠান।

তাছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে সরকারি তহবিল ও উদ্বৃত্ত সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করে। সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন খাত থেকে সরকারের রাজস্ব ও পাওনা সংগ্রহ করে এবং সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী একস্থান থেকে অন্যস্থানে এবং এক খাত থেকে অন্য খাতে অর্থ স্থানান্তর করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে দেশে বিদেশে সকল আর্থিক লেনদেন-সম্পাদন করে। এটি সরকারের পক্ষে লেনদেন সম্পাদন করে যার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যাংক সরকারের পক্ষে শুধুমাত্র আর্থিক লেনদেন ও অর্থ জমাগ্রহণ ও স্থানান্তরই করে না। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, মন্ত্রণালয় এবং প্রতিষ্ঠানের হিসাবও সংরক্ষণ করে।
সরকারের আর্থিক নীতিমালা প্রণয়নের এ ব্যাংক শুধুমাত্র তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ দিয়েই সাহায্য করে না তা বাস্তবায়নেও ক্ষেত্রবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫। নিচের ছকটি লক্ষ্য কর ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ক্রমিক নং	হার	সাল	
		২০১০	২০১১
১	ব্যাংক হার	৫%	৬%
২	জমার হার	৫%	৭%

ক. বিহিত মুদ্রা কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বুঝ? ২

গ. জমার হার বৃদ্ধি পাওয়াতে ২০১১ সালে ঋণ সরবরাহে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ঋণের বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর বাণিজ্যিক ব্যাংকের নির্ভরশীলতা উদ্দীপকে প্রদত্ত কোন হারের নীতিটিকে প্রভাবিত করে? তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

উত্তর:

ক. সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নোট ও মুদ্রাকে বিহিত মুদ্রা বলে।

খ. ঋণের পরিমাণ কাম্যমাত্রায় বজায় রাখাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে।

যে পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে ঋণের যোগান বা বাজারে মুদ্রা সরবরাহ পরিস্থিতি কাম্যস্তরে সীমাবদ্ধ রাখে বা সব ধরণের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রতিষ্ঠানের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন চালায় তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রন বলে।

গ. জমার হার বৃদ্ধি পাওয়াতে ২০১১ সালে ঋণ সরবরাহের নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত বিদ্যমান জমার হারের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়ে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রনের কৌশলকে জমার হার পরিবর্তন নীতি বলে।

অর্থাৎ তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ তার সংগৃহীত আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে নগদে ও অংশবিশেষ বন্ড বা সিকিউরিটি ক্রয় করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জমা রাখে। এই জমার হার পরিবর্তন করে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশলকে জমার হার পরিবর্তন নীতি বলে। যদি জমার হার বৃদ্ধি পায় তবে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চলে যায়। তখন বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থের পরিমাণ কমে গিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান সামর্থ্য হ্রাসপায়। ফলে বাজারে ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়। আর জমার হার হ্রাস পেলে এর বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে জমার হার ২০১০ সালে ছিল ৫% ও ২০১১ সালে তা বৃদ্ধি হয়েছে ৭%। অর্থাৎ জমার হার বৃদ্ধি পেয়েছে এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে অধিক পরিমাণে অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চলে গেছে। এর কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ দানের সামর্থ্য কমে গেছে। ফলে বাজারে ঋণের সরবরাহ কমে গেছে।

এ থেকে আমরা বলতে পারি, ২০১০ সালে বাজারে যে পরিমাণ ঋণ ছিলো ২০১১ সালে তা কমে গেছে।

ঘ. ঋণের বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর বাণিজ্যিক ব্যাংকের নির্ভরশীলতা উদ্দীপকে প্রদত্ত ব্যাংক হারের নীতিটিকে প্রভাবিত করে।

ব্যাংক হার নীতি বলতে বুঝি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে সুদের হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে বা প্রথম শ্রেণীর বিল বা সিকিউরিটিসমূহ বাট্টা করে নেয়। সে হারকে ব্যাংক হার বলে। এই হারের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলা হয়। ব্যাংক হার বৃদ্ধি পেলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদের হার বৃদ্ধি হয় এবং গ্রাহকদের মধ্যে ঋণ গ্রহণে নিরুৎসাহ সৃষ্টি হয় এটি বাজারে ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়। বিপরীতভাবে ব্যাংক ঋণ হ্রাস পেলে বাজারের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। দেশে যদি সুসংগঠিত মুদ্রা বাজার থাকলে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণের বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর নির্ভরশীল থাকলেও ব্যাংক হার নীতি অধিক কার্যকর হয়। অন্যথায় এই নীতি তেমন কার্যকর হয় না।

উদ্দীপকে ব্যাংক হার নীতি ২০১০ এর ৫% পরিবর্তন হয়ে ২০১১ সালে ৭% এ পরিণত হয়েছে। এতে ব্যাংক হার বৃদ্ধি পেয়ে যায় ঋণের পরিমাণ কমেছে যাতে বুঝা যায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর বাণিজ্যিক ব্যাংকের নির্ভরশীল হওয়া এই পরিবর্তন ঘটেছে।

সুতরাং বলতে পারি, ঋণের বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর বাণিজ্যিক ব্যাংকের নির্ভরশীলতা ব্যাংক হার নীতিটিকে প্রভাবিত করে।

৬। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

কতিপয় বৃহদায়তন বাণিজ্যিক ব্যাংক ৮% হারে অধিক সংখ্যক বিনিময় বিল বাট্টাকরনের ফলে তারল্য সমস্যার সম্মুখীন। এজন্য ব্যাংকগুলো তাদের বাট্টাকৃত বিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাট্টাকরনে ইচ্ছুক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ঋণ প্রবাহ বিবেচনা করে বিলগুলো একই হারে বাট্টাকরনের প্রস্তাব দেয়। এ কারণে ব্যাংকগুলো বিল পুনঃবাট্টাকরণে বিরত থাকে।

ক. অর্থ সরবরাহ কী? ১

খ. নিকাশঘর বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন নীতিটি অবলম্বন করেছে? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংকগুলোর সিদ্ধান্তে দেশের ঋণ প্রবাহে কোন ধরনের প্রভাব পড়বে? যুক্তিসহ বর্ণনা করো। ৪

উত্তর:

ক. অর্থ সরবরাহ বলতে দেশের সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত মোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণকে বুঝায়।

খ. নিকাশ ঘর হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত এমন একটা ঘর বা স্থান যেখানে তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিগণ একত্রিত হয়ে তাদের আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে।

নিকাশ ঘর হলো একটি একটি কেন্দ্র বা নির্দিষ্ট স্থান যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা সংস্থার স্থানীয় ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিগন নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত হয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে বা তার সহায়তায় গ্রাহকদের উত্থাপিত চেক, ড্রাফট ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত পারস্পরিক দেনাপাওনা নিষ্পত্তি করে।

গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংক হার নীতিটি অবলম্বন করেছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে সুদের হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে বা প্রথম শ্রেণীর বিল বা সিকিউরিটি সমূহ বাট্টা করে নেয়, সে হারকে ব্যাংক হার বলে। এই হারে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলা হয়। পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির মধ্যে এটি একটি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। যখন মুদ্রাবাজারে ঋণের আধিক্য দেখা দেয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক হার বৃদ্ধি করে। ফলে তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে অধিক হারে সুদে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ সংগ্রহ হয়। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও সুদের হার বাড়ায়। ফলে গ্রাহকদের মধ্যে ঋণ গ্রহণের প্রবণতা হ্রাস পায়। এতে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ ৮% হারে অধিক সংখ্যক বিনিময় বিল বাট্টাকরণের ফলে তারল্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সুতরাং বলা যায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংক হার নীতিটি অবলম্বন করেছে।

ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংকগুলোর সিদ্ধান্তে দেশের ঋণপ্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ৮% হারে বিনিময় বিল বাট্টাকরণের ফলে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। কারণ বিনিময় বিল বাট্টাকরণের ফলে নগদ অর্থ গ্রাহকদের হাতে চলে যাচ্ছে। এতে ব্যাংকগুলোর তারল্য সমস্যা পড়ছে। এই কারণে তাদের দৈনিক কার্য ব্যাহত হচ্ছে। তারা তাদের গ্রাহকের উপস্থাপিত চেকের অর্থ ফেরত দিতে পারছে না। ঋণদান কর্মসূচী সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারছে না। বিনিয়োগ কর্মসূচী ব্যাহত হচ্ছে।

এজন্য ব্যাংকগুলো তাদের বাট্টাকৃত বিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাট্টাকরণে ইচ্ছুক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ঋণপ্রবাহ বিবেচনা করে একই হারে বাট্টাকরণের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ব্যাংকসমূহ বিনিময় বিল সমূহ পূণঃবাট্টাকরণে বিরত থাকে। ব্যাংকসমূহ যদি বিনিময় বিলসমূহ বাট্টাকরণ করত তাহলে নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে তাদের কাছে আসত। এতে তাদের ঋণদান কর্মসূচী ভালভাবে পরিচালনা করতে পারত।

সুতরাং বলা যায় ব্যাংকগুলোর সিদ্ধান্তে ঋণপ্রবাহ নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: কেন্দ্রীয় ব্যাংক
অনুশীলনী সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ইস্টল্যান্ড ব্যাংকে বারেবারে সতর্ক করেছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কিন্তু তখন ব্যাংকটি তা তেমন আমলে না নেয়ায় একসময় বিপদে পড়ে যায় ও মন্দ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। এ পর্যায়ে এসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুখ ফিরিয়ে নিতে পারতো। কিন্তু তা না করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইস্টল্যান্ড ব্যাংকের পাশে এসে দাঁড়ায়। ঋণ দেয় ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়। এক পর্যায়ে ব্যাংকটিতে প্রশাসক নিয়োগপূর্বক দায়িত্ব গ্রহণ করে। এতে ধীরে ধীরে জনগণের আস্থা ফেরে। এখন ব্যাংকটি ধীরে ধীরে সামনে এগুচ্ছে।

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. শাখা ব্যাংকিং ধারনা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ইস্টল্যান্ড ব্যাংকটি কোন ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বারে বারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্টল্যান্ড ব্যাংকের পাশে এসে দাঁড়ানো কী যৌক্তিক? মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মিসেস ফরিদা একজন গৃহিনী। গত দু'বছর ধরে মাটির ব্যাংকে অনেক টাকা জমিয়েছেন। তার স্বামী কলেজের অধ্যাপক। তিনি বললেন, তুমি টাকা জমিয়েছো ভালো। তবে যদি তা জমা গ্রহণকারী ও ঋণদানকারী কোনো প্রতিষ্ঠানে জমাতে অনেক ভালো হতো। তোমার এই টাকা বাড়িতি কিছু সৃষ্টি করেনি। টাকা যত হাত বদল হয় ততই তার উপযোগ বাড়ে। অর্থ সরবরাহেও তা প্রভাব রাখে। মিসেস ফরিদা ভাবছেন, নোট ও মুদ্রা বাজারে যা চালু আছে তার ওপরই তাহলে শুধুমাত্র অর্থ সরবরাহ নির্ভরশীল নয়।

ক. বাংলাদেশ ব্যাংক কী? ১

খ. মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলতে কী বুঝায়? ২

গ. মিসেস ফরিদা কোথায় টাকা জমালে ভালো করতেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাজারে প্রচলিত নোট ও মুদ্রার ওপরই কী অর্থ সরবরাহ নির্ভরশীল? মিসেস ফরিদার ভাবনার যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. আব্দুল্লাহ সোনালী ব্যাংকের ওপর তৈরি একটা দাগকাটা চেক পেয়ে তা তার ব্যাংকার ইস্টার্ন ব্যাংকে জমা দিল। মি. আব্দুল্লাহ পরদিন টাকা উঠাতে গেলে ব্যাংক জানালো তাকে আরো দু'দিন অপেক্ষা করতে হবে। মি. আব্দুল্লাহ কারণ জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাংক কর্মকর্তা জানালেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হয়ে টাকা আসে বিধায় এটুকু বিলম্ব হবেই। মি. আব্দুল্লাহ এতদিন মনে করেছেন, কেন্দ্রীয় ব্যঅংকের কাজ নোট ও মুদ্রা ইস্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই সামান্য কাজেও তার অংশগ্রহণ বিষয়টাতো বেশ মজার।

ক. নগদ জমা আবশ্যকতা (CRR) কী? ১

খ. ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি বলতে কী বুঝায়? ২

গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক হয়ে টাকা আসতে হবে বলে ব্যাংক কর্মকর্তা কী বুঝিয়েছেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ নোট ও মুদ্রা ইস্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত কী না বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বাংলাদেশের শেয়ার বাজার দ্রুত পড়ে যাচ্ছে। সূচক কমছে প্রতিদিন। শেয়ার বাজারে অর্থ সরবাহ বাড়ানোর জন্য একটা ব্যাংক প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছে। নিত্য-নতুন নির্দেশনা দিচ্ছে। কিন্তু তেমন কাজ না হওয়ায় নানান সমালোচনা চারদিকে। ব্যাংকটির বড়ো কর্তা বললেন, শেয়ার বাজারতো তালিকাভুক্ত ব্যাংক নয় যে, নির্দেশনা দিলেই তা বাস্তবায়িত হবে। অর্থ সরবরাহ বাড়ানো গেলও তা যে শয়ার বাজারেই ফিরে যাবে তারই বা নিশ্চয়তা কী?

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. কোন ব্যাংকে একক ও অনন্য প্রতিষ্ঠান বলা হয় এবং কেন? ২

গ. অর্থ সরবরাহ বাড়ানোর জন্য প্রচেষ্টাকারী ব্যাংকটি কোন ব্যাংক ব্যাংখ্যা কর। ৩

ঘ. ব্যাংকের বড়ো কর্তা বলতে এক্ষেত্রে কাকে বুঝানো হয়েছে? তার বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দিশেহারা। তাছাড়া সামনে ঈদ আসছে। ভোক্তারা ঋণের জন্যে ভিড় জমাবে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্যে নতুন নীতি ঘোষণা করল যে, ঋণের পরিশোধ্য মূল্যের পূর্বের ২০% এর পরিবর্তে ৩০% হবে এবং পরবর্তী মাসে ২০ কিস্তিতে পরিশোধের পরিবর্তে ১০ মাস ১০ কিস্তিতে পরিশোধ্য হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ কৌশল ঋণ নিয়ন্ত্রণে বেশ কাজে লাগলো।

(ক) তালিকাভুক্ত ব্যাংক কাকে বলে? ১

(খ) নিকাশ ঘর বলতে কী বোঝায়? ২

(গ) উদ্দীপকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের উক্ত পদ্ধতিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ ভোক্তাদের ওপর কেমন প্রভাব পড়বে তা বিশেষণ কর। ৪

৬। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

দ্রুত বাজারে ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। এক্ষেত্রে গৃহীত কতিপয় ব্যবস্থা ও ঋণ সরবরাহ সূচক তার প্রভাব নিম্নে দেখানো হলো:

বিবরণ	পূর্বতন হার ও ঋণ এবং সরবরাহ সূচক	নতুন ঘোষিত হার ও ঋণ এবং সরবরাহ সূচক
ব্যাংক হার	৫%	৬%
নগদ জমার আবশ্যকতার হার	৫%	৬%
বিধিবদ্ধ তারল্য আবশ্যকতার হার	১৮%	২০%
ঋণ সরবরাহ (১০০%) কাম্যস্তরে	১৩০%	১২০%

(ক) বিধিবদ্ধ তারল্য আবশ্যকতা কী? ১

(খ) কোন ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলা হয়? ২

(গ) উদ্দীপকে গৃহীত পদক্ষেপগুলো ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) এক্ষেত্রে এ ধরনের আর কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়? এর প্রয়োগ যোগ্যতা মূল্যায়ন করো। ৪

৭। **নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দিশেহারা। তাছাড়া সামনে ঈদ আসছে। ভোক্তারা ঋণের জন্যে ভিড় জমাবে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্যে নতুন নীতি ঘোষণা করল যে, ঋণের পরিশোধ্য মূল্যের পূর্বের ২০% এর পরিবর্তে ৩০% হবে এবং পরবর্তী মাসে ২০ কিস্তিতে পরিশোধের পরিবর্তে ১০ মাস ১০ কিস্তিতে পরিশোধ্য হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ কৌশল ঋণ নিয়ন্ত্রণে বেশ কাজে লাগলো।

(ক) তালিকাভুক্ত ব্যাংক কাকে বলে? ১

(খ) নিকাশ ঘর বলতে কী বোঝায়? ২

(গ) উদ্দীপকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের উক্ত পদ্ধতিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ ভোক্তাদের ওপর কেমন প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। **নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণদানের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়াতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সুদের হার ৬% থেকে বাড়িয়ে ৮% করতে বাধ্য হয়েছে। কিছু ব্যাংক ঋণ প্রদানে নিরুৎসাহী হলেও সচ্ছল ব্যাংকগুলো ঋণ দিয়েই যাচ্ছে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সচ্ছল ব্যাংকগুলোর নিকাশ ঘরের সুবিধা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

(ক) লিয়েন কী? ১

(খ) বিনিময় হার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ কী? ২

(গ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার বৃদ্ধি কী মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে পারবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

(ঘ) সচ্ছল ব্যাংকগুলোর নিকাশ ঘরের সুবিধা প্রত্যাহার কতটা যৌক্তিক? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। **নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণদানের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়াতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সুদের হার ৬% থেকে বাড়িয়ে ৮% করতে বাধ্য হয়েছে। কিছু ব্যাংক ঋণ প্রদানে নিরুৎসাহী হলেও সচ্ছল ব্যাংকগুলো ঋণ দিয়েই যাচ্ছে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সচ্ছল ব্যাংকগুলোর নিকাশ ঘরের সুবিধা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

(ক) লিয়েন কী? ১

(খ) বিনিময় হার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ কী? ২

(গ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার বৃদ্ধি কী মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে পারবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

(ঘ) সচ্ছল ব্যাংকগুলোর নিকাশ ঘরের সুবিধা প্রত্যাহার কতটা যৌক্তিক? বিশ্লেষণ কর। ৪

অধ্যায় ৩

বাণিজ্যিক ব্যাংক
Commercial Bank

১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মি. স্বপন তার সম্পত্তি বন্ধক রেখে দীর্ঘমেয়াদে ঋণ নিতে চান। তিনি যেই ব্যাংকে লেনদেন করেন সেই ব্যাংকের ম্যানেজারকে এ কথা জানানো হলে ম্যানেজার সাহেব বললেন যে, তারা দীর্ঘমেয়াদে ঋণ দেন তবে তা খুবই সীমিত। আমানতকারীদের উত্থাপিত চেক যাতে কখনও ফেরত না যায় এ বিষয়ে ব্যাংক খুবই সতর্ক থাকে। ম্যানেজার সাহেবের কথা শুনে কিছুটা আহত হলেও মি. স্বপন মনে করছেন, এ কথাগুলোর পিছনে যুক্তি রয়েছে।

ক. বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনটি? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ম্যানেজার সাহেবের কথায় ব্যাংকটির কোন নীতি ফুটে উঠেছে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. বাংলাদেশের সবচাইতে বড় বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো সোনালী ব্যাংক।

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক তার গ্রাহকের পক্ষে কোন কাজ প্রতিনিধিত্ব করলে তাকে প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ বলে।

এদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তার গ্রাহকদের পক্ষে বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ সম্পাদন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- চেক ও ড্রাফটের অর্থ সংগ্রহ, বিল পরিশোধ, স্বচ্ছলতার সনদপত্র প্রদান। বিলের স্বীকৃতি প্রদান, কোন ক্রেতার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর গ্রহণ ইত্যাদি। এছাড়া ব্যাংক ভালো মক্কেলের পক্ষে অনেক সময় ব্যক্তিগত জামানতকারী হিসেবেও ভূমিকা পালন করে।

গ. উদ্দীপকের ব্যাংকটি কার্যাবলীর ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যাংক স্বল্প সুদে জনগণের অর্থ আমানত হিসাবে রাখে, অধিক সুদে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়, গ্রাহকদের পক্ষে অর্থ আদায়, পরিশোধ, স্থানান্তরসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত স্বল্প মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকের ব্যাংকটির দিকে দৃষ্টি দিলেও দেখা যাবে যে, মি. স্বপনকে তার সম্পত্তি বন্ধক রেখে দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ প্রদান করতে ম্যানেজার অপরাগতা প্রকাশ করে। তাছাড়া ব্যাংকটিতে জনগণ আমানত হিসাবে তাদের সঞ্চিত অর্থ জমা রেখেছে। এ থেকেও বুঝা যায় যে, এটি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ঘ. ম্যানেজার সাহেবের কথায় ব্যাংকটির যে নীতিটি ফুটে উঠেছে সেটি হলো তারল্যনীতি।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম নীতি হলো তারল্যের নীতি। গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরতদানের ক্ষমতাকে ব্যাংকের ভাষায় তারল্য বলে। এ নীতির আলোকে বাণিজ্যিক ব্যাংক সর্বসময় এমন পরিমাণ অর্থ বা তারল্য সংরক্ষণ করে যাতে গ্রাহকদের উত্থাপিত চেক ফেরত যাওয়ার সম্ভাবনা যেমনি না থাকে তেমনি অধিক তারল্য সংরক্ষণের ফলে ব্যাংকের ঋণদান সামর্থ্য হ্রাস না পায়।

উদ্দীপকের ম্যানেজারের উদ্বিগ্নতার বিষয়টি ব্যাংকের তারল্যের নীতিটিকেই নির্দেশ করে। জনগণকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিলে ঋণের অর্থ ফেরত পেতে ব্যাংকের দেয়া হয় বলে গ্রাহক তার আমানতকৃত অর্থ ফেরত চাইতে এলে ব্যাংক তা দিতে ব্যর্থ হতে পারে। তাই ব্যাংক সাধারণত দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ দেয় না।

উপরিউক্ত কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংক তারল্যের নীতি মেনে চলে।

২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সাম্প্রতিক সময়ে মানুষ সরকারী ব্যাংকে যেতে চায় না। বেশির ভাগ মানুষ বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকে যায়। সরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পুরাতন পদ্ধতিতে পরিচালনা করে থাকে। এতে গ্রাহকের ব্যাংকিং সেবা অনেক সময় লাগে। তাছাড়া গ্রাহক যে ধরনের ব্যাংকিং সেবা পেতে চায় তাও সরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো দিতে পারে না। জনতা ব্যাংকের M.D এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। তিনি এ অবস্থা উত্তরণের প্রত্যাশা করেন।

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের সেবার নীতিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণে মানুষ বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকে যাচ্ছে? ৩

ঘ. সরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে হলে কী করা উচিত বলে তুমি মনে কর।- মতামাত দাও। ৪

উত্তর:

ক. যে ব্যাংক জনসাধারণের আমানত গ্রহণ ও ঋণদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম নীতি হলো গ্রাহকদের সর্বোত্তম সেবা প্রদান করে তাদের ব্যাংকের প্রতি আগ্রহী করে তোলা।

বর্তমান প্রতিযোগিতা পূর্ণ বাজারে এ নীতির কার্যক্রম বাস্তবায়নের ওপর ব্যাংকের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। কোন গ্রাহকদের সেবার মাধ্যমেই বাজারে একটি ব্যাংকের সুনাম সৃষ্টি হয়, যা ব্যাংকের অন্যতম পুঁজি।

গ. উন্নত ও আধুনিক সেবার কারণে মানুষ বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকে যাচ্ছে।

Service first এই নীতির উপর বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রতিষ্ঠিত। বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদানকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

উন্নত প্রযুক্তি উন্নত সেবার অপরিহার্য শর্ত। তাই উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদান করে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যাংককে অবশ্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয়। বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কম্পিউটারাইজড হিসাব ও লেনদেন পদ্ধতি অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা। ATM বুথ এ কার্ড সুবিধা ইত্যাদি সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহকদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পেরেছে। এই কারণে মানুষ বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকে যাচ্ছে।

ঘ. সরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে সেবার মান উন্নত করতে হবে।

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় জগতে দক্ষতার কোন বিকল্প নেই। তাই সরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যবস্থাপনাকে দক্ষ করে তুলতে হবে। দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা এ কর্মচারীদের কি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল ব্যবহার করে তাদের দক্ষ করে গড়ে তুলবে।

গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নতুন Product সার্ভিস বাজারে আনার জন্য সরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রয়াস চালাতে হবে। নতুন আমানত প্রকল্প যেমন হজ্ব প্রকল্প, পেনশন স্কীম, নতুন নতুন ঋণ ও বিনিয়োগ প্রকল্প, ওয়ান স্টপ সার্ভিস, Online পদ্ধতি ইত্যাদির প্রবর্তন করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় উপরিউক্ত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করে সরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে।

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মুনস্টার ব্যাংক হঠাৎ করে কতকগুলো বড় লাভজনক খাতে ঋণ দিয়ে ও বিনিয়োগ করে সংকটে পড়েছে। বিভিন্ন স্থানে থেকে বড় আমানত সংগ্রহের চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হচ্ছে না। ব্যাংক জানে, একবার গ্রাহকদের চেকের অর্থ পরিশোধে অক্ষমতার সৃষ্টি হলে তা বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করবে। এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্মরণাপন্ন হলেও তা যথেষ্ট হচ্ছে না। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ নতুন নতুন কর্মসূচী দিয়ে আমানত সংগ্রহের তাগিদ দিয়েছে।

ক. ব্যাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্বৃত্ত পত্র কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের গোপনীয়তার নীতি বলতে কী বুঝায়? ২

গ. মুনস্টার ব্যাংকের সংকট কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা এরূপ ব্যাংকের কোন নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? এরূপ নীতির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরঃ

ক. নির্দিষ্ট সময়ান্তে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সম্পত্তি ও দায় দেনার উদ্বৃত্তকে দু'টি পৃথক কলামে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনাকেই বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্বৃত্ত পত্র বলে।

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম নীতি হলো গ্রাহকের হিসাব ও জমাকৃত সম্পদের সর্বাধিক গোপনীয়তা বজায় রাখা। কারণ জনগণ তার জীবনের সঞ্চিত অমূল্য সম্পদ ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত রেখে নিশ্চিত থাকতে চায়। এর গোপনীয়তা প্রকাশ পেলে তাতে অহেতুক বিড়ম্বনা বাড়ে। এতে ব্যাংকের প্রতি জনগণের আস্থা বিনষ্ট হয়।

গ. মুনস্টার ব্যাংকের সংকটটি ছিল তারল্যের সংকট।
গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরৎদানের ক্ষমতাকে ব্যাংকের ভাষায় তারল্য বলে। এ নীতির আলোকে বাণিজ্যিক ব্যাংক সর্বসময়ে এমন পরিমাণ অর্থ বা তারল্য সংরক্ষণ করে যাতে গ্রাহকদের উত্থাপিত চেক ফেরত যাওয়ার সম্ভাবনা যেমনি না থাকে তেমনি অধিক তারল্য সংরক্ষণের ফলে ব্যাংকের ঋণদান সামর্থ্যও হ্রাস না পায়।
উদ্দীপকের ব্যাংকটি লাভজনক বড় বড় খাতে ঋণ দিয়ে ও বিনিয়োগ করায় তারা কিছুটা তারল্য সংকটে পড়েছে। ফলে তারা গ্রাহকদের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে বলে ভাবছে। এ অবস্থায় তারা তাল্য সংকট থেকে উত্তোরণের উপায় খুঁজছে।

ঘ. মুনস্টার ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা হল নতুনত্ব প্রবর্তনের নীতি অনুসরণের।
গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নতুন প্রোডাক্ট ও সার্ভিস বাজারে আনার প্রয়াস চালানোও আধুনিক ব্যাংকের মূলনীতি। নতুন আমানত প্রকল্প; যেমন- হজ্জ প্রকল্প, বিভিন্ন পেনশন স্কীম, মাসিক আয় প্রকল্প, লাখপতি প্রকল্প ইত্যাদি এবং নতুন নতুন ঋণ ও বিনিয়োগ প্রকল্প, ওয়ান স্টপ সার্ভিস, রেক্যিাশ, ATM কার্ড ইত্যাদির প্রবর্তন এর উদাহরণ।

উদ্দীপকের মুনস্টার ব্যাংকটি কতকগুলো বড় বড় ঋণ দিয়ে ও বিনিয়োগ করায় বর্তমানে তারল্য সংকটে পড়েছে। ফলে গ্রাহকদের চাহিবামাত্র অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে ভেবে পরিচালক পর্ষদ নতুনত্ব প্রবর্তনের নীতি মেনে তারল্য সংকট দূর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নতুনত্ব প্রবর্তনের নীতি মেনে চললে বিভিন্ন খাতে আমানত সংগৃহীত হয়ে এবং তারল্য সংকট কমে যাবে।

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

শিহাব মনসুর বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক সম্পর্কে পড়েছে। শিল্পব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, মার্চেন্ট ব্যাংক আরও অনেক ব্যাংক। কিন্তু শহরে বন্দরে সর্বত্র সে যে ব্যাংক দেখেছে তার সাথে শিল্প ও কৃষির নাম উল্লেখ নেই। একই নামে নানান জায়গায় ব্যাংক। তার বাবা যেই ব্যাংকে লেনদেন করেন সেই ব্যাংকটি যথেষ্ট পরিপাটি করে গুছানো, অনেক লোক কাজ করে। বাবা বললেন, ব্যাংকটি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। শিহাবের চিন্তা বাবা টাকা জমা দেন আবার উত্তোলন করেন- তাহলে ব্যাংকটি মুনাফা অর্জন করে কীভাবে?

ক. ই-ব্যাংকিং কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে কী বুঝ? ২

গ. শিহাব শহরে বন্দরে যে ব্যাংক লক্ষ্য করছে সাংগঠনিক বিচারে তা কোন ধরণের ব্যাংক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ব্যাংকটি কীভাবে মুনাফা অর্জন করে? শিহাবের ভাবনার প্রেক্ষিতে বিষয়টি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরঃ

ক. উন্নতর ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতি দ্রুত এবং নির্ভুল কার্য পরিচালনায় সক্ষম ব্যাংক ব্যবস্থাকেই ই-ব্যাংকিং বলে।

খ. মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে যে ব্যাংক আমানত সংগ্রহ, ঋণ দান ও গ্রাহকদের বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবা সুবিধা প্রদান করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলধন ও অর্থের মধ্যস্থ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে স্বল্পসুদে বা লাভে অর্থ সংগ্রহ করে। সংগৃহীত অর্থ বেশি সুদে বা লাভে স্বল্পমেয়াদি ঋণ হিসাবে প্রদান করে।

গ. শিহাব শহরে বন্দরে যে ব্যাংক লক্ষ্য করেছে সাংগঠনিক বিচারে তা শাখা ব্যাংক।
একটি প্রধান অফিসের অধীনে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে যে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে শাখা ব্যাংকিং বলে।
মি. শিহাব নানান জায়গায় যে ব্যাংক অফিস দেখতে পান তা মূলত ব্যাংক। বৃহদায়তন ব্যাংক ব্যবসায়ে ব্যাংকগুলো দেশে-বিদেশে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ঘ. কম সুদে আমানত সংগ্রহ করে এবং বেশি সুদে ঋণ দিয়ে মুনাফা অর্জন করে।
ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানতি হিসাবের অর্থ জমা রাখে, ঋণ দেয়, বিনিয়োগ করে, অর্থের লেনদেন ও সেই সাথে বিল ও ব- বাট্টা করে এবং চেক, ড্রাফট, পে-অর্ডার ইত্যাদি ইস্যু ও তার মর্যাদা প্রদান করে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ মুনাফা অর্জন করে।

শিহাবের চিন্তা বাবা টাকা জমা দেন আবার উত্তোলন করেন এর মধ্যে ব্যাংকের মুনাফা হয় কীভাবে?
শিহাব শুধু ব্যাংকে অর্থ জমা ও উত্তোলন বিষয়টি দেখেছে। কিন্তু ব্যাংক যে অপর পক্ষে ঋণ দান ও বিনিয়োগ করে সে বিষয় সে কখনও দেখেনি।

ব্যাংক মূলত আমানতকারীর অর্থ জমা রাখে এবং এর বিপরীতে কম হারে সুদ প্রদান করে অপর পক্ষে ব্যাংক ঋণ গ্রহীতা ও বিনিয়োগকারীর নিকট হতে অধিক সুদ পায়। আর এ দুয়ের পার্থক্যই হলো ব্যাংকের মুনাফা। তাই শিহাবের ধারণাটা ঠিক নয়। উপরিউক্ত ভাবে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে।

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
মি. হাবিব যে ব্যাংকে লেনদেন করেন তার কর্মীরা কাজে খুবই আন্তরিক ও চটপটে। নতুন নতুন সেবাও তারা অফার করছে। কিন্তু ব্যাংকটি উপযুক্ত স্থানে শাখা না খোলায় ব্যবসায়িক দিক দিয়ে কিছুটা হলেও মন্থর গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ বিষয়টি উত্তরণের জন্য ব্যবস্থাপক বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছেন।

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য কী? ১
খ. স্বচ্ছলতার নীতি বলতে কী বুঝ? ২
গ. নতুন নতুন সেবা প্রদানে ব্যাংকটি কোন নীতিটি অনুসরণ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ব্যাংকটি উপযুক্ত স্থানে শাখা না খোলার ক্ষেত্রে কোন নীতিটি পালনে ব্যর্থ হয়েছে? ব্যবস্থাপকের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কী কী হতে পারে বলে তুমি মনে কর। উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তর:

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন।

খ. স্বচ্ছলতা বলতে দায় পরিশোধের সামর্থ্যকে বুঝায়?
আধুনিক প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে ব্যবসায় সম্প্রসারণ এবং সঠিকভাবে টিকে থাকার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকে যথেষ্ট স্বচ্ছল হতে হয়। এ জন্য যথেষ্ট নিজস্ব মূলধন থাকা আবশ্যক। বাণিজ্যিক ব্যাংক যদি অসচ্ছল হয় এবং একবার এরূপ ধারণা জনগণের মাঝে গড়ে ওঠে তবে সেই ব্যাংক কখনই আস্থা অর্জন করতে পারে না।

গ. নতুন নতুন সেবা প্রদানে ব্যাংকটি নতুনত্ব প্রবর্তনের নীতি অনুসরণ করেছে।
গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নতুন প্রোডাক্ট ও সার্ভিস বাজারে আনার প্রয়াস চালানো ও আধুনিক বাণিজ্যের মূলনীতি।
উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্যাংকটি নতুন আমানত প্রকল্প; যেমন- হজ্জ প্রকল্প, বিভিন্ন পেনশন স্কীম, মাসিক আয় প্রকল্প, লাখপতি ইত্যাদি এবং নতুন নতুন ঋণ ও বিনিয়োগ প্রকল্প, ওয়ান স্টপ সার্ভিস, রেডিক্যাশ, ATM কার্ড ইত্যাদি প্রবর্তন এর উদাহরণ।

ঘ. অবস্থানগত নীতি অনুসরণে ব্যর্থ হয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকে সফলতার জন্য উপযুক্ত স্থানে ব্যাংকের শাখা স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে মক্কেলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সেজন্য আবস্থানের নীতি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম নীতি।

মি. হাবিব যে ব্যাংকটির সাথে লেনদেন করেছেন সেই ব্যাংকটি প্রচারনীতি ও আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগামী। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি শাখা স্থাপনের ক্ষেত্রে অবস্থানগত নীতিটা সঠিকভাবে পালন করতে পারেনি। সেজন্য ব্যাংকটি মুনাফা অর্জনে পিছিয়ে পড়েছে।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ব্যাবস্থাপক যে সব পদক্ষেপ নিতে পারেন তা হলো ব্যাংকটি শাখা খোলার ক্ষেত্রে এমন জায়গা শাখা স্থাপন করতে হবে যেখানে শিল্প ও ব্যবসায়ের কেন্দ্রবিন্দু। গ্রাহকদের কাছাকাছি ব্যাংকের অবস্থান হলে ভাল হয়। এতে গ্রাহকদের যাতায়াতের সুবিধা হয়, গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

৬। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

আমানত থেকে ঋণ এবং ঋণ থেকে আমানত সৃষ্টি হয়; এটা ভাবতে বেশ অবাক লাগে শর্মীর। সে ভাবে আমানত ও ঋণ সমান বাড়ে। তার বন্ধু সুমন বলল, ব্যাংক সরাসরি ঋণের অর্থ ঋণ গ্রাহকের হাতে দেয় না। অবশ্য আমানতের পুরোটা ব্যাংক ঋণ দিতে পারে না। SLR বলে একটা কথা আছে। যদি তা ধরো ২০% তবে তার আলোকে হিসাব করলেই ১০০০ টাকার প্রাথমিক আমানত সর্বোচ্চ কত টাকা পর্যন্ত আমানত সৃষ্টি করবে তা বের করা সম্ভব।

ক. তালিকা ভুক্ত ব্যাংক কী? ১

খ. ই-ব্যাংকিং বলতে কী তবুঝায়? ২

গ.গ্রাহকদের বরাদ্দকৃত ঋণের অর্থ ব্যাংক কোথায় জমা করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. একটা আমানত সর্বোচ্চ যে পরিমাণ আমানত সৃষ্টি করে তাকে কী বলে? উদ্দীপকের উদাহরণ থেকে কত টাকার এরূপ আমানত সৃষ্টি হবে বের কর তা মূল্যায়ন কর ৪

উত্তর:

ক. যে সব ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শর্তসমূহ মেনে নিয়ে এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় তাকে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে।

খ. ই-ব্যাংকিং বা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি হলো ব্যাংকিং সেবা সুবিধা প্রদানের আধুনিক কৌশল বা পদ্ধতি।
এ পদ্ধতিতে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতিদ্রুত নির্ভুলভাবে সম্প্রসারিত ব্যাংকিং সেবা সুবিধা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে অর্থ উত্তোলন, সংগ্রহ, স্থানান্তর, লেনদেন সম্পন্নকরণ, তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদান, যোগাযোগ ইত্যাদি কাজ ইলেকট্রনিক্স পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়।

গ. গ্রাহককে বরাদ্দকৃত ঋণের অর্থ ব্যাংক ঋণগ্রহীতার আমনত হিসাবে জমা রাখে।
ব্যাংক যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে তখন সরাসরি নগদ অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান না করে ঋণ গ্রহীতাকে তার নামে একটি আমানত হিসাব খোলার জন্য বলে এবং উক্ত হিসাব ঋণের অর্থ ক্রেডিট করে। অত:পর ঋণগ্রহীতা উক্ত ঋণের অর্থ চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করে।
উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, বন্ধু সুমনের কথা অনুযায়ী ব্যাংক সরাসরি ঋণের অর্থ ঋণ গ্রাহকের হাতে দেয় না।

ঘ. একটা আমানত সর্বোচ্চ যে পরিমাণ আমানত সৃষ্টি করে তাকে ঋণ আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়া বলে।
অভিনব পন্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রাপ্ত আমানতের একটা নির্দিষ্ট অংশ তারল্য সঞ্চিতি হিসেবে সংরক্ষণ করে বাকিটা ঋণ দেয় এবং ঋণ সরাসরি না দিয়ে তা ঋণগ্রহীতার আমানত হিসাবে স্থানান্তরপূর্বক পুনরায় উক্ত আমানত থেকে নতুন ঋণের সৃষ্টি করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।

ঋণ আমানত = আমানত ÷ নগদ জমার হার

$= ১০০০ \div ২০\%$

$= ১০০০ \div \frac{২০}{১০০}$

$= ১০০০ \times \frac{১০০}{২০}$

$= ৫০০০$

অর্থাৎ সর্বোচ্চ আমানত সৃষ্টি হবে ৫০০০।

৭। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

কপোট্রন ব্যাংক লি. ও ভেনাস ব্যাংক লি. ২০১০ সালে অনুমতি দিয়ে ব্যাংকিং ব্যবসায় শুরু করে। ইতিমধ্যে কপোট্রন ব্যাংক লি. ১৫০টি শাখা বিস্তার করে ব্যবসায় বিস্তৃত করেছে। এই ব্যাংকের একজন গ্রাহক মিসেস লায়লাকে সরাসরি নগদ অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান না করে তার নামে একটি আমানত হিসাব খুলে সেখানে ঋণের অর্থ ক্রেডিট করেছে। এতে মিসেস লায়লা চেকের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করে। কিন্তু ভেনাস ব্যাংক কোনো ঋণ আমানতই সৃষ্টি করতে পারেনি।

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে? ১

খ. ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র কি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কপোট্রন ব্যাংক লি. মিসেস লায়লার জন্য কোন কৌশলে ঋণ আমানত সৃষ্টি করেছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ভেনাস ব্যাংক লি. ঋণ আমানত সৃষ্টির শর্ত না মানায় ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে না পারার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর:

ক. যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থ ও অর্থযোগ্য সম্পদের ব্যবসায় করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

খ. ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র দ্বারা এক ব্যাংকের শাখা থেকে অন্য কোনো শাখা বা ব্যাংককে নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোদের নির্দেশ দেওয়া হয়। তাই এটি লেনদেনের সহজ ও নিরাপদ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।

গ. কপোট্রন ব্যাংক লি. মিসেস লায়লার জন্য ঋণের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টির কৌশলে ঋণ আমানত সৃষ্টি করেছে।

ব্যাংক যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে, তখন সরাসরি নগদ অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান না করে ঋণগ্রহীতাকে তার নামে একটি আমানত হিসাব খোলার জন্য বলে এবং ওই হিসাবে ঋণের অর্থ ক্রেডিট করে। এরপর ঋণগ্রহীতা ওই ঋণের অর্থ চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করে। এভাবে প্রদত্ত ঋণ আমানতের সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে কপোট্রন ব্যাংক লি. মিসেস লায়লাকে সরাসরি নগদ হিসেবে প্রদান করেনি; বরং তার নামে একটি আমানত হিসাব খুলে ঋণের অর্থ সেই হিসাবে ক্রেডিট করে। এরপর মিসেস লায়লা চেকের মাধ্যমে আমানত হিসাব থেকে সেই অর্থ উত্তোলন করে। আমানত হিসের মাধ্যমে ঋণের অর্থ তোলার এই কৌশলকে ঋণের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টির কৌশল বলে, যা উদ্দীপকে সংঘটিত হয়েছে।

ঘ. ভেনাস ব্যাংক লি. ঋণ আমানত সৃষ্টির অন্যতম শর্ত 'শাখা স্থাপন' করেনি। তাই তাদের ঋণ আমানত সৃষ্টি না করতে পারা যুক্তিযুক্ত।

কোনো দেশে একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক থাকলে এবং সেসব ব্যাংকের অসংখ্য শাখা থাকলে ওই ব্যাংকগুলো ঋণ আমানত সৃষ্টির কৌশলে অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে।

উদ্দীপকে কপোট্রন ব্যাংক লি. ও ভেনাস ব্যাংক লি. ২০১০ সালে একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রথমটি শাখা বিস্তার করে কিন্তু দ্বিতীয়টি করেনি। প্রথম ব্যাংকটি ঋণ আমানত সৃষ্টির কৌশলে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয়টি ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে নি। কারণ, ওই দেশে অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের অবস্থান থাকলেও দ্বিতীয় ব্যাংকটির কোনো শাখা ছিল না।

যেহেতু ভেনাস ব্যাংক লি. অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যাংকটি শাখা স্থাপন করেনি এবং এটি ঋণ আমানত সৃষ্টির অন্যতম শর্ত, তাই বলতে পারি দ্বিতীয় ব্যাংকটি শাখার অভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে না পারা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

তৃতীয় অধ্যায়: বাণিজ্যিক ব্যাংক

অনুশীলনী সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচেরউদ্দীপকটিপড়োএবংপ্রশ্নগুলোরউত্তর দাও।

শিহাব মনসুর বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক সম্পর্কে পড়েছে। শিল্প ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, মার্চেন্ট ব্যাংক আরও অনেক ব্যাংক। কিন্তু শহরে-বন্দরে সর্বত্র সে যে ব্যাংক দেখছে তার সাথে শিল্প ও কৃষির নামোল্লেখ নেই। একই নামে নানান জায়গায় ব্যাংক। তার বাবা যেই ব্যাংকে লেনদেন করেন সেই ব্যাংকটি যথেষ্ট পরিপাটি করে গুছানো। অনেক লোক কাজ করে। বাবা বললেন, ব্যাংকটি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। শিহাবের চিন্তা বাবা টাকা জমা দেন আবার উত্তোলন করেন- তাহলে ব্যাংকটি মুনাফা অর্জন করে কীভাবে?

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে কী বুঝায়? ২

গ. শিহাব শহরে বন্দরে যে ব্যাংক লক্ষ্য করছে সংগঠনিক বিচারে তা কোন ধরনের ব্যাংক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ব্যাংকটি কীভাবে মুনাফা অর্জন করে? শিহাবের ভাবনার প্রেক্ষিতে বিষয়টি বিশ্লেষণ কর। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

নগদ টাকা দিয়ে আমরা কেনা-বেচা করি। চেক দিয়ে কেনা-বেচা হয়। ক্রেডিট কার্ড নির্দিষ্ট দোকানে কেনা-বেচায় ব্যবহৃত হয়। এভাবে নতুন নতুন উপায়ে লেনদেন চলছে। মি. আলম অনেক টাকা খুলনায় নিয়ে যাবেন। ব্যাংক ড্রাফট করে নিয়েছেন। এরপরে আবার অনেক টাকা নিতে হবে। এবার আর ব্যাংক ড্রাফট লাগেনি। চেক বই নিয়ে গিয়েই টাকা উঠিয়েছেন। তিনি এখন অএগ কার্ডও ব্যবহার করেন। তাই চেকেরও আর প্রয়োজন হচ্ছে না।

ক. শাখা ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র বলতে কী বুঝ? ২

গ. অর্থ স্থানান্তরে সহায়তা বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোন ধরনের কাজ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পরবর্তী সময়ে টাকা পেতে যে ব্যাংকিং পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে তাকে কী বলে?এর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

শিহাব বাবার লেখা চেক ভাঙ্গানোর জন্য মাঝে মধ্যে ব্যাংকে যায়। ব্যাংকটি বাংলাদেশের একটা ঐতিহ্যবাহী পুরনো ব্যাংক। ব্যাংকের সার্বিক কাজে সে বিরক্ত। সে নিজে হিসাব খুলছে নতুন প্রজন্মের একটা ব্যাংকে। ব্যাংকটি অনেক বেশি দ্রুত কাজ সম্পন্ন করে। বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন সেবা সুবিধা দেয়। সে বাবাকে বললো, তার হিসাবটি নতুন কোনো ব্যাংকে খুলতে। বাবা বললেন, দীর্ঘদিন তিনি ব্যাংকটিতে লেনদেন করে আসছেন। ব্যাংকটি সরকারি এবং এর অভিজ্ঞতাও ভাল। একটু বিলম্বে হলেও একসময় তার ব্যাংকটিও যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।

ক. পে-অর্ডার কী? ১

খ. কোন ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলে এবং কেন? ২

গ. শিহাবের ব্যাংকটি দ্রুত সেবা দিতে পারার পিছনে ব্যাংকের কোন নীতি কাজ করেছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শিহাবের বাবা আদর্শ ব্যাংক বাছাইয়ে কোন সাধারণ গুণ বিবেচনায় নিয়েছেন? এরূপ বিবেচনার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জনাব আবুল অর্গানিক পদ্ধতিতে কৃষিপণ্য উৎপাদন করেন। তাছাড়া কিছু কৃষিপণ্য তাকে আমদানি করতে হয়। দেশের সকল জেলায় এবং অধিকাংশ উপজেলায় তার কৃষিপণ্যের ডিলার রয়েছে। এতদিন তিনি উদয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা করছিলেন। কৃষি খামারের জন্য ঋণ প্রয়োজন হলে ব্যাংকের ব্যবস্থাপক অপারগতা প্রকাশ করে। এ অসুবিধার কারণে ঐ ব্যাংকের সাথে লেনদেন বন্ধ করে তিনি বাংলাদেশ কৃষিব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করছেন।

ক. ব্যাংক নিশ্চয়তা সনদ কী? ১

খ . ঋণ কীভাবে আমানত সৃষ্টি করে? ২

গ. যে বিশেষ ব্যাংকিং সুবিধার জন্য জনাব আবুল কালাম ব্যাংক পরিবর্তন করেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপকের অপরাগতা প্রকাশের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর। ৪

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জি.এম মি. দাস ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের এম.ডি জনাব কিবরিয়া দু'জন ক্লাসমেট ছিলেন। খুবই সদ্ভাব। জনাব কিবরিয়ার বক্তব্য, তোমরা আমাদের ঘাড়ে বসে আমাদের ওপরই খবরদারি করো। তোমাদের পরিশোধিত মূলধন মাত্র ৩ কোটি টাকা। অথচ আমাদের ৪০০ কোটি টাকার কম হলে চলবে না। জমা সঞ্চিতি, ব্যাংক হার ইত্যাদি নানান নিয়ম। প্রতিদিন নানান নির্দেশনা। মি. দাস বললেন, এত দুঃখ! তাহলে আমাদের সনদটা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়টা করে দেখ না কেমন লাগে।

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের মূখ্য খাত কোনটি? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়না? ২

গ. জনাব কিবরিয়ার ব্যাংকটি কোন ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. দাস কোন সনদ ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় করতে বলেছেন? তার মতের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সঞ্জু তার ব্যাংকের হিসাবে ৪০,০০০ টাকা জমা দিল। ব্যাংক উক্ত টাকা থেকে বিধিবদ্ধ আবশ্যকতা(ঝখজ) ২০% জমা রেখে অবশিষ্ট টাকা মি. রাজুকে তার আমানত হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে ঋণ দিল। অবশিষ্ট টাকার ২০% তারল্য রেখে বাকি অর্থ জনিকে তার হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করল। এ ঘটনার মাধ্যমে ব্যাংকের একটি আর্থিক অবস্থা তৈরি হয়েছে যা ছাত্রদের বোঝাতে উদ্বৃত্তপত্র তৈরি করতে হবে।

ক. নতুনত্ব প্রবর্তনের নীতি কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংককে কেন ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঋণের বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিত (SLR) কী পরিমাণ ঋণ আমানত সৃষ্টি করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আর্থিক অবস্থাটি উদ্বৃত্তপত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো। ৪

অধ্যায় ৪

ব্যাংক হিসাব
Bank Account

১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

এক সময় ব্যাংক হিসাব বলতে চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী হিসাবকে বুঝাতো। চলতি হিসাব খুলতো ব্যবসায়ীরা; কোন সুদ পাওয়া যেত না। কিন্তু চলতি হিসাবেও এখন রকমফের হয়েছে। এ ধরনের হিসাবেও এখন সুদ বা মুনাফা পাওয়া যায়। একই অবস্থায় সঞ্চয়ী হিসাবেও। অনেক ধরনের সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হচ্ছে। উৎসাহব্যঞ্জক সুযোগ সুবিধা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের হিসাব খুলতে উদ্বুদ্ধ করছে ব্যাংকগুলো। দ্বিগুণ টাকা প্রকল্প, লাখোপতি হোন এরূপ নানা স্লোগান।

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবে পাস বইয়ের অপরিহার্যতা হ্রাস পাচ্ছে কেন? ২

গ. চলতি হিসাবে সুদ পাওয়া যায় বলতে কোন ধরনের হিসাবকে বুঝানো হয়েছে- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের গ্রাহকদের হিসাব থেকে প্রত্যাশা কী? এই প্রত্যাশা পূরণে ব্যাংকের কার্যক্রম মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর :

ক. ব্যাংক যে হিসাবের মাধ্যমে গ্রাহকের সাথে লেনদেন করে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ. ব্যাংকের হিসাব বিবরণী প্রদানের কারণে সঞ্চয়ী হিসাবের সাথে পাস বইয়ের অপরিহার্যতা হ্রাস পাচ্ছে।
বর্তমানে অধিকাংশ ব্যাংক ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে গ্রাহকের হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে। এই পদ্ধতিতে পাস বইয়ের অনুরূপ হিসাব গ্রহিতার নাম, হিসাব নম্বর, হিসাবের ধরন ইত্যাদি লেখা থাকে। এই হিসাব বিবরণী যে কোন সময় গ্রাহক প্রিন্ট করে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করতে পারে।

গ. এখানে বিশেষ চলতি হিসাব কে বুঝানো হয়েছে। চলতি হিসাবে গ্রাহক দিনে যতবার খুশি অর্থ জমা ও উত্তোলন করতে পারে। অধিকাংশ চলতি হিসাবে কোন সুদ বা মুনাফা দেওয়া হয় না।
তবে বিশেষ চলতি হিসাবে অল্প পরিমাণ সুদ বা মুনাফা দেওয়া হয়। বিশেষ কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যদি কোন চলতি হিসাব খোলা হয় তাকে বিশেষ চলতি হিসাব বলে। উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার সাথে সাথে এই চলতি হিসাব বন্ধ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ শেয়ারবাজারে IPO এর অর্থ জমা রাখার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষ চলতি হিসাব খোলা হয়ে থাকে।

ঘ. উদ্দীপকে গ্রাহকদের হিসাব থেকে প্রত্যাশা প্রত্যক্ষ সুদ বা মুনাফা প্রাপ্তি।
গ্রাহকগণ চায় তাদের অর্থ ব্যাংকে নিরাপদে গচ্ছিত থাকুক এবং নির্দিষ্ট সময় পর সেখান থেকে তারা অধিক পরিমাণ সুদ বা মুনাফা প্রত্যাশা করে।

গ্রাহকগণ মনে করেন ব্যাংক হচ্ছে নিরাপত্তার প্রতীক। এই কারণে তারা তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখে। ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের এই প্রত্যাশা পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। গ্রাহকদের আকর্ষণের জন্য তারা বিভিন্ন স্কীমের অফার দিয়ে থাকে। যেমন- কোটিপতি স্কীম, লাখোপতি স্কীম ইত্যাদি।
বর্তমানে অধিকাংশ ব্যাংক অনলাইন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। এতে গ্রাহকগণ যেকোন শাখা ব্যাংক থেকে অর্থ জমা ও উত্তোলন করতে পারে।

ইন্টারনেট এর মাধ্যমে গ্রাহকগণ তাদের হিসাব সম্পর্কে ঘরে বসেই তথ্য পেতে পারে। ATM এর মাধ্যমে যে কোন বুথ থেকে অর্থ উত্তোলন করতে পারে। এইভাবে বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে।

২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মি. জয়নাল ও মি. জব্বার দুই জন বন্ধু। দুইজনই গঞ্জে ভালো ব্যবসায় করেন। মি. জয়নাল টাকা পয়সা ব্যাংকে রাখেন ও ব্যাংকের সাথে লেনদেন করেন। অন্যদিকে মি. জব্বার টাকা-পয়সা নিজের কাছে রাখতেই স্বাচ্ছন্দবোধ করেন। ইদানিং চোর ডাকাতের ভয় বেড়ে যাওয়ায় মি. জব্বার ভয় পাচ্ছেন। অন্যদিকে মি. জয়নাল ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে

অনেক সহজে টাকা আদান-প্রদান করতে পারছেন। এছাড়াও নানান সুবিধা পাওয়ায় তিনি খুবই সন্তুষ্ট। ইদানিং মি. জব্বার ব্যাংকে হিসাব খুলেছেন।

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাংক হিসাব বলতে কী বুঝ? ২

গ. মি. জব্বার কোন সুবিধা পাওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত হিসাব খুলেছেন- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ব্যাংকের সাথে লেনদেনে মি. জয়নাল প্রধান কী সুবিধা পাচ্ছেন? তার সুবিধা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর:

ক. ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক মধ্যস্থ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় ও বিভিন্ন ব্যাংক সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করে।

খ. ব্যাংক গ্রাহকের নামে যে হিসাব খুলে অর্থ লেনদেনের সুযোগ প্রদান করে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।
ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংকার ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। গ্রাহকের লেনদেন অর্থাৎ অর্থ জমাদান ও উত্তোলন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয় এবং ব্যাংক হিসাব থাকার কারণে গ্রাহক ব্যাংক প্রদত্ত সুবিধা লাভ করে।

গ. মি. জব্বার অর্থের নিরাপত্তার জন্য ব্যাংকে হিসাব খুলেছেন।
সকল যুগেই অর্থের সাথে নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত। ব্যাংকে হিসাব খোলার মাধ্যমে আমানতকারী অর্থ ও প্রয়োজনে মূল্যবান সম্পদ নিরাপদে সংরক্ষণ করে নিশ্চিতে থাকতে পারে।

মি. জব্বার প্রথমে টাকা পয়সা নিজের কাছে রাখতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন। ইদানিং চোর ডাকাতের ভয় বেড়ে যাওয়ায় মি. জব্বার ভয় পাচ্ছেন। তাই অর্থের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য তিনি ব্যাংক হিসাব খুলেছেন। এ কারণে তিনি প্রয়োজনবোধে টাকা পয়সা বা অন্যান্য রক্ষিত জিনিস ব্যাংক থেকে উঠিয়ে ইচ্ছা মাফিক ব্যবহার করতে পারবেন।

ঘ. ব্যাংক হিসাব খোলার পর মি. জয়নাল প্রধান যে সুবিধা পাচ্ছেন তা হলো সহজে লেনদেন করা।
নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে যেমনি ঝুঁকি জড়িত তেমনিভাবে এতে ভুলভ্রান্তির সুযোগও বেশি। তাই চেকের মাধ্যমে লেনদেন অনেক নিরাপদ ও কম ঝামেলাপূর্ণ।

মি. জয়নাল জানেন যে, নগদ অর্থ এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর কঠিন ও ঝুঁকি বহুল। নগদ অর্থ বহন করার চেয়ে চেকের মাধ্যমে বহন করা সহজ। তাই মি. জয়নাল ব্যাংকের হিসাব খুলে টাকা পয়সা এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করেন যা তার ব্যবসায়িক লেনদেন করতে সহজ হয়।

ব্যাংকে হিসাব খুললে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে আমানতকারীর একটা ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে ব্যবসায়ীরা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ব্যবসায়িক ঋণ ও অন্যান্য ব্যাংকিং সুবিধার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা লাভ করতে পারে।

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

তমাল, জামাল ও কামাল তিন বন্ধু। তমাল গ্রামে থাকেন, জামাল ব্যবসায়ি এবং কামাল বিদেশে থাকেন। সোনালী ব্যাংকে জামালের একটি চলতি হিসাব রয়েছে। এ হিসাবের মাধ্যমে জামাল তার ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে বহুবিদ সুবিধা পেয়ে থাকেন। তমাল স্বল্প ও স্থায়ী আয়ের ব্যক্তি সে ব্যাংকে হিসাব খুলতে চায়। অপর দিতে কামাল বিদেশ থেকে দেশীয় কোন ব্যাংকে হিসাব খুলতে ইচ্ছুক।

ক. ব্যাংক হিসাব প্রধানত কত প্রকার? ১

খ. ব্যাংকের পাশবই বলতে কী বুঝ? ২

গ. তমালের জন্য কোন ধরনের হিসাব উপযোগী- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কামাল বিদেশে অবস্থানরত থেকে কোন ধরনের হিসাব খুলতে পারবে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. ব্যাংক হিসাব প্রধানত তিন প্রকার-

১. চলতি হিসাব ২. সঞ্চয়ী হিসাব ও ৩. স্থায়ী হিসাব।

খ. সঞ্চয়ী হিসাব খোলার পর ব্যাংক তার গ্রাহককে লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে যে ক্ষুদ্রাকৃতির বই সবরাহ করে তাকে ব্যাংক পাশ বই বলে।
পাশ বই এর উপরে গ্রাহকের নাম ও হিসাব নম্বর লেখা থাকে। এর ভিতরে তারিখ অনুযায়ী প্রারম্ভিক জের, জমা ও উত্তোলন, প্রাপ্তি ও প্রদান এবং সমাপনী জের উল্লেখ থাকে।

গ. তমালের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযোগী।
যে হিসাবে দিনে যতবার খুশী টাকা জমা দেয়া গেলেও কিছু বাধ্য-বাধকতার ভিতরে থেকে টাকা উত্তোলন করতে হয় তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে।

তমাল স্বল্প ও স্থায়ী আয়ের মানুষ তাই তার জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযোগী হবে। এরূপ হিসাবের আমানতকারী দিনে যতবার খুশী টাকা জমা দিতে পারলেও কিছু বাধ্যবাধকতার ভিতরে টাকা উত্তোলন করতে হয়। এই হিসাবে আমানত কারীকে ব্যাংক সুদ বা লাভ প্রদান করে।

ঘ. কামাল বিদেশে অবস্থানরত অবস্থায় অনাবাসিক বহিস্থ হিসাব খুলতে পারবে।
বিদেশে অবস্থানরত কোন নাগরিক দেশীয় কোন ব্যাংকের শাখায় আমানত হিসাব খুললে তাকে অনাবাসিক বহিস্থ হিসাব বলে।
উদ্দীপকে মি. কামাল বিদেশে থাকেন। তিনি দেশীয় কোন ব্যাংকের শাখা হিসাব খুলতে চাইলে তা পারবেন।
আমানতকারীর মনোনীত ব্যক্তি এরূপ হিসাবের অর্থ উত্তোলন করতে পারে। এই হিসাবে পণ্য আমদানির এবং সুদ প্রাপ্তির সুযোগ থাকে।

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
মি. S এর ইষ্টার্ন প্লাজায় একটি মোবাইলের শো-রুম আছে। দিনে কয়েকবার ব্যাংক থেকে অর্থ জমা ও উত্তোলন করেন। ব্যাংকে তার জমা ছিলো ৫০,০০০ টাকা। কিন্তু মি. A কে ৭০,০০০ টাকা ব্যাংক থেকে তুলে দিতে পেরেছিলেন। তার স্বাক্ষরযুক্ত ২০,০০০ টাকার চেক একবার জালিয়াতি হওয়ায় তিনি ব্যাংকের কাছে প্রচলিত চেকের বদলে MICR চেক ইস্যুর অনুরোধ জানালেন।

ক. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কী? ১
খ. একজন ছাত্রের জন্য কোন হিসাব উপযুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মি. S কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব খুলেছেন?- ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জালিয়াতি রোধে মি. S এর MICR চেক ইস্যুর অনুরোধ জানানোর যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর:
ক. চেকের স্বাক্ষর যথার্থ কী না তা মিলিয়ে দেখার জন্য আমানতকারীর স্বাক্ষর যে কার্ডে ব্যাংক সংরক্ষণ করে তাকে নমুনা স্বাক্ষর বলে।

খ. একজন ছাত্রের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযুক্ত।
যে হিসাবে দিনে যতবার খুশী টাকা জমা দেওয়া গেলেও টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে বাধ্য বাধকতা থাকে এবং ব্যাংক গ্রাহককে সুদ বা লাভ প্রদান করে তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সংজ্ঞায় প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের সুবিধাগুলো একজন ছাত্রের জন্য উপযোগী। এতে আয় হিসেবে তার প্রয়োজন মিটে ও কিছু সুদ পায়। তাই সঞ্চয়ী হিসাবই ছাত্রের জন্য উপযুক্ত।

গ. মি. S চলতি হিসাব খুলেছেন।
যে হিসাবে দিনে যতবার খুশী টাকা জমাদান ও জমা উত্তোলন করা যায় এবং ব্যাংক হিসাবের বিপক্ষে কোনো সুদ দেয় না তাকে চলতি হিসাব বলে। এ হিসাব ব্যবসায়ীর জন্য উপযোগী। এতে জমার অতিরিক্ত উত্তোলন করা যায়। মি. S একজন ব্যবসায়ী। তিনি কয়েকবার ব্যাংক থেকে অর্থ জমা ও উত্তোলন করেন। তিনি ৫০,০০০ টাকা জমার বিপরীতে ৭০,০০০ টাকা উত্তোলন করে ২০,০০০ টাকা বেশী তুলে ঋণ নিয়েছেন। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো চলতি হিসাবে দেখা যায়। সুতরাং মি. S চলতি হিসাব খুলেছেন এতে সন্দেহ নেই।

ঘ. জালিয়াতি রোধে মি. S এর MICR চেক ইস্যুর অনুরোধ জানানো যৌক্তিক।
MICR চেক এর পুরো অর্থ হলো Magnatic Ink Character recognition. এটি একটি ইমেজ ভিত্তিক চেক।
বর্তমানে MICR চেক ইস্যুর মাধ্যমে চেকের জালিয়াতি ও অর্থ আত্মসাৎ রোধ করা সম্ভব। এতে করে আন্তঃ ব্যাংকিং লেনেদেন নিষ্পত্তিও সহজতর হয়।
উদ্দীপকে মি. S এর একটি ২০০০০ টাকার চেক জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ হয়। তিনি প্রচলিত চেকের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত। তাই ব্যাংককে তিনি MICR চেক ইস্যুর অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি মনে করেছেন ইমেজ ভিত্তিক চেকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজেই প্রতারণা চিহ্নিত করে প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়া যাবে। তার চেক আর জালিয়াতি হবে না।
সুতরাং বলতে পারি মি. S এর MICR চেক ইস্যুর অনুরোধ জানিয়ে জালিয়াতি রোধ করার উদ্যোগ সঠিক।

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

জনাব শফিক একজন চাল ব্যবসায়ী। তিনি প্রতিদিন ১-২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লেনদেন করে থাকেন। ব্যাংকে করা তার একটি ব্যাংক হিসাব থেকে তিনি কার্য চলাকালে যতবার ইচ্ছে অর্থ উত্তোলন করেন। শফিকের বন্ধু আসিফের কাঁচামালের আড়ৎ আছে। আড়তের পার্শ্বে অবস্থিত একটি ব্যাংকে তিনি হিসাব খুলেছেন। সেখান থেকে নোটিশ না দিয়ে ২০,০০০ টাকা বেশি অর্থ উত্তোলন করা যায় না। এতে আসিফের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। ব্যবসায়িক লেনদেন সুবিধাজনকভাবে করার জন্য তিনি অতিদ্রুত, নির্ভুল এবং ব্যবসায় সেবা পাওয়ার জন্য পরিকল্পনা করছেন।

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. ব্যাংক পাস বই বলতে কী বুঝায়? ২

গ. জনাব শফিক কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. আসিফ ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় লেনেদেন সুবিধার জন্য কোন ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তরঃ

ক. ব্যাংক গ্রাহকের নামে যে হিসাব খুলে অর্থ লেনদেনের সুযোগ প্রদান করে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ. সঞ্চয়ী হিসাব খোলার পর ব্যাংক তার গ্রাহককে লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে যে ক্ষুদ্রাকৃতির বই সরবরাহ করে তাকে ব্যাংক পাস বই বলে।
পাস বই এর ওপরে গ্রাহকের নাম ও হিসাব নম্বর লেখা থাকে। ভিতরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রারম্ভিক জের, জমা ও উত্তোলন, প্রাপ্তি ও প্রদানসহ সমাপনী জের তারিখ অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

গ. জনাব শফিক চলতি আমানত বা হিসাব পরিচালনা করছেন। ব্যাংকের যে হিসাবে প্রতিদিন ব্যাংক চলাকালীন সময়ে গ্রাহক যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দেয়া ও উত্তোলন করতে পারে তাকে চলতি হিসাব বলে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে যে জনাব শফিক একজন চাল ব্যবসায়ী। তিনি বাংকে যে হিসাব খুলেছেন ঐ হিসাব হতে কার্য চলাকালে যতবার খুশী অর্থ উত্তোলন করেন। একজন ব্যবসায়ীকে প্রতিনিয়ত আর্থিক লেনদেন করতে হয় এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সহায়তার প্রয়োজন পড়ে। যা চলতি হিসাব ভিন্ন অন্য কোনোভাবে লাভ করা যায় না।

ঘ. মি. আসিফ তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় লেনদেন সুবিধার জন্য ই-ব্যাংকিং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।
ই-ব্যাংকিং বা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং হলো ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অত্যাধুনিক তড়িৎবাহী পদ্ধতি যেখানে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতিদ্রুত নির্ভূলভাবে সম্প্রসারিত ব্যাংকিং সেবা সুবিধা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে অর্থ উত্তোলন, সংগ্রহ, স্থানান্তর, লেনদেন সম্পন্নকরণ, তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদান, যোগাযোগ ইত্যাদি কাজ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়।

উদ্দীপকের মি. আসিফ ই-ব্যাংকিং ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তিনি ইচ্ছামত যখন খুশী তখন যত টাকা প্রয়োজন তা তুলতে পারছেন। এক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের অধীনে ব্যাংকের যে কোন শাখায় গিয়ে ব্যাংক হিসাবের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।
তাই আমার মতে, মি. আসিফের সমস্যা ই-ব্যাংকিংই সমাধান করতে পারবে।

৬। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মি. চিন্ময় দাশের হিসাবে ১,৫০,০০০ টাকা জমা আছে। তিনি ২০ জুলাই'১১ তারিখে সকাল ১০টায় ১,০০,০০০ টাকা উত্তোলনের জন্য ব্যাংকে একটি চেক পাঠান। দুপুর ১২টায় ৭৫,০০০ টাকা নগদ জমা দেন। তিনি বেলা ২টায় মি. করিমকে সঠিকভাবে পূরণকৃত ৯০,০০০ টাকার একটি চেক প্রদান করেন। ঐ দিনই বেলায় ৩ টায় চেকের টাকা তুলতে গেলে ব্যাংক মি. করিমকে হিসাবে পর্যাপ্ত টাকা থাকা সত্ত্বেও টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে মি. চিন্ময়ের ব্যবসায়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। (SESDP)

ক. বাহক চেক কী? ১

খ. চেকে দাগ কাটা হয় কেন? ২

গ. মি. চিন্ময় কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ব্যবসায়ের সুনাম ও স্বাভাবিক লেনদেন বজায় রাখতে মি. চিন্ময়ের করণীয় কী তা ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তরঃ

ক. যে চেকের টাকা চাহিবামাত্র ব্যাংক এর বাহককে প্রদান করে তাকে বাহক চেক বলে।

খ. বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরিভাগে বাম কোণায় আড়াআড়িভাবে সমান্তরাল দু'টি রেখা অঙ্কন করে যে চেক তৈরি করা হয় তাকে দাগকাটা চেক বলে। চেকের অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা সৃষ্টিতে এবং ঝুঁকি হ্রাসসহ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা অর্জনের জন্যই চেকে দাগকাটা হয়।

গ. মি. চিন্ময় সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনা করছেন।
যে হিসাব সঞ্চয় ও সেই সাথে ব্যাংকিং সেবা পাওয়ার উদ্দেশ্যে খোলা হয় তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। এ হিসাব সঞ্চয় সৃষ্টি ও মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, এ ধরনের হিসাব ক্ষুদ্রব্যবসায়ী, স্বল্প ও স্থায়ী আয়ের লোকদের জন্য বিশেষ উপযোগী, এরূপ হিসাবে আমানতকারী যতবার খুশী টাকা জমা দিতে পারলেও কিছু বাধ্যবাধকতা থাকে টাকা উত্তোলনের জন্য। উদ্দীপকে দেখা যায় মি. চিন্ময় একই দিনে দু'বার অর্থ উত্তোলনের জন্য চেক জমা দেয় কিন্তু দ্বিতীয় চেকের ক্ষেত্রে ব্যাংক তার হিসাব থেকে অর্থ প্রদান করতে অপরাগতা প্রকাশ করে।

এ থেকে বুঝা যায় মি. চিন্ময়ের হিসাবটি সঞ্চয়ী হিসাব। কারণ সাধারণভাবে এ ধরনের হিসাবগুলো থেকে সপ্তাহে দুবারের বেশি অর্থ উত্তোলন করা যায় না এবং উত্তোলন করতে চাইলে পূর্বে নোটিশ দিতে হয়।

ঘ. ব্যবসায়ের সুনাম ও স্বাভাবিক লেনদেন বজায় রাখতে মি. চিন্ময়ের করণীয় হলো চলতি হিসাব খোলা ও পরিচালনা করা। যে হিসাবে ব্যাংক তার গ্রাহককে চাহিবামাত্র আমানতকৃত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে তাকে চলতি হিসাব বলে। মি. চিন্ময় ২০ জুলাই, ২০১১ তারিখে দুবার অর্থ উত্তোলনের জন্য চেক দিলে হিসাবে পর্যাপ্ত টাকা থাকা সত্ত্বেও ব্যাংক দ্বিতীয়বারের চেকের টাকা দিতে অসম্মতি জানায়। হিসাবটি সঞ্চয়ী হওয়ার কারণে এ বিষয়টি ঘটে। মি. চিন্ময় যদি চলতি হিসাব খোলে তাহলে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা ও উত্তোলনের সুবিধা পাবেন। অন্যদিকে স্থায়ী হিসাবের অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে উত্তোলন করা যায় না। তাই স্থায়ী, সঞ্চয়ী ও চলতি হিসাব পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, ব্যবসায়ের সুনাম এবং স্বাভাবিক লেনদেন বজায় রাখতে মি. চিন্ময়ের চলতি হিসাব খোলা উচিত।

৭। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**
ধানমন্ডির মি. আবিদ রহমান একজন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। তিনি ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাতে চান।
তাই তার বন্ধুর সাথে আলোচনা করে সোনালী ব্যাংক ওয়েজ আরনার্স শাখায় যোগাযোগ করে নিয়মিত টাকা জমা রাখছেন। তবে কিছু টাকা একত্র করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অধিক লাভজনক খাতে ব্যাংকে রেখে দেয়ারও চিন্তা-ভাবনা করছেন।

(ক) বীমা সঞ্চয়ী হিসাব কী? ১
(খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয় না কেন? ২
(গ) মি. আবিদ রহমান কোন ধরনের হিসাবে টাকা জমা করছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) অধিক লাভ পাওয়ার জন্য মি. আবিদ রহমান কোন ধরনের হিসেবে টাকা রাখতে পারেন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তর:
ক. যে হিসাবের মাধ্যমে আমানতকারী সঞ্চয়ী হিসাবের সুবিধাদি ভোগ করার পাশাপাশি বীমার সুবিধা ভোগ কওে তাকে বীমা সঞ্চয়ী হিসাব বলে।

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী। বাণিজ্যিক ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয় না কারণ হলো-
বাণিজ্যিক ব্যাংক অন্যের অর্থ দিয়ে ব্যবসায় করে। অধিক সুদ প্রাপ্তির আশায় ঋণ প্রদান যেমন এ ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য তেমনি আমানতকারীগণের চেকের মর্যাদা দান এ ব্যাংকের অন্যতম দায়িত্ব।
বাণিজ্যিক ব্যাংক যেসব হিসাবের মাধ্যমে জনগণের সঞ্চয় সংগ্রহ করে তার আনুমানিক ৮০% আসে চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাব হতে। কিন্তু এ দুটো হিসাবের প্রকৃতি অনুযায়ী আমানতকারী যেকোনো সময় তার আমানতকৃত অর্থ উত্তোলন করতে পারে। এজন্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে সর্বদা বেশ কিছু তারল্য সংরক্ষণ করতে হয়।

গ. মি. আবিদ রহমান বৈদেশিক মুদ্রা অনাবাসিক বহিঃস্থ হিসাবে টাকা জমা করছেন।
বিদেশে অবস্থানরত কোনো নাগরিক দেশীয় কোনো ব্যাংকের শাখায় আমানত হিসাব খুললে তাকে অনাবাসিক বহিস্থ হিসাব বলে।

মি. আবিদ রহমান বিদেশে থাকেন। বিদেশের মাটিতে কষ্টার্জিত টাকা তিনি ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে পাঠাতে চান। সোনালী ব্যাংকের ওয়েজ আনার্স শাখা তাকে বৈদেশিক মুদ্রা অনাবাসিক হিসাব খুলতে সহায়তা করেছেন।

মি. আবিদ রহমানের মনোনোনীত ব্যক্তি এরূপ হিসাবের অর্থ উত্তোলন করতে পারে। তাছাড়া এ হিসাবের মাধ্যমে তিনি জমাকৃত টাকার ওপর স্বল্পহারে সুদও পেয়ে থাকেন।

ঘ. অধিক লাভ পাওয়ার জন্য মি. আবিদ রহমান স্থায়ী হিসাবে টাকা জমা রাখতে পারেন।
যে হিসাবে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্থ জমা রাখা হয় এবং এর মধ্যে নিয়মানুযায়ী অর্থ উত্তোলন করা যায় না তাকে স্থায়ী হিসাব বলে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে যে, মি. আবিদ রহমান কিছু টাকা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অধিক লাভজনক খাতে ব্যাংকে রাখতে চাচ্ছেন। তিনি স্থায়ী হিসাবে টাকা রাখলে অধিক সুদ পাবেন, এ হিসাব থেকে তিনি ঋণ সুবিধা পাবেন।
ব্যাংক সাধারণত কোনো চার্জ কাটে না।

৮। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
রফিক ও শফিক দুই ভাই। রফিক একজন ব্যবসায়ী এবং শফিক একজন চাকরিজীবী। তাঁদের ব্যাংক হিসাবে যথাক্রমে ২০,০০,০০০/= টাকা ও ৫,০০,০০০/= টাকা জমা ছিল। শফিক বছরে কিছু টাকা সুদ হিসেবে পেলেও রফিক তাঁর হিসাব থেকে কখনো কেনো সুদ পান না। হঠাৎ জরুরি প্রয়োজনে রফিক তাঁর হিসাব থেকে সমুদয় অর্থের অতিরিক্ত কিছু অর্থ উত্তোলনের জন্য চেক উপস্থাপন করলে ব্যাংক তাঁকে অর্থ প্রদান করল। অপর দিকে শফিকও জমা অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ চেয়ে চেক উপস্থাপন করলে ব্যাংক তা দিতে অপরাগতা প্রকাশ করল। এতে শফিক কিছুটা চিন্তিত এবং মনঃক্ষুন্ন।

ক. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কী?
খ. সঞ্চয়ী হিসাব বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে রফিকের ব্যাংক হিসাবটি কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব ব্যাখ্যা করো।
ঘ. শফিকের হিসাবের প্রকৃতি অনুযায়ী তার মনঃক্ষুন্ন হওয়া কি যৌক্তিক? তোমার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তর:
ক. যে কার্ডে আমানতকারী হিসাব খোলার সময় তাঁর স্বাক্ষর প্রদান করে এবং পরবর্তী সময়ে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা বিশেষত অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে বা হিসাব গ্রহীতার পরিচিতির প্রয়োজনে যে উপকরণটি ব্যাংকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়, তা-ই নমুনা স্বাক্ষর কার্ড।

খ. সঞ্চয়ী হিসাব হলো ওই ব্যাংক হিসাব, যার মাধ্যমে গ্রাহকগণ তাঁদের বর্তমান আয়ের একটা অংশ ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং এ থেকে একটা আয় প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ব্যাংকে জমা করেন।
প্রকৃতপক্ষে সঞ্চয়ের পাশাপাশি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের উদ্দেশ্যে গ্রাহক ব্যাংকে যে হিসাব খোলেন তাই সঞ্চয়ী হিসাব। এ হিসাবের আমানতকারীগণ দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দিলেও কিছু বাধ্যবাধকতার ভেতরে থেকে টাকা উত্তোলন করেন। এ হিসাবে জমাকৃত অর্থের ওপর বার্ষিক, অর্ধবার্ষিক ভিত্তিতে সুদ প্রদান করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাংকভেদে এ সুদের হার ৫% থেকে ৭%।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রফিকের ব্যাংক হিসাবটি একটি চলতি হিসাব। যে হিসাব শুধু ব্যবসায়ীরা পরিচালনা করেন এবং যে হিসাব থেকে সাধারণত কোনো সুদ প্রদান করা হয় না কিন্তু দিনে যতবার খুশি ততবার অর্থ উত্তোলন ও জমা দেওয়া যায়, তাকে চলতি হিসাব বলে। এ হিসাব সাধারণত সঞ্চয়ী উদ্দেশ্যে করা হয় না এবং ব্যবসায়িক লেনদেনে এর সঠিক ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যই করা হয়।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই রফিক একজন ব্যবসায়ী। তিনি একটি ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতেন, যা থেকে বছরে তিনি কোনো সু পেতেন না। এবং আমরা আরো দেখতে পাই জরুরি প্রয়োজনে তিনি তাঁর হিসাব থেকে সমুয় অর্থ উত্তোলনের পরও অতিরিক্ত অর্থ তুলতে পারছেন। এ সুবিধাকে সাধারণত জমাতিরিক্ত সুবিধা (ওভার ড্রাফট) বলে। এ বৈশিষ্টগুলো প্রকৃতপক্ষে সবগুলোই ব্যাংকের চলতি হিসাবের বৈশিষ্ট্য। যেমন, আমরা জানি, চলতি হিসাবের গ্রাহক সাধারনত ব্যবসায়ী। তাঁরা তাদের ব্যবসায়িক লেনদেন সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য এ হিসাব খুলে থাকেন। আমরা আরও দেখতে পাই রপিক তাঁর হিসাব থেকে কোনো সুদ পান না। আমরা জানি, ব্যাংক সাধারনত তার চলতি হিসাব গ্রহীতাদের জমার ওপর কোনো সুদ প্রদান করে না।

আমরা আরও দেখতে পাই রপিক তাঁর জরুরি প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে জমাতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করতে পারছেন, যা শুধু চলতি হিসাব গ্রহীতাদেরকেই ব্যাংক প্রদান করে।
উপরিউক্ত সব বৈশিষ্ট্য এটাই প্রমাণ করে যে রফিকের ব্যাংক হিসাব একটি চলতি হিসাব।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শফিকের ব্যাংক হিসাবের প্রকৃতি অনুযায়ী তার মনঃক্ষুন্ন হওয়া যৌক্তিক নয় বলে আমি মনে করি। কারণ, তাঁর হিসাবটি ছিল সঞ্চয়ী হিসাব। যে হিসাবে গ্রাহকগণ তাঁদের বর্তমান আয়ের একটি অংশ ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং এ থেকে একটা আয় প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অর্থ জমা করেন, তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, শফিক একজন চাকরিজীবী। তিনি এমন একটি ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতেন, যা থেকে তিনি বছর শেষে জমার ওপর সুদ পেয়েছিলেন। কিন্তু জরুরি কারণে যখন ব্যাংক থেকে জমার অতিরিক্ত অর্থ উদ্দোলনের জন্য আবেদন করলেন, ব্যাংক তা প্রদানে অসমর্থতা জানাল। এসব বৈশিষ্ট্য সঞ্চয়ী হিসাবের বেলায়ই শুধু বিদ্যমান। আমরা জানি, ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব গ্রহীতা সাধারণত তাঁরাই হন, যাঁরা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে অর্থ জমা করেন। ব্যাংকে এ ধরনের সিাবে জমার সহ্চয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে অর্থ জমা করেন। ব্যাংক এ ধরনের হিসাবে জমার ওপর সুদ প্রদান করে, যা আমরা শফিক সাহেবের ব্যাংক হিসাবেও দেখতে পাই। এ ছাড়া আমরা জানি, ব্যাংক সহ্চয়ী হিসাবে সাধারনত জমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুবিধা চেয়ে ব্যর্থ হন। সুতরাং এসব বৈশিষ্ট্যই প্রমাণ করে শফিকের হিসাবটি ছিল একটি সঞ্চয়ী হিসাব।

শফিক জরুরি প্রয়োজনে তাঁর হিসাব থেকে জমাকৃত অর্থের অধিক উত্তোলন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাংক তাতে অসমর্থতা প্রকাশ করায় তিনি কিছুটা মনঃক্ষুন্ন ও চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু আমরা জানি, ব্যাংক তার সঞ্চয়ী হিসাব গ্রহীতাদের এ সুবিধা (জমাতিরিক্ত উত্তোলন বা OD) দেন না। সুতরাং আমি মনে করি, তাঁর মনঃক্ষুন্ন হওয়া যৌক্তিক ছিল না।

চতুর্থ অধ্যায়: ব্যাংক হিসাব

অনুশীলনী সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. জয়নাল ও মি. জব্বার দু'জন বন্ধু। দু'জনই গঞ্জে ভালো ব্যবসায় করেন। মি. জয়নাল টাকা-পয়সা ব্যাংকে রাখেন ও ব্যাংকের সাথে লেনদেন করেন। অন্যদিকে মি. জব্বার টাকা-পয়সা নিজের কাছে রাখতেই স্বচ্ছন্দবোধ করেন। ইদানিং চোর-ডাকাতের ভয়ে বেড়ে যাওয়ায় মি. জব্বার ভয় পাচ্ছেন। অন্যদিকে মি. জয়নাল ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অনেক সহজে টাকা আদান-প্রদান করতে পারছেন। এছাড়াও নানান সুবিধা পাওয়ায় তিনি সন্তুষ্ট। ইদানিং মি. জব্বার ব্যাংকে হিসাব খুলেছেন।

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাংক হিসাব বলতে কী বুঝায়? ২

গ. মি. জব্বার কোন সুবিধা পাওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত হিসাব খুলেছেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ব্যাংকের সাথে লেনদেনে মি. জয়নাল প্রধান কী সুবিধা পাচ্ছেন? তার সুবিধা মূল্যায়ন কর। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

এক সময় ব্যাংক হিসাব বলতে চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী হিসাবকেই বুঝাতো। চলতি হিসাব খুলতো ব্যবসায়ীরা। কোনো সুদ পাওয়া যেতো না। কিন্তু চলতি হিসাবেও এখন রকমফের হয়েছে। এ ধরনের হিসাবেও এখন সুদ বা মুনাফা পাওয়া যায়। একই অবস্থায় সঞ্চয়ী হিসেবেও। কত ধরনের সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হচ্ছে। উৎসাহব্যঞ্জক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের হিসাব খুলতে উদ্বুদ্ধ করছে ব্যাংকগুলো দ্বিগুণ টাকা প্রকল্প, লাখোপতি হোন- এ রকম নানান শ্লোগান।

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবে পাস বইয়ের অপরিহার্যতা হ্রাস পাচ্ছে কেন? ২

গ. চলতি হিসাবে সুদ পাওয়া যায় বলতে কোন ধরনের চলতি হিসাবকে বুঝানো হয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের গ্রাহকদের হিসাব থেকে প্রত্যাশা কী? এই প্রত্যাশা পূরণে ব্যাংকের কর্মপ্রয়াস মূল্যায়ন কর। ৪

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

শুভ একজন ছাত্র। তার অনেক বন্ধু ব্যাংকে হিসাব খুলেছে। সেও ব্যাংক হিসাব খুলতে গেল। তার অঞ্চগ কার্ড চায়, অনলাইন সুবিধা চায়। অথচ মি. উদ্দিন একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরে। একত্রে বেশ কিছু টাকা পেয়েছে। তিনি হিসাব খুলবেন। কিন্তু তার শুভ-এর মতো ব্যাংকিং সেবার প্রয়োজন নেই। ব্যাংক কর্মকর্তা মি. রায়হানের ভাবনা-বিভিন্ন ধরনের গ্রাহক ব্যাংকে হিসাব খোলে এবং এরা সবাই মূল্যবান।

ক. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কী? ১

খ. হিসাব খুলতে পরিচয়করণের প্রয়োজন পড়ে কেন? ২

গ. শুভ যে সকল সুবিধা চায় তার জন্য কোন ধরনের হিসাব খোলা উত্তম ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. উদ্দিন কোন ধরনের হিসাব খুললে লাভবান হবেন? উদ্দীপকের আলোকে এর যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

১৯৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে শাহবাগ মোড়ে এক সাইনবোর্ডে দেখেছিলাম, 'চঞ্চল টাকা অঞ্চলে বেধো না'। মানুষকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার জন্য এ প্রচার তা বুঝেছি। এও বুঝেছি প্রতিষ্ঠানগুলো জমাকৃত আমানত থেকে ঋন নিয়ে মুনাফা করে। অবশ্য দেশের অর্থনীতিও এর দ্বারা লাভবান হয়।

ক. একক ব্যাংক কী? ১

খ. গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আমানত থেকে ঋণ দিয়ে প্রতিষ্ঠান কীভাবে মুনাফা করে? আমানত জমার সাথে দেশ ও ব্যাংকের লাভের সম্পর্ক মূল্যায়ন কর। ৪

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. তালুকদার একজন ব্যবসায়ী। ভালো ব্যবসায় করছেন। যথেষ্ট টাকাও থাকছে কোম্পানির ব্যাংক হিসাবে। নতুন বিনিয়োগে যেতে চান না। বন্ধু মি. চৌধুরী তাকে তার লাভজনক ব্যবসায়ে কিছু বিনিয়োগ করতে বললেন। কিন্তু মি. তালুকদার ভাবছেন, আপাতত ব্যাংকেই নতুন হিসাব খুলে টাকা রাখবেন। পরে ভেবে-চিন্তে বিনিয়োগ করা যাবে। যথারীতি তিনি ব্যাংকে হিসাব খুললেন। ব্যাংক তাকে কোনো চেক বই দেয়নি। আগের হিসাবে তিনি যে সকল সেবা সুবিধা পেতেন এখানে তার অনেকই নেই। টাকা নষ্ট হয়নি, টাকা নিয়ে ভাবতে হয়নি এটা ভেবেই তিনি তৃপ্ত।

ক. জমা রসিদ কী? ১
খ. সঞ্চয়ী হিসাব বলতে কি বুঝায়? ২
গ. মি. তালুকদার ব্যাংকে নতুন কী হিসাব খুলেছেন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নতুন হিসাবে মি. তালুকদারকে কী দেয়া হয়েছে? আগের হিসাবের মত সুবিধা পেলেও তার তৃপ্ত হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. জাফর চাকরিজীবী। ভালো আয় করেন। খরচ বাদ বেশ কিছু টাকা ব্যাংকে জমা হয়। কিন্তু এই টাকা ধরে রাখতে পারেন না। এ ও হাওলাত চায়। টাকা দিলে যথাসময়ে ফেরৎ পাওয়া যায় না। তিনি ব্যাংক ম্যানেজারকে বললেন, একটা উপায় বা।লে দিন যাতে টাকা আটকে রাখতে পারি। ম্যানেজার সাহেব যে বুদ্ধি দিলেন তাতে তার উপকার হয়েছে। এখন ব্যাংকে টাকা থাকলেও তা সহজে উঠাতে না পারায় বন্ধুদেরকে দেয়া সম্ভব হয় না। মি. জাফর আগের হিসাবটা বাদ দিতে চাচ্ছেন। ম্যানেজার সাহেব বললেন আগের হিসাবটাতো থাকতেই হবে।

ক. চলতি হিসাব কী? ১
খ. পাস বই বলতে কী বুঝায়? ২
গ. ব্যাংক ম্যানেজার তাকে কোন ধরনের হিসাব খোলার পরামর্শ দিয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. জাফরের প্রথম ব্যাংক হিসাবটি কোন ধরনের ছিল? এটি চালু রাখতে বলার যতার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জনাব মুন্সী বেসরকারি অফিসে স্বল্প বেতনে চাকরি করেন। সংসার চালাতেই হিমসিম খান। তার বন্ধু জনাব আজিম বললো, কষ্টতো করছোই, এরই মধ্যে ১০০ টাকা করে হলেও জমাও। দেখবে অভ্যাস বদলেছে। জনাব মুন্সী ব্যাংকে হিসাব খুলে প্রতি মাসে চারশ টাকা জমা দেন। ১০ বছর পর এক লক্ষ টাকা পাবেন। দু'একটা ছোট বদ অভ্যাস ছিল তাও ত্যাগ করেছেন। তিনি ভাবছেন বন্ধুর পরামর্শ তার জীবন বদলে দিয়েছে। সবাইকে যদি এ পরামর্শ দেয়া যেতো তাহলে ব্যক্তি, সমাজ ও দেশ সবাই উপকৃত হতে পারতো।

ক. স্থায়ী হিসাব কী? ১
খ. চলতি হিসাব বলতে কী বুঝায়? ২
গ. জনাব মুন্সী কোন ধরনের হিসাব খুলেছেন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বন্ধু তার মধ্যে কোন ধরনের অভ্যাস সৃষ্টির পরামর্শ দিয়েছিলেন? সবাইকে এরূপ পরামর্শ দিলে কী লাভ হবে মূল্যায়ন কর। ৪

৮। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই গরীব ও ব্যাংকের নাগালের বাইরে। অথচ গরীব মানুষও কিছু সঞ্চয় করে। যা জাতীয় মূলধন গঠনে তেমন কাজে আসে না। যদি ব্যাংকগুলো বাড়িতে বাড়িতে মাটির বাংক দিয়ে এসে তার ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যাংকে এনে জমা করতো তবে কতই না ভালো হতো। গ্রামে-গঞ্জে ১০ টাকায় বিশেষ ধরনের মানুষের জন্য হিসাব খোলার যে সুযোগ দিয়েছে সরকার তা খুবই আশাব্যঞ্জক।

ক. ব্যাংক হিসাব বিবরণী কী? ১
খ. স্থায়ী হিসাব বলতে কি বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে মাটির ব্যাংক সংশ্লিষ্ট যে হিসাবের কথা বলা হয়েছে তা কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. গ্রামে-গঞ্জে ১০ টাকায় কোন ধরনের হিসাব খোলা যায়। এ ধরনের হিসাবের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

উৎসাহী ক'জন বন্ধু পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করেছে। প্রতিদিন যা কিছু বেচাকেনা হয় সেটা তাদের এক বন্ধুর কাছে জমা থাকে। তারা ব্যবসায়ের নামে একটা ব্যাংক হিসাব খুলবে ভাবছিল। যে হিসাবে তারা প্রতিনিয়ত লেনদেন করতে পারবে। ব্যাংকে যোগাযোগ করলে ম্যানেজার সাহেব বললেন, আপনাদের মধ্যে লিখিত চুক্তি হয়েছে কী না? আরও কিছু কাগজপত্র জমা দিতে হবে। তারা ভাবলো এতে বেশ কিছু সময় লাগবে। তাই তারা তাদের নিজেদের নামেই যৌথ হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত নিল।

ক. বিশেষ চলতি হিসাব কী? ১
খ. একজন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরের জন্য কোন ধরনের হিসাব উত্তম ও কেন? ২
গ. তিন বন্ধু কী ধরনের ব্যাংক হিসাব খুলবে বলে ভেবেছিল ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বন্ধুদের হিসাব খুলতে প্রধান কী দলিল জমা চাওয়া হয়েছে? এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

একটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ব্যাংকে সাধারণ মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংখ্যা সর্বাধিক। তাদের সামষ্টিক জমার পরিমাণও অনেক বেশি। কিন্তু সম্পদ না থাকায় এরা ব্যাংক ঋণ পায় না। ঋণ নেয়ার আগ্রহও এদের কম। অন্যদিকে এমন মানুষেরা ঋণ নেয় যারা বিত্তবান ও সমাজে সংখ্যা কম। এদের অধিকাংশই উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় কাজে জড়িত থাকে। ব্যাংক কর্মকর্তা মি. শামীমের ধারণা, সাধারণ মানুষকে ঋন দিয়ে এগিয়ে নিতে পারলে সেটা দেশের জন্য এবং সেই সাথে ব্যাংকের ভালো হতো।

ক. বাংলাদেশ ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক? ১

খ. ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং বলতে কী বুঝায়? ২

গ. সমাজে কোন শ্রেণী ঋণ নেয় বলা হয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাধারণ মানুষকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা কী? তাদের ঋণ দিয়ে শামীমের ধারণার কতটা বাস্তবায়িত হবে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

লটারীতে পাওয়া ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে মুন্না বিপদে পড়েছে। ভেবে পাচ্ছে না কী করবে। এতগুলো টাকা এভাবে ফেলে রাখা নিরাপদ হবে না। তাই কোনো চেক বই সরবরাহ করেনি। এতে মেয়াদ পূর্তির আগে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হলে মুন্না কী করবে এটা ভেবে সে খুব চিন্তিত।

(ক) ব্যাংক কাকে বলে? ১

(খ) চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ২

(গ) মুন্না যে হিসাবটি খুলেছে তা কোন ধরনের হিসাব? ৩

(ঘ) ০৬/১০/১২ তারিখ হঠাৎ অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় সুমন তার বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া নিম্নোক্ত চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করলে ব্যাংক চেকের অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। এতে সুমন সমস্যায় পড়ে যায়। ৪

১২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মিরপুরে মোহিদুল ইসলাম একজন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। তিনি ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাতে চান। তাই তার বন্ধুর সাথে আলোচনা করে সোনালী ব্যাংক ওয়েজ অনার্স শাখায় যোগাযোগ করে নিয়মিত টাকা জমা রাখছেন। তবে কিছু টাকা একত্র করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে অধিক লাভজনক খাতে ব্যাংকে রেখে দেয়ারও চিন্তা ভাবনা করছেন।

(ক) ব্যাংক হার কী? ১

(খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয় না? ২

(গ) মোহিদুল ইসলাম কোন ধরনের হিসাবে টাকা জমা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

(ঘ) অধিক লাভজনক কোন খাতে মোহিদুল ইসলাম টাকা জমা রাখতে পারেন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

লটারীতে পাওয়া ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে মুন্না বিপদে পড়েছে। ভেবে পাচ্ছে না কী করবে। এতগুলো টাকা এভাবে ফেলে রাখা নিরাপদ হবে না। তাই কোনো চেক বই সরবরাহ করেনি। এতে মেয়াদ পূর্তির আগে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হলে মুন্না কী করবে এটা ভেবে সে খুব চিন্তিত।

(ক) ব্যাংক কাকে বলে? ১

(খ) চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ২

(গ) মুন্না যে হিসাবটি খুলেছে তা কোন ধরনের হিসাব? ৩

(ঘ) ০৬/১০/১২ তারিখ হঠাৎ অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় সুমন তার বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া নিম্নোক্ত চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করলে ব্যাংক চেকের অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। এতে সুমন সমস্যায় পড়ে যায়। ৪

১৪। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মিরপুরে মোহিদুল ইসলাম একজন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। তিনি ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাতে চান। তাই তার বন্ধুর সাথে আলোচনা করে সোনালী ব্যাংক ওয়েজ অনার্স শাখায় যোগাযোগ করে নিয়মিত টাকা জমা রাখছেন। তবে কিছু টাকা একত্র করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে অধিক লাভজনক খাতে ব্যাংকে রেখে দেয়ারও চিন্তা ভাবনা করছেন।

(ক) ব্যাংক হার কী? ১

(খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয় না? ২

(গ) মোহিদুল ইসলাম কোন ধরনের হিসাবে টাকা জমা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

(ঘ) অধিক লাভজনক কোন খাতে মোহিদুল ইসলাম টাকা জমা রাখতে পারেন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

অধ্যায় ৫

চেক
Cheque

১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

চেকের ব্যবহার সর্বত্র। ব্যবসায়ীসহ সব ধরনের মানুষই চেক পছন্দ করেন। চেকের এখন বড়ো সুবিধা হলো এক শাখার চেক অন্য শাখা থেকে ভাঙ্গানো যায়। তাই নগদ টাকার লেনদেন একবারে কমিয়েই দিয়েছেন ব্যবসায়ী মি. সজল। তিনি চুম্বকীয় শক্তি সম্পন্ন এক ধরনের প্লাস্টিক কার্ড ব্যবহার করেন। চেক ব্যবহারের কিছু সমস্যা থেকেও তিনি মুক্ত হয়েছেন।

ক. বাহক চেক কী? ১

খ. সাধারণভাবে দাগকাটা চেক বলতে কী বুঝ? ২

গ. এক শাখার চেক অন্য শাখায় ভাঙ্গানো বলতে কোন ধরণের ব্যাংকিংকে বুঝানো হয়েছে লিখ। ৩

ঘ. মিঃ সজল অর্থ উত্তোলনের যে কার্ড ব্যবহার করেন তার নাম কী? এর ব্যবহারের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরঃ

ক. যে চেকের টাকা চাহিবামাত্র ব্যাংক এর বাহক কে প্রদান করে তাকে বাহক চেক বলে।

খ. যদি কোন দাগ কাটা চেকের দাগের মাঝখানে ব্যাংক শব্দের উল্লেখ না থাকে বা কোন কিছু লেখা না থাকে সে ক্ষেত্রে তাকে সাধারণভাবে দাগকাটা চেক বলে।

দাগ কাটা চেক হল এমন এক ধরণের চেক যার উপরিভাগে শুধুমাত্র আড়াআড়ি দু'টি সমান্তরাল রেখা বা এরূপ সমান্তরাল রেখার মধ্যে 'এন্ড কোং' বা এরূপ কোন শব্দ সংক্ষেপে উল্লেখ থাকে এবং এতে 'হস্তান্তর যোগ্য নয়' এ ধরণের কোন শব্দ উল্লেখ করা হোক বা না হোক এ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে দাগকাটা চেক প্রতীয়মান হয়।

গ. এক শাখার চেক অন্য শাখায় ভাঙ্গানো বলতে অনলাইন ব্যাংকিং এর কথা বলা হয়েছে।

অনলাইন ব্যাংকিং হলো কোন একক ব্যাংকের একাধিক শাখা বা একাধিক ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কম্পিউটার প্রযুক্তি নির্ভর একটা নেট ওয়ার্ক ব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের অধীন ব্যাংকের যে কোন শাখায় গিয়ে একজন গ্রাহক তার ব্যাংক হিসাবের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। অর্থ জমা দান, অর্থ সংগ্রহ, চেকের অর্থ সংগ্রহ, বিল প্রদান ইত্যাদি নানান কাজে অনলাইন ব্যাংকিং সেবা কাজে লাগানো যায়। এরূপ ব্যাংকিং একটা নির্দিষ্ট স্থানে গি-বদ্ধ সীমিত লেনদেন ব্যবস্থাকে গি-র বাইরে এনে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেছে এবং নগদ অর্থ বহনের বা ড্রাফট করে নিয়ে তা ভাঙ্গানোর প্রয়োজন দূর করেছে। উদ্দীপকে বর্ণীত–এক শাখার চেক অন্য শাখা থেকে ভাঙ্গানো যায় এটা অনলাইন ব্যাংকিং এরই প্রমাণ করে।

তাই উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় উদ্দীপকের তথ্যাবলি থেকে বলা যায় এটা অনলাইনে ব্যাংকিং এর কথা বলা হয়েছে।

ঘ. মি. সজল অর্থ উত্তোলনের যে কার্ড ব্যবহার করেন তার নাম এ.টি.এম কার্ড, ক্রেডিট কার্ড।

মনুষ্যবিহীন স্বয়ংক্রীয়ভাবে পরিচালিত এ হিসাবে লেনদেন ব্যবস্থা সংক্ষেপে ATM নামে পরিচিত। গ্রাহকের হিসাবে অর্থ জমাদান, অর্থ-উত্তোলন, এক হিসাব থেকে অন্য হিসাবে অর্থ স্থানান্তর, ঋণের অর্থ পরিশোধ ইত্যাদি কাজে স্বয়ংক্রিয় এ পদ্ধতি অত্যন্ত সহজে, দ্রুত ও নির্ভুলভাবে পরিচালনা করা যায় বিধায় বর্তমান কালে সর্বত্রই তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

আবার ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহককে ক্রেডিট বা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয় বিধায় তা ক্রেডিট কার্ড নামে পরিচিত। এটিএম বুথ থেকে অর্থ উত্তোলনেও এই কার্ড ব্যবহার করা যায়। এ.টি.এম বা ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা হল এ কার্ড ২৪ ঘণ্টা ব্যবহার করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায় মি.সজল ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নগদ টাকার লেনদেন কমিয়ে যে কার্ড ব্যবহার করেন তা এ.টি.এম কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড। এর ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি সহজে লেন দেন করতে পারেন।

২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ব্যাংকের ক্যাশ অফিসার মিস বিন্দু নতুন চাকুরিতে যোগদান করেছেন। তিনি জনাব মুশফিকের লেখা একটি চেক পেলেন চেকের প্রাপক জনাব জুবায়ের। গ্রাহক চেকে স্বাক্ষর করে টাকা উঠানোর জন্য উপস্থাপন করলে মিস বিন্দু দেখলেন, প্রাপক ও গ্রাহক এক ব্যক্তি নয়। পিছনে জনাব জুবায়েবের কোন অনুমোদন স্বাক্ষর না থাকায় তিনি চেকটি ফেরৎ দিলেন। গ্রাহক ম্যানেজার সাহেবের সাথে দেখা করলে ম্যানেজার মিস বিন্দুকে অন্য সব কিছু ঠিক থাকায় টাকা দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

ক. চেক কী?

খ. ই-ব্যাংকিং বলতে কী বুঝায়?

গ. মিস বিন্দু প্রাপ্ত চেকটাকে কোন ধরনের মনে করেছিলেন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রকৃত পক্ষে চেকটি কোন ধরনের ছিল? ম্যানেজার সাহেবের নির্দেশের যথাযথতা বিশ্লেষণ কর।

উত্তরঃ

ক. আমানতকারী কর্তৃক ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলনের জন্য লিখিত শর্তহীন নির্দেশনামাকেই চেক বলে।

খ. ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি হলো ব্যাংকিং সেবা সুবিধা প্রদানের আধুনিক কৌশল বা পদ্ধতি এটি এমন এক ধরনের ব্যাংকিং সেবা পদ্ধতি যেখানে উন্নতর ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতিদ্রুত নির্ভূল এবং ব্যাপক বিস্তৃত সেবা প্রদান সম্ভব। এ ধরনের ব্যাংকিং পদ্ধতি সনাতন, কায়িক শ্রমনির্ভর, সীমিত সেবা সম্বলিত, মন্থর কাগজ ও নথির জমাকৃত স্তুপের সকল ব্যাংকিং পদ্ধতির অবসান ঘটিয়েছে।

গ. মিস বিন্দু প্রাপ্ত চেকটাকে হুকুম চেক হিসেবে মনে করেন।

যে চেকে প্রাপকের নামের শেষে অথবা আদেশানুসারে শব্দদ্বয় লেখা থাকে তাকে হুকুম চেক বলে। এরূপ চেক অনুমোদনের দ্বারা হস্তান্তর করতে হয়। উদ্দীপকে মিসবিন্দু প্রথমে যে চেকটা পেয়েছেন তা জনাব মুশফিকের লেখা কিন্তু চেকে প্রাপকের নাম জনাব জুবায়ের। জনাব মুশফিক জুবায়ের নামে চেকটি লিখেন। তাই প্রাপকও অনুমোদন বলে প্রাপক ছাড়া চেকটা ব্যাংকে উপস্থাপন করে এর টাকা সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে এ চেক অধিক নিরাপদ। তবে এটি সহজে হস্তান্তর যোগ্য না হওয়ায় এবং বাহকের চেকে দাগকাটার ব্যাপক প্রচলনের এরূপ চেকে ব্যবহার কমে এসেছে।

ঘ. প্রকৃত পক্ষে চেকটি বাহক চেক ছিল। যেকোন ব্যক্তি বা বাহক ব্যাংকে উপস্থাপন করে যে চেকের অর্থ সংগ্রহ করতে পারে তাকে বাহক চেক বলে। এরূপ চেক সহজে চেনার উপায় হলো তাতে প্রাপকের নামের শেষে "অথবা বাহককে" শব্দদ্বয় লেখা থাকে। উদ্দীপকে মুশফিক যেহেতু চেকটি তৈরি করেছেন। চেকে প্রাপকের নাম জনাব জুবায়ের। কিন্তু পিছনে জনাব জুবায়েবের কোন অনুমোদন স্বাক্ষর না থাকায় মিস বিন্দু চেকটি ফেরৎ দিলেন। বাহক চেকের সুবিধা হলো তাতে কোন অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

গ্রাহক ম্যানেজার সাহেবের সাথে দেখা করলে ম্যানেজার মিস বিন্দুকে সবকিছু ঠিক থাকলে টাকা দিয়ে দেয়া নির্দেশ দিলেন।

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. ইসলাম তার লেখা একটা চেক জনাব সুজনকে দিলেন। চেকে প্রাপকের ঘর ফাঁকা ছিল। চেকের মধ্যে কিছু লেখা ছিল না। জনাব সুজন চেকটি তার হিসাবে জমা দেয়ার জন্য চেকের বামপাশে আড়াআড়িভাবে দুটি দাগকেটে কর্মচারীর মাধ্যমে ব্যাংকে পাঠালেন। ব্যাংক কর্মকর্তা চেকে প্রাপকের নাম না থাকায় তা ম্যানেজার সাহেবকে জানালেন। ম্যানেজার সাহেব কর্মকর্তাকে বললেন চেকের অর্থ মি. সুজনের হিসাবে জমা করে নিলে কোন সমস্যা নেই।

ক. বাসি চেক কী?

খ. চেকের অনুমোদন বলতে কী বুঝায়?

গ. মি. ইসলামের চেকটি প্রথমত কোন ধরনের ছিল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের চেকটিতে যে দাগকাটা হয়েছে তা কোন ধরনের এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তরঃ

ক. যে চেকের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তাকে বাসি চেক বলে।

খ. অনুমোদন বলতে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষর প্রদানকে বুঝায়। Indorsement কথাটি ল্যাটিন Indorsum শব্দ হতে এসেছে বলে অনেকের ধারণা। এখানে In অর্থ উপরে, আর dorsum অর্থ পেছনে বা পিঠে।

সুতরাং, হস্তান্তররের উদ্দেশ্যে চেকের উপরে বা পেছনে স্বাক্ষর দেয়াকে চেকের অনুমোদন বলে। বাহক বা হুকুম চেক হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে গ্রাহক এটির উপরে বা পেছনে স্বাক্ষর প্রদান করে থাকেন।

গ. মি. ইসলামের চেকটি প্রথম বাহক চেক।
যে চেক যে কোন বাহক উপস্থাপন করলে ব্যাংক টাকা প্রদান করে। তাকে বাহক চেক বলে।
চাহিবা মাত্র বাহক চেকের ধারককে বা বাহককে ব্যাংক টাকা উত্তোলনের সুযোগ দেয়। বাহক চেক হস্তান্তরের মাধ্যমে এর মালিকানা ও স্থানান্তরিত হয়। তবে যেকোন বাহক টাকা উত্তোলন করতে পারে বলে এরূপ চেকের নিরাপত্তা অপেক্ষাকৃত কম। মি. ইসলাম যে চেকটি দিয়েছে তা বাহক চেক। মি. ইসলাম চেকটি সুজনকে দিয়েছেন। সুজন নিজে না গিয়ে তার কর্মচারীকে দিয়ে চেকটি ব্যাংকে পাঠালেন। সুতরাং ইহা একটি বাহক চেক।

ঘ. উদ্দীপকের চেকটিতে যে দাগকাটা হয়েছে তা সাধারণ দাগকাটা চেক।
যে দাগকাটা চেকে দাগের মাঝখানে ব্যাংকের নাম ব্যতীত অন্যকোন শব্দাবলি লেখা থাকে বা ফাঁকা থাকে তাকে সাধারণ দাগকাটা চেক বলে। এরূপ চেক প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে জমা দিয়ে অর্থ উত্তোলন করা যায়।
উদ্দীপকে জনাব সুজন চেকের বামপাশে আড়াআড়িভাবে দুটি দাগকেটে কর্মচারীকে দিলেন। দাগের মাঝে কোন কিছু লেখা নেই।

সুতরাং দাগের মাঝে কোন কিছু লেখা থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে বিধায় এটাকে সাধারণ দাগকাটা চেক বলা যেতে পারে।

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
মি. আলতাফ একজন ব্যবসায়ী। ঢাকায় তার নিজস্ব দোকান থেকে বিভিন্ন প্রকার পণ্য খুচরা ও পাইকারী মূল্যে বিক্রি করে থাকেন। গত মার্চ ৩১, ২০১২ তারিখে ফকিরাপুলের রহিম ট্রেডার্সের কাছ থেকে যথাক্রমে ২,০০,০০০ ও ১,০০,০০০ টাকার দু'টি চেক পণ্যের মূল্য বাবদ গ্রহণ করেন। প্রথম চেকটি নগদে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা গেলেও দ্বিতীয় চেকটির অর্থ ব্যাংক সরাসরি প্রদানে অস্বীকৃতি জানালো।

ক. চেক কী? ১
খ. চেকের অনুমোদন বলতে কী বুঝায়? ২
গ. রহিম ট্রেডাস হতে প্রথম পর্যায়ের চেকটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দ্বিতীয় পর্যায়ের চেকটির অর্থ ব্যাংক সরাসরি প্রদান না করার মূল কারণ কী ছিল? বিষয়টি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরঃ
ক. ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলনের লিখিত শর্তহীন নির্দেশনামাকেই চেক বলে।

খ. কারও নিকট হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে চেকের পিছনে স্বাক্ষর করাকে সাধারণভাবে চেকের অনুমোদন বলে।
হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন অনুযায়ী চেক এ ধরনের হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল, যা বৈধ অনুমোদনের দ্বারা একজনের নিকট থেকে অন্যজনের নিকট হস্তান্তর করা যায়। তবে এরূপ অনুমোদন অবশ্যই আইনানুগ হতে হয়।

গ. রহিম টেডার্স এর প্রদত্ত প্রথম পর্যায়ের চেকটি বাহক চেক। যে চেকের টাকা চাহিবামাত্র ব্যাংক এর বাহকে প্রদান করে তাকে বাহক চেক বলে।
উদ্দীপকের রহিম ট্রেডার্সের প্রদত্ত প্রথম পর্যায়ের চেকটি ছিল বাহক চেক। যার ফলে মি. আলতাফ প্রথম পর্যায়ের চেকটি ব্যাংকে প্রদান করার সাথে সাথে অর্থ উত্তোলন করতে সক্ষম হয়েছেন।

ঘ. দ্বিতীয় পর্যায়ের চেকটি ছিল দাগকাটা চেক।
চেকের উপরিভাগে দু'টো সমান্তরাল রেখা টেনে যে চেক প্রস্তুত করা হয় তাকে দাগ কাটা চেক বলে। চেকের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে আধুনিক ব্যাংকিং জগতে দাগকাটা চেকের প্রচলন হয়েছে।

রহিম ট্রেডার্স প্রদত্ত হয় পর্যায়ের চেকটি ছিল দাগকাটা চেক। যে অর্থ সরাসরি প্রদান না করে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। মি. আলতাফকে উপরোক্ত কারণের জন্য ব্যাংক সরাসরি চেকের অর্থ প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তবে ২ কর্ম দিবসের মধ্যে মি. আলতাফ উপরোক্ত চেকের টাকা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পাবেন।

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সুরমা ব্যাংক লিমিটেড মালিবাগ শাখা, ঢাকা।	SB No- 023250 তারিখ: ২৬.১০.১২
..... কে অথবা বাহককে	
টাকা.....প্রদান করুন।	
শহীদ SA6803240003408	J.Shahid স্বাক্ষর ৫০,০০০/=

শহীদ ০৫.১০.১২ তারিখে চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করলে ব্যাংক চেকের অর্থ প্রদানে অস্বীকার করেছে।

ক. চেক কী? ১

খ. দাগ কাটা চেক বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকের চেকটি ফেরত দেয়াকে ব্যাংকের পরিভাষায় কী বলে?- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তারিখে ভুল না থাকলে ব্যাংক কী শহীদকে টাকা দিতে বাধ্য ছিল?- মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরঃ

ক. ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলনের লিখিত শর্তহীন নির্দেশনামাকেই চেক বলে।

খ. বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরে সাধারণত বাম পার্শ্বে কিছু লিখে বা না লিখে আড়াআড়ি দুটি রেখা অঙ্কন করলে ঐ চেককে দাগ কাটা চেক বলে।
দাগ কাটা চেকের বিশেষ গুণ হলো- এ চেকের অর্থ সরাসরি ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করা যায় না, ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়। এর ফলে অর্থের নিরাপত্তা বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।

গ. উদ্দীপকের চেকটি ফেরত দেয়াকে ব্যাংকের পরিভাষায় চেকের অমর্যাদা বলে।

ব্যাংক কর্তৃক চেকের অর্থ প্রদানের অস্বীকৃতিকে চেকের অমর্যাদা বলে। চেক হলো আদেষ্টা কর্তৃক ব্যাংকের উপর চাহিবামাত্র অর্থ-প্রদানের একটি শর্তহীন নির্দেশনামা। আর চেকের অর্থ প্রদান না করে ব্যাংক কর্তৃক চেকটি ফেরত দেয়া হলে তা চেকের অসম্মান বলে বিবেচিত হয়। কোনো চেক অমর্যাদাকৃত হলে ও তার আইনগত গুরুত্ব বহাল থাকে। অর্থাৎ প্রাপকের পাওনা প্রমাণে তা আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়।

উদ্দিপকে উল্লিখিত চেকে তারিখ দেয়া আছে ২৬.১০.১২ কিন্তু গ্রাহক চেক উপস্থাপন করছেন ০৫.১০.১২ তারিখে। ব্যাংকিং আইনে আছে চেক প্রস্তুতের তারিখ থেকে চেকের মেয়াদ থাকে ছয় মাস। কিন্তু চেক উপস্থাপন করার আগের তারিখ হলে চেকের অর্থ-প্রাপক গ্রহণ করতে পারে না। তাই চেকটি অমর্যাদা হয়েছে।
পরিশেষে বলা যায় উপরিউক্ত কারণে চেকটি অমর্যাদা হয়েছে।

ঘ. তারিখে ভুল না থাকলে ব্যাংক শহীদ কে টাকা দিতে বাধ্য ছিল। যুক্তিটি সঠিক।
ব্যাংকিং আইনে আছে চেক যথাযথভাবে উপস্থাপন করলে বা সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করলে অবশ্যই চেকের অর্থ গ্রাহককে দিতে ব্যাংক বাধ্য থাকবে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত চেকে দেখা যায় একমাত্র তারিখ ছাড়া একটা চেকের অর্থ প্রাপ্তিতে যে শর্ত থাকার প্রয়োজন ছিল উক্ত চেকে সে শর্ত বিদ্যমান ছিল। তাই তারিখে ভুল না থাকলে উক্ত চেকের অর্থ প্রাপ্তিতে গ্রাহকের আর কোন বাধা থাকবে না।

পরিশেষে বলা যায় তারিখে ভুল না থাকলে অর্থ-প্রাপ্তিতে জনাব শহীদের আর কোন বাধা থাকবে না।

৬। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. হাসান একজন বড় ব্যবসায়ী। তিনি অনেক ব্যস্ততার কারণে তার ছেলেকে প্রতিমাসে লেখাপড়ার খরচের জন্যে একটি পাঁচ হাজার টাকার চেক প্রদান করেন। ছেলে আয়ান এই টাকা তোলেন। এবার আয়ান পাঁচ হাজার টাকার বৃত্তি পেয়েছে। বৃত্তির টাকার চেক নিয়ে ব্যাংকে গেলে ব্যাংক তাকে একটি হিসাব খুলে টাকা উত্তোলনের পরামর্শ দিলেন।

ক. বাসি চেক কী? ১

খ. প্রত্যয়পত্র বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে আয়ানের বাবা কোন ধরনের চেক ব্যবহার করেন- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আয়ানের বৃত্তির টাকা কোন ধরনের চেক - বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরঃ

ক. প্রস্তুত তারিখের পর থেকে চেক ভাঙ্গানোর আইনানুগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চেক ভাঙ্গানো না হলে উক্ত চেককে বাসি চেক বা বাতিল চেক বলে। আমাদের দেশে এই মেয়াদ ছয় মাস।

খ. প্রত্যয়পত্র হলো ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত গ্রাহকের সপক্ষে এমন এক ধরনের নিশ্চয়তাপত্র যার মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারক বা ক্রেতার পক্ষে রপ্তানিকারক বা বিক্রেতার অনুকূলে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করবে- এই মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করে।

আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যকার দূরত্ব, মুদ্রার ভিন্নতা ও আইনগত নানান বাঁধা নিষেধের কারণে বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য পরিশোধের বিষয়ে যে জটিলতা ও সন্দেহের সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য সমগ্র বিশ্বে নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে প্রত্যয়পত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে এরূপ দলিল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে সীমিত পরিসরে এরূপ দলিলের ব্যবহার হয়।

গ. আয়ানের বাবা বাহক চেক ব্যবহার করেন।

যে কোন ব্যক্তি বা বাহক ব্যাংকে উপস্থাপন করে যে চেকের অর্থ সংগ্রহ করতে পারে তাকে বাহক চেক বলে। এরূপ চেক সহজে চেনার উপায় হলো এতে প্রাপকের নামের শেষে "অথবা বাহককে" শব্দদ্বয় লেখা থাকে। এরূপ চেকের সুবিধা হলো এতে কোন অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। তবে তুলনামূলক বিচারে এটি কম নিরাপদ।

উদ্দীপকের আয়ানের বাবা তার ছেলেকে প্রতিমাসে পড়াশুনার খরচ বাবদ ৫,০০০ টাকা চেকের মাধ্যমে প্রেরণ করেন। উক্ত অর্থ আয়ান উত্তোলন করেন। চেকটি মি. হাসান প্রদান করেন এবং আয়ান চেকটি ভাঙ্গায়। বিষয়টি বাহক চেকের সাথে মিলে যাচ্ছে।

ঘ. আয়ানের বৃত্তির টাকা দাগকাটা চেকের মাধ্যমে প্রেরণ করেছে।

বাহক বা হুকুম চেকের বাম কোণায় আড়াআড়িভাবে দু'টি সমান্তরাল সরল রেখা টানা হলে ঐ চেককে দাগকাটা চেক বলে। এরূপ দাগের মাঝে কিছু লেখা হতে পারে বা নাও হতে পারে। এরূপ চেকের অর্থ সরকারি ব্যাংক কাউন্টার হতে সংগ্রহ করা যায় না; ব্যাংকে চেক জমা দিয়ে অর্থ সংগ্রহের পর চেক কেটে তা সংগ্রহ করতে হয়। ফলে এই চেক অধিক নিরাপদ।

উদ্দীপকের আয়ান যে ৫,০০০/= টাকার বৃত্তি পেয়েছে তা চেকের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছে। উক্ত চেকের অর্থ আয়ান সরাসরি ব্যাংক থেকে ভাঙ্গাতে পারেনি। উক্ত চেকের অর্থ উত্তোলনের জন্য ব্যাংকে একটি হিসাব খোলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই বলা যায় যে, চেকটি ছিল দাগকাটা চেক।

৭। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ব্যবসায়িক লেনদেন বাবদ জনাব ক তাঁর বন্ধু খ-কে ১০,০০০ (দশ লাখ) টাকার একটি চেক প্রদান করলেন। চেকটিতে গ্রাহকের নাম হিসেবে খ-এর পাশাপাশি 'অথবা বাহককে' শব্দদ্বয় উল্লেখ ছিল। চেকটি পেয়ে জনাব খ তাঁর বন্ধু জনাব ক-কে এর ওপরে বাঁ পাশে আড়াআড়িভাবে দুটি সমান্তরাল দাগ টেনে দিতে বললেন। তাঁর যুক্তি, এতে চেকের মাধ্যমে লেনদেন অপেক্ষাকৃত বেশি নিরাপদ হয়।

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাংক পাস বই বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব 'ক' তাঁর বন্ধুকে প্রথমে কোন ধরনের চেক প্রদান করেছিলেন, ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব খ-এর পরামর্শ অনুযায়ী চেকটির পরিবর্তন কী লেনদেনকে অধিক নিরাপদ করবে? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরঃ

ক. ব্যাংক একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যা জনগণ থেকে অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে, ঋণ দেয়, গ্রাহকের প্রতিনিধিত্ব করে এবং ঋণ ও অর্থ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কাজ সম্পাদন করে।

খ. ব্যাংক ও তার গ্রাহকের মধ্যকার সব লেনদেন লেখার জন্য ব্যাংক গ্রাহকদের যে ছোট বই সরবরাহ করে, তাকে ব্যাংক পাস বই বলে।

সঞ্চয়ী হিসাব খোলার পর ব্যাংক তার গ্রাহককে লেনদেন-সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে যে ছোট বই সরবরাহ করে, তাকে পাস বই বলে। এতে গ্রাহকের নাম, হিসাব নম্বর, প্রারম্ভিক জের, জমা, উত্তোলন ইত্যাদি তারিখ অনুসারে উল্লেখ থাকে। ইদানীং কিছু ব্যাংক পাস বইয়ের বদলে ব্যাংক জমা রসিদ বা ডিপোজিট স্লিপ প্রদান করে।

গ. জনাব ক তাঁর বন্ধু খ-কে ব্যবসায়িক লেনদেন বাবদ প্রথমে একটি 'বাহক চেক' প্রদান করেছিলেন।
'বাহক চেক' বলতে ওই সব চেককে বোঝায়, যেগুলোয় গ্রাহকের নামের পাশে অথবা বাহককে শব্দদ্বয় লিপিবদ্ধ থাকে। এ ধরনের চেক গ্রাহক নিজে বা অন্য যেকোনো ব্যক্তিকে দিয়ে নগদ (ক্যাশ) করতে পারে। এ চেকে প্রাপকের নাম লেখা না থাকলেও ব্যাংক এর বাহককে টাকা পরিশোধ করতে পারে।

ঘ. আমি মনে করি, জনাব খ-এর পরামর্শ অনুযায়ী চেকটিকে পরিবর্তন করলে তা লেনদেনকে অধিক নিরাপদ করবে। কারণ, জনাব খ যে দাগকাটা চেক বলতে ওই ধরনের চেককে বোঝায়, যার ওপরে বাঁ পাশে কোনায় আড়াআড়িভাবে দুটি সমান্তরাল দাগ কাটা থাকে। দাগ দুটির মাঝে কোনো কিছু লেখা থাকতে পারে আবার না-ও থাকতে পারে। কিন্তু এ ধরনের চেকের অর্থ কোনোভাবেই নগদে উত্তোলন করা যায় না বরং তা গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে উত্তোলন করতে হয়।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, জনাব ক যখন একটি বাহক চেক তাঁর বন্ধুকে প্রদান করেছিলেন, তখন তাঁর বন্ধু তাঁকে চেকের ওপরে আড়াআড়িভাবে দুটি সমান্তরাল দাগ দিয়ে দিতে বললেন। আমরা জানি, শুধু দাগকাটা চেকেই এ ধরনের রেখা অঙ্কিত থাকে। তা ছাড়া আমরা দেখি, চেকটি ছিল ১০,০০,০০০ টাকার। বড় অঙ্কের চেক সাধারণত দাগকাটা চেই হয়। এতে নিরাপত্তা বেশি থাকে।

জনাব খ বলেছেন, দাগকাটা চেকের মাধ্যমে লেনদেন অপেক্ষাকৃত বেশি নিরাপদ। আমি এ যুক্তিকে সমর্থন করি। কারণ, দাগকাটা চেকের অর্থ নগদ তোলা যায় না। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে চেকটি প্রথমে জমা দিতে হয়। অতঃপর তা 'নিকাশ ঘরের' মাধ্যমে নিকাশ হয়ে গ্রাহকের হিসাবে জমা হয়। এ প্রক্রিয়ায় চেক জালিয়াতি বা চুরির আশংঙ্কা একেবারেই কম। তা ছাড়া বড় অঙ্কের লেনদেনের ক্ষেত্রে বাহক বা হুকুম চেক ব্যবহার হল নিরাপত্তা কম থাকে। দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা হয়ে যায় বিধায় নিরাপত্তা শুরু থেকেই বেশি হয়। সুতরাং জনাব খ-এর পরামর্শমতো চেকটির পরিবর্তন লেনদেনকে অধিক নিরাপদ করবে বলে আমি মনে করি।

৮। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জনাব মতিন একজন তৈরি পোশাকশিল্প মালিক এবং জনাব কাসেম একজন চিনি আমদানিকারক। তাঁদের দুজনেরই ব্যাংকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। জনাব মতিন ব্রিটেনে তৈরি পাশাক রপ্তানি করেন। ফরমাশ গ্রহণের পর তিনি একধনের পত্রের জন্য অপেকষা করেন। পত্রটি পেলেই তিনি পোশাক তৈরি করেন এবং রপ্তানির জন্য উদ্যোগ নেন। কখনো কখনো ওই পত্রটি ব্যাংকে জামানত রেখে ঋণও নেন। অন্যদিকে, জনাব কাসেমকে তার হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করে। তাঁর আমদানিকৃত চিনি ব্যাংকের গুদামে সংরক্ষিত থাকে। তিনি ঋণের অংশবিশেষ ব্যাংকে জমা দেন ও গুদাম থেকে চিনি নিয়ে বিক্রি করেন। প্রকৃতপক্ষে, কোনো পুঁজি ছাড়াই তিনি ব্যবসায় করছেন।

ক. চেক কী? ১

খ. ব্যাংক ঋণের জামানত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব মতিন পোশাক তৈরির আগে কোন ধরনের পত্রের জন্য অপেক্ষা করেন, ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'জনাব কাসেম কর্তৃক গৃহীত অগ্রিম তাঁর ব্যবসায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে'- এ বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরঃ

ক. ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলনের জন্য লিখিত শর্তহীন নির্দেশনামাকেই চেক বলে। ব্যাংক এই চেক বই আকারে ছাপিয়ে তা গ্রাহককে বা আমানতকারীকে প্রদান করে।

খ. ব্যাংক ঋণের জামানত হলো ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত এমন কোনো সম্পত্তি, ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হলে, যা বিক্রি করে ব্যাংক তার প্রদত্ত ঋণের অর্থ ফেরত পেতে পারে।

সাধারণত গ্রাহককে ঋণ প্রদানকালে ব্যাংক নিশ্চিত হতে চায় যে ঋণের টাকা সময়মতো সুদাসলে ফেরত পাওয়া যাবে। আর যদি কোনো কারণে যেমন: গ্রাহকের মৃত্যু, দুর্ঘটনা, ক্ষতি, লস ইত্যাদির জন্য ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ ফেরত দিতে না পারে, তবে এমন কোনো সম্পত্তি গ্রাহকেরা ব্যাংকে রাখবেন, যা বিক্রি বা হস্তান্তর করে ব্যাংক ওই অর্থ আদায় করে নিতে পারবে। এই গ্যারান্টি বা সম্পত্তি প্রদানকেই ব্যাংক ঋণের জামানত বলে।

গ. জনাব মতিন পোশাক তৈরির আগে প্রত্যয়নপত্রের জন্য অপেক্ষা করেন।
প্রত্যয়নপত্র হলো, ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত গ্রাহকের পক্ষে পণ্য সরবরাহকারীকে অর্থ প্রদানের একটি স্বীকৃতিপত্র। দলিলে উল্লিখিত শর্ত পূরণ হলে ব্যাংক তা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এ পত্র বৈদেশিক বাণিজ্যে বহুল ব্যবহৃত ঋণের দলিল।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, জনাব মতিন একজন তৈরি পোশাকশিল্প মালিক। এর অর্থ তিনি শিল্পমালিক এবং তিনি তৈরি পোশাক ব্রিটেনে রপ্তানি করেন। ব্রিটেনের আমদানিকারকের ফরমাশ গ্রহণের পর তিনি অপেক্ষা করেন একটি পত্রের জন্য, যা আমদানিকারকের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে আসবে। রপ্তানিকারক এ অবস্থায় প্রত্যয়নপত্রের জন্যই অপেক্ষা করেন। আবার উদ্দীপকে আমরা দেখি, এই পত্র পেলেই জনাব মতিন উৎপাদনকাজ শুরু করেন। আমরা জানি, প্রত্যয়নপত্র না পেলে রপ্তানিকারক উৎপাদনকাজ শুরু করেন না। অতঃপর উদ্দীপকে বলা হয়েছে, পত্রটি ব্যাংকে রেখে তিনি ঋণও পান। আমরা জানি, প্রত্যয়নপত্র ব্যাংকে জামানত রেখে রপ্তানিকারক জামানতি ঋণ পান। সুতরাং সব বৈশিষ্ট্য এটাই প্রমাণ করে যে জনাব মতিন প্রত্যয়নপত্রের জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন।

ঘ. জনাব কাসেম যে অগ্রিম গ্রহণ করেছিলেন, তা ব্যাংক অগ্রিমের প্রকারভেদ অনুসারে 'নগদ ঋণ' ছিল। এবং প্রকৃতই তাঁর ব্যবসার সঙ্গে মানানসই ছিল।

এ ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক তার গ্রাহককে ঋণে সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়, যে সীমা পর্যন্ত গ্রাহক দৃশ্যমান বা অস্থাবর সম্পত্তি বা নিশ্চয়তার বিপক্ষে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। সাধারণত চলতি মূলধনজনিত অসুবিধা দূর করার জন্য ব্যাংক তার গ্রাহকদের অবস্থাবর সম্পত্তি, বিশেষ করে পণ্য বন্ধক রেখে যে ঋণ মঞ্জুর করে, তাকেই নগদ ঋণ বলে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, জনাব কাসেম তার ব্যাংক হিসাবের বিপরীতে ঋণ পেয়েছেন এবং তার আমদানিকৃত চিনি ব্যাংকের গুদামে রাখা হয়েছে। তিনি ঋণের অংশবিশেষ পরিশোধ করতেন। পাশাপাশি সেখান থেকে চিনি নিয়ে বিক্রি করতেন। আমরা জানি, ব্যাংক অস্থাবর সম্পত্তি জামানত হিসেবে রেখে গ্রাহককে নগদ ঋণ প্রদান করে। এ ঋণের জন্য একটি নগদ ঋণ হিসাব খুলতে হয়, যা উদ্দীপকে জনবা কাসেম সাহেবেরও ছিল। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক নির্দিষ্ট আবেদন ও জামানতের বিপক্ষে চেক কেটে অগ্রিম অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। উদ্দীপকে জনাব কাসেমও ব্যাংক থেকে অগ্রিম নিয়েছিলেন। উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে, জনাব কাসেম ব্যাংক থেকে নগদ ঋণ নিয়েছিলেন।

ব্যাংক সাধারণত চলতি মূলধনজনিত সমস্যা দূর করার জন্য ব্যবসায়ীদের এই ঋণ সরবরাহ করে। আমরা দেখতে পাই, জনাব কাসেম ছিলেন একজন আমদানিকারক, যিনি চিনি আমদানি করতেন বিদেশ থেকে। এ ক্ষেত্রে তাঁর চলতি আমানতের দরকার। উপরন্তু, তিনি তাঁর আমদানিকৃত চিনি ব্যাংকে জামানত হিসেবে জমা রেখেছিলেন। আর এ ক্ষেত্রে তা অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবেই বিবেচিত হবে। সুতরাং জনাব কাসেম যে ঋণ নিয়েছিলেন, তা নগদ ঋণ তাঁর ব্যবসার ধরন অনুযায়ী নগদ ঋণই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। কারণ, যদি তিনি ধার বা জমাতিরিক্ত ঋণ নিতেন, তবে এর জন্য স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিতে হতো অথবা জমাতিরিক্ত ঋণের ক্ষেত্রে তা তাঁর ব্যবসার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো না।

তাই আমরা বলতে পারি, জনাব কাসেমের গৃহীত ঋণ সত্যিই তাঁর ব্যবসার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়: চেক
অনুশীলনী সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

দুই বন্ধু সালমান ও সামদানি। সালমান মনে করেন বাহক চেক ভালো অন্যদিকে সামদানি মনে করেন হুকুম চেক উত্তম। সালমান মনে করেন প্রাপক ছাড়া হুকুম চেকের টাকা উঠানো কষ্টকর। এই চেকের ব্যবহারও কম। অন্যদিকে সামদানি মনে করেন বাহক চেকে বড়ো পরিমাণের লেনদেন নয়। ব্যাংক ম্যানেজার উভয়ের মত শুনে বললেন, বাহক চেকের নিরাপত্তা সাধারণভাবে কম ঠিকই কিন্তু ইচ্ছা করলে এর নিরাপত্তা বাড়ানো যায়।

ক. ক্রেডিট কার্ড কী? ১

খ. চেকের অমর্যাদা বলতে কী বুঝায়? ২

গ. প্রাপক ছাড়া হুকুম চেকের টাকা উঠাতে কীসের প্রয়োজন হয় ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ম্যানেজার সাহেব বাহক চেকের নিরাপত্তা বাড়াতে কী করতে বলেছেন? এর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. ইসলাম তার লেখা একটা চেক জনাব মুস্তফাকে দিলেন। চেকে প্রাপকের ঘর ফাঁকা ছিল। একই সাথে চেকের বামপ্রান্তে দুটি আড়াআড়ি রেখা টানা ছিল। কিন্তু এর মধ্যেও কিছু লেখা ছিল না। জনাব মুস্তফা চেকটি তার হিসাবে জমা দেয়ার জন্য কর্মচারীর মাধ্যমে ব্যাংকে পাঠালেন। ব্যাংক কর্মকর্তা চেকে প্রাপকের নাম না থাকায় তা ম্যানেজার সাহেবকে জানালেন। ম্যানেজার সাহেব বললেন, দাগকাটা না থাকলে যেহেতু কর্মচারী চেকটি ভাঙ্গাতে পারতো তাই চেকটি জনাব মুস্তফার হিসাবে জমা করে দিলে কোন সমস্যা নেই।

ক. মার্কেট চেক কী? ১

খ. হুকুম চেক বলতে কী বুঝায়? ২

গ. মি. ইসলামের চেকটি প্রথমত কোন ধরনের ছিল ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চেকটিতে যে দাগকাটা হয়েছে তা কোন ধরনের? এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. মতিন চাকরিজীবী। বেতনের টাকা তার ব্যাংক হিসাবে জমা হয়। তিনি এ হিসাব থেকে কিছু উপার্জন করেন। তিনি এটিএম কার্ড দিয়ে মূলত টাকা উঠান। চেক বইটা চুরি গেলেও অনেকদিন তিনি খেয়াল করেননি। পরে তিনি ব্যাংকে বিষয়টি লিখিতভাবে অবহিত করেন। এর পর উক্ত চেক বইয়ের পাতা ব্যবহার করে জাল স্বাক্ষরে টাকা উঠানো হয়। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে ব্যাংক চেকের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। মি. মতিন মামলা করলে বিচারক মি. মতিনের পক্ষে রায় দেন।

ক. চেকের আদেষ্টা কে? ১

খ. সাধারণভাবে দাগকাটা চেক বলতে কী বুঝায়? ২

গ. মি.মতিনের চেকটি কোন হিসাবের ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিচারক মি.মতিনের পক্ষে যে রায় দিয়েছেন তা কী তুমি সমর্থন কর? রায়ের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মানিকের কাছে অনেককেই টাকা পায়। সে সবাইকেই ঘুরায়। সবুরও তার একজন পাওনাদার। সবুরের বন্ধু জব্বার বললো, তুমি টাকা চাইলে যখন মানিক সময় চাইবে তখন তুমি সেই তারিখ মতো একটা চেক লিখিয়ে নিও। সবুর পরামর্শ অনুযায়ী তিন মাস পরের তারিখের একটা চেক মানিককে দিয়ে লিখিয়ে নিলো। চেক তৈরিতে কোনো সমস্যা ছিল না। তিন মাস পর সবুর ব্যাংকে চেক উপস্থাপন করলে ব্যাংক তা অমর্যাদা করে। সবুর মামলা করলে বিচারক অন্য কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই মানিকেকে উক্ত অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেন।

ক. চেকের আদিষ্ট কে? ১

খ. বাসি চেক বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী সবুর যে চেকটি পেয়েছিল তা কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আদালত কর্তৃক মানিককে অর্থ পরিশোধের নির্দেশ প্রদান কী যুক্তিযুক্ত? মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

চেকের ব্যবহার সর্বত্র। ব্যবসায়ীসহ সব ধরনের মানুষই চেক পছন্দ করেন। চেকের এখন বড়ো সুবিধা হলো এক শাখার চেক অন্য শাখা থেকে ভাঙ্গানো যায়। তাই নগদ টাকার লেনদেন একবারে কমিয়েই দিয়েছেন ব্যবসায়ী মি. মারুফ। তিনি চুম্বকীয় শক্তিসম্পন্ন এক ধরনের প্লাস্টিক কার্ড ব্যবহার করেন। চেক ব্যবহারের কিছু সমস্যা থেকেও তিনি মুক্ত হয়েছে।

ক. বাসি চেক কী? ১

খ. চেকের অনুমোদন বলতে কী বুঝায়? ২

গ. এক শাখার চেক অন্য শাখায় ভাঙ্গানো বলতে কোন ধরনের ব্যাংকিংকে বুঝানো হয়েছে লিখ। ৩

ঘ. মি.মারুফ অর্থ উত্তোলনের যে কার্ড ব্যবহার করেন তার নাম কী? এর ব্যবহারের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ভুল-শুদ্ধ যাই হোক দ্রুত কাজ করে যাওয়া মি. সুব্রতের স্বভাব। ব্যাংকে নতুন চাকরি নিয়েছেন। নগদ প্রদান কাউন্টারে তাকে বসানো হয়েছে। ম্যানেজার সাহেব বললেন, মি. সুব্রত 'নগদ প্রদান' এমন একটা ডেস্ক যেখানে অসতর্ক হওয়ার সুযোগ নেই। দ্রুত কাজ করা দোষের নয় তবে অবশ্যই তা ভুল-ত্রুটি মুক্ত হতে হবে। চেক পাওয়ার পর অবশ্যই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো মনোযোগ দিয়ে দেখে সতর্ক হয়ে কাজ করবেন। অন্যথায় আপানিও সমস্যায় পড়বেন, ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কও এর দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ক. দাগকাটা চেক কী? ১

খ. বাহক চেক বলতে কী বুঝায়? ২

গ. ম্যানেজার সাহেব 'নগদ প্রদান' ডেস্কের কাজ বলতে কী বুঝিয়েছেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ম্যানেজার মি.সুব্রতকে সতর্ক করেছেন কেন? ব্যাংকে এর আবশ্যকতা মূল্যায়ন কর। ৪

৭। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সোনালী ব্যাংক নিউমার্কেট শাখা, ঢাকায় বিভিন্ন ধরনের চেকের বিপক্ষে যে পেমেন্ট হয়েছে তার সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ নিচে লেখা হলো:

চেকের ধরন	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকা)
বাহক চেক	৬,৫১২	৫০
হুকুম বা আদেশ চেক	৪৫৮	৫
দাগকাটা চেক	১,৩৫০	৪৫

ক. ফাঁকা চেক কী? ১

খ. দাগকাটা চেক বলতে কী বুঝায়? ২

গ.?চেক সংখ্যার ভিত্তিতে কোন চেকের বিপক্ষে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ প্রদত্ত হয়েছে? এর কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কোন ধরনের চেকে চেক প্রতি লেনদেনের পরিমাণ অধিক ছিল? এর কারণ মুল্যায়ন কর। ৪

৮। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. মাজহার তিনটা চেক লিখে প্রতিটাতেই দাগ কাটলেন। কিন্তু প্রতিটা ক্ষেত্রে দুই দাগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লিখেছেন-

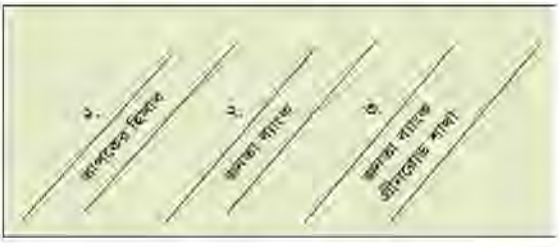

ক. চেকের প্রাপক কে? ১

খ. চেককে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ১ নং দাগকাটাকে চেক কোন ধরনের দাগকাটা বলে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ২ ও ৩ নং এর উল্লেখ দাগকাটাকে কোন ধরনের দাগকাটা বলে? এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১১ ।নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ।

মি. আশরাফ একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী । ব্যাংক হিসাবে তার ৫০,০০০ টাকা জমা আছে । তিনি ১৫/১০/২০১২ তারিখে আরও ২০,০০০ টাকা জমা দিলেন । ১৬/১১/১২ তারিখে ১০,০০০ টাকা উত্তোলন করলেন এবং পরদিন রহিমাকে ৫,০০০ টাকার একটি চেক দিলেন । ১৮/১১/১২ তারিখে মি. আশরাফ নিজে ব্যাংকে উপস্থিত হয়ে ৫০,০০০ টাকার একখানা চেক উপস্থাপন করলে ব্যাংক তা পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায় এতে মি. আশরাফ বেশ সমস্যায় পড়েন ।

(ক) দাগকাটা চেক কী? ১

(খ) চেক দাগকাটা হয় কেন? ২

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত মি. আশরাফ এর ব্যাংক হিসাবটি কোন ধরনের ছিল?ব্যাখ্যা করো । ৩

(ঘ) ইচ্ছা মাফিক লেনদেন অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে মি. আশরাফের করণীয় কী হতে পারে বলে তুমি মনে করো । ৪

১২ । নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ।

মি. হাসান জনতা ব্যাংকের ইস্যুকৃত একটি চেক সোনালী ব্যাংক, ফার্মগেট শাখায় তার হিসাবে জমা দেন । তিনি মি. হারুনকে ২ লাখ টাকার একটি চেক প্রদান করেন । ১ লাখ টাকার চেকের অর্থ হিসেবে জমা হলেই কেবল তার প্রদত্ত চেকটি মর্যাদা পাবে । চেকের অর্থ দ্রুত জমা না হলে মি. হারুন টাকা পাবেন না । ফলে মি. হাসানের ব্যবসায়িক সুনাম অক্ষুন্ন হতে পারে ।

(ক) যে ব্যাংক অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে তাকে কী বলে? ১

(খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ২

(গ) মি. হাসান কীভাবে চেকের লেনদেন নিষ্পত্তি করতে পারেন? ব্যাখ্যা করো । ৩

(ঘ) মি. হাসানের লেনদেনের সাথে জড়িত ব্যাংকগুলো কীভাবে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করবে? ব্যাখ্যা কর । ৪

১৩ ।জনাব সুমন ঠাকুরগাঁও এর একজন ব্যবসায়ী । তিনি ব্যবসায়ীকে লেনদেন সম্পন্ন করার জন্যে চেক ব্যবহার করেন । কিন্তু একদিন তিনি টাকা উত্তোলনের জন্যে চেক বইটি খুঁজতে গিয়ে দেখলেন তার লিখিত একটি চেক নেই । বিষয়টি জনাব সুমন প্রথমে টেলিফোনে, পরে লিখিতভাবে তার ব্যাংকের নিকট উপস্থাপন করেন । কারণ জনাব সুমন জানেন চেকটি যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং জনাব সুমনের হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল আর হিসাবে পর্যন্ত অর্থ থাকলে, চেক সঠিকভাবে তৈরি হলে এবং আইনগত কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে ব্যাংক চেকের টাকা প্রদানে বাধ্য থাকে ।

(ক) ভাসমান মুদ্রা কী? ১

(খ) বৈদেশিক বিনিময় হার বলতে কী বোঝ? ২

(গ) চেক খুঁজে না পাওয়ায় জনাব সুমন কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন? বর্ণনা করো । ৩

(ঘ) কোন অবস্থায় ব্যাংক চেকের অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকে বলে জনাব সুমন মনে করেন? বিশ্লেষণ কর । ৪

অধ্যায় ৬

ব্যাংক তহবিলের ব্যবহার
Uses of Bank Found

১। মুন ষ্টার ব্যাংকের ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখের উদ্বৃত্তপত্রের সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

মূলধন ও দায়	টাকার পরিমাণ ,০০ কোটি টাকা	সম্পত্তি ও সম্পদ	টাকার পরিমাণ ,০০ কোটি টাকা
পরিশোধিত শেয়ার মুলধন	১৫	ব্যাংকের ভল্টে জমা	৪০
সঞ্চিতি তহবিল	১০	কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা	৬০
আমানত হিসাব	৪২০	ঋণ ও অগ্রিম	৩৮০
কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ	৩৫	স্থাবর সম্পত্তি	১৫
অন্যদ্য দায়	২০	অন্যান্য সম্পত্তি	০৫
	৫০০		৫০০

ক. নগদ ঋণ কী? ১

খ. ঋণদানের ক্ষেত্রের Sefety first বলতে কী বুঝায়? ২

গ. ব্যাংকটির আমানত তহবিল নিজস্ব তহবিল অপেক্ষা অনেক বেশী হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ব্যাংকটির সম্পত্তির উল্লেখযোগ্য অংশই ঋণ ও অগ্রিম হওয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরঃ

ক. পণ্য বা অস্থাবর সম্পত্তি জামানতের বিপক্ষে ব্যাংক ব্যবসায়ীদের চলতি হিসাবের বিপক্ষে যে কার্যকরী মূলধন সরবরাহ করে তাকে নগদ ঋণ বলে।

খ. 'Sefety first' কথাটি ঋণ প্রদানের সাথে জড়িত। 'Sefety first' কথাটি অগ্রিম বা ঋণ প্রদানকালে ব্যাংককে অবশ্যই সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হয়। কারণ ব্যাংক অগ্রীমের অর্থ নিরাপদে আয়সহ যথাসময়ে ফেরৎ না আসলে ব্যাংক এ অর্থ পুনরায় ঋণ দিতে পারে না। এটি ব্যাংকের ব্যবসায় ও সুনামের জন্য ক্ষতিকারক হয়।

গ. ব্যাংকটির আমানত তহবিল নিজস্ব তহবিল অপেক্ষা অনেক বেশী হওয়ার কারণ হলো এটি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক পরের ধনে পোদ্দারি করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের উৎস হল নিজস্ব তহবিল এবং ঋণকৃত তহবিল। ঋণকৃত তহবিলের প্রধান উৎস হল আমানতকৃত তহবিল যা ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে জনগণের নিকট হতে সংগ্রহ করে। তহবিলের একটা বড় অংশই আসে এই খাত হতে।

উদ্দীপকের তালিকাতেও আমরা দেখতে পাই যে, ব্যাংকটির নিজস্ব তহবিল (পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ১৫শত কোটি + সঞ্চিতি তহবিল ১০ শত কোটি) ২৫শত কোটি টাকা এবং আমানত হিসাবে প্রাপ্ত তহবিল ৪২০ শত কোটি টাকা।

ঘ. ব্যাংকটির সম্পত্তির উল্লেখযোগ্য অংশই ঋণ ও অগ্রিম হওয়ার কারণ হল এটি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতকৃত অর্থ অধিক সুদে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে স্বল্প সুদে জনগণের অর্থ আমানত হিসাবে সংগ্রহ করে এবং উক্ত অর্থ বিভিন্ন খাতে অধিক সুদে ঋণ ও অগ্রিম হিসাবে প্রদান করে। এই দুই সুদেয় পার্থক্যই হলো ব্যাংকের মুনাফা।

উদ্দীপকের ব্যাংকটি আমানতকৃত ৪২০ শত কোটি টাকাসহ অন্যান্য তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিভিন্ন খাতে অগ্রিম ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সবচাইতে বেশী (৩৮০ শত কোটি) অর্থ বা সম্পদ সংগ্রহ করেছে।
অতএব আমরা বলতে পারি যে, প্রশ্নের বাক্যটি যথার্থই যৌক্তিক।

২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

একটা ব্যাংকের ২০০৫ ও ২০১০ সালের বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ঋণ ও অগ্রিম প্রদত্ত	২০০৫ সাল (০০ কোটি)	২০১০ সাল (০০ কোটি টাকা)
গার্মেন্টস	৬০০	৫০০
টেক্সটাইল	৮০	১৫০
ঔষধ ও রসায়ন	২০	৬০
বৈদেশিক বাণিজ্য	৭০	১২০
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য	১২০	১৫০
ভোগ্য পণ্য	০০	৮০
অন্যান্য	১০	৪
মোট	৯০০	১১০০

ক. প্রত্যয় পত্র কী? ১
খ. অতিরিক্ত জামানত বলতে কী বুঝায়? ২
গ. ব্যাংকটি ২০১০ সালে কোন খাতে নতুন ঋণ দিয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঋণদান চিত্রে কোন সালে বৈচিত্র্যতার নীতির অধিক অতি ফলন ঘটেছে? এরূপ নীতির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানি কারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে তার পাওনা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে, তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

খ. ঋণের বিপক্ষে গৃহীত নির্দিষ্ট জামানতের অতিরিক্ত যে জামানত ঋণ দাতা গ্রহণ করে তাকে অতিরিক্ত জামানাত বলে।
এটি অতিরিক্ত জামানত, তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিক বা সম্পত্তি হতে পারে। অতিরিক্ত জামানতের মাধ্যমে ঋণদাতা ঋণ ফেরত প্রাপ্তিতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে থাকে।

গ. ব্যাংকটি ২০১০ সালে ভোক্তা ঋণ খাতে নতুন ঋণ দিয়েছে।
গৃহস্থালী বিভিন্ন জিনিসপত্র, পরিবারের জন্য ব্যবহৃত গাড়ি ও ফ্ল্যাট ক্রয় ইত্যাদি খাতে প্রদত্ত ঋণ কে ভোক্তা ঋণ বলে। উদ্দীপকে ব্যাংকটি ২০১০ সালে ভোক্তার খাতটি কে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করেছেন। কারণ বিশ্বজুড়েই সকল ধরনের গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে এরূপ ঋণ খুবই গুরুত্বপুর্ণ। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামানত গুরুত্বপুর্ণ। তবে ফ্ল্যাট কেনার ক্ষেত্রে জামানত নিবন্ধন করতে হয়।

ঘ. ঋণ দান চিত্রে ২০১০ সালে বৈচিত্রতার নীতির অধিক প্রতিফলন ঘটেছে। ২০১০ সালে ব্যাংকটি উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করেছে।
বৈচিত্র্যতার নীতি হল ভিন্ন ভিন্ন খাতে ঋণদান করা। অর্থাৎ শুধুমাত্র উল্লেখযোগ্য কতকগুলো খাত ছাড়াও যেকোন সম্ভাবনাময় খাতে ঋণদান করা, যা উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্যাংকটি করেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ২০০৫ সালে ব্যাংকটি ভোগ্যপণ্য খাতে ঋণ প্রদান করেনি। কিন্তু ২০১০ সালে ব্যাংকটি ভোগ্যপণ্য খাতে ঋণ বরাদ্দ করেছেন। এতে ব্যাংকটির অধিক লাভবান হবে। কারণ বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ভোগ্যপণ্যে ব্যবহার ক্ষেত্রে ঋণ দান কর্মসূচী অধিক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
মি. কামাল জীবনে ঋণ করবেনা এ পণ করে ব্যবসায় শুরু করেছিলেন। কিন্তু এখন তার উপলব্ধি হলো সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে ঋণ নেয়া যায় সমস্যা নেই। শিল্প কারখানা করতে যেয়েও মেশিন বসাতে এক ধরনের ঋণ করেছেন। অনেকদিন এ ঋণ ব্যবহার করতে পারবেন। চলতি মূলধনের প্রয়োজনে অন্র ঋণ করতে হয়েছে। এই ঋণের জন্য অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখেছেন। ব্যাংক নানান সুযোগ দিয়ে ব্যবসায়ীদের ঋণ নিতে উৎসাহিত করছে এটা দেখে তিনি অভিভূত।

ক. ব্যাংক তহবিল কী? ১

খ. ব্যাংক ঋণের জামানত বলতে কী বুঝায়? ২

গ. মি. কামাল মেশিন বলতে মেয়াদের ভিত্তিতে কোন ধরনের ঋণ নিয়েছেন- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চলতি মূলধনের প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে মি. কামাল কোন ধরনের অগ্রিম নিয়েছেন? এক্ষেত্রে ব্যাংকের সহযোগিতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরঃ
ক. ব্যাংকের নিজস্ব উৎস ও বাইরের উৎস থেকে সংগৃহীত সম্পূর্ণ অর্থ মিলিয়ে যে তহবিলের সৃষ্টি হয় তাকে ব্যাংক তহবিল বলে।

খ. সাধারণত গ্রাহককে ঋণ প্রদান করার আগে ব্যাংক নিশ্চিত হতে চায় যে, ঋণের টাকা সময়মতো ফেরত পাওয়া যাবে। কারণ অনেক গ্রাহক ঋণ নেয়ার পর ঋণের অর্থ ঠিকমতো পরিশোধ করে না। তাই ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তার প্রমাণস্বরূপ ঋণগ্রহীতা ব্যাংকে যে সম্পত্তি বা গ্যারান্টি প্রদান করে তাই ঋণের জামানত হিসেবে পরিচিত।
ঋণ প্রদান করার সময় ব্যাংক ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণের টাকা পরিশোধের নিশ্চয়তা হিসেবে যেসব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বা তৃতীয় পক্ষ প্রদত্ত গ্যারান্টি জামানত হিসেবে গ্রহণ করে তাকে ব্যাংক ঋণের জামানত বলা হয়।

গ. মি. কামাল মেশিন বসাতে মেয়াদের ভিত্তিতে সাধারণ ঋণ বা ধার নিয়েছেন।
সাধারণত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ব্যাংক গ্রহাকদের যে দীর্ঘ মেয়াদি বা মধ্যম মেয়াদি ঋণ প্রদান করে তাকে সাধারণ ঋণ বা ধার বলে। আগেকার দিনে বন্ধকী ঋণ বলতে যা বুঝানো হতো তাই আজকের দিনে সাধারণ ঋণ বা ধার হিসেবে গণ্য। মি. কামাল শিল্পকারখানা করতে যেয়ে ও মেশিন বসাতে এক ধরনের ঋণ করেছেন। অনেকদিন এ ঋণ ব্যবহার করতে পারলে সাধারণ দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ব্যবহার করতে পারা যায়। সাধারণত ঋণ বা ধার হিসেবে ঋণ নেয়া হলো। সুতরাং মি. কামাল মেশিন বসাতে দীর্ঘমেয়াদের ভিত্তিতে সাধারণ ঋণ নিয়েছেন।
ঘ. চলতি মূলধনের প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে মি. কামাল নগদ ঋণ নিয়েছেন।

পণ্য বা অস্থাবর সম্পত্তি জামানতের বিপক্ষে ব্যাংক তার ব্যবসায়ী গ্রাহককে চলতি হিসাবের মাধ্যমে যে ঋণ মঞ্জুর করে তাকে নগদ ঋণ বলে।

মি. কামাল চলতি ঋণের প্রয়োজনে অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে নগদ ঋণ নিয়েছেন। মি. কামাল তার উত্তোলিত অর্থের ওপর সুদ প্রদান করতে হয় এবং মি. কামাল একাধিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। ব্যাংক নানান সুযোগ দিয়ে ব্যবসায়ীদের ঋণ নিতে উৎসাহিত করছে।

ব্যাংকের এই ঋণ নিয়ে মি. কামাল তার ব্যবসায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে। ব্যাংকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেখে তিনি অভিভূত হয়েছেন।

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. ইসলাম জুনিয়র অফিসার থাকাকালে তাদের এক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে একজন স্বনামধন্য ব্যাংকার বলেছিলেন, ব্যাংকে বসে ফাইল ও ভাউচার স্বাক্ষর করে ভালো ব্যাংকার হওয়া যায় না, ব্যাংকার হিসেবে উপরে উঠতে চাইলে আপনাকে গ্রাহকদের কাছে যেতে হবে। মনে রাখবেন, ভাল গ্রাহক আপনাকে খুঁজবে না, আপনাকেই তাদের কাছে যেতে হবে। মি. ইসলাম এটা অনুসরণ করেছেন এবং অনেক বড় হয়েছেন।

ক. ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র কী? ১

খ. নগদ ঋণ বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মি. ইসলাম কোন ধরনের সম্পর্ক বৃদ্ধির বিষয়টি আত্মস্থ করেছেন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. ইসলাম জীবনে বড় হতে পেরেছেন কী? এটার পিছনে তার প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের শিক্ষাকে মূল্যায়ন করো। ৪

উত্তরঃ

ক. যে প্রত্যয় পত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের জন্যে প্রচার করা হয় এবং যা একবার ব্যবহার হলে আপনা হতেই আবার নবায়ন হয় তাকে ঘূর্ণায়মান প্রত্যয় পত্র বলে।

খ. যে ব্যবসায়ের মাধ্যমে ব্যাংক তার মক্কেলকে অগ্রিম ঋণ মঞ্জুর করে কিছু সরাসরি নগদে এবং সেই টাকা উত্তোলনের অনুমতি দেয় না তাকে নগদ ঋণ বলে।

এ ক্ষেত্রে সঞ্চয়কৃত ঋণের টাকা মক্কেলের চলতি হিসাবে জমা রাখা হয় এবং মক্কেল প্রয়োজন মতো চেকের মাধ্যমে টাকা উঠিয়ে নেয়। নগদ ঋণে গ্রাহক অল্প অল্প করে টাকা পরিশোধের সুযোগ পেয়ে থাকে।

গ. উদ্দীপকে মি. ইসলাম ব্যাংকার গ্রাহক সম্পর্ক বৃদ্ধির বিষয়টি আত্মস্থ করেছেন।

একজন সফল দক্ষ ব্যাংকার হতে চাইলে তার জন্যে সর্বাধিক প্রয়োজন হয় গ্রাহকদের সাথে সম্পর্ক কেমন তার ওপর ভিত্তি করে। কারণ ব্যাংকার হিসেবে মি. ইসলাম যদি গ্রাহকদের সাথে দূর্ব্যবহার করতেন তবে তা যেমন ব্যাংকের জন্য ক্ষতিকর হতো তেমনি গ্রাহকরাও তার কাছে ব্যাংকিং সেবা নিতে আসতো না। ফলে মি. ইসলাম বড় এবং সফল ব্যাংকার হতে পারতেন না। মি. ইসলাম ব্যাংকার গ্রাহক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে ঐ স্বনামধন্য ব্যাংকারের কথা অমূল্য। সবসময় ভালো ব্যাংকার হওয়ার তাগিদে কাজ করে গেছেন।

পরিশেষে মি. ইসলামের জীবন অনুসারে বলতে হয় ব্যাংকিং জগতে সফলতার জন্যে গ্রাহকদের সাথে সুসম্পর্কের বিকল্প নেই।

ঘ. মি. ইসলাম জীবনে বড় হতে পেরেছেন। তার সফলতার পিছনে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ প্রশিক্ষণ একজন ব্যক্তিকে তার কাজের ক্ষেত্রে আরও দক্ষ এবং অভিজ্ঞ করে তোলে।
প্রশিক্ষণ যে কোন ব্যক্তিকে তার বর্তমান অবস্থা থেকে উন্নতি করতে অন্যতম সহায়ক হিসেবে কাজ করে। ব্যাংকিং জগতেও এর বিকল্প নেই।

মি. ইসলাম প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে কীভাবে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে তা জানতে পেরেছেন। গ্রাহকরা ব্যাংকের কাজ থেকে কী ধরনের সেবা পেতে চায় এবং ব্যাংকারদের কাছ থেকে কেমন আচরণ তারা প্রত্যাশা করে তা মি. ইসলাম সহজেই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন।

তাই বলা যায়, মি. ইসলামের সফলতার পিছনে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক।

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
মি. আজিম ও মি. নাজিম দুই ভাই। মি. আজিম মওসুমে বিভিন্ন ধরনের রবি শস্য কেনেন ও দাম বাড়লে

বিক্রয় করে দেন। তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন। এজন্য তাকে গুদামের চাবি দিয়ে দিতে হয়েছে। এখন ব্যাংকের গার্ড গুদাম পাহারা দেয়। অন্যদিকে মি. নাজিম শেয়ার ব্যবসায়ী। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন। তাকে ক্রয়কৃত শেয়ার ও বন্ড ব্যাংকে জামানত হিসেবে রাখতে হয়েছে। শেয়ার ও বন্ডের দাম বাড়লে মি. নাজিমের নির্দেশ মত ব্যাংকেই তার শেয়ার বিক্রয় করে ঋণ সমন্বয় করে।

(ক) ব্যাংক ঋণ কী? ১

(খ) ব্যাংক কেন তারল্য নীতি অনুসরন করে? ২

(গ) মি. আজিম ব্যাংকে যে জামানত দিয়েছেন ব্যাংকের পরিভাষায় তাকে কী বলে ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) মি. নাজিম কর্তৃক প্রদত্ত জামানতকে কী বলে? এ ধরনের জামানত রাখা ব্যাংকের জন্য কতটা যৌক্তিক মূল্যায়ণ কর। ৪

উত্তরঃ
ক. ব্যাংক ধার বা জমাতিরিক্ত ঋণ হিসেবে গ্রাহককে যে ঋণ দেয় অথবা সরকারি স্টক করে সরকারকে যে ঋণ প্রদান করে তাকেই ব্যাংক ঋণ বলে।

খ. যে নীতির আওতায় ব্যাংক চেকের অর্থ বা প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদানের জন্য কাম্য পরিমাণ নগদ অর্থ ও তরল সম্পদ সংরক্ষণের পাশাপাশি লাভজনক খাতে অধিক পরিমাণে ঋণদান ও বিনিয়োগ করে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধিতে সমর্থ হয় তাকেই ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।

ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী ব্যাংক তার আমানতকারীর অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য। তাই ব্যাংক জমাকৃত টাকার একটি নির্দিষ্ট অংশ নগদে ও তরল সম্পত্তি হিসেবে সংরক্ষণ করে অতিরিক্ত অর্থ বিভিন্ন খাতে ঋণ দেয় ও বিনিয়োগ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ নিজের কাছে নগদ অর্থ ও তরল সম্পদ সংরক্ষণ, বিভিন্ন খাতে ঋণ দেয়া ও বিনিয়োগ করা এবং চাহিবামাত্র আমানতকারীদেরকে তাদের অর্থ ফেরত দেয়ার ক্ষমতা অর্জন করার জন্য তারল্য নীতি অনুসরণ করে।

গ. মি. আজিম কর্তৃক প্রদত্ত জামানতকে ব্যাংকের পরিভাষায় বলা হয় ব্যাংকের পূর্বস্বত্ব বা লিয়েন।

প্রদত্ত ঋণের জামানত হিসেবে গৃহীত সম্পত্তি ঋণের অর্থ আদায় না হওয়া পর্যন্ত নিজ দখলে আটক রাখার অধিকারকে বা অর্থ পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত গৃহীত সম্পত্তির মালিকানা ঋণদাতার দখলে থাকাকে পূর্বস্বত্ব বা লিয়েন বলে। অর্থাৎ সম্পদ ও সম্পত্তি বন্ধক রেখে অনেকেই ঋণ গ্রহণ করে, জামানত হিসেব প্রদত্ত এরূপ সম্পত্তি ঋণ দাতার দখলে থাকলে তাকে পূর্বস্বত্ব বলে।
উদ্দীপকে উল্লেখিত মি. আজিম রবি শস্যের ব্যবসায়ী। তিনি গুদামে রক্ষিত তার পণ্য বন্ধক রেখে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন। পণ্য বন্ধক রাখার কারণে ব্যাংক মি. আজিমের গুদামের চাবি তাদের দখলে নিয়ে য়োর মাধ্যমে গুদামে রক্ষিত পণ্যের মালিকানা স্বত্ব ব্যাংক তার কাছে নিয়ে যায়। গুদামে নিরাপত্তার দায়িত্বেও ব্যাংক তার নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ দিয়েছে। অর্থাৎ, বন্ধকী পণ্যের মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত গুদামে রক্ষিত পণ্যের মালিকানা ব্যাংকের কাছে থাকবে। তাই বলা যায় মি. আজিম কর্তৃক প্রদত্ত জামানত হচ্ছে ব্যাংকের পূর্বস্বত্ব বা লিয়েন।

ঘ. মি. নাজিম ব্যাংকে যে জামানত প্রদান করেছে তাকে বিক্রয়যোগ্য জামানত বলা হয়।

যে সকল জামানত সহজে বিক্রয় বা হস্তান্তর করে ঋণের অর্থ আদায় করা যায় সে সকল জামানতকে বিক্রয়যোগ্য জামানত বরে। এ ধরনের জামানত বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটি নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত। প্রদত্ত ঋণ সমন্বয়ের প্রয়োজনে ঋণদাতা ও এ ধরনের জামানত হস্তান্তর করতে পারে। তবে এ জাতীয় জামানত হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সাধারনত মূল মালিকের অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

ঋণ বা পাওনা স্বীকার করে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ইস্যুকৃত দলিল সহজে হস্তান্তরযোগ্য হলে এবং তা ব্যাংকে জামানত রেখে ঋণ নেয়া হলে ঐ জামানতকে বিক্রয়যোগ্য জামানত বলে। অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটি ব্যাংক ঋণের জামানত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এরূপ দলিলের মধ্যে কিছু অবাধে হস্তান্তরযোগ্য এবং কিছু হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মূল মালিকের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। এসকল দলিলের বিপক্ষে গৃহীত ঋণ যথাসময়ে পরিশোধিত না হলে ব্যাংক এই দলিল বিক্রয় বা বাট্টা করে পাওনা অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

উদ্দীপকের মি. নাজিম একজন শেয়ার ব্যবসায়ী। ক্রয়কৃত শেয়ার ও বন্ড জামানত হিসেবে রেখে তিনি ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। শেয়ার ও বন্ডের মূল্য বৃদ্ধিতে ব্যাংক নিজেই মি. নাজিমের অনুমতি নিয়ে বিক্রয় করে ঋণ সমন্বয় করে। যেহেতু মি. নাজিমের প্রদত্ত শেয়ার ও বন্ড সহজে বিক্রয় যোগ্য এবং ব্যাংক প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত জামানত মি. নাজিমের অনুমতিক্রমে বিক্রয় করে প্রদত্ত সমন্বয় করে তাই বলতে পারি যে, মি. নাজিম প্রদত্ত জামানত বিক্রয়যোগ্য জামানত।

ষষ্ঠ অধ্যায়: ব্যাংক তহবিলের ব্যবহার

অনুশীলনী সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. স্বপন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। ভালোই ব্যবসায় করছিলেন। তার সহায়-সম্পদও ভালো। ব্যাংকের সাথে লেনদেনও ভালো ছিল। এর মধ্যে ঘটা করে ছেলের বিয়ে দিতে যেয়ে সমস্যায় পড়েছেন। ব্যাংক চিঠি দিচ্ছে। ম্যানেজার সাহেব তাকে বললেন, ঋণের অর্থ আপনি ফেরৎ না দেয়ার অর্থ হলো, আপনি আর পাঁচজনকে ঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছেন। দেশ বাড়তি উৎপাদন থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে।

ক. ব্যাংক ঋণ কী? ১

খ. ব্যাংকের ঋণকৃত তহবিলের মুখ্য উৎস কোনটি লিখ। ২

গ. মি. স্বপন ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় কী ধরনের সংকটে পড়েছেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. স্বপনের ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতা দেশকে বাড়তি উৎপাদন সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছে- এই বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. মুরাদ একজন শিল্পপতি। তিনি একটি নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ভাবছেন ঋণ কতটা নিবেন। সবই যদি ঋণ নিয়ে করেন তা হলে দায় বাড়বে। তাই তিনি নতুন কোম্পানি গঠন করে শেয়ার ছাড়বেন। বিল্ডিং নির্মাণের কাজেও হাত দিলেন। যন্ত্রপাতি বসাবেন। এখন অনেক ব্যাংক ঋণ দিতে এগিয়ে এলো। তিনি শিল্প চালু করতে যেয়ে প্রয়োজনমতো বিভিন্ন ধরনের ঋণ নিয়েছেন। এতে তার সুবিধা হয়েছে।

ক. লিয়েন বা পূর্বস্বত্ব কী? ১

খ. ব্যাংক ঋণের জামানত বলতে কী বুঝায়? ২

গ. মি. মুরাদ শেয়ার ছেড়ে কোন ধরনের তহবিল সংস্থান করেছেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. মুরাদের পরবর্তীতে ঋণ নেয়া কী তুমি সমর্থন করো, মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. ম-ল নতুন ব্যবসায়ী। নিজের পুঁজি দিয়ে কারখানা বিল্ডিং করেছেন। যন্ত্রপাতি বসাতে হবে তাই অনেক ঘুরেফিরে ব্যাংক থেকে ২৫ কোটি টাকা ঋণ নিলেন। নানান কারণে কারখানা চালু করতে বিলম্ব হওয়ায় সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এখন কারখানা চালু করতে চলতি মূলধন প্রয়োজন। ব্যাংকে চলতি মূলধন চেয়ে আবেদন করেছেন। ব্যাংক কর্মকর্তা ভয় পাচ্ছেন, মি. ম-ল সফলভাবে কারখানা চালু করতে পারবেন কী না?

ক. ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র কী? ১

খ. জামানত গ্রহণের বেলায় পূর্বস্বত্বের ধারণা লিখ। ২

গ. যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য মি. ম-ল কী ধরনের ঋণ বা অগ্রিম নিয়েছেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ব্যাংক ম্যানেজারের ভয় পাওয়া কী যৌক্তিক? মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. চৌধুরী স্বনামধন্য ভোজ্য তৈল ব্যবসায়ী। তিনি নিজেই তৈল আমদানি করবেন ভাবছেন। ব্যাংক ম্যানেজারের সাথে কথা বললে ম্যানেজার সাহেব তাকে উৎসাহ দিলেন ও ঋণ মঞ্জুর করলেন। তার তৈলের বড়ো গুদামের চাবি এখন ব্যাংকের কাছে। ব্যাংকের পাহারাদাররা এখন গুদাম পাহারা দেয়। তৈল নেয়ার পূর্বে তিনি ব্যাংকে টাকা জমা ও প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করে চাবি সংগ্রহ করেন। ব্যাংক নিশ্চয়তা না দিলে রপ্তানিকারক মালই পাঠায় না। রপ্তানিকারক মাল বিক্রয় করে মি. চৌধুরীর কাছে অথচ তাকে যেনো চেনেই না। বেশ মজার বিষয়।

ক. ব্যাংক গ্যারান্টিপত্র কী? ১

খ. ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র বলতে কী বুঝ? ২
গ. মি. চৌধুরী ব্যাংক থেকে কী ধরনের ঋণ বা অগ্রিম নিয়েছেন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ব্যাংক তৈল আমদানিতে নিশ্চয়তা দিয়ে সহযোগিতা করে- এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. মনসুর আমীন স্টার ব্যাংকের শাখা ম্যানেজার। তিনি ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে কে কী মূল্যবান সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ নিচ্ছে এগুলোর চাইতেও কে ঋণ নিচ্ছে, জামিনদার কে সে বিবেচনাতেই বেশি আগ্রহী। তিনি দেখছেন ব্যক্তির চরিত্র, সামর্থ্য এগুলো ঋণ ফেরতের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর। সম্পত্তি বিক্রয় করে ঋণ আদায় ব্যাংকের জন্য সুখকর নয়। এ ছাড়া সম্পত্তির বিভিন্ন ধরণ ও মানের।

ক. আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ঋণ কোন ধরনের? ১
খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য নীতি বলতে কী বুঝায়? ২
গ. মি. মনসুর আমীন ঋণের অর্থ ফেরৎ পেতে কোন ধরনের জামানত বিবেচনায় অধিক আগ্রহী ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তিনি আর কোন ধরনের জামানতের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন? এক্ষেত্রে তার মতামত মূল্যায়ন কর। ৪

৬। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. ইসলাম জুনিয়র অফিসার থাকাকালে তাদের এক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে একজন স্বনামধন্য বলেছিলেন, ব্যাংকে বসে ফাইল ও ভাউচার স্বাক্ষর করে ভালো ব্যাংকার হওয়া যায় না। ব্যাংকার হিসেবে ওপরে উঠতে চাইলে আপনাকে গ্রাহকদের কাছে যেতে হবে। মনে রাখবেন, ভালো গ্রাহক আপনাকে খুঁজবে না। আপনাকেই তাদের কাছে যেতে হবে। মি. ইসলাম জীবনে এটা অনুসরণ করেছেন এবং অনেক বড়ো হয়েছেন।

ক. ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র কী? ১
খ. নগদ ঋণ বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে মি. ইসলাম কোন ধরনের সম্পর্ক বৃদ্ধির বিষয়টি আত্মস্থ করেছেন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইসলাম জীবনে বড়ো কী হতে পেরেছেন? এটার পিছনে তার প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের শিক্ষাকে মূল্যায়ন কর। ৪

৭। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. ব্যাপারী ও মি. খান দু'জনই বৈদেশিক ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রথমজন ভোজ্য তৈল আমদানিকারক আর অপরজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। ব্যাংক মি. ব্যাপারীর পক্ষে এক ধরনের পত্র ইস্যু করে না পাঠালে বিদেশী রপ্তানিকারক মাল পাঠায় না। প্রতিনিয়তই এরূপ পত্র সংগ্রহের ঝামেলা মুক্তির জন্য মি. ব্যাপারী এক বিশেষ ধরনের পত্র সংগ্রহ করেছেন। অন্যদিকে মি. খান তার অনুকূলে ইস্যুকৃত বিদেশী আমদানিকারক প্রেরিত পত্র ব্যাংকে রেখে তার বিপক্ষে পণ্য আমদানির জন্য নতুন পত্র সংগ্রহ করেন।

ক. জমাতিরিক্ত ঋণ কাকে বলে? ১
খ. জমাতিরিক্ত জামানত বলতে কী বুঝায়? ২
গ. মি. ব্যাপারী কর্তৃক সংগৃহীত প্রত্যয়পত্র কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. খান যে প্রত্যয়পত্র ব্যবহার করেন তার নাম কী? তার জন্য এরূপ প্রত্যয়পত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. ইসলাম একজন শিল্পপতি। তিনি বিভিন্ন কোম্পানির যথেষ্ট শেয়ারের মালিক। তিনি একটা শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঋণ নিতে গেলে ব্যাংক বললো, দেশের অর্থনীতিতে মন্দা চলছে তাই শুধুমাত্র স্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে ঋণ দেয়া যাবে না। সম্পত্তির পাশাপাশি শেয়ার বন্ধক রাখলে ঋণ দেয়া যেতে পারে। মি. ইসলাম তাতেই রাজী হলেন।

ক. ভোক্তা ঋণ কী? ১
খ. জমাতিরিক্ত ঋণ বলতে কী বুঝায়? ২
গ. শুধুমাত্র স্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে ঋণ প্রদানে অস্বীকার করার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. এক্ষেত্রে শেয়ার বন্ধক রাখা কোন ধরনের জামানত হিসেবে পণ্য? ব্যাংকের পক্ষে এর আবশ্যকতা মূল্যায়ন কর। ৪

অধ্যায় ৭

বৈদেশিক বিনিময়
Foreign Exchange

১। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

চিত্রে X দেশের ২০০৭ ও ২০১২ সালে বিনিময় হার চিত্র যথাক্রমে E_1 ও E_2 বিন্দুতে দেখানো হলো:

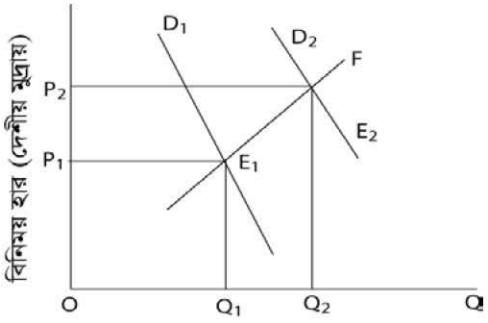

ক. বৈদেশিক বিনিময় হার কী?
খ. বৈদেশিক বিনিময় বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকের E_1 বিন্দু কীসের নির্দেশক ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের E_2 বিন্দু কী ধারণা দিচ্ছে? X দেশের ওপর এর প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

উত্তর:

ক. কোনো দেশের এক একক মুদ্রা অন্য আরেকটি দেশের যে পরিমাণ মুদ্রা ক্রয় করতে সক্ষম তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার বলে।

খ. এক দেশের সাথে অন্য দেশের লেনদেন বা বিনিময়কে বৈদেশিক বিনিময় বলে।
এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে চলে না। এক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিময় এক দেশের মুদ্রায় রূপান্তরের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত E_1 বিন্দুটি ভারসাম্য বিন্দুর নির্দেশক।
বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান যে বিন্দুতে সমান হয় তাকে ভারসাম্য বিন্দু বলে। ভারসাম্য বিন্দুতেই বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে যে, বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান যখন Q_1 দেশীয় মুদ্রায় বিনিময় হার তখন P_1।

Q_1 ও P_1 ভারসাম্য বিন্দু E_1 এ মিলিত হয়েছে। রপ্তানি বাড়লে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বাড়ে ফলে চাহিদা কমে এবং দেশীয় মুদ্রার মান হ্রাস পায়। আমদানি বাড়লে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়ে ফলে দেশীয় মুদ্রা এবং বিনিময় হার হ্রাস পায়। আমদানি রপ্তানিতে যে চাহিদা এবং যোগানের সমন্বয় ঘটে তাই হলো উদ্দীপকের E_1 বিন্দু অর্থাৎ ভারসাম্য বিন্দু।

ঘ. উদ্দীপকের E_2 ভারসাম্য বিন্দুটি 'X' দেশের ২০১২ সালের দেশীয় মুদ্রার দাম কমে যাওয়া নির্দেশ করে।
দুটো দেশের মুদ্রা যে অনুপাতে একটির সাথে অন্যটি পরিবর্তিত হয় তাই বিনিময় হার। সাধারণত চাহিদা ও যোগানের ওপর ভিত্তি করে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।

'X' দেশের মুদ্রার দাম কমার অন্যতম কারণ হলো দেশটির আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমদানি বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে 'X' দেশটির সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হচ্ছে। দেশীয় মুদ্রার মান কমে যাওয়ায় বৈদেশিক বিনিয়োগও কমে যাচ্ছে।

২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

জনাব মুজাফ্ফর সৌদী আরবে চাকরি করতে গিয়েছিলেন আজ থেকে ২৫ বছর আগে। এখন তিনি মানি অর্ডারের মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাতেন। পরে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠানো শুরু হয়। ব্যাংক দ্রুততম সময়ে টাকা পাঠানোর নানান পদ্ধতি চালু করে। এখন বার্তা পাওয়ার পর ব্যাংক সরাসরি তা প্রাপকের ব্যাংক হিসাব জমা করে দেয়। জনাব মুজাফ্ফর ভাবেন কত সহজ হয়েছে পদ্ধতি।

ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১

খ. বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণে চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বলতে কী বুঝায়? ২

গ. দেশে টাকা পাঠানোর আগের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় না কেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অর্থ পাঠানোর বার্তা প্রেরণে সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতি কোনটি জনাব মুজাফ্ফরের প্রয়োজন পূরণে এর যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরঃ

ক. কোনো দেশের মুদ্রার মান সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ না করে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান বা বাজার পরিস্থিতির ওপর ছেড়ে দিলে মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

খ. দু'দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বলে। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ এরূপ তত্ত্ব সমর্থন করায় একে বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব বলা হয়ে থাকে।
এক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য কিছুতে কোনো কিছুর দাম যমনি নির্ধারিত হয় তেমনি অর্থের বিনিময় মূল্যও বৈদেশিক বাজারে এর চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়।

গ. দেশে টাকা পাঠানোর আগের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় না। কারণ টাকা পাঠাতে বিকল্প হওয়ায়।
আগেকার দিনে মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা পাঠালে অনেক সময় লেগে যেতো। আর বর্তমানে টাকা পাঠাতে দেরি হয় না। ২৪ ঘন্টার ভিতরে টাকা পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হলো ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি ট্রান্সফার ইত্যাদি।
জনাব মুজাফ্ফর সৌদী আরবে চাকরি করতে গিয়েছিলেন ২৫ বছর আগে। তখন তিনি মানি অর্ডারের মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাতেন। তখন অনেক সময় লেগে যেতো।

বর্তমানে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠানো শুরু হয়েছে। যা আধুনিক যুগে আধুনিক পদ্ধতিতে দ্রুততম সময় টাকা পেয়ে থাকে। তাই তিনি আগের পদ্ধতিতে টাকা পাঠানোর পদ্ধতি ব্যবহৃত করে না।

ঘ. অর্থ পাঠানোর বার্তা প্রেরণে সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতি হলো ই-মেইল। বর্তমানে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর জগতে ই মেইলে অর্থ প্রেরণে সবচাইতে জনপ্রিয় পদ্ধতি। এক্ষেত্রে প্রেরক ফিসহ অর্থ ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক প্রেরককে একটা গোপন কোড নং প্রদান করে। অতঃপর ব্যাংক ই-মেইল বাতার মাধ্যমে বিদেশস্থ শাখা বা বিদেশি প্রতিনিধি ব্যাংকে

প্রয়োজনীয় তথ্য ও অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয়। প্রাপক ব্যাংকের শাখায় উপস্থিত হয়ে উক্ত কোড নং জানায় এবং নিজের যথার্থতার প্রমাণপত্র হাজির করে সরাসরি অর্থ উত্তোলন করে। অবশ্য ব্যাংক হিসাবে অর্থ ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে এরূপ প্রমাণের কোনো হয়োজন হয় না।

জনাব মুজাফ্ফর ব্যাংকের এই দ্রুততম পদ্ধতিতে টাকা পাঠানোর বার্তা পাওয়ার পর সে এই পদ্ধতিতে টাকা পাঠায় এবং তার প্রয়োজন পূরণে এই পদ্ধতি যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পেরেছে।

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকার বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্যের জন্য উন্মুখ থাকে। এর উদ্দেশ্য কী শুধু ঋণ নিয়ে দেশের উন্নয়নের টাকাকে সচল রাখা। দেশের মুদ্রামান স্থিতিশীল রাখাও এর উদ্দেশ্য। আর এজন্য যা তাদের দিতে হয় সেটা আমাদের ভাবনায় আসে না। বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে দেশে বিদেশি মুদ্রার আগমন ঘটে। বিনিয়োগ এখানে দেশীয় মুদ্রায় হওয়ার কারণেতার অধিকাংশই দেশে থেকে যায়। ফলে এ অর্থকে আমরা প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারি।

ক. আয় ক্ষমতার সমতা তত্ত্বের উদ্ভাবক কে? ১

খ. স্বর্ণমান পদ্ধতি বলতে কী বুঝায়? ২

গ. বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিদেশি ঋণ সাহায্য নেওয়া কোন ধরনের প্রভাব পড়বে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিদেশি বিনিয়োগ আসলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ে- এ বক্তব্যের সাথে কী তুমি একমত? যুক্তি দাও। ৪

উত্তর:

ক. ক্রয় ক্ষমতার সমতা তত্ত্বের উদ্ভাবক হলেন গুস্টাভ ব্যাসেল।

খ. যে পদ্ধতিতে কোনো দেশ তাদের মুদ্রামান নির্দিষ্ট স্বর্ণমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত রেখে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে তাই বিনিময় হার নির্ধারণের স্বর্ণমান পদ্ধতি। প্রাচীনকালে স্বর্ণমান ব্যবস্থা জনপ্রিয় ছিল বর্তমানে এ ব্যবস্থা বিলুপ্ত প্রায়।

গ. বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিদেশি ঋণ সাহায্য নেওয়ার ফলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনগণের চাহিদা মেটানো প্রভৃতি কারণে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে যখন বিদেশি ঋণ সাহায্য নেয়া হয় তখন ঋণদাতা দেশ ঋণ গ্রহীতা দেশটিকে যে সুদের হারে ঋণ দেয় তা ঋণ গ্রহীতা দেশটির স্বাভাবিক সুদের হার থেকে বেশি থাকে। ঋণ গ্রহীতা দেশটি ভবিষ্যতে যখন ঋণ পরিশোধ করে তখন বৈদেশিক মুদ্রামান অস্থিতিশীল বা বেশি থাকতে পারে। এক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা দেশটির ব্যয় ও অধিক হয় যার প্রভাব পড়ে উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশসমূহে।

ঘ. বিদেশি বিনিয়োগ আসলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ে। আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

প্রতিটি দেশই তাদের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাক তা চায়। আমাদের দেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানে যদি বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় তবে বিদেশি বিনিয়েঅগ কারীরা অবশ্যই তাদের দেশের মুদ্রার মাধ্যমে লেনদেন করবে। অর্থাৎ বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এদেশে বিনিয়োগ করলে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার আগমন ঘটবে ফলে সার্বিকভাবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়বে। আর এ মুদ্রা তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসহ দেশের মুদ্রার মান স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

সপ্তম অধ্যায়:বৈদেশিক বিনিময়

অনুশীলনী সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বাংলাদেশে ডলারের মূল্যমান এক বছরের ব্যবধানে প্রায় ১৫% বেড়ে ৮৩ টাকায় দাঁড়াবে- এটা ভাবতেই পারেননি মি. তানভীর। অন্যান্য দেশে যখন ডলার অনেকটা চাপে রয়েছে তখন বাংলাদেশে এ ধরনের অবস্থা নিয়ে ব্যবসায়ী মহল শংকিত। আমদানিকৃত প্রতিটা জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে। গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা প্রথমত খুশী হলেও এখন তারাও দুশ্চিন্তায়। ব্যাংকার মি. ইসলামের ভাবনা, বিদেশি ঋণ ছাড় এবং বিদেশি বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি হলে এ অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে।

ক. বৈদেশিক বিনিময় কাকে বলে? ১

খ. ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ডলারের মূল্য বৃদ্ধিতে গার্মেন্টিস ব্যবসায়ীরা প্রথমত খুশী হয়েছিলেন কেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কী মি.ইসলামের ভাবনার সাথে একমত?মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জনাব মুজাফ্ফর সৌদী আরবে চাকরি করতে গিয়েছিলেন আজ থেকে ২৫ বছর আগে। তখন তিনি মানি অর্ডারের মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাতেন। পরে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠানো শুরু হয়। ব্যাংক দ্রুততম সময়ে টাকা পাঠানোর নানান পদ্ধতি চালু করে। এখন বার্তা পাওয়ার পর ব্যাংক সরাসরি তা প্রাপকের ব্যাংক হিসাব জমা করে দেয়। জনাব মুজাফ্ফর ভাবেন কত সহজ হয়েছে পদ্ধতি।

ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১

খ. বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণে চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বলতে কী বুঝায়? ২

গ. দেশে টাকা পাঠানোর আগের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় না কেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অর্থ পাঠানোর বার্তা প্রেরণে সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতি কোনটি? জনাব মুজাফ্ফরের প্রয়োজন পূরণে এর যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আগে স্বর্ণমান অনুযায়ী দু'দেশের মুদ্রার দান নির্ণীত হতো। কিন্তু এখন আর তা হয় না- এটা জানে মিস তাসফিয়া। সোনা কে কতটা সংরক্ষণ করলো কে তার হিসাব রাখে। আর কেউ সোনা রাখলো কী রাখলো না- তা দিয়ে হবেই বা কী? মিস তাসফিয়ার ভাবনা, এক দেশের মুদ্রা দিয়ে অন্য দেশের মুদ্রা কতটা কেনা যাচ্ছে সেটাই বিবেচ্য। আমাদের দেশে যদি আমেরিকান ডলারের দরকার বেশি হয় অথচ তাদের দেশের যদি আমাদের টাকার প্রয়োজন কম থাকে তবে আমাদের দেশে ডলারের দাম বেশি হবে- এটাই স্বাভাবিক।

ক. ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্বের জনক কে? ১

খ. বিদেশে অর্থ প্রেরণে অএগ কার্ডের ব্যবহার লিখ। ২

গ. মিস তাসফিয়া বিনিময় হার নির্ধারণে আগে যে পদ্ধতির উল্লেখ করেছে সেই সম্পর্কে ধারণা দাও। ৩

ঘ. মিস তাসফিয়া পরবর্তীতে যে পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ করেছে তার যথার্থ মূল্যায়ন কর। ৪

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় বিশ্ব জুড়ে এখন বড়ো ব্যবসায়। বাংলাদেশে ২০০৩ সালের ৩ মের পূর্ব পর্যন্ত বৈদেশিক বিভিন্ন মুদ্রার সাথে টাকার বিনিময় হার সরকার নির্ধারণ করে দিতো। এতে দেশের মুদ্রার প্রকৃত মান নিয়ে সর্বমহলে সংশয়

থাকতো। এরপর এ পদ্ধতির অবসান ঘটে। এখন আমাদের টাকার মূল্যমান বিদেশি মুদ্রার সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ণীত হয়। এমতাবস্থায় দু'টি দেশের নানান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবসায়ীরা চুটিয়ে ব্যবসায় করে থাকেন।

ক. বৈদেশিক বিনিময় কী? ১
খ. ট্রাভেলার্স চেক সম্পর্কে ধারণা দাও। ২
গ. বাংলাদেশের মুদ্রাকে কোন ধরনের মুদ্রা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মুদ্রা ব্যবসায়ীরা চুটিয়ে ব্যবসায় করতে পারার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আমাদের মতো দেশের সরকারগুলো বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্যের জন্য উন্মুখ থাকে। এর উদ্দেশ্য কী শুধু ঋণ নিয়ে দেশের উন্নয়নের চাকাকে সচল রাখা। দেশের মুদ্রামান স্থিতিশীল রাখাও এর উদ্দেশ্য। আর একজন্য যা তাদের দিতে হয়- সেটা আমাদের ভাবনায় আসে না। বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে দেশে বিদেশি মুদ্রার আগমন ঘটে। বিনিয়োগ এখানে দেশীয় মুদ্রায় হওয়ার কারণে তার অধিকাংশই দেশে থেকে যায়। ফলে এই অর্থকে আমরা প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারি।

ক. বৈদেশিক বিনিময় হার কী? ১
খ. স্বর্ণমান পদ্ধতি বলতে কী বুঝায়? ২
গ. বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিদেশি ঋণ সাহায্য নেয়ার প্রভাব কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বৈদেশিক বিনিয়োগ আসলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ে- এই বক্তব্যের সাথে কী তুমি একমত? মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সোলেমান একটি প্রতিষ্ঠানে ছোট চাকরি করেন। কিন্তু তিনি নিজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রেফ্রিজারেটর কেনার জন্যে ব্যাংক থেকে ঋণ নিলেন এবং ঋণের অর্থ পরিশোধ করলেন। এবার তিনি অবসরে গেলেন। এখন তিনি ভাবছেন এবার ঋণ নিয়ে মজুত ব্যবসায় করবেন।

(ক) বৈদেশিক বিনিময় কী? ১
(খ) স্বর্নমান এলাকা বলতে কী বোঝ? ২
(গ) উদ্দীপক সোলেমানের রেফ্রিজারেটরের ঋণটি কোন ধরনের ব্যাংক ঋণ-ব্যাখ্যা করো। ৩
(ঘ) উদ্দীপক সোলেমান মজুত ব্যবসায় করার জন্যে ব্যাংক থেকে কী ধরনের ঋণ পেতে পারেন-ব্যাখ্যা করো। ৪

৭। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জনাব সুমন ঠাকুরগাঁও এর একজন ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসায়ীক লেনদেন সম্পন্ন করার জন্যে চেক ব্যবহার করেন। কিন্তু একদিন তিনি টাকা উত্তোলনের জন্যে চেক বইটি খুঁজতে গিয়ে দেখলেন তার লিখিত একটি চেক নেই। বিষয়টি জনাব সুমন প্রথমে টেলিফোনে, পরে লিখিতভাবে তার ব্যাংকের নিকট উপস্থাপন করেন। কারণ জনাব সুমন জানেন চেকটি যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং জনাব সুমনের হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল আর হিসাবে পর্যন্ত অর্থ থাকলে, চেক সঠিকভাবে তৈরি হলে এবং আইনগত কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে ব্যাংক চেকের টাকা প্রদানে বাধ্য থাকে।

(ক) ভাসমান মুদ্রা কী? ১
(খ) বৈদেশিক বিনিময় হার বলতে কী বোঝ? ২
(গ) চেক খুঁজে না পাওয়ায় জনাব সুমন কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন? বর্ণনা করো। ৩
(ঘ) কোন অবস্থায় ব্যাংক চেকের অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকে বলে জনাব সুমন মনে করেন? বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। নিচের উদ্দীপকটি লক্ষকর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

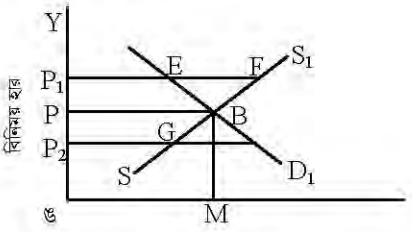

বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান

(ক) জমাতিরিক্ত জামানত কী? ১
(খ) অফশোর ব্যাংক বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) চাহিদা ও যোগান পদ্ধতিতে কোন বিন্দুতে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
(ঘ) বিন্দুই ভারসাম্য বিন্দু এবং ঙচ হচ্ছে বিনিময় হার উপরি-উক্ত চিত্রের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

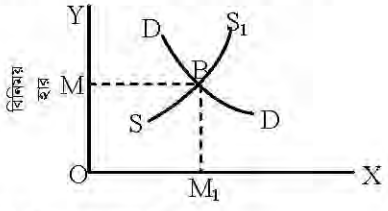

(ক) জমাতিরিক্ত জামানত কী? ১
(খ) SWIFT বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) চাহিদা ও যোগান পদ্ধতিতে কোন বিন্দুতে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
(ঘ) চাহিদা ও যোগান সমতাতত্ত্বে কোন প্রকৃতির পণ্য আমদানি রপ্তানির বিষয় বিবেচনা করা হয়? বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সোলেমান একটি প্রতিষ্ঠানে ছোট চাকরি করেন। কিন্তু তিনি নিজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রেফ্রিজারেটর কেনার জন্যে ব্যাংক থেকে ঋণ নিলেন এবং ঋণের অর্থ পরিশোধ করলেন। এবার তিনি অবসরে গেলেন। এখন তিনি ভাবছেন এবার ঋণ নিয়ে মজুত ব্যবসায় করবেন।

(ক) বৈদেশিক বিনিময় কী? ১
(খ) স্বর্নমান এলাকা বলতে কী বোঝ? ২
(গ) উদ্দীপক সোলেমানের রেফ্রিজারেটরের ঋণটি কোন ধরনের ব্যাংক ঋণ-ব্যাখ্যা করো। ৩
(ঘ) উদ্দীপক সোলেমান মজুত ব্যবসায় করার জন্যে ব্যাংক থেকে কী ধরনের ঋণ পেতে পারেন-ব্যাখ্যা করো। ৪

অধ্যায় ৮

বিমা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা
Basic Concept of Insurance

১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জীবনে কখনও বিমা করবেন, এটা ভাবেনি মি. সজল সাহা। তার ধারণা মানুষের জীবনে ও সম্পদে ঝুঁকি থাকবেই, কিন্তু সেই বিপদ বা ঝুঁকি অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া এটা এক ধরণের হার জিতের খেলা। কিন্তু এখন দেখছেন বিমা না করে উপায় নেই। এক পর্যায়ে তিনি, তার গাড়ী, বাড়ি ও কারখানার বিমা করতে হয়। এখন নিজেরটাই বাকি। তিনি ভাবছেন সবক্ষেত্রেই যখন বিমা করা হচ্ছে তা হলে নিশ্চয়ই এর উপযোগিতা রয়েছে।

ক. দায় বিমা কী? ১

খ. বিমার ক্ষেত্রে স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি বুঝিয়ে বল। ২

গ. মি. সজল সাহা প্রথমে বিমাকে কোন ধরনের খেলা বলে মনে করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. সজল সাহা নিজের বিমা বলতে কোন ধরণের বিমা করার কথা বলা হয়েছে? বর্তমানে সর্বক্ষেত্রে বিমার গ্রহণ যোগ্যতা রয়েছে উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তরঃ

ক. বিপদ বা দূর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট দায়ের ঝুঁকি চুক্তির মাধ্যমে বিমা কোম্পানির ওপর ন্যস্ত করা হলে তাকে দায় বিমা বলে।

খ. বিমার ক্ষতিগ্রস্থ সম্পদের মূল্য পরিশোধের পর বিমা গ্রহিতা কর্তৃক বিমাকারীর নিকট মালিকানা স্বত্ত্ব হস্তান্তরিত হওয়াকে স্থলাভিষিকতার নীতি বলে।

সম্পত্তি বিমার বেলায় শুধুমাত্র এরূপ নীতি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যদি একটি জাহাজ সমুদ্রে ডুবে যায় তবে উক্ত বিমা দাবি সম্পূর্ণ পরিশোধের পর ডুবন্ত জাহাজটির মালিক হয় বিমা কোম্পানি। এটাই হলো স্থলাভিষিক্ততার নীতি।

গ. মি. সজল শাহা প্রথমে বিমাকে জুয়াখেলা বা বাজি হিসেবে মনে করেছিলেন। কোনো অনিশ্চিত ঘটনাকে নিশ্চিত ধরে কোনো বিষয়ে একমত হওয়াকে বাজি বা বাজি সম্মতি বলে।

উদ্দীপকে উল্লেখিত মি. সজল শাহা প্রথমে বিমাকে একটি বাজী খেলা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যার ভবিষ্যত অনিশ্চিত। ভবিষ্যতে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে। আবার নাও ঘটতে পারে। কিন্তু দুটো পক্ষ একটা ফল আগেই নির্ধারণ করে তার পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে একমত হয়। কোনো অনিশ্চিত অবস্থাকে নিশ্চিত ধরে নেয়া আইন সম্মত নয়। তাই এটি কোনো চুক্তির মধ্যে পড়ে না। কিন্তু বিমা সম্পূর্ণ একটি আইন সম্মত প্রক্রিয়া বা আইনি চুক্তি।

ঘ. মি. সজল সাহার নিজের বিমা বলতে জীবন বিমার কথা বলা হয়েছে।
যে বিমা চুক্তি দ্বারা বিমাকারী প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমা গ্রহীতাকে বা মনোনীত ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা করে তাকে জীবন বিমা বলে।

বর্তমানে সর্বক্ষেত্রেই বিমার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মানুষের জীবন ও জীবিকা নানা রকম বিপদাপদে বেষ্টিত।

একটি রোগ ব্যাধি ও দুর্ঘটনায় যেমন নিঃশেষ হতে পারে একটি জীবন তেমনি বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে সমগ্র সম্পদ। এরূপ অবস্থায় অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে যেতে পারে ব্যক্তি, পরিবার তথা প্রতিষ্ঠান। যে বিষয়টি মি. সজল সাহা শেষের দিকে বুঝতে পেরেছেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে এরূপ ক্ষতিজনিত ও অনিশ্চয়তার হাত থেকে আর্থিকভাবে রক্ষা পাবার একটি প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হলো বিমা।

২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বিমাকে একটা ব্যবসায় হিসাবে মেনে নিতে পারছেনা মিতু। বান্ধবী সেতু বললো, মনে কর ৫০০ জাহাজ সমুদ্রে চলছে। প্রত্যেকের ডোবার ভয় আছে। দেখা গেল বছরে গড়ে হাজারে ১টা জাহাজ ডোবে। জাহাজের মূল্য ১ কোটি টাকা। এখন যদি কোন কোম্পানি বছরে প্রতি জাহাজ থেকে ১৫ হাজার টাকা করে নেয় আর এটাকে ব্যবসায় হিসাবে গ্রহণ করে তবে সমস্যা কী? মনে কর এ ধরনের ব্যবসায় নেই, তাহলে যে ব্যবসায়ীর জাহাজ ডুবলো তার অবস্থা কী হবে? একজন পথে বসুক এটা কী কাঙ্খিত হতে পারে। বিমা বৈধ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তাই এটা কল্যাণকর ব্যবস্থা।

ক. বিমা কী? ১

খ. জীবন বিমা বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বিমাকে কোন ধরনের ব্যবস্থা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিমা কোন ধরনের প্রতিরক্ষা গড়ে তোলে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তর :

ক. মানুষের জীবন ও সম্পত্তিকে ঘিরে যে বিপদ বা ঝুঁকি বিদ্যমান তার বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই হলো বিমা।

খ. মানুষের জীবন সংশ্লিষ্ট বিপদের ঝুঁকির বিপক্ষে সম্পাদিত বিমা চুক্তি মানুষের মৃত্যুতে তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ যেমনি আর্থিক দুর্দশার শিকার হয় তেমনি তার বার্ধক্য, অসুস্থতা, পঙ্গুত্ব ইত্যাদি কারণে সে নিজেও আর্থিক দুরাবস্থার শিকার হতে পারে। তাই জীবন বিমায় জীবন সংশ্লিষ্ট ক্ষতির বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

গ. উদ্দীপকে বিমাকে ঝুঁকি বন্টন ব্যবস্থা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।

মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবেলার ব্যবস্থা হলো বিমা। এই বিমা ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রথমত সমবায় বা সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বিকাশিত হয়েছে। সে কারণে অনেকেই বিমাকে ঝুঁকি বন্টনের ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন।

একটি বিমা প্রতিষ্ঠানে অনেক বিমা গ্রহীতা থাকলেও সকলের দুর্ঘটনা জনিত ঝুঁকি একত্রে সৃষ্টি হয় না, হয় গুটি কয়েকের। কিন্তু বিমাকারী সকলের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রিমিয়াম লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে তহবিল বৃদ্ধি করে। ফলে মাত্র কয়েকজনকে বিমাকারী কর্তৃক প্রচ- দাবি অন্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রিমিয়াম হতে পূরণ হয়ে যায়। উদ্দীপকের আলোকে বলা যায় এ বিমা অবশ্যই ঝুঁকি বণ্টন ব্যবস্থা।

পরিশেষে বলা যায় বিমা হলো সম্ভাব্য বিপদ বা ঝুঁকি মোকাবিলার একটি সম্মিলিত আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। তাই উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়– যে, বিমা হলো ঝুঁকি বণ্টনের যৌথ ব্যবস্থা।

ঘ. বিমা আর্থিক প্রতিরক্ষা গড়ে তোলে।

বিমা চুক্তির পিছনে বিমাগ্রহীতার মূল উদ্দেশ্য থাকে সম্ভাব্য বিপদ ও দুর্ঘটনার বিপক্ষে আর্থিক নিরাপত্তা লাভ করা। বিপদ ও দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষ যেন আর্থিক দুর্গতির শিকার না হয় এবং সেই অবস্থায়ও যাতে আর্থিকভাবে নিরাপদ থাকে এজন্য বিমা গ্রহীতা বিমাপত্র সংগ্রহ করে থাকে।

উদ্দীপকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিমা করলে বিমা গ্রহীতা তার বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে সে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকে যা মূলত আর্থিক প্রতিরক্ষার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে।

পরিশেষে বলা যায় বিমার কাজ হলো বিমাকৃত জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হলে তার প্রতিরক্ষা বিধান বা আর্থিক প্রতিশ্রুতি পূরণ করা। জীবন বিমার ক্ষেত্রে মেয়াদের মধ্যে ব্যক্তি মারা গেলে বা মেয়াদ পূর্তিতে যেমনি বিমা কোম্পানি প্রতিশ্রুতি অর্থ প্রদান করে, তেমনি সম্পত্তি বিমার ক্ষেত্রে ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মিলন কলেজ থেকে প্রতিদিন বাসে মতিঝিল হয়ে বাসায় ফেরে। রাস্তায় জ্যামে পড়ে বাসে বসে সে রাস্তার দু'পাশের সাইনবোর্ডগুলো পড়ে। ডেল্টা লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, কর্ণফুলী ইনস্যুরেন্স কোম্পানী এভাবে কারো নামের সাথে 'লাইফ' আছে কারোও নামের সাথে নেই। বিমা অধ্যায়ে সে পড়েছে যে বিমা প্রধানত দু'প্রকার। উভয়ের উদ্দেশ্যই হলো ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ক. ক্ষতিপূরণের নীতি কি? ১

খ. বিমাকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয় কেন? ২

গ. মিলনের দেখা প্রথম বিমা সুবিধা প্রদান কোম্পানিটি কোন ধরনের বিমা করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিলনের দেখা প্রথম সাইনবোর্ড প্রদত্ত বিমার সাথে দ্বিতীয় সাইনবোর্ডের প্রদত্ত বিমার পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর :

ক. বিমার ক্ষেত্রে ক্ষতি সংঘটিত হলে বিমাকারী নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম গ্রহণের বিনিময়ে চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতার ক্ষতিপূরণ করার জন্য যে নীতি অনুসরণ করে তাকে ক্ষতিপূরণের নীতি বলা হয়।

খ. বিমা চুক্তিতে বিমাগ্রহীতা এবং বিমাকারী পরস্পরের নিকট প্রদত্ত তথ্যাবলি সম্পূর্ণ সঠিক। এরুপ ধারণার ওপর পরস্পর বিমা চুক্তিতে আবদ্ধ হয় বলে বিমাকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

গ. মিলনের দেখা প্রথম বিমা কোম্পানিটি জীবন বিমা সুবিধা প্রদান করে।

বিমাকারী প্রতিষ্ঠান যখন মানুষের জীবনকে বিষয়বস্তু করে বিমা করে থাকে তাকে জীবন বিমা বলে।

উদ্দীপকে উল্লেখিত মিলনের দেখা প্রথম প্রতিষ্ঠানটি হল 'ডেল্টা লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি'। বিমাকারী প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়াম বা সেলামি পরিশোধের প্রতিদান হিসেবে বিমা গ্রহীতার মৃত্যুতে অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ঘ. মিলনের দেখা প্রথম সাইনবোর্ড প্রদত্ত বিমার সাথে দ্বিতীয় সাইনবোর্ড প্রদত্ত বিমার পার্থক্য হলঃ প্রথম কোম্পানটি জীবন বিমা ও দ্বিতীয় কোম্পানিটি সাধারণ বিমা সুবিধা প্রদান করে।
যে বিমার বিষয়বস্তু মানুষের জীবন ও জীবিকা তাকে জীবন বিমা বলে। যে বিমার বিষয়বস্তু সম্পদ ও সম্পত্তি তাকে সাধারণ বিমা বলে।

উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রথম বিমা কোম্পানির বিষয় মানুষের জীবন এবং দ্বিতীয় বিমা কোম্পানির বিষয়বস্তু হল সম্পত্তি।
জীবন বিমার সাথে সাধারণ বিমার পার্থক্য হল-

জীবন বিমায় সাধারণত একাধিক কিস্তিতে প্রিমিয়াম প্রদান করা হয়। সাধারণ বিমায় একবারই বিমার প্রিমিয়াম প্রদান করা হয়। জীবন বিমা হল আর্থিক নিশ্চয়তার চুক্তি এবং সাধারণ বিমা হল ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মমিন সাহেব জীবনের সর্বস্ব দিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাস ক্রয় করেন। তিনি বাসটি ঢাকা, গাজীপুর রোডে পরিচালনা করেন। একদিন বাসটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে দিয়ে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিমা কোম্পানির নিকট থেকে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ পাওয়ায় মমিন সাহেব বড় রকমের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেল। অন্যথায় তাঁর পথে বসার উপক্রম হত।

ক. কোন বিমা পারিবারিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে? ১

খ. বিমার কোন অপরিহার্য শর্তটি আর্থিক হতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মমিন সাহেব যে ধরণের বিমা করেছিলেন তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. মমিন সাহেবের জীবনে বিমার কোন গুরুত্বটি বিশেষ ভূমিকা রেখেছে? মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরঃ

ক. জীবন বিমা পারিবারিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।

খ. বিমার "বিমাযোগ্য স্বার্থ" শর্তটি আর্থিক হতে হবে।

বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে মালিকানা স্বত্ব বা আর্থিক স্বার্থকে বুঝায়। এটি হলো বিমার বিষয়বস্তু বিমাগ্রহীতার এমন একটি আর্থিক স্বার্থ যার অস্তিত্বে বা নিরাপত্তায় যে আর্থিকভাবে লাভবান হয় এবং না থাকলে সে আর্থিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

গ. মমিন সাহেব মোটরগাড়ি বা যানবাহন বিমা করেছিলেন।

যে বিমা চুক্তি দ্বারা চালকের অসাবধানতা অগ্নি অথবা অন্যান্য কারণে মটরযানের ক্ষতি, পথচারী ও যাত্রীর জীবণাবসান বা পঙ্গুত্বজনিত ক্ষতির বিপরীতে আর্থিক সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, তাকে মোটরগাড়ি বা যানবাহন বিমা বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে যে, মমিন সাহেবের যে সম্পত্তিটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটি একটি যাত্রীবাহী বাস। মোটরগাড়ি বলতে এখানে মোটরসাইকেল প্রাইভেট কার, বাস, মিনিবাস, ট্রাক ইত্যাদিকে বুঝায়। এরূপ বিমাপত্রের দ্বারা কোন ক্ষতি হলে উক্ত ক্ষতির দায় হতে বিমা গ্রহীতাকে রক্ষা করে।

ঘ. মমিন সাহেবের জীবনে বিমার আর্থিক নিরাপত্তা বিধান বিষয়টি বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

ব্যক্তির মৃত্যুতে বা শারীরিক অক্ষমতায় বিমাকারী যেমনি আর্থিক নিশ্চয়তা বিধান করে, তেমনি সম্পত্তির ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে যে, মমিন সাহেবের বাসটি খাদে পড়ে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বাসটি বিমা করা থাকার কারণে তিনি বিমা কোম্পানির নিকট থেকে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ পাওয়ায় তিনি বড় রকমের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেলেন।

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অন্তহীন অনিশ্চিয়তাস রয়েছে। বিমা মানুষের ব্যক্তিগত অনিশ্চয়তা দূর করে মানুষের চলার পথকে চিন্তামুক্ত করে। নির্ধারিত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমা গ্রহীতা বিমাকৃত ঝুঁকি সম্পর্কে নিশ্চয়তা বোধ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান বিষয়টি মমিন সাহেবের জীবনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। অন্যথায় তার পথে বসার উপক্রম হত।

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. মুহিত বিদেশ হতে চিনি আমদানি করেন। প্রিমিয়াম দেয়া অহেতুক মনে করে তিনি ১ম বার বিমা না করায় জাহাজ ডুবিতে তার সব পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। এতে তিনি মূলধন হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। তাই ২য় বার বিমা করার ফলে

দুর্ঘটনায় ক্ষতির বিপক্ষে বিমা কোম্পানী থেকে পাওনা বুঝে নিয়েছেন। এভাবে মি. মুহিত প্রতিবন্ধকতা দূর করে ব্যবসায়কে সচল রেখেছেন।

ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? ১

খ. নিশ্চয়তার চুক্তি বলতে কী বুঝায়? ২

গ. মি. মুহিতের ব্যবসায়ে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ২য় বার বিমা করায় মি. মুহিত বিমাকারী কর্তৃক ন্যায্য পাওনা বুঝে পেয়েছেন বিমার কোন নীতির জন্য? তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

উত্তরঃ

ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর উপর বিমাগ্রহিতার আর্থিক স্বার্থকে বুঝায়, যে স্বার্থ থাকলে বিমাগ্রহীতা লাভবান হয় না থাকলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

খ. বিমাতে প্রথম ও প্রধান কাজ হলো নিশ্চয়তা প্রদান। আর বিমা একটি নিশ্চয়তার চুক্তি।

সম্ভাব্য ক্ষতির বিপক্ষে বিমা আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। যুক্তি সঙ্গত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে এরূপ নিশ্চয়তা বিধানের ফলেই বিমা গ্রহীতা তার বা তার আপন জনের জীবন ও সম্পত্তি বিমা করতে উৎসাহিত হয়।

গ. মি. মুহিতের ব্যবসায়ে ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল।

বিমা হলো ঝুঁকি বণ্টনের একটি সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকি মোকাবেলার প্রক্রিয়াই হলো বিমা ব্যবস্থা। ব্যবসায়ে যে অনিশ্চয়তা বিদ্যমান তা হতে ঝুঁকির উৎপত্তি। এই ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতার জন্য ব্যবসায়ীরা পণ্য, জাহাজ, অগ্নিকা-, জীবন সংক্রান্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা বিমা করে বিমা কারীকে ঝুঁকি বণ্টন করে দেয়।

মি. মুহিত আমদানিকারক হিসেবে বিদেশ হতে চিনি এনে ব্যবসায় করেন। এই পণ্যটি সমুদ্র পথে জাহাজে করে আনতে হয়। আর জাহাজ ডুবিসহ অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের বিপদে পড়ে জাহাজ ও চিনি ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। এই ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতার জন্য চিনি নষ্ট হয়ে যায় এবং মি. মুহিত ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

ঘ. ২য় বার বিমা করায় বিমাকারী কর্তৃক ন্যায্য পাওনা বুঝে পেয়েছে বিমার আর্থিক ক্ষতিপূরণ নীতির জন্য।

বিমার একটি অপরিহার্য নীতি হলো আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি। বিমা হলো সম্ভাব্য ক্ষতি বা আংশিক দুরবস্থার বিপক্ষে আর্থিক ক্ষতিপূরণের একটি ব্যবস্থা। এই নীতির ফলে চুক্তিতে উল্লেখ্য কোন কারণে বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানী ক্ষতিপূরণ করে।

উদ্দীপকে মি. মুহিত বিদেশ হতে চিনি আমদানি করে ব্যবসায় করেন। তিনি ১ম বার বিমা না করায় তার পণ্যের যে ক্ষতি হয়েছিল তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ পাননি। কিন্তু ২য় বার বিমা করায় দুর্ঘটনা ঘটে এবং বিমাচুক্তির শর্ত অনুযায়ী ও বিমার নীতি অনুযায়ী বিমাকারী মি. মুহিতকে তার ন্যায্য পাওনা ক্ষতিপূরণ হিসেবে বুঝিয়ে দিয়েছে।

সুতরাং বলতে পারি যে ২য় বার মি. মুহিত বিমাকারী কর্তৃক ন্যায্য পাওনা বুঝে পেয়েছে বিমার ক্ষতিপূরণ নীতির জন্য। এতে কোন সন্দেহ নেই।

৬। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

রুমার পিতা একজন বড় ব্যবসায়ী। তাকে বিভিন্ন ধরনের বিমা করতে হয়। একদিন রুমার টেবিলে ব্যাংকিং ও বিমা বইটা দেখে তিনি পড়লেন। রুমাকে বললেন, আমাদের কারখানা, গাড়ি ইত্যাদি নানান বিষয় বিমা করতে হয়েছে। কিন্তু তার মনে ধারণা ছিল বিমা ব্যবসায় একটা ফটকা ব্যবসায়। ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ করে নইলে নয়। কিন্তু এটা যে একই ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ঝুঁকি বণ্টন করে তাতো ভাবিনি। এটা যে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায় তাতো মনে আসেনি। তাহলে তো বিমা একটা কল্যাণকর ব্যবস্থা।

ক. বিমা চুক্তি কী ? ১

খ. বিমা চুক্তিতে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক বলতে কী বুঝায়? ২

গ. রুমার বাবা এতদিন কোন ধরনের বিমা করেছেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রুমার পিতার মনে হয়েছে বিমা একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা। তার মতের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. মানুষের জীবন বা সম্পত্তির ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবিলার কৌশলই হলো বিমা বা বিমা চুক্তি।

খ. বিমা চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত উভয়পক্ষের মধ্যে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পক্ষসমূহ একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত আচরণ করতে বাধ্য থাকে। অর্থাৎ পক্ষসমূহ চুক্তি সংশ্লিষ্ট আবশ্যকীয় সকল তথ্য অপরের নিকট স্বেচ্ছায় প্রকাশ করবে এটাই ধরে নেয়া হয়।

বিমা চুক্তির ফলে বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে এমন সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় যে, এক পক্ষ অপর পক্ষকে বিমাচুক্তির বিষয়ে সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য জানাতে আইনত বাধ্য থাকে। অন্যথায় বিমাচুক্তি বাতিল বলে গণ্য হয়। এজন্যই বিমা চুক্তিকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়ে থাকে।

গ. রুমার বাবা এতদিন সম্পত্তি বিমা করেছেন।

সম্পত্তি বিমার ক্ষেত্রে বিমাকৃত সহায়-সম্পদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতি হলে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিমাগ্রহীতাকে সে মতো ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয়। এরূপ বিমাচুক্তিতে প্রিমিয়াম একবারেই প্রদত্ত হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্ষতি হলেই শুধুমাত্র এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন আসে অন্যথায় প্রাপ্ত প্রিমিয়াম কোম্পানির লাভ হিসেবে গণ্য হয়।

উদ্দীপকের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাচ্ছে যে, রুমার পিতা একজন ব্যবসায়ী। তার কারখানা, গাড়ি ইত্যাদি নানান বিষয়ে বিমা করা হয়েছে যা সম্পত্তি বিমার আওতায় পড়ে।

ঘ. রুমার পিতার মনে হয়েছে বিমা একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা- এ বিষয়ের সাথে আমি একমত।

বিমা হলো সম্ভাব্য বিপদ বা ঝুঁকি মোকাবিলার একটি সম্মিলিত আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এরূপ হাজারো মানুষের জীবন ও সম্পত্তিকে বিমা করে কার্যত-বিমা কোম্পানি তাদের এ ঝুঁকিকে সবার মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করে। তাই বলা হয়ে থাকে যে, বিমা হলো ঝুঁকি বণ্টনের যৌথ ব্যবস্থা।

যেহেতু বিমাগ্রহীতারা সবাই মিলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির পাশে এসে দাঁড়ায় এবং তার ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করে এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি পূণরায় তার অবস্থায় ফিরে আসতে পারে তাই রুমার পিতার এটাকে কল্যাণকর বলে মনে করাটা অযৌক্তিক নয়।

দ্বিতীয় খ-: বিমা
অষ্টম অধ্যায়: বিমা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা
অনুশীলনী সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গড়ে ওঠে বিমা ব্যবসায়। তবে মানুষকে নিয়ে এ ব্যবসায় শুরু হয়নি। ক্লাসে বললেন সরকার স্যার। মোনার প্রশ্ন মানুষের জীবনের চেয়ে দেখছি সম্পত্তির বিষয়টিই মানুষকে বেশি ভাবিত করেছে? আচমকা প্রশ্নে স্যার কিছুটা বিব্রত, বিষয়টা তো তা-ই। স্যারের জবাব, যখন যার ক্ষতি মানুষকে অধিকতর অসহায় করেছে, তখনই ঐ বিমার উদ্ভব ঘটেছে। শিল্প বিপ্লবের পর যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় পরিবার-পরিজন নিয়ে ভেবেছে মানুষ। আর এক্ষেত্রে দুরাবস্থার হাত থেকে রক্ষায় নিশ্চয়তার চুক্তি হিসেবে নতুন বিমার উদ্ভব ঘটেছে।

ক. ঝুঁকি কী? ১

খ. বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী কোন বিমার মধ্যে দিয়ে বিমা ব্যবসায়ের প্রচলন ঘটেছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার পর কোন ধরনের বিমার প্রচলন ঘটে? এর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মিলন ঢাকা সিটি কলেজের ছাত্র। সে প্রতিদিন বাসে মতিঝিল হয়ে বাসায় ফেরে। রাস্তায় জ্যামে থাকায় সে কী আর করবে, দু'পাশের সাইনবোর্ডগুলো পড়ে। ডেল্টা লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, বর্ণফুলী ইনস্যুরেন্স কোম্পানী এভাবে কারো নামের সাথে 'লাইফ' আছে কারোও নামের সাথে নেই। বিমা অধ্যায়ে সে পড়েছে বিমা প্রধানত দু'প্রকার। যা মানুষের দু'ধরনের প্রয়োজন পূরণ করে এবং উভয়েরই উদ্দেশ্য হলো ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ক. বিমা ব্যবসায়ে সদ্বিশ্বাসের নীতি কী? ১

খ. বিমা কী জুয়াখেলা বুঝিয়ে বলো? ২

গ. মিলন প্রথমে যে কোম্পানির সাইবোর্ড পড়েছে তা কোন ধরনের বিমা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিলনের দেখা আরেকটা সাইনবোর্ড কোন ধরনের বিমা? প্রথম দেখা বিমার সাথে এর পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ফাহিমের মাথাই যত উদ্ভট চিন্তা। সে ভাবে যে মানুষটার কতদিন পরেই মারা যাওয়ার সম্ভাবনা তার জীবন বিমা করলে ঠকার সম্ভাবনা নেই। ভাঙ্গা গাড়ি বিমা করলে গাড়িতে নানা সমস্যা হবেই, তাই বিমা করে টাকা পাওয়া যাবে। তার বন্ধু আকন্দ বললো, যার তার ওপর বিমা করা যায় না। ভাঙ্গা গাড়ি বিমা করে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে- বিমা কোম্পানি এতো পাগল ভেবো না। বিমা জুয়া খেলা নয়। অনেক নিয়ম নীতি ও হিসাব-নিকাশের মধ্য দিয়ে এই ব্যবসায় চলে।

ক. বিশ্বস্ততা বিমা কী? ১

খ. আনুপাতিক সাহায্যের নীতি বুঝিয়ে বলো। ২

গ. যার তার ওপর বিমা করা যায় না বলতে কোন নীতির ইঙ্গিত মিলেছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আকন্দ বলেছে, বিমা জুয়া খেলা নয় তবে কী? এটা বলার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বিমার প্রথম ক্লাসে স্যার বললেন, মানুসের জীবন ও সম্পত্তিকে ঘিরে যে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান তার বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই হলো আজকের বিমা ব্যবস্থা। পরদিন ক্লাসে বললেন, বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি। ক্ষতি হলে তা পূরণ করা বিমার কাজ। অবশ্য বিমা নিশ্চয়তারও চুক্তি। যে কারণে দু'ধরনের বিমার প্রচলন আমরা সমাজে দেখতে পায়।

ক. আজীবনী বিমাপত্র কী? ১

খ. জীবন বিমায় মৃত্যুহার পঞ্জি বলতে কী বুঝায়? ২

গ. স্যার বিমাকে ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলেছেন কেন- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্যার উদ্দীপকে দু'ধরনের বিমার প্রতি নির্দেশ করেছেন। উভয়ের কার্যকারিতা মূল্যায়ন কর। ৪

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

রবি এন্ড ব্রাদার্স ২০,০০,০০০ টাকার সম্পত্তি ১৫,০০,০০০ টাকায় বিমা করে। পরে ঐ সম্পত্তি চুক্তিতে উল্লিখিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। ক্ষতির পূর্বে তার প্রকৃত মূল্য ছিল ১৮,০০,০০০ টাকা। কিন্তু বিমা কোম্পানির নিকট থেকে ১৫,০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে। রেহানা, রবিকে বললেন যদি সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য ১৩,০০,০০০ টাকা হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে শুধুমাত্র ১৩,০০,০০০ টাকাই পাওয়া যাবে।

ক. প্রিমিয়াম কী? ১

খ. জাতীয় সম্পদ রক্ষায় বিমার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রবি এন্ড ব্রাদার্স কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রেহানার বক্তব্য অনুযায়ী বিমা কোম্পানি কেন ১৩,০০,০০০ টাকার বেশি ক্ষতিপূরণ করবে না বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ঢাকার কচই স্কুল এন্ড কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র পলাশের বিমা সম্পর্কে ধারণা কম। তাই তার বন্ধু সাব্বির তাকে একদিন বলল যে, তুমি যদি তোমার কোনো সম্পত্তির জন্যে বিমা করতে বিমাকারীর কাছে যাও তবে তোমাকে ১৮ বছরের বেশি বয়স হতে হবে এবং সম্পত্তির ওপর তোমার আর্থিকভাবে নিয়মিত প্রিমিয়াম প্রদানসহ কিছু শর্ত তোমাকে মানতে হবে। তবে এক্ষেত্রে বিমাকারী বিমার মাধ্যমে মূলধন গঠন, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যেই তার কাজ সম্পন্ন করে বলে সাব্বির পলাশকে জানায়। সাব্বির আলোচনার প্রেক্ষিতে আরও বলে বিমাকারী এবং বিমা গ্রহীতার ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকলেও এসবের আলোকেই মূলত বিমা চুক্তি সম্পন্ন হয়।

ক. ALICO এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সাধারণ বিমা বলতে কী বোঝ? ২

গ. বিমা চুক্তি করতে হলে পলাশকে চুক্তির বিশেষ যে সব শর্ত মানতে হবে তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বিমাকারীর উদ্দেশ্যকে সাব্বির কীভাবে উপস্থাপন করেছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

অধ্যায় ৯

জীবন বিমা
Life Insurance

১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. ভট্টাচার্য ৩০ বছর আগে জীবন বিমা করেছিলেন, নিয়মিত প্রিমিয়াম প্রদান করেন। কিন্তু বর্তমানে সেটা চালাতে পারছেন না। বিমাকারী তাকে কিছু অর্থ নিয়ে বিমাপত্রটি ছেড়ে দিতে বললেন। তিনি এটাকে ভালো পরামর্শ বলেই ধরে নিলেন।

ক. গোষ্ঠী বিমা কী? ১

খ. বৃত্তি বিমাপত্র বলতে কী বুঝায়? ২

গ. মি. ভট্টাচার্য কোন ধরনের বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিমা কর্মকর্তা জীবন বিমার কোন বৈশিষ্ট্যটির মাধ্যমে উত্তরণের পরামর্শ দিয়েছেন? উত্তরের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা তুলে ধর। ৪

উত্তরঃ

ক. যে বিমা ব্যবস্থায় একটা বিশেষ গোষ্ঠীর অনেক সংখ্যক ব্যক্তির জীবনকে একক চুক্তির আওতায় এনে একত্রে বিমা করা হয় তাকে গোষ্ঠী বিমা বলে।

খ. বিমাদাবী পরিশোধের পদ্ধতির ভিত্তিতে বৃত্তি বিমাপত্র অন্যতম।

এরুপ বিমাপত্রের মাধ্যমে বিমাদাবী বা বিমাঅঙ্ক একবারে পরিশোধ করা হয় না। বিমাপত্রে উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী দাবি উত্থাপিত হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময় পর পর কিস্তিতে বা বৃত্তি হিসেবে এরূপ অর্থ বিমাকারী পরিশোধ করে। অবসর জনিত বা বার্ধক্য জনিত অসহায়কত্ব থেকে রক্ষার এরূপ বিমাপত্র কার্যকর সুবিধা প্রদান করে।

গ. মি. ভট্টাচার্য আজীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন।

যে বিমা চুক্তিপত্রের মাধ্যমে বিমাগ্রহীতাকে তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিমার প্রিমিয়ামের টাকা বিমা কোম্পানিকে পরিশোধ করতে হয় এবং বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীদেরকে বিমাপত্রে উল্লিখিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে আজীবন বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকে মি. ভট্টাচার্য ৩০ বছর আগে যে জীবনবিমা পত্র খুলেছেন তার জন্য কোনো মেয়াদ নির্দিষ্ট করেননি। প্রিমিয়াম চালু রাখতে না পারায় সেটা ছেড়ে দিতে হতে পারে। সুতরাং উদ্দীপকে মি. ভট্টাচার্যের বিমাপত্রটি আজীবন বিমাপত্র।

ঘ. জীবনবিমার সমর্পণ মূল্য বৈশিষ্ট্যটির মাধ্যমে উত্তরণের পরামর্শ দিয়েছেন।

জীবন বিমার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সমর্পণ মূল্য, জীবন বিমা পলিসি খোলার পর কোনো কারণে বিমাগ্রহীতা ঐ পলিসি চালিয়ে যেতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হলে তখন যদি সে ঐ পলিসি বিমা প্রতিষ্ঠানের কাছে সমর্পণ করে এবং বিমা প্রতিষ্ঠান তার বিনিময়ে বিমা গ্রহীতাকে কোন অর্থ দেয় তবে তাকে বিমাপত্রের সমর্পণ মূল্য বলে।

উদ্দীপকে মি. ভট্টাচার্যকে বিমা কর্মকর্তা-প্রিমিয়াম প্রদানে অসমর্থতার জন্য বিমাপত্রটি ছেড়ে দিয়ে কিছু অর্থ নিয়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এটা জীবন বিমাতে সমর্পণ মূল্য নামেই পরিচিতি। এতে মি. ভট্টাচার্যকে বিমাপত্রের সম্পূর্ণ অর্থ পাওয়া ত্যাগ করে, বিমাপত্রটি সমর্পণের মাধ্যমে, প্রদত্ত প্রিমিয়ামের উপর ভিত্তি করে কিছু অর্থ দিয়ে দেয়া হবে।

সুতরাং বলতে পারি, বিমা কর্মকর্তা- জীবন বিমায় সমর্পণ মূল্য বৈশিষ্ট্যটির মাধ্যমে উত্তরণের পরামর্শ দিয়েছেন। এর পক্ষেই আমার মত।

২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. খান অনেক টাকা পাবে মি. হেলালের কাছে। মি. হেলাল খুবই সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। মি. খান তার বন্ধুর কাছে পরামর্শ চাইলেন। বন্ধু বললেন, তুমি মি. হেলালের জীবন বিমা কর। মি. খানের প্রশ্ন অন্যের জীবনে কী বিমা করা যায়? বন্ধু বললেন, কারখানার মালিক শ্রমিকদের জীবন বিমা করতে পারে। দেখ আমি আমার কারখানার শ্রমিকদের জীবন একটা বিমাপত্রের অধীনে বিমা করেছি। এতে বিভিন্ন ঝুঁকির প্রতিরক্ষার পাশাপাশি সঞ্চয় সুবিধার কারণে তারা সন্তুষ্ট।

ক. ঝুঁকি কী? ১

খ. স্থলাভিষিক্তের নীতি বলতে কী বুঝায়? ২

গ. কোন নীতির সাথে মিলের কারনে মিঃ খান মিঃ হেলালের ওপর বিমা করতে পারবেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বন্ধু তার শ্রমিকদের জন্য কোন ধরনের বিমা করেছেন?-ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তরঃ

ক. আর্থিকভাবে নিরূপণযোগ্য ক্ষতির সম্ভাবনাকেই ঝুঁকি বলে।

খ. সম্পত্তি বিমার বেলায় বিমাকৃত সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হলে এবং বিমা কোম্পানি এর সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করলে উক্ত সম্পত্তির যা কিছু অবশিষ্ট থাকে বা এ সংক্রান্ত যদি কোনো আইনগত অধিকার থেকে থাকে তবে বিমা কোম্পানি তার মালিক হয়। একেই স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি বলে।

কোনো গুদামের পাট বিমা করা হলে যদি তা আগুনে পুড়ে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় এবং বিমা কোম্পানি তার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করে তবে পাটের ছাই বা এতদসংক্রান্ত অধিকার বিমা কোম্পানির সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

গ. বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতির সাথে মিলের কারণে মি. খান, মি. হেলালের ওপর বিমা করতে পারবেন।
বিমাকৃত বিষয়বস্তুর উপর বিমা গ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকেই বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে।

উদ্দীপকে মি. হেলালের আর্থিক সমস্যা রয়েছে। মি. হেলালের আর্থিক সমস্যার কারণে কারখানার ক্ষতি হতে পারে। বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমাকৃত সম্পদ বা জীবনের উপর বিমাগ্রহীতার এমন আর্থিক লাভের প্রশ্ন জড়িত থাকে। মি. হেলালের আর্থিক সমস্যা না থাকলে কারখানার লাভ হবে। কারণ হেলালের সমস্যা থাকলে কারখানার অনেক কাজে ক্ষতি হতে পারে। যদি বিমা করা থাকে তাহলে কারখানার ক্ষতি হলে তার ঝুঁকি বিমা কোম্পানি নিবে। তাই বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতিকে অবলম্বন করে মি. খান মি. হেলালের ওপর বিমা করে।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বন্ধু তার শ্রমিকদের জন্য গোষ্ঠীবিমা করেছেন।

যে বিমা ব্যবস্থায় একটা বিশেষ গোষ্ঠীর জীবনকে একক বিমা পত্রের অধীনে বিমা করা হয় তাকে গোষ্ঠী বিমা বলে। উদ্দীপকে বন্ধু বলেছেন আমার শ্রমিকদের জীবন একটা বিমাপত্রের অধীনে বিমা করছি। এতে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির পাশাপাশি নানা সুবিধার জন্য তার সন্তুষ্ট।

সাধারনত একই স্থানে কর্মরত কর্মীদের জন্য এ ধরনের বিমা করা হয়ে থাকে। নিয়োগকর্তা এ ধরনের বিমা করে কর্মীদের ভবিষ্যত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। গোষ্ঠী জীবন বিমা হলো জীবন বিমার এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ধরন যা একটা সামগ্রীক যুক্তির অধীনে অনেক সংখ্যক জীবনের নিরাপত্তা দেয়। এক্ষেত্রে গোষ্ঠীভুক্ত অনেক মানুষের জীবনকে একক বিমাপত্রের অধীনে বিমা করা হয়। এ বিমার জন্য শ্রমিকরা সঞ্চয় করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলে মূলধন বাড়ে। মূলধন নিয়ে বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য করে নিজেদের উন্নতি করতে পারে। তাছাড়া বিমা করা থাকলে ভবিষ্যতে সুখে জীবন যাপন করতে পারবেন। আর্থিকভাবে সচ্ছল থাকলে শ্রমিকরা কাজে মনোযোগী ও সন্তুষ্ট থাকবে।

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

দেশের উন্নয়নে বিনিয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এই বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজন মূলধনের। আর এ জন্য ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে। তাহলে বিমা ব্যবসায়ের উন্নয়নে সরকারের বিশেষ সহায়তা কেন? জীবন বিমা পলিসির বিপক্ষে গ্রাহক যে প্রিমিয়াম জমা দেয় কর প্রদানে তার বিপক্ষে রেয়াত দেয় সরকার। কেন এই সুবিধা প্রশ্ন ব্যাংক কর্মকর্তা মি. শাহীনের। বিমা কর্মকর্তা মিঃ তাহিরের জনাব, জীবন বিমা একই সাথে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সুবিধা দেয় অন্যদিকে জীবনের ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এতে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে যে স্বস্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তা ভাবতে পারে?

ক. সমর্পণ মূল্য কী? ১

খ. গোষ্ঠী বিমা বলতে কী বুঝায়? ২

গ. সরকার জীবন বিমা ব্যবসায়কে কোন মুখ্য কাজের কারণে সহায়তা করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. তাহির কোন ধরনের জীবন বিমাপত্রের কথা বলেছেন? বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরঃ

ক. জীবন বিমা পলিসি খোলার পর কোন কারণে বিমাগ্রহীতা ঐ পলিসি চালিয়ে যেতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হলে তখন যদি যে ঐ পলিসি বিমা প্রতিষ্ঠানের কাছে সমর্পণ করে এবং বিমা প্রতিষ্ঠান তার বিনিময়ে বিমাগ্রহীতাকে কোন অর্থ দেয় তবে তাকে বিমাপত্রের সমর্পণ মূল্য বলে।

খ. যে বিমা ব্যবস্থায় একটা বিশেষ গোষ্ঠীর জীবনকে একক বিমাপত্রের অধীনে বিমা করা হয় তাকে গোষ্ঠী বিমা বলে। সাধারণত একই স্থানে কর্মরত কর্মীদের জন্য এ ধরনের বিমা করা হয়ে থাকে। নিয়োগকর্তা এ ধরনের বিমা করে কর্মীদের ভবিষ্যত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। অবশ্য সমবায় বা সংঘের সদস্যদের জন্যও এ ধরনের বিমা করা যায়।

গ. মূলধন গঠন ও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে সরকার জীবন বিমা ব্যবসায়কে সহায়তা করে আসছে।

মেয়াদি জীবন বিমাপত্রে ব্যক্তির মৃত্যু বা মেয়াদ পুর্তির পূর্ব পর্যন্ত অর্থ ফেরত দিতে হয় না। তাই প্রিমিয়াম হিসেবে সংগৃহীত অর্থ বিমা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ মেয়াদে বিনিয়োগ করতে পারে। এছাড়া বিমা কোম্পানিগুলো তার আয়ের একটা অংশ সরকারকে আয়কর হিসেবে প্রদান করে। এছাড়া ও এর আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকেও সরকার রাজস্ব পেয়ে থাকে।

উপরিউক্ত কারণে সরকার জীবন বিমা ব্যবসায়কে সহায়তা করে থাকে। এরই প্রভাব আমরা উদ্দীপকের মধ্যে দেখতে পাই। যেমন: জীবন বিমার প্রিমিয়ামের বিপরীতে রেয়াত দিচ্ছে সরকার।

ঘ. মিঃ তাহির মেয়াদি জীবনবিমাপত্রের কথা বলেছেন।

যে বিমাপত্রের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে, বিমাপত্রে উল্লেখিত মেয়াদপূর্তির বিমাগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ প্রদান করা হবে অথবা উক্ত সময়ের পূর্বে বিমাগ্রহীতার মৃত্যু ঘটলে তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীদেরকে বিমাপত্রে উল্লিখিত নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ প্রদত্ত হবে তাকে মেয়াদি বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকের বর্ণনায় বিমা কর্মকর্তা মিঃ তাহিরের বিমা সম্পর্কে যে বিবৃতি ছিল তা হল: জীবন বিমা একই সাথে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সুবিধা দেয় অন্যদিকে জীবনের ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এতে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অনেক স্বস্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মেয়াদি বিমার ক্ষেত্রে একাধারে সঞ্চয় বিনিয়োগ, আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. অমূল্য বেসরকারি অফিসে চাকরি করেন। তার শরীরের অবস্থা ও সুবিধা জনক নয়। অন্যদিকে তার বন্ধু-বিজয় সরকারী চাকুরে। বন্ধু-বেতন কম পেলে কী হবে। সে তো চাকরি শেষে পেনশন পাবে। মি. অমূল্য বিমা কর্মকর্তা কে করুণীয় জিজ্ঞাসা করলেন। কর্মকর্তা বলেন, এমন পলিসি আছে যেখানে পেনসনের মতো টাকাই শুধু নয় নানান সুবিধাও পাওয়া যাবে। মি. অমূল্যের প্রশ্ন, যদি আমি তা শেষ পর্যন্ত চালাতে না পারি তবে কী হবে? বিমা কর্মকর্তার জবাব, এমন অবস্থা হলে বিমা কোম্পানি আপনার টাকা মেরে খাবে এটা মনে করার কারণ নেই।

ক. আজীবন বিমা পত্র কী? ১

খ. যৌথ বিমা বা যুগ্ম বিমা বলতে কী বুঝ? ২

গ. মি. অমূল্যকে বিমা কর্মকর্তা কোন ধরনের বিমাপত্র খুলতে পরামর্শ দিয়েছেন- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. অমূল্য শেষ পর্যন্ত বিমা চালাতে না পারলে বিমা কর্মকর্তা যে অর্থ ফেরত দিবেন বলেছেন তাকে কী বলে? এর আবশ্যকতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর:

ক. যে জীবন বিমা চুক্তি দ্বারা বিমাগ্রহীতা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করে, মৃত্যুর পর মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট আর্থিক সুবিধা পায় তাকে আজীবন বিমা পত্র বলে।

খ. যে বিমা পত্র দ্বারা একাধিক জীবনের বিমা গৃহীত হয় তাকে যৌথ বিমাপত্র বলে।

এ ধরনের বিমা পলিসিকে বহুজীবন বিমাপত্র বা যৌথজীবন বিমাপত্র বলা হয়ে থাকে। জীবন বিমার শুরুতে একক জীবন বিমাপত্রের প্রচলন ঘটলেও পরবর্তীতে এর পাশাপাশি যৌথজীবন বিমা পত্রের প্রচলন ঘটে।

গ. মি. অমূল্যকে বিমা কর্মকর্তা বৃত্তি বিমাপত্র খুলতে পরামর্শ দিয়েছেন। বার্ষিক বৃত্তি বা বৃত্তি ব্যবস্থা হলো আগাম ক্রয়কৃত ব্যক্তির জীবনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য অথবা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়।

মি. অমূল্যকে বিমা কর্মকর্তা যে পরামর্শ দিয়েছেন তা মূলত বৃত্তি ব্যবস্থা বা বার্ষিক বৃত্তি। বার্ষিক বৃত্তি এমন একটি জীবন বিমা চুক্তি যা দ্বারা প্রিমিয়ামের প্রতিদান স্বরূপ বিমাকারী বিমা গ্রহীতাকে সারাজীবন অথবা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বার্ষিক নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করে। বিমাগ্রহীতা যতদিন জীবিত থাকে ততদিনই বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করা হতে পারে। সুতরাং বিমা গ্রহীতার জীবিত অবস্থায় এ বৃত্তি প্রদান করা হলেও মৃত্যুর পর করা হয় না।

ঘ. বিমা কর্মকর্তা শেষ পর্যন্ত চালাতে না পারলে যে অর্থ ফেরত দিবেন বলেছেন তাকে জীবন বিমার সমর্পন মূল্য।

জীবন বিমা পলিসি খোলার পর কোন কারণে বিমা গ্রহীতা এ পলিসি চালিয়ে যেতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হলে তখন যদি সে ঐ পলিসি বিমা প্রতিষ্ঠানের কাছে সমর্পন করে এবং বিমা প্রতিষ্ঠান তার বিনিময়ে বিমা গ্রহীতাকে কোন অর্থ দেয় তবে তাকে বিমাপত্রের সমর্পন মূল্য বলে।

মি. অমূল্য যদি বিমাটি শেষ পর্যন্ত চালিয়ে না যেতে পারেন তবে সেক্ষেত্রে তাকে বিমাটি সমর্পন করতে হবে। এর ফলে মি. অমূল্য বিমার কিছু অংশ পাবে। তবে উল্লেখ থাকে যে নূন্যতম ২ বছর পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করলে উক্ত বিমার বিমা দাবি আদায় করতে পারবেন।

পরিশেষে বলা যায় মি. অমূল্য কমপক্ষে ২ বছর প্রিমিয়াম প্রদান করলে সে বিমাপত্র সমপর্নের পর প্রাপ্য আর্থিক মূল্য পাবে। এই বিষয়টি বিমা কর্মকর্তা মি. অমূল্যকে অবহিত করেছেন।

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মি. ও মিসেস আনোয়ার উভয়ই চাকরি করেন। তারা একটা বিমাপত্রের অধীনে দু'জনের জীবন বললেন, এখন বিমাদাবি পেতে চান? একজন মারা গেলে বিমাদাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম বেশি হবে। দু'জন ভেবে বললেন, যেহেতু প্রিমিয়ামের পরিমান দু'জন মারা গেলে কম, তাই সেটাই তাদের জন্য ভালো। মি. আনোয়ার ভাবছেন, মালিকের আগ্রহে অফিসের সবাই মিলে একটা বিমাপত্রের অধীনে জীবন বিমা করেছেন। সেখানে তো তাকে এটা ভাবতে হয়নি।

ক. প্রিমিয়াম কী? ১

খ. মৃত্যুহার পঞ্জি বলতে কী বুঝায়? ২

গ. মি. ও মিসেস সানোয়ার কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. সানোয়ার প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অফিসে একত্রে যে বিমা করেছেন তা কোন ধরনের এর যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর:

ক. বিমাচুক্তিতে বিমাকারী ঝুঁকি বহনের বা অর্থ প্রদানের যে নিশ্চয়তা দেয় তার বিপক্ষে বিমা গ্রহীতা যে অর্থ প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ. অতীত পরিসংখ্যান ও অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দিষ্ট বয়স সীমায় প্রতিহাজারে সম্ভাব্য মৃতব্যক্তির সংখ্যা সম্বলিত সারণিকে মৃত্যুহার পঞ্জি বলে।
মৃত্যুহার পঞ্জির মাধ্যমে বিমা ব্যবসায়ী কোনো এলাকার নির্দিষ্ট বয়সের লোকদের হাজার প্রতি মারা যাওয়ার সম্ভাবব্য হার সম্পর্কে জানতে পারে এবং সে অনুযায়ী সম্ভাব্য ঝুকির পরিমান নিরুপন করে ব্যবসায় পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে।

গ. মি. ও মিসেস সানোয়ার যুগ্ম জীবন বিমা পত্র খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

যে বিমা ব্যবস্থায় একই বিমা পলিসির আওতায় একাধিক ব্যক্তির জীবন কে বিমা করা হয় তাকে যৌথবিমা বলে।
এ ধরনের বিমা পলিসিকে বহুজীবন বিমাপত্র বা যৌথজীবন বিমাপত্র বলা হয়ে থাকে। জীবন বিমার শুরুতে একক জীবন বিমাপত্রের প্রচলন ঘটাল ও পরবর্তীতে এর পাশাপাশি যৌথ জীবন বিমাপত্রের প্রচলন ঘটে।

উদ্দীপকে মি. মিসেস সানোয়ার একটা বিমা পত্রের অধীনে দু'জনের জীবন বিমা করতে আগ্রহী যা যুগ্ম জীবন বিমা পত্রের অনুরুপ। আর যৌথবিমা সাধারনত দুই থেকে পাঁচজন পর্যন্ত ব্যক্তির জীবনের ঝুঁকিকে একক বিমাপত্রের আওতায় আনয়ন করে। এতে বিমা সংক্রান্ত খরচের পরিমান কম হয়। স্বামী-স্ত্রী, ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধবি, আত্মীয়-স্বজন, ব্যবসায়ের অংশীদার এ ধরনের ব্যক্তিবর্গের জন্য যৌথবিমা উত্তম। শুধুমাত্র জীবন বিমার ক্ষেত্রেই এ ধরনের বিমা প্রযোজ্য। পরিশেষে বলা যায় মি. ও মিসেস সানোয়ার যুগ্ম জীবন বিমাপত্র করতে আগ্রহী ছিলেন।

ঘ. মি. সানোয়ার প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অফিসে একত্রে যে বিমা করেছেন তা গোষ্ঠী বিমা।

যে বিমা ব্যবসায় একটি বিশেষ গোষ্ঠীর জীবন কে একক বিমাপত্রের অধীনে বিমা করা হয় তাকে গোষ্ঠী বিমা বলে।

সাধারণত একই স্থানে কর্মরত কর্মীদের জন্য এ ধরনের বিমা করা হয়ে থাকে। নিয়োগ কর্তা এ ধরনের বিমা করে কর্মীদের ভবিষ্যত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। এক্ষেত্রে নিয়োগ কর্তা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য সাধারণত এরূপ বিমাপত্র সংগ্রহ করে।

গোষ্ঠী বিমায় তালিকাভুক্ত কোন বিমা গ্রহীতা মারা গেলেও এ ক্ষেত্রে বিমাপত্র চালু থাকে। উদ্দীপকে দেখা যায় মি. সানোয়ার ভাবছেন, মালিকের আগ্রহে অফিসের সবাই একটা বিমা পত্রের অধীনে জীবন বিমা করেছেন যা গোষ্ঠী বিমার অন্তর্ভূক্ত।

উদ্দীপকের আলোচনা থেকে বলা যায় মি. সানোয়ার প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অফিসে একত্রে যে বিমা করেছেন তা গোষ্ঠী বিমা।

নবম অধ্যায়: জীবন বিমা

অনুশীলনী সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মিসেস নাহার তার গাড়িটা বিমা করেছেলেন। একদিন গ্যাস সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটে গাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিমা কোম্পানি পুরো ক্ষতিপূরণ করেছে। তবে ক্ষতিগ্রস্থ গাড়িটা বিমা কোম্পানিকে দিয়ে দিতে হয়েছে। তিনি তার স্বামীর জীবন বিমা করিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সুবিধা পাবেন। তার ভাবনা আল্লাহ না করুক স্বামী মারা গেলে পুরো অর্থ পরিশোধ করে বিমা কোম্পানি মৃতদেহ নিয়ে গেলে তিনি কী করবেন?

ক. জীবন বিমা কর্পোরেশন কী? ১

খ. বিমার উন্নয়নে লয়েড্‌স এর কফিখানা সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. ক্ষতিগ্রস্থ গাড়িটা বিমা কোম্পানি নিয়ে যাওয়ায় বিমার কোন নীতির কার্যকর হয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিসেস নাহারের মধ্যে যে ভয় কাজ করছে তা কী যৌক্তিক? মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. সারোয়ার জাতিসংঘ মিশনে শান্তিরক্ষী হিসেবে বুরুন্ডি যাচ্ছেন। যাওয়ার আগে তিনি নিজের জীবন বিমা করেছেন। এক বছর পর ফিরে এসে তিনি বিমা চুক্তি নবায়ন করলেন। এক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হারও বেশ কম। অথচ তার বন্ধু মি. শওকতকে প্রতি তিনমাস পর পর কিস্তি দিতে হয় এবং একটা মেয়াদ পর্যন্ত তা দিয়ে যেতেই হবে। সেখানে প্রিমিয়ামের হার যথেষ্ট বেশি।

ক. বিমা কী? ১

খ. জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয় কেন? ২

গ. মি. সারোয়ার কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র খুলেছেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. শওকত কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র খুলেছেন? এক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার বেশি হওয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. মোহসীনের পরিচিত একজন বিমা প্রতিনিধি নাছোড়বান্দা। এই লাভ ওই লাভ নানান সুবিধা দেখাচ্ছে। তিন মার পর পর ৩,০০০ টাকা কিস্তি জমা দিলে ২০ বছর পর একত্রে পাবেন ১০ লাখ টাকা। আর যদি বিমা পলিসি খোলার পর এর মধ্যে আল্লাহ না করুন মারা যান তাও ১০ লাখ টাকা। মি. মোহসীনের বন্ধু মি. হাসান জীবন বিমা করেছেন। তাও ১০ লাখ টাকার জন্য। তবে নিজ হাতে সেটা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে প্রিমিয়ামের হার বেশ কম।

ক. সাময়িক বিমাপত্র কী? ১

খ. জীবন বিমায় বিমাযোগ্য স্বার্থের ধারণা লিখ। ২

গ. মি. মোহসীন কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র খুলেছেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. হাসান কোন ধরনের বিমাপত্র খুলেছেন? এক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার কম হওয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. জামান তার সম্পত্তি বিমা করেছেন। প্রতি বছরই তা নবায়ন করতে হয়। এর মধ্যে ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করে। কিন্তু একটা বিমাপত্রের আওতায় তার কারখানার শ্রমিকদের জীবন বিমা করেছেন। সেখানে প্রতি

বছর বছর নবায়ন করতে হয়। শ্রমিক মারা গেলে টাকা দেয় ও বড় ধরনের অসুস্থ হলে হাসপাতালের সিকিৎসা খরচ প্রদান করে। তাই মাঝে মধ্যে তার মনে প্রশ্ন জাগে সম্পত্তি বিমা আর শ্রমিকদের জন্য বিমা কী একই ধরনের।

ক. উত্তরাধিকার সনদ কী? ১

খ. প্রিমিয়াম নির্ধারণে সমকিস্তি ধারণা বিবৃত কর। ২

গ. মি. জামান সম্পত্তি বিমা করেছেন তা কোন ধরনের চুক্তি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. জামান কারখানার শ্রমিকদের জন্য কোন ধরনের বিমা করেছেন। উদ্দীপক বিবেচনায় নিয়ে মি. জামানের ভাবনা মূল্যায়ন কর। ৪

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. আহমদ ছোট চাকরি করেন। স্ত্রী গৃহিনী। যা আয় করেন সংসার চালাতেই প্রায় শেষ হয়ে যায়। তাই তার মৃত্যু ঘটালে কী হবে এ নিয়ে তিনি দুঃশ্চিন্তায় থাকেন। তিনি মনে করছেন, বিমা পলিসি খুলবেন। এতে তিনি প্রিমিয়াম জমা দিতে থাকবেন। বাঁচলে টাকা পাবেন। আর যদি এর মধ্যে মারা যান সেখানেও তার মনোনীত ব্যক্তি অনেক টাকা লাভ করবেন। বন্ধু বললো তোমাকে এখানে অনেক প্রিমিয়াম দিতে হবে। তুমি যেহেতু মৃত্যুঝুঁকির বিপক্ষে প্রতিরক্ষা চাও তাই এমন বিমাপত্র খোলো যাতে খুব কম প্রিমিয়ামে মৃত্যুঝুঁকি বিমা করতে পারবে। তবে এটা প্রতি বছর নবায়ন করতে হবে।

ক. জীবন বিমা কী? ১

খ. আজীবন বিমাপত্র সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. মি. আহমেদ প্রথমে কোন ধরনের পলিসি খুলতে চেয়েছিলেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বন্ধু তাকে কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র খোলার পরামর্শ দিয়েছেন? এরূপ পরামর্শের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মানুষ সুন্দর এই পৃথিবীতে ভালোভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। এই জন্যে মি. সেলিম জীবন বিমা কোম্পানির নিকট একটি আজীবন বিমা করেন এবং প্রতি বৎসর নিয়মিত প্রিমিয়াম প্রদান করার পর বিভিন্ন কারণে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু বিমা পত্রে নমিনীর নাম উল্লেখ না করে তিনি বিমা করেছিলেন।

(ক) প্রিমিয়াম কী? ১

(খ) সম্পূর্ণ মূল্য বলতে কী বোঝায়? ২

(গ) উদ্দীপকের আলোকে নমিনি না থাকায় তুমি কিভাবে নমিনি করবে তা বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে মি. সেলিমের বিমা দাবী তুমি কিভাবে আদায় করবে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। নিচের ছকটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বছর	বিমাকৃতের বয়স	বিমাকৃতের সংখ্যা	বার্ষিক মৃত্যুর সংখ্যা	হাজারে মৃত্যু হার
১	৩০	৫০০০০	১০০	২.০০
২	৩১	৪৯৯০০	১৫০	৩.০০
৩	৩২	৪৯৭৫০	২০০	৪.০২
৪	৩৩	৪৯৫৫০	২৫০	৫.০৫

(ক) অগ্নিবিমা কাকে বলে? ১

(খ) বাজী কোন চুক্তি নয়, সম্মতি। ব্যাখ্যা করো। ২

(গ) উপরি উক্ত উদ্দীপক বা সারণীকে কী বলা যায়? কেন? ৩
(ঘ) উপরি-উক্ত সারণী বিমাকারীকে কিভাবে সহায়তা করবে? ৪

৮। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

স্বনামধন্য ব্যবসায়ী জনাব রহিম নিজের এবং পরিবারের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে গবঃ খরভব অষরপড় এর সাথে ২০০৮ সালে ২০ বছরের জন্যে ২০ লক্ষ বিমাকৃত অর্থের সাথে কোম্পানির ৫% লভ্যাংশ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। বিমার প্রিমিয়াম হিসেবে জনাব রহিম প্রতি তিন মাস অন্তর ২৫ হাজার টাকা প্রদান করে আসছেন। গত দুই বছর যাবৎ অর্থনৈতিক মন্দার কারণে জনাব রহিম তার ব্যবসায় ক্রমাগত লোকসান করছেন। এর মধ্যে গুদামে রাখা কিছু পণ্য পলিসিটি চালিয়ে নেয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

(ক) বিমা চুক্তি কী? ১
(খ) মৃত্যুহার পঞ্জি বলতে কী বুঝ? ২
(গ) জনাব রহিম কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ৩
(ঘ) উদ্দীপকের জনাব রহিমের ব্যবসায়ের জন্যে পৃথক কোনো বিমাপত্র গ্রহণের প্রয়োজন ছিল কী? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জনাব জাকির হোসেন ন্যাশনাল ফ্যানস্ লি. টঙ্গী-এর জেনারেল ম্যানেজার। দুই ছেলে ও স্ত্রী নিয়ে তার সুখের সংসার। বড় ছেলে রিফাত সপ্তম ও ছোট ছেলে রাহাত পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। বছর দুয়েক পূর্বে তিনি তাকাফুল ইসলামী লাইফ ইনসিওরেন্স কোং লি. থেকে ন্যাশনাল পরিবার কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষে গোষ্ঠী অক্ষমতা বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। তিন মাস পূর্বে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় তাকে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। গত সপ্তাহে তিনি বাসায় ফিরেন।

(ক) দুর্ঘটনা কী? ১
(খ) দুর্ঘটনা বিমা বলতে কী বোঝা? ২
(গ) জাকির সাহেবের পরিবারের ক্ষতিপূরণে তাকাফুলের করণীয় ব্যাখ্যা করে। ৩
(ঘ) দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে জাকির সাহেব বিছানায়, তাকাফুলের গোষ্ঠী বিমায় তার কিছুটা দায় কমায়-বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জনাব পলাশ প্রতি বছর ৫,০০০ টাকা প্রদান পূর্বক টেনশন ফ্রি কোম্পানির সাথে ১০,০০০ টাকার ৩০ বছর মোদি একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। মেয়াদ শেষে জনাব পলাশ জীবিত থাকেন এবং চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানি প্রতি বছর তাকে ২০,০০০ টাকা প্রদান করে।

(ক) রপ্তানি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম কী? ১
(খ) 'অগ্নিবিমা ক্ষতি পূরণের চুক্তি'-ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) জনাব পলাশ প্রতি বছর ৫,০০০ টাকা প্রদান করেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
(ঘ) কোম্পানির ২০,০০০ টাকা প্রদান কী যুক্তিযুক্ত? বিশ্লেষণ করো। ৪

অধ্যায় ১০

নৌ-বিমা
Marine Insurance

১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জামান এন্ড কোং চীন থেকে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার ইলেকট্রিক সামগ্রী ক্রয় করে খান শিপিং লাইনসের একটি জাহাজে প্রেরণ করে। তিনি জাহাজ ভাড়া বাবদ ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, পণ্য জাহাজীকরণ খরচ ৫০ হাজার টাকা এবং ৭০ হাজার টাকা শুল্ক প্রদান করেন। তিনি বিমা কোম্পানির সাথে ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা প্রিমিয়াম প্রদান করে একটি নৌবিমা সম্পন্ন করেন। বাংলাদেশে আসার পথে গভীর সমুদ্রে জাহাজটি ডোবার উপক্রম হলে ২৫ লক্ষ টাকার পণ্য নাবিকগণ সমুদ্রে ফেলে দেন। এতে জাহাজটি রক্ষা পায়। (SESDP)

ক. নৌ বিপদ কী? ১

খ. নৌ বিমায় অব্যক্ত শর্ত বলতে কী বুঝায়? ২

গ. জামান এন্ড কোং এর পণ্যের বিমামূল্য নিরূপণ কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকে নাবিকদের পণ্য ফেলে দেওয়ার ফলে সৃষ্ট ক্ষতির ঝুঁকিও বিমাযোগ্য? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরঃ

ক. নৌ বা সমুদ্র পথে মালামাল নিয়ে চলার সময় জাহাজ যে সকল বিপদের সম্মুখীন হয় তাকে নৌ বা সামুদ্রিক বিপদ বলে।

খ. শর্ত বলতে চুক্তি নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ম, পালনীয় নির্দেশ, প্রতিশ্রুতি ইত্যাদিকে বুঝায়। তাই নৌ-বিমা চুক্তির শর্ত হলো এর উভয়পক্ষের জন্য পালনীয় নির্দেশ বা অঙ্গীকার।

লিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়নি অথচ আইন অনুযায়ী পালনীয় এমন শর্তকে অব্যক্ত শর্ত বলে। এরূপ শর্ত ভঙ্গ হলে তজ্জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে।

গ. জামান এন্ড কোং এর পণ্যের বিমামূল্য হল- ২,৩৫,০০,০০০ + ৩,৬৫,০০০ = ২, ৩৮,৬৫,০০০ টাকা। অর্থাৎ ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা।

আমরা জানি যে, নৌ বিমা সাধারণ ৪ ধরনের হয়ে থাকে। যথা-

(ক) জাহাজ বিমা (খ) পণ্য বিমা (গ) ভাড়া বা মাশুল বিমা (ঘ) নৌ- দায় বিমা।

উদ্দীপকে পণ্য মূল্য ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা এবং জাহাজ ভাড়া বাবদ ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা নৌ বিমার অন্তর্গত হবে। কিন্তু জাহাজীকরণ খরচ ও শুল্ক বিমার অন্তর্ভুক্ত হবে না। সেই হিসাবে বিমা মূল্য হবে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা।

ঘ. উদ্দীপকের নাবিকদের পণ্য ফেলে দেওয়ার ফলে সৃষ্ট ক্ষতির ঝুঁকিও বিমাযোগ্য আমি এবিষয়ের সাথে একমত।

জাহাজ ও জাহাজস্থিত পণ্যকে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষার জন্য বাহিত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপ করাকেই পণ্য নিক্ষেপণ বলে। এরূপ করার পিছনে মূখ্য উদ্দেশ্য থাকে পণ্যবাহী জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। এরূপ ক্ষতির ঝুঁকিও বর্তমানকালে বিমাযোগ্য।

উদ্দীপকের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশে আসার পথে গভীর সমুদ্রে জাহাজটি ডোবার উপক্রম হলে ২৫ লক্ষ টাকার পণ্য নাবিকগণ সমুদ্রে ফেলে দেন।

সুতরাং বলা যায় যে, উক্ত ক্ষতির ঝুঁকি বিমাযোগ্য।

২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সুমন তার বন্ধু সোহেলের জাহাজ ভাড়া নিয়ে মালামাল পরিবহণ করে। সে বাহিত মালামালের ভাড়ার বিপক্ষে বিমা করে এবং বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি এর অন্তর্ভুক্ত করে। একদিন জাহাজটি আরেকটি বড় জাহাজের সাথে ধাকা লেগে ডুবে যায়। বিমা কোম্পানির নিকট সুমন ক্ষতিপূরণ দাবি করলে কোম্পানি বলে যেহেতু জাহাজটি সুমনের নয় তাই সে ক্ষতিপূরণ পাবে না। মামলা হলে আদালত ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেয়।

ক. জাহাজ বিমা কী? ১

খ. সমুদ্রে পণ্য নিক্ষেপণ বলতে কী বুঝায়? ২

গ. সুমন যে বিমা করেছে তাকে বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে কী বলে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কোন নীতির ব্যত্যয়ের অভিযোগে বিমা কোম্পানি দাবি পরিশোধে অস্বীকার করেছে? এক্ষেত্রে আদালতের রায়ের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরঃ

ক. সমুদ্র পথে জাহাজ চলাচলকালে জাহাজের আংশিক বা সামগ্রিক ক্ষতি হতে পারে। জাহাজের মালিক বা জাহাজের ওপর বিমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত ক্ষতি আর্থিকভাবে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বিমা করা হলে তাকে জাহাজ বিমা বলে।

খ. জাহাজ ও জাহাজস্থিত পণ্যকে বড় ধরণের বিপদ থেকে রক্ষার জন্য বাহিত পণ্যের অংশ বিশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপ করাকেই পণ্য নিক্ষেপণ বলে।

পণ্য নিক্ষেপণের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে পণ্যবাহী জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। এরূপ ক্ষতির ঝুঁকিও বর্তমানকালে বিমাযোগ্য।

গ. সুমন যে বিমা করেছে তাকে বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে ভাড়া বা মাশুল বিমা বলে।

জাহাজে বাহিত পণ্য বিনষ্ট হলে পণ্য মালিকের নিকট হতে বাহক ভাড়া আদায় করতে পারে না। এতে পরিবহণ কোম্পানি বা জাহাজ কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি হয়। এরূপ ক্ষতির হাত হতে বাহক বা জাহাজ কোম্পানিকে আর্থিকভাবে রক্ষার জন্য যে বিমাপত্রের ব্যবস্থা রয়েছে তাকে ভাড়া বা মাশুল বিমা বলে।

উদ্দীপকের সুমন জাহাজ ভাড়া নিয়ে মালামাল পরিবহণ করে। সে বাহিত মালামালের ভাড়ার বিপক্ষে বিমা করে এবং বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির অর্ন্তভূক্ত করে যা ভাড়া বা মাশুল বিমার আওতায় পড়ে।

ঘ. বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতির ব্যত্যয়ের কারণে বিমা কোম্পানি দাবি পরিশোধে অস্বীকার করেছে।

বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে মালিকানা স্বত্ব বা আর্থিক স্বার্থকে বুঝায়। অর্থাৎ বিমার বিষয়বস্তুতে বিমা গ্রহীতার এমন একটি আর্থিক স্বার্থ যার অস্তিত্ব বা নিরাপত্তায় সে আর্থিকভাবে লাভবান হয় এবং যা না থাকলে বা বিনষ্ট হলে সে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উদ্দীপকে সুমন বন্ধুর জাহাজ ভাড়া নিয়ে মালামাল পরিবহণ করে এবং জাহাজ ভাড়ার বিমা করে। যেহেতু জাহাজটিতে তার বিমাযোগ্য স্বার্থ নেই বা জাহাজটির মালিক সে নয় তাই জাহাজের ক্ষতি হলেও সুমন কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না। কিন্তু জাহাজটি ভাড়া নেয়ায় সাময়িক সময়ের জন্য সুমনের জাহাজটির ওপর বিমাযোগ্য স্বার্থ তৈরি হয়।

তাই আদালতের রায় যথেষ্ট যৌক্তিক।

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ঘুর্ণিঝড়ে জাহাজ ও জাহাজস্থ মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ করা হবে- এ মর্মে বিমা করা হয়। প্রচন্ড ঝড়ে জাহাজ এক চড়ায় বেঁধে যায় এবং জাহাজটি চড়া থেকে নামাতে কয়েকদিন সময় লাগে। এতে জাহাজস্থ কমলালেবু পঁচে নষ্ট হয়। বিমা কোম্পানির নিকট থেকে কমলা লেবুর ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা প্রদানে অস্বীকার করে। মামলা করলে আদালত বিমা কোম্পানির পক্ষে রায় দেয়।

ক. যাত্রার বিমাপত্র কী? ১

খ. সামগ্রিক ক্ষতি বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের বিমা করা হয়েছিল? এক্ষেত্রে বিমাকৃত বিপদ কোন প্রকৃতির বর্ণনা কর। ৩

ঘ. কোন নীতির কারণে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করেনি? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরঃ

ক. যে বিমাপত্রে কোনো নির্দিষ্ট যাত্রাপথ উল্লেখপূর্বক সেখানে সৃষ্ট বিপদের কারণে জাহাজ, জাহাজস্থ মালামাল ও সংশ্লিষ্ট ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে যাত্রার বিমাপত্র বলে।

খ. বিমার বিষয়বস্তু যেমন- জাহাজ, পণ্য ও মাশুল যদি সমগ্রভাবে বা সম্পূর্ণটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তাকে সামগ্রিক ক্ষতি বলে। এরূপ ক্ষতি দু ধরনের হতে পারেঃ (১) প্রকৃত সামগ্রিক, (২) উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি।

গ. উদ্দীপকে নৌ বিমা করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে বিপদ হল প্রাকৃতিক বিপদ, সমুদ্রপথে জাহাজ চলাকালে প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাসমূহকে প্রাকৃতিক বিপদ বলে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রচ- ঝড়ে জাহাজ এক চড়ায় বেধে যায় এবং জাহাজটি চড় থেকে নামাতে কয়েকদিন সময় লাগে বিধায় কমলালেবু পঁচে নষ্ট হয়।

হঠাৎ করে সামুদ্রিক ঝড় বা ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হওয়া, সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত পাহাড়ের সাথে ধাক্কা লাগা; ভাসমান বরফ খ-ের সাথে ধাক্কা লাগা ইত্যাদি কারণগুলোকে সমুদ্রপথের প্রাকৃতিক বিপদ বলা হয়। উক্ত বিপদগুলোর সাথে উদ্দীপকে উল্লেখিত বিপদটি মিলে যায়। এজন্য আমরা বলতে পারি বিমাকৃত বিপদ হল প্রাকৃতিক বিপদ।

ঘ. প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতিপূরণ নীতির ব্যত্যয়ের কারণে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করেনি।

বিমাচুক্তিতে যেই ধরনের বিপদের কারণে দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণ করা হবে বলে উল্লেখ থাকে সেই ধরনের দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষ কারণের ফলে উদ্ভুত ক্ষতির জন্যই বিমাকারী দায়ী হয়। ঘটনার সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে দূরবর্তী এমন কারণে ক্ষতির জন্য বিমাকারী দায়ী হয় না।

উদ্দীপকের জাহাজটি প্রচ- ঝড়ে চড়ায় বেধে যায় এবং চড়া থেকে জাহাজটি নামাতে কয়েকদিন সময় লেগে যায়। যার ফলে জাহাজস্থ কমলালেবু পচে নষ্ট হয়ে যায়। ঘুর্ণঝড়ে মালামল ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে এ মর্মে বিমা করা হয়। কিন্তু কমলালেবু পঁচে যাবার পেঁছনে যে কারণ ছিল তা হল সময়ক্ষেপণ। তাই প্রত্যক্ষ কারণের নীতিটির ব্যত্যয়ের কারণে বিমাকারীর বিমাদাবি পূরণ না করার সিদ্ধান্ত যৌক্তিক।

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

একটি জাহাজ ২০ ফেব্রুয়ারি বন্দর ছেড়ে যাবে বলে নৌ-বিমার চুক্তিপত্রে উল্লেখ ছিল। কিন্তু কোম্পানির অবহেলার কারণে জাহাজটি ২২ ফেব্রুয়ারি যাত্রা করে। পরবর্তীতে জাহাজের ক্যাপ্টেন নিজের ইচ্ছানুসারে যাত্রাপথ পরিবর্তন করে। এক সময় সমুদ্রের গভীরে নিমজ্জিত একটি পাহাড়ে ধাক্কা লেগে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীতে বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণের দাবি পেশ করা হলে বিমা কোম্পানি তা বাতিল করে দেয়।

ক. পণ্য নিক্ষেপণ কী? ১

খ. সামগ্রিক ক্ষতি বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের জাহাজটিকে কোন কোন বিপদ মোকাবেলা করতে হয়েছে- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জাহাজ কোম্পানি কোন ধরনের শর্ত ভঙ্গ করেছে? বিমা দাবী বাতিলের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরঃ

ক. সামুদ্রিক বিপদ হতে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে জাহাজ হালকা করার জন্য জাহাজ হতে কিছু পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করাকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে।

খ. নৌবিমাকৃত বিষয়বস্তু (জাহাজ, পণ্য ও মাসুল) দুর্ঘটনার ফলে যদি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তবে এরূপ ক্ষতিকে সামগ্রিক ক্ষতি বা মোট ক্ষতি বলে। এ ক্ষতিকে ২ ভগে ভাগ করা যায়।

প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতিঃ বিমাকৃত বিষয় সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্থ বা ধ্বংপ্রাপ্ত হলে এবং তার কোনো কিছু উদ্ধার কিংবা শনাক্ত করা না গেলে তাকে প্রকৃতি সামগ্রিক ক্ষতি বলে।

উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতিঃ বিমাকৃত বিষয়বস্তু আইনগত সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হলেও তা থেকে কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হলে তাকে উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি বলে।

গ. উদ্দীপকের জাহাজটিকে প্রাকৃতিক বিপদ মোকাবেলা করতে হয়েছে।

প্রকৃত সৃষ্ট যে সকল বিপদ মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে সেগুলোকে প্রাকৃতিক বিপদ বলা হয়।

প্রাকৃতিক বিপদের মধ্যে সামগ্রিক ঝড়ে সৃষ্টক্ষতি, এর আঘাত, বজ্রাঘাতে জাহাজ ও পণ্য বিনষ্ট হওয়া, সমুদ্রে ভাসমান বরাদ্দ কিংবা সমুদ্রে নিমজ্জিত বা সৃষ্ট পাহাড়ের সাথে ধাক্কা লেদগে জাহাজ বা পণ্যের ক্ষতি হয়ে প্রাকৃতিক বিপদ হতে পারে।

উদ্দীপকে সমুদ্রের গভীরে নিমজ্জিত একটি পাহাড়ে ধাক্কা লেগে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এসব বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সঠিক যাত্রাপথে জাহাজ চালাতে হবে। সঠিক সময়ে জাহাজটি যাত্রা শুরু করতে হবে। তাহলে বিভিন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

ঘ. জাহাজ কোম্পানি নৌবিমার অব্যক্ত শর্ত ভঙ্গ করেছে।
নৌবিমা চুক্তিতে এমন কিছু অত্যাবশ্যকীয় শর্ত রয়েছে যেগুলো চুক্তিপত্রে উল্লেখ না অথচ পালন না করলে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হয়। সে শর্তগুলো অব্যক্ত শর্ত নামে পরিচিত।

উদ্দীপকে জাহাজটি ২০ মে ফেব্রুয়ারি বন্দর ছেড়ে যাবে বলে নৌ বিমাচুক্তিপত্রে উল্লেখ ছিল। কিন্তু কোম্পানির অবহেলার কারণে জাহাজটি ২২ ফেব্রুয়ারি জাহাজটি যাত্রা করে। তাছাড়া জাহাজের ক্যাপ্টেন নিজের ইচ্ছানুসারে পাত্রাপথ পরিবর্তন করে। পরিবর্তন করার কারণে সমুদ্রের গভীরে নিমজ্জিত একটি পাহাড়ে ধাক্কা লেগে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

যেহেতু যাত্রাপথ ভিন্নপথে গমন করেছে, তাছাড়া যাত্রায় বিলম্ব হয়েছে যার কারণে বিমা কোম্পানি বিমাদাবি বাতিল করতে পারে।

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
বাংলাদেশের সমুদ্র জাহাজ "সোনার তরী" ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৭ তারিখে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে, যা লন্ডনে ০৩-০৭-২০১২ ইং তারিখের মধ্যে পৌঁছানোর কথা। যাত্রা পথে অনেক জায়গায় ডুবো পাহাড় থাকার কারণে লন্ডন প্রবাসি মি. আরহাম তার আমদানিকৃত ৫০ হাজার বেল পাট বিমা করেন যেন তা ডুবো পাহাড়ের কারণে ক্ষতির মুখে না পড়ে। হঠাৎ ২৫-০৬-২০১২ইং তারিখে শর্টসার্কিটে ৩০ হাজার বেল পাট পুড়ে যাওয়ায় মি. আরহাম তার বিমাকৃত কোম্পানির কাছে ক্ষতিপূরন চায়। কিন্তু বিমা কোম্পানি তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়।

(ক) লয়েডস্ কী ? ১

(খ) নৌ-ভাটকপত্র বলতে কী বুঝায় ? ২

(গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত বিমাপত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'উদ্দীপকে উল্লেখিত আগুনে মালামালের ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও বিমা কোম্পানি কেন ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানায়' উত্তরের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. লয়েডস হলো বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন ও বর্তমানে সর্ববৃহৎ নৌ-বিমা প্রতিষ্ঠান।

খ. যে লিখিত চুক্তির দ্বারা জাহাজের মালিক মাসুলের বিনিময়ে পণ্য বহনের জন্য একখানি সম্পূর্ণ জাহাজ বা জাহাজের অধিকাংশ স্থান একটি নির্দিষ্ট সমুদ্রযাত্রার জন্য বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পণ্য প্রেরণকে ভাড়া দেয় তাকে নৌ-ভাটকপত্র বা চার্টার পার্টি বলে।

পুরো জাহাজ ভাড়া নেয়া হলে সেক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত সময় বা যাত্রার জন্য ভাড়া গ্রহীতা জাহাজের মালিক গণ্য হয়। ফলে ঐ সময়ে জাহাজের সকল দায় ভাড়াগ্রহীতার উপর বর্তে।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিমাপত্রটি মিশ্র বিমাপত্র।

যে বিমাপত্রে সুনির্দিষ্ট যাত্রার কথা উল্লেখের পাশাপাশি সময়েরও উল্লেখ থাকে তাকে মিশ্র বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে যে, সমুদ্র জাহাজ "সোনার তরী" ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৭ তারিখে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে, যা ল-নে ০৩-০৭-২০১২ ইং তারিখের মধ্যে পৌঁছানোর কথা। এখানে সুনির্দিষ্ট যাত্রপত্র লন্ডন ও সময় ০৩-০৭-২০১২ তারিখের কথা উল্লেখ আছে।

আমরা জানি, সমুদ্রযাত্রা ও মেয়াদী বিমাপত্রের সংমিশ্রণই হচ্ছে মিশ্র বিমাপত্র। এ ধরনের বিমাপত্রের মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশি হয়ে থাকে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত আগুনে মালামালের ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও বিমা কোম্পানি ক্ষতির নিকটবর্তী কারণের জন্য ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানায়।

প্রত্যক্ষ বা নিকটবর্তী কারণ বলতে বিমা চুক্তিতে যে সকল বিপদের কারণে ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়, সে সকল কারণকে বুঝায়।

উদ্দীপকে উল্লেখিত লন্ডন প্রবাসি মি. আরহাম তার আমদানিকৃত ৫০ হাজার বেল পাট বিমা করেন যেন তা ডুবো পাহাড়ের কারণে ক্ষতির মুখে না পড়ে। কিন্তু ৩০ হাজার বেল পাট শর্টসার্কিটে পুড়ে গিয়েছে। ঘটনার সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে দূরবর্তী এমন কারণে ক্ষতির জন্য বিমাকারী দায়ী হয় না।

সুতরাং বিমা কোম্পানী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো যৌক্তিক।

দশম অধ্যায়: নৌ বিমা

অনুশীলনী সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

হ্যাভেন সী কোম্পানি দীর্ঘদিন ধরে সমুদ্রে মালামাল পরিবহন করে আসছে। তারা তাদের জাহাজগুলো এক বছরের জন্য বিমা করে। কিন্তু তারা যে মালামাল পরিবহন করে তা কোত্থেকে কোথায় যাবে এটা হিসাবে নিয়ে পাওনা ভাড়ার জন্য বিমা করা হয়। দু'টি ক্ষেত্রে বিমা করতে যেয়ে যে ভিন্নতা এটা দারুনভঅবে উপভোগ করেন কোম্পানির এম.ডি জনাব তৌফিক।

ক. মূল্যায়িত বিমাপত্র কী? ১

খ. নৌবিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? ২

গ. হ্যাভেন সী কোম্পানি তাদের জাহাজগুলোর জন্য কোন ধরনের বিমাপত্র সংগ্রহ করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পণ্য পরিবহণে যে বিমার উল্লেখ করা হয়েছে তার নাম কী? এর যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জনাব শওকত মেঘনা ইন্সুরেন্স কোং লিঃ এর কর্ণধার। তার বন্ধু জনাব ইদ্রিস নৌ বিমা করতে এসে বললেন, "ইন্সুরেন্স কোম্পানির মত লাভজনক ব্যবসায় আর হয় না। বেশিভাগ ক্ষেত্রেই তো বিমাদাবি পরিশোধের প্রয়োজন হয় না।" জনাব শওকত এর উত্তরে জানালেন, এর ফলে যে তার প্রতিষ্ঠানই শুধুমাত্র লাভবান হচ্ছে এমন নয় বরং দেশের অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

ক. নৌ বিমা কাকে বলে? ১

খ. উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি বলতে কী বুঝায়? ২

গ. জনাব ইদ্রিসের বক্তব্যে নৌ বিমার কোন অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দেশের অর্থনীতিতে মি. শওকতের প্রতিষ্ঠানটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে- এ বক্তব্যের সমর্থনযোগ্যতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মাজহার ট্রেডার্স ৪০০ টাকা ব্যাগ দরে ৫০০০ ব্যাগ সিমেন্ট ক্রয় করে তা জাহাজে প্রেরণের জন্য নৌ-বিমাপত্র গ্রহণ করে। বিমাপত্রে বিমাকৃত অঙ্কের পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকার উল্লেখ করা হয়। পথিমধ্যে ১০০০ ব্যাগ সিমেন্ট সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। বিনষ্টকালে সিমেন্টের বাজারে দর ব্যাগ প্রতি ৪৫০ টাকা ছিল। বিমা কোম্পানি বাজার দর হিসাবে নিয়ে ক্ষতিপূরণ করে।

ক. কোন বিমার মধ্য দিয়ে বিমা ব্যবসায় যাত্রা শুরু করে? ১

খ. সামগ্রিক ক্ষতি বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মাজহার ট্রেডার্স যে বিমাপত্র সংগ্রহ করেছে তা কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানি কোন ধরনের ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে? সূত্র প্রয়োগ করে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় ও এর যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মোহনা নামক একটি জাহাজ পণ্যসমেত সমুদ্রে ঘূর্ণাবর্তে পতিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায় এবং আইনের দৃষ্টিতে তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে ধরে নেয়া হয়। জাহাজ, পণ্য ও মাশুলের বিমা করা থাকায় তারা বিমা কোম্পানির নিকট বিজ্ঞপ্তি

প্রদান করে এবং বিমাদাবি প্রমাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দলিলপত্র জমা দেয়। দাবির যথার্থতা প্রমীনত হলে বিমা কোম্পানি এক ধরনের পত্র লিখিয়ে নেয়। যার ফলে বিমা কোম্পানি হয়তোবা বিশেষ সুবিধা পেতে পারবে।

ক. নৌ-বিমার স্বত্বার্পণ কাকে বলে? ১

খ. দ্বৈত বিমা বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের বিপদের কথা বলা হয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানি বিমাদাবি প্রমাণের পর কোন পত্র লিখিয়ে নিয়েছে? এর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ব্লু ওসেন কোং তাদের ৬০ কোটি টাকা দামের একটা জাহাজ ক, খ ও গ তিনটা বিমা কোম্পানির নিকট সমান মূল্যে বিমা করে। সমুদ্রে নিমজ্জিত পাহাড়ের সাথে ধাক্কা লেগে জাহাজের তলদেশ ছিদ্র হয়ে যায়। ফলে জাহাজটি বন্দরে টেনে আনা ও মেরামত করতে যেয়ে ৬ কোটি টাকা খরচ হয়। ব্লু ওসেন কোং ক কোম্পানির নিকট থেকে পুরো ক্ষতিপূরণ আদায় করে। পরবর্তীতে ক কোম্পানি খ ও গ কোম্পানির নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করে।

ক. পণ্য নিক্ষেপণ কী? ১

খ. নৌ বিমায় অব্যক্ত শর্ত বলতে কী বুঝায়? ২

গ. ব্লু ওসেন কোম্পানি তিনটা কোম্পানির নিকট বিমা করায় একে কোন ধরনের বিমা বলে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. এক্ষেত্রে ক কোম্পানি কর্তৃক ক্ষতিপূরণ দাবি বিমার কোন নীতির সাথে সম্পর্কিত? এর যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

৬। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ব্লু মেরিন শিপ্‌স তাদের একটা জাহাজ বিমা করতে গেলে বিমা কোম্পানি প্রস্তাব ফরম পূরণ করতে বলে। এই ফরমের এক জায়গায় বলা ছিল যে, জাহাজটি ইতোপূর্বে আর কোথাও বিমা করতে চাওয়া হয়েছিল কীনা- এ সক্রান্ত তথ্য দিন। জাহাজ কোম্পানি সব তথ্য সঠিকভাবে লিখলেও এর পূর্বে যে আরও দু'জায়গায় বিমা করতে চাওয়া হয়েছিল এবং তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল সেটি উল্লেখ করেনি। বিমাকৃত বিপদে জাহাজের ক্ষতি সাধিত হলেও বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণে অস্বীকার করে।

ক. সামুদ্রিক ক্ষতি কী? ১

খ. বহনপত্র বা চালানি রসিদ বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের কোম্পানিটি যে বিমা করেছে তা নৌ বিমার অধীন কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কোন নীতির ব্যত্যয়ের কারণে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদানে অস্বীকার করেছে? এর যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সিমেন্ট বোঝাই জাহাজ এম.ভি শাকিল সিঙ্গাপুর থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথিমধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজটি ডুবে যায় এবং জাহাজটির আর খোঁজ মেলেনি। নিয়মানুযায়ী জাহাজ কর্তৃপক্ষ এবং আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান বিমা দাবি পেশ করলে বিমা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বিমাকৃত মূল্য ৫০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পরবর্তীকালে দুর্ঘটনাস্থল থেকে ২০ কি.মি. দূরে সমুদ্রের তলদেশে এমভি শাকিলের সন্ধান মেলে। বিমা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ জাহাজ উদ্ধার করতে সমর্থ না হয়ে কেটে কেটে ১০ হাজার মেট্রিক টন লোহার পাত উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত মালামালের মালিকানা জাহাজ কর্তৃপক্ষ দাবি করলে বিমা প্রতিষ্ঠান দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানায়। বিষয়টি আদালতে গেলে আদালত তা অগ্রাহ্য করে বিমা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে রায় প্রদান করে।

(ক) নৌ বিমা কী? ১

(খ) স্থলাভিষিক্তকরণ বলতে কী বুঝ? ২

(গ) উদ্দীপকে বিমা প্রতিষ্ঠান কেন দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানায়? ৩
(ঘ) তুমি কী মনে করো আদালতের দেয়া রায় ন্যায়সঙ্গত হয়েছে? যুক্তিসহ উপস্থাপন কর। ৪

৮। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

কাদের-২ লঞ্চটি ঢাকা-বরিশাল রুটে চলাচল করে। গত বছর লঞ্চটি বরিশাল থেকে ঢাকা ফিরছিল। ফেরার পথে লঞ্চটি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে মেঘনা নদীতে ডুবে যায়। লঞ্চটিতে প্রায় ২০০ জন যাত্রী ছিল। এর মধ্যে ৯০ জন যাত্রী ডুবে মারা যায় এবং ৭০ জন আহত হয়। লঞ্চের মালিক রবি যাত্রীদের জন্যে বিমা করে রেখেছিলেন। ফলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

(ক) পূর্ণ বিমা কী? ১
(খ) শস্য বিমা বলতে কী বোঝ? ২
(গ) উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কত টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে তা নির্ণয় করো। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের বিমাপত্রটির গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৯। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সিমেন্ট বোঝাই জাহাজ এম.ভি শাকিল সিঙ্গাপুর থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথিমধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজটি ডুবে যায় এবং জাহাজটির আর খোঁজ মেলেনি। নিয়মানুযায়ী জাহাজ কর্তৃপক্ষ এবং আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান বিমা দাবি পেশ করলে বিমা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বিমাকৃত মূল্য ৫০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পরবর্তীকালে দুর্ঘটনাস্থল থেকে ২০ কি.মি. দূরে সমুদ্রের তলদেশে এমভি শাকিলের সন্ধান মেলে। বিমা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ জাহাজ উদ্ধার করতে সমর্থ না হয়ে কেটে কেটে ১০ হাজার মেট্রিক টন লোহার পাত উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত মালামালের মালিকানা জাহাজ কর্তৃপক্ষ দাবি করলে বিমা প্রতিষ্ঠান দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানায়। বিষয়টি আদালতে গেলে আদালত তা অগ্রাহ্য করে বিমা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে রায় প্রদান করে।

(ক) যাত্রা বিমা কী? ১
(খ) পণ্য নিক্ষেপণ বলতে কী বোঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকে বিমা প্রতিষ্ঠান কেন দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানায়? ৩
(ঘ) তুমি কী মনে করো আদালতের দেয়া রায় ন্যায়সঙ্গত হয়েছে? যুক্তিসহ উপস্থাপন কর। ৪

১০। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আশফাক তার গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরীর উপর ১০ লক্ষ টাকার একটি অগ্নিবিমা সম্পাদন করে। একদিন গোপনে কিছু পণ্য সে অন্যত্র সরাতে চান এবং বিমা কোম্পানির কোনো এক সদস্য তা দেখে ফেলে। পরবর্তীতে বিমা কোম্পানির নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে একটি বেসরকারি স্থাপন করে এবং কিছুদিন পরই ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে তার গার্মেন্টিস ও বেকারি ভস্মীভূত হয় এবং বিমা কোম্পানির কাছে বিমা দাবি উপস্থাপন করলে তার দাবিটি প্রত্যাখিত হয়।

(ক) অগ্নিবিমা কোন ধরনের চুক্তি? ১
(খ) অগ্নিবিমায় সদ্বিশ্বাস সম্পর্ক বলতে কী বোঝ? ২
(গ) উদ্দীপকের কারণেই যে ঝুঁকিটির উদ্ভব হয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩
(ঘ) দাবি প্রত্যাখানের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

অধ্যায় ১১

অগ্নি বিমা
Fire Insurance

১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সানশাইন ইন্স্যুরেন্স লি. নরসিংদীর ইসমাইল খানের সুতা তৈরীর কারখানার উপর ৩০ লক্ষ টাকার একটি অগ্নিবিমা সম্পাদন করে। ইসমাইল খান একদিন গোপনে কারখানার কিছু যন্ত্রপাতি ও সুতা অন্যত্র সরাতে যান। বিমা কোম্পানির গার্ড দেখে ফেলায় তা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বিমা কোম্পানির নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তিনি এ কারখানার পাশেই একটি বেকারি স্থাপন করেন। সম্প্রতি ভয়াবহ অগ্নিকা- কারখানা ও বেকারিটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। এরপর তিনি বিমা কোম্পানির নিকট বিমার দাবি উপস্থাপন করেন। বিমা কোম্পানি বিমার দাবিটি প্রত্যাখাত করেন। (SESDP)

ক. অগ্নিবিমা কী? ১

খ. অগ্নিবিমা পত্রে কোন আগুনের ঝুঁকি বর্জন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ইসমাইল খানের কর্মকা- যে ঝুঁকির উদ্ভব হয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. বিমা দাবি প্রত্যাখ্যানের সানশাইন ইন্স্যুরেন্স লি. এর সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর:

ক. অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজণিত বিপদের ঝুঁকি মোকাবিলার একটি আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

খ. একটি আদর্শ অগ্নিবিমাপত্রের বর্জন ধারা অনুযায়ী বর্জনীয় বিষয় উল্লেখ থাকে। যা নিম্নরূপ-
(১) বিষয়বস্তুর স্বত:স্ফূর্ত প্রদাহ বা তাপ বা তাপ প্রয়োগকৃত কোন প্রক্রিয়া থেকে অগ্নি; (২) ভূমিকম্প বা ভূগর্ভস্থ অগ্নি; (৩) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অসামরিক আন্দোলন ও বিদ্রোহ হতে অগ্নি; এবং (৪) যুদ্ধ বিগ্রহ, আক্রমণ, বিদেশী শত্রুর শত্রুতা, প্রতিহিংসা পরায়ণতা (যুদ্ধ ঘোষিত হোক বা না হোক) গৃহযুদ্ধ, বিদ্রোহ, বিপ্লব ইত্যাদি থেকে অগ্নি।

গ. ইসমাইল খানের কর্মকা- নৈতিক ঝুঁকির উদ্ভব হয়েছে।
বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিকেই নৈতিক ঝুঁকি বলে। নৈতিক ঝুঁকি যেহেতু মানুষের অসাধুতার ওপর নির্ভরশীল, তাই বিমাকারীর পক্ষে তা অনুমান করা সহজ নয়।
উদ্দীপকের ইসমাইল খান বিমা কোম্পানির নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কারখানার পাশেই একটি বেকারি স্থাপন করেন। বেকারীতে আগুনের ব্যবহার করা হয় সব সময়। অন্যদিকে কারখানাটি সুতা তৈরীর। এই বিষয়টি নৈতিক ঝুঁকির অন্তর্গত অবহেলা ও অসতর্কতা বিষয়টির মধ্যে পড়ে।

ঘ. বিমা দাবি প্রত্যাখানের সানশাইন ইন্স্যুরেন্স লি. এর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যৌক্তিক।
অগ্নিজনিত ঝুঁকি বা বিপদের প্রধান দুটো কারণের একটি হল নৈতিক ঝুঁকি ও অন্যটি প্রাকৃতিক। প্রাকৃতিক ঝুঁকি দৃশ্যমান এবং তা সম্পত্তি বা এর অবস্থানের ওপর নির্ভর করে কিন্তু নৈতিক ঝুঁকি অদৃশ্যমান এবং তা মানুষের ওপর নির্ভরশীল। নৈতিক ঝুঁকি মানুষের অসাধুতার ওপর নির্ভরশীল। তাই বিমাকারীর পক্ষে তা অনুমান করা সহজ নয়।

উদ্দীপকে ইসমাইল খান প্রথমত গোপনে কারখানার কিছু যন্ত্রপাতি ও মালামাল সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। এক্ষেত্রে তার অসাধুতা স্পষ্ট। এছাড়াও বিমা কোম্পানির নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সে পাশেই একটি বেকারি স্থাপন করে। আমরা জানি যে, বেকারিতে আগুনের ব্যবহার হয় সর্বাধিক এবং কারখানাটি সুতার। যার ফলশ্রুতিতে দুর্ঘটনা।
এমতাবস্থায় বিমা কোম্পানির বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান খুবই যৌক্তিক।

২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সুরমা ট্রেডার্স ১০ জানুয়ারী ২০১১ তারিখে ১ বৎসর মেয়াদি একটি বিমা করে। ব্যবসায়ের প্রধান উপকরণ কাগজ হলেও কখনও কখনও মালিকের এক বন্ধুর কিছু ক্যামিক্যাল এর উপকরণ গুদামে সংরক্ষণ করা হয়। সুরমা ট্রেডার্সের মালিক রহমান অবশ্য এ বিষয়ে বিমা কোম্পানির কাছে কোনো কিছু প্রকাশ করেনি। অক্টোবর মাসে হঠাৎ গুদামে আগুন লাগে এবং সম্পূর্ণ গুদামটি ভস্মিভূত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় রহমান সাহেব বিমা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে এবং তারা ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানালে তিনি আদালতের শরণাপন্ন হন।

ক. অগ্নিজনিত ঝুঁকি কী? ১

খ. ক্ষতিপূরণের নীতি কাকে বলে? ২

গ. আলোচিত উদ্দীপকের ক্ষেত্রে অগ্নিজনিত ক্ষতির কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানি কোন নীতির কারণে ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানায়? এ বিষয়টির যৌক্তিকতা কী? ৪

উত্তর:

ক. অগ্নিজনিত ঝুঁকি বলতে অগ্নিকা-ের ফলে সৃষ্ট বিপদ বা ক্ষতিকে বুঝানো হয়।

খ. অগ্নিবিমা তথা বিমার একটি অপরিহার্য নীতি হলো ক্ষতিপূরণের নীতি। এই নীতি অনুসারে সম্ভাব্য ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হিসেবে বিমা প্রচলিত।

এই নীতির ফলে চুক্তিতে উল্লেখ্য কারণে বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করে। আজীবন ও সাময়িক বিমার ক্ষেত্রে ব্যক্তি মারা গেলে এবং মেয়াদি বিমার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ব্যক্তি মারা গেলে বা মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে বিমা কোম্পানি বিমাদাবি পরিশোধ করে। এরূপ ক্ষতিপূরণের বা অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্যই মানুষ তার সম্পত্তি ও জীবনের ঝুঁকি বিমা প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করে।

গ. আলোচিত উদ্দীপকের ক্ষেত্রে অগ্নিজনিত ক্ষতির কারণ হলো সম্পত্তির অতি দাহ্য প্রকৃতি। সম্পত্তি, বস্তু বা পণ্যের মধ্যে যদি দাহ্য মাল-মশলার উপাদান থাকে তাহলে তাতে অগ্নি সংযোগের সম্ভাবনা বেশি থাকে। দাহ্য পদার্থ আগুনকে সহজেই আকর্ষণ করে। তাই দাহ্য পদার্থ নির্ভর জিনিস আগুনের কাছাকাছি আসলেই প্রজ্বলিত হয়ে উঠে এবং অগ্নিকা- ঘটে।

উদ্দীপকে সুরমা ট্রেডার্স বিমা কোম্পানির কাছে গুদামের ঝুঁকি নিরসনের জন্য বিমা করেছিলো ১০ জানুয়ারী ২০১১ তারিখে। ১২ অক্টোবর আগুন লেগে গুদামটি ভস্মীভূত হয়। ঐ গুদামে সুরমা ট্রেডার্সের কাগজ রাখার কথা থাকলেও তার বন্ধুর ক্যামিক্যাল উপকরণ ছিল। এই ক্যামিক্যাল উপকরণ অতি দাহ্য প্রকৃতির। সুতরাং আলোচিত উদ্দীপকের ক্ষেত্রে অগ্নিজনিত ক্ষতির কারণ সম্পত্তির অর্থাৎ ক্যামিক্যালের অতি দাহ্য প্রকৃতি।

ঘ. বিমা কোম্পানি বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতির অনুপস্থিতির কারণে ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানানো সম্পূর্ণ যৌক্তিক।
বিমার একটি অপরিহার্য উপাদান হলো বিমাযোগ্য স্বার্থ। প্রত্যেকটি বিমাচুক্তিতে এই বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতি না থাকলে বিমাচুক্তি সম্পন্ন হয় না। বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বুঝানো হয়। এই স্বার্থ না থাকলে কোন বিমা চুক্তিই হবে না।

উদ্দীপকে সুরমা ট্রেডার্স ১ বছর মেয়াদি গুদামের নিজের পণ্য কাগজ সংরক্ষণের ঝুঁকি নিরসনের জন্য অগ্নিবিমা করেন। এতে তার বিমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান। বিমা কোম্পানির কাছে গোপন রেখে সুরমা ট্রেডার্সের মালিক বন্ধুর ক্যামিক্যাল সংরক্ষণ করে। বন্ধুর সম্পত্তির উপর সুরমা ট্রেডার্সের মালিকের অধিক স্বার্থ না থাকায় বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতি বলবৎ থাকে না। এক পর্যায়ে হঠাৎ আগুন লেগে ক্যামিক্যালসহ গুদামটি ভস্মিভূত হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হলো। সুরমা ট্রেডার্স এই

ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করলে বিমা কোম্পানি তা পূরণে অস্বীকৃতি জানায়। এর কারণ হলো ক্যামিক্যালের উপর বিমাগ্রহীতা সুরমা ট্রেডার্সের মালিকের বিমাযোগ্য স্বার্থ না থাকায় বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতি কার্যকর না থাকা।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলতে পারি বিমা কোম্পানি বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতির অনুপস্থিতির কারণে ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানানো যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি।

৩। নিচের উদ্দীকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মিসেস ফারজানা একজন শিল্পপতি। গাজীপুরের জিরোবোতে নিজস্ব জমিতে তার একটি গার্মেন্টস আছে। অগ্নিজনিত দুর্ঘটনা এড়াতে তিনি সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স লি. এর নিকট ৫ কোটি টাকা মূল্যের বিমা করেন। সম্প্রতি ভূমিকম্পে তার প্রতিষ্ঠানটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তিনি বিমাদাবী পেশ করেন কিন্তু বিমাকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষতি পূরণে অস্বীকৃতি জানায়।

ক. গোষ্ঠী বিমা কী? ১

খ. স্থলাভিষিক্ততার নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মিসেস ফারজানা কী ধরনের বিমাচুক্তি সম্পাদন করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স লি. কে বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানানো কতটুকু যুক্তিযুক্ত? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর:

ক. যে বিমা ব্যবস্থায় একটা বিশেষ গোষ্ঠীর জীবনকে একক বিমাপত্রের অধীনে বিমা করা হয় তাকে গোষ্ঠী বিমা বলে।

খ. বিমার একটি অন্যতম নীতি হলো স্থলাভিষিক্ত করণের নীতি।

এ নীতি অনুসারে সম্পত্তি বিমার ক্ষেত্রে বিমাকৃত সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হলে এবং বিমাকোম্পানি এর সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করলে উক্ত সম্পত্তির যা কিছু অবশিষ্ট থাকে বা এ সংক্রান্ত যদি কোন আইনগত অধিকার থেকে থাকে তবে বিমা কোম্পানি তার মালিক হয়।

গ. মিসেস ফারজানা অগ্নিবিমা চুক্তি সম্পাদন করেছেন।

যে বিমা চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অগ্নিকা-ের ফলে কোনো নির্দিষ্ট সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ করার প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে অগ্নিবিমা বলে।

উদ্দীপকে মিসেস ফারজানা তার মালিকানাধীন গার্মেন্টসের অগ্নিজনিত দুর্ঘটনা এড়াতে সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের কাছে ৫ কোটি টাকা মূল্যের বিমা করেন। বিমাটির বিষয়বস্তু অর্থাৎ গার্মেন্টস অগ্নিকা-ে ক্ষতির যোগ্য। অর্থাৎ বিমার বিষয়বস্তু অগ্নিকা-ে দাহ্যের যোগ্য বিষয়বস্তু। উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে মিসেস ফারজানার গার্মেন্টসের জন্য করা বিমাটি হলো অগ্নিবিমা।

ঘ. সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স লি. এর ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানানো যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি।

সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স লি. প্রত্যক্ষ কারণের নীতি অনুসারে ক্ষতিপূরণ অস্বীকৃতি জানানো যুক্তিযুক্ত। এ নীতির মূল লক্ষ্য হলো বিমা চুক্তিতে উল্লেখ কারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত এমন কিছুর ফলে জীবন বা সম্পত্তির হানি হলেই বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করে। তাই ক্ষতি হলে চুক্তিতে উল্লেখিত কোন কারণের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ক্ষতি হয়েছে কিনা বিমা কোম্পানি তা যাচাই করে।

উদ্দীপকে মিসেস ফারজানা তার বিমা চুক্তিতে গার্মেন্টেসের অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিমা করেছিলো। কিন্তু ভূমিকম্পের কারণে ক্ষতি হয়, যা বিমাতে উল্লেখ ছিলো না।

বিমাচুক্তিতে ভূমিকম্পের কথা না থাকায় তা প্রত্যক্ষ করা হয় নি। এজন্য সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের ক্ষতিপূরণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি।

৪। নিচের উদ্দীকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

মুত্তালিব ট্রেডিং তাদের কারখানা দীর্ঘদিন সানলাইট বিমা কোম্পানিতে বিমা করে আসছিলেন। তারা যে সম্পত্তির মূল্য দেখিয়েছেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেনি। মাঝে মধ্যে আগুনে আংশিক ক্ষতি সাধিত হলে বিমা কোম্পানির জরীপদল ক্ষতি মূল্যায়ন করে এবং সে অনুযায়ী বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করে থাকে। ইদানিং মুত্তালিব ট্রেডিং তাদের কারখানাটি বিমা কোম্পানিকে না জানিয়ে অন্যের নিকট বিক্রয় করে। পরবর্তীতে আগুন লাগলে নতুন কারখানা মালিক তার ক্রয়ের বৈধতা দেখালেও বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ অস্বীকার করেছে।

ক. অগ্নিবিমা কী? ১
খ. ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলতে কী বুঝায়? ২
গ. মুত্তালিব ট্রেডিংকে বিমা কোম্পানি কোন ধরনের অগ্নিবিমা পত্র ইস্যু করেছিল ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিমা কোম্পানি কোন নীতির ব্যত্যয়ের কারণে ক্ষতিপূরণ করেনি? এরূপ নীতির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরঃ

ক. অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেই অগ্নিবিমা বলে।

খ. আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনাই ঝুঁকি। মানুষের জীবন ও সম্পত্তির এই আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলার প্রক্রিয়াই হলো বর্তমানকালের বিমা ব্যবস্থা। বিমাকৃত বিষয়বস্তু বিশেষত সম্পদের ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ করে। এজন্য বিমাচুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়ে থাকে।

গ. মুত্তালিব ট্রেডিংকে বিমা কোম্পানি যে ধরনের অগ্নিবিমা পত্র ইস্যু করেছিল তা হল মূল্যায়িত বিমাপত্র।

যে বিমাচুক্তিতে বিমাকৃত সম্পত্তির মূল্য পূর্ব থেকে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারকপূর্বক বিমাপত্র উল্লেখ করা হয় তাকে মূল্যায়িত বিমাপত্র বলে। এক্ষেত্রে সম্পত্তি কত অংশের ক্ষতি হয়েছে তা নির্ধারণ করে বিমাকৃত মূল্যের বিচারে আংশিক ক্ষতি নিরূপিত হয়।
উদ্দীপকে মুত্তালিব ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সম্পত্তির মূল্য পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা এবং মাঝে মধ্যে আগুনে আংশিক ক্ষতি সাধিত হলে বিমা কোম্পানির জরীপ দল ক্ষতি মূল্যায়ন করে এবং সে অনুযায়ী বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করে থাকে। এক্ষেত্রে বুঝা যাচ্ছে এটা মূল্যায়িত বিমাপত্র।

ঘ. বিমা কোম্পানি বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতিটির ব্যত্যয়ের কারণে ক্ষতিপূরণ করেনি।

বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমাকৃত সম্পদ বা জীবনের ওপর বিমাগ্রহীতার এমন আর্থিক স্বার্থকে বুঝায় যা বজায় থাকা বা ক্ষতি হওয়াকে তার আর্থিক লাভের প্রশ্ন জড়িত থাকে। সম্পত্তি বিমার ক্ষেত্রে ক্ষতির সময় বিমাগ্রহীতার এরূপ স্বার্থ বহাল থাকা আবশ্যক।

উদ্দীপকে মুত্তালিব ট্রেডিং তাদের কারখানাটি বিমা করার পর বিক্রয় করে দেয় এবং পরবর্তীতে আগুনে বিনষ্ট হলে নতুন মালিক কারখানাটি ক্রয়ের বৈধতা জানালেও বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণে অস্বীকার করেছে। কারণ ক্ষতি সংগঠিত হবার সময়ে মুত্তালিবের কোন বিমাযোগ্য স্বার্থ ছিল না এবং নুতন কোম্পানির সাথে বিমা কোম্পানির কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়নি।
তাই বলা যায়, বিমা কোম্পানির অস্বীকৃতি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

৫। নিচের উদ্দীকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মি. জামান একটা প্রেস ও বাইন্ডিং কারখানা করবেন। সরকারের অনুমতি লাইসেন্স চাইলেন। অনেক শর্তের মধ্যে একটা শর্ত বিমা করা হয়েছে কী না? বিমা করতে গেলে অগ্নিনির্বাপক গ্যাস সিলিন্ডার লাগানোর শর্ত দেয়া হলো। শর্ত মেনে তিনি বিমা করলেন। ক্ষতি সংঘটিত হলে বিমাকারী তা পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মি. জামান ব্যবসায় চালাতে স্বাচ্ছন্দবোধ করছেন।

ক. গড় পড়তা বিমাপত্র কী? ১

খ. অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বলতে কী বুঝায়? ২

গ. মি. জামান কোন ধরনের বিমা করেছেন- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. জামান যে বিমা করেছেন তা কোন ধরনের চুক্তি? মি. জামানের স্বচ্ছন্দবোধের সাথে এর সম্পর্ক মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর:

ক. যে বিমাপত্রের বেলায় ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমাপত্রে উল্লেখিত পরিমাণ দাবি পরিশোধ না করে গড়পরতা হারে তা নির্ণয় করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে।

খ. বিমা গ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্টি ঝুঁকিকেই নৈতিক ঝুঁকি বলে।
নৈতিক ঝুঁকি অদৃশ্যমান এবং তা মানুষের ওপর নির্ভরশীল। নৈতিক ঝুঁকি সেহেতু মানুষের অসাধুতার ওপর নির্ভরশীল, তাই বিমাকারীর পক্ষে তা অনুমান করা সহজ নয়।

গ. মি. জামান অগ্নিবিমা করেছেন।
অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত বিপদের ঝুঁকি মোকাবিলার একটি আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। যে চুক্তির দ্বারা কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অগ্নিকা-ের ফলে নির্ধারিত সম্পত্তির ক্ষতি বা হানি হলে নির্দিষ্ট সীমা পরিমাণ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ করা হবে- এ মর্মে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে চুক্তি হয় তাকেই অগ্নিবিমা বলে।

উদ্দীপকের মি. জামান তার প্রেস ও বাইন্ডিং কারখানাটি বিমা করতে গেলে অগ্নি নির্বাপক গ্যাস সিলিন্ডার লাগানোর শর্ত দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এটি একটি অগ্নিবিমা।
ঘ. মি. জামান যে বিমা করেছেন তা ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা। যে কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ঝুঁকি বিমা করা হলে বিমা কোম্পানি আংশিক ক্ষতির বেলায় আংশিক এবং সম্পূর্ণ ক্ষতির বেলায় সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকের মি. জামান যখন কোম্পানির শর্ত মেনে নিয়ে বিমা করেন তখন পরবর্তীতে ক্ষতি সংঘটিত হলে বিমাকারী তা পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাই বলা যায় এটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি।
যেহেতু ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে তাই মি. জামান স্বাচ্ছন্দে তার ব্যবসায় চালিয়ে যেতে পারছেন।

৬। সাভারে মি. রায়হানের একটি জুতার কারখানা রয়েছে। জুতা তৈরির কেমিক্যাল হতে যে কোন সময় অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে বিধায় তিনি তার অগ্নিবিমাযোগ্য সম্পত্তিগুলোর জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। প্রথম কিস্তি প্রিমিয়াম প্রদানের পরপরই অগ্নিকান্ডে সবকিছু ভস্মিভূত হয়ে যায়। তিনি কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন করেছেন।

(ক) গড় বিমাপত্র কী? ১

(খ) অগ্নিবিমাপত্রে কোন ধরনের আগুনের ঝুঁকি বর্জন করা হয়? ২

(গ) মি. রায়হান কোন ধরনের বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) মি. রায়হান উদ্দীপকে উল্লেখিত বিমা কোম্পানির নিকট থেকে কী পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাবেন? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তর:

ক. যে বিমাপত্রের বেলায় ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমাপত্রে উল্লেখিত পরিমাণ দাবি পরিশোধ না করে গড়পড়তা হারে তা নির্ণয় করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে।

খ. অগ্নিবিমা কোম্পানি বিমাপত্রে উল্লেখিত কারণসমূহ ছাড়া অন্য কোন কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনায় বিমাকৃত সম্পত্তি বিনষ্ট হলে তার জন্য দায়ী থাকে না। এজন্য পূর্ব হতেই অগ্নিবিমাপত্রে বর্জনীয় ঝুঁকিগুলোর উল্লেখ করা হয়।
বর্জনীয় ঝুঁকিসমূহ নিম্নরূপ:

১। বিষয়বস্তু স্বতঃস্ফূর্ত প্রদাহ বা তাপ বা তাপ প্রয়োগকৃত কোন প্রক্রিয়া থেকে অগ্নি;

২। ভূমিকম্প বা ভূগর্ভস্থ অগ্নি;

৩। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অসমরিক আন্দোলন ও বিদ্রোহ হতে অগ্নি;

৪। যুদ্ধবিগ্রহ, আক্রমণ, বিদেশী শত্রুর শত্রুতা, গৃহযুদ্ধ, বিদ্রোহ ইত্যাদি থেকে অগ্নি।

গ. মি. রায়হান অমূল্যায়িত বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন।
যে অগ্নিবিমা চুক্তিতে বা অগ্নিবিমাপত্রে পূর্ব থেকে বিমাকৃত সম্পত্তির মূল্যায়ন করা হয় না এবং মূল্যায়নের কাজ পরবর্তী সময়ে করার ব্যবস্থা থাকে তাকে অমূল্যায়িত বিমাপত্র বলে। একজন বিমাগ্রহীতার যে সকল সম্পত্তি অগ্নিবিমাযোগ্য সেগুলোকে টার্গেট করে এ ধরনের বিমাপত্র খোলা হতে পারে।

উদ্দীপকের মি. রায়হানের একটি জুতার কারখানা রয়েছে। অগ্নিজনিত ঝুঁকি এড়ানোর উদ্দেশ্যে তিনি একটি অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। তার যে সকল সম্পত্তি অবিমাযোগ্য সেগুলোকে টার্গেট করে তিনি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। যেহেতু পূর্ব হতে সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ করা হয়নি তাই এটি একটি অমূল্যায়িত বিমাপত্র।

ঘ. মি. রায়হান উদ্দীপকে উল্লেখিত বিমা কোম্পানির নিকট থেকে বাজার মূল্য অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পায়।

অমূল্যায়িত বিমাপত্রের ক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য পর্ব হতে নির্ধারণ করা হয় না এবং মূল্যায়নের কাজ পরবর্তী সময়ে করার ব্যবস্থা হয়। এতে ক্ষতিপূরণের নীতি অনুসৃত হয় এবং ক্ষতির উদ্ভব হলে বাজার মূল্য অনুযায়ী তা নির্ণীত হয়।

উদ্দীপকে মি. রায়হান অমূল্যায়িত বিমাপত্র গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য পূর্ব হতে মূল্যায়ন করা হয়নি। প্রথম কিস্তি প্রিমিয়াম প্রদানের পরপরই অগ্নিকা- সবকিছু ভস্মিভূত হয়ে যায়। অমূল্যায়িত বিমাপত্রের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের নীট অনুসৃত হয়। এমতাবস্থায় কতটুকু ক্ষতি হয়েছে তা নির্ধারণ করে বাজারমূল্য নিরূপণ করে বিমাদাবি পূরণ করা হবে।

একাদশ অধ্যায়: অগ্নি বিমা

অনুশীলনী সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. মুনীর ও মি. কামরুল দুই বন্ধু। পাট ব্যবসায়। পাশাপাশি পাটের গুদাম। দু'জনই গুদামসহ পাট অগ্নিবিমা করেছেন। একদিন রাতে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে মি. মুনিরের গুদামের সব পাট পুড়ে যায়। মি. কামরুলের গুদামে আগুন ছড়ালেও ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা আগুন নিভানোর কারণে তার ক্ষতির মাত্রা কম হয়। বিমা কোম্পানি তদন্ত সাপেক্ষে মি. মুনীরকে ক্ষতিপূরণ করে পুড়ে যাওয়া সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেয়। কিন্তু মি. কামরুলকে ক্ষতিপূরণ করলেও তার অবশিষ্ট সবই মি. কামরুলেরই থেকে যায়।

ক. অগ্নিবিমা কী? ১

খ. অগ্নিবিমায় আনুপাতিক সাহায্য বলতে কী বুঝায়? ২

গ. মি. কামরুলকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. মুনিরকে ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে বিমার কোন নীতির প্রতিফলন ঘটেছে? এর যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. বড়ুয়া বিমা অফিসে চাকরি করেন। এখানে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির বিপক্ষে নানান ধরনের বিমা করা যায়। সমুদ্রে জাহাজ চলছে, রাস্তায় গাড়ি চলছে, কারখানায় আগুন লাগতে পারে- এ ধরনের নানান বিষয় নিয়ে বিমা করতে আসে মানুষ। বিমা কোম্পানির মুখ্য কর্মকর্তার বিশেষ নির্দেশ হলো অগ্নিবিমা করার ক্ষেত্রে বিমা প্রস্তাবকারীর চরিত্র, সুনাম ইত্যাদি বিশেষভাবে দেখতে হবে। মি. বড়ুয়া ভাবেন, এক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে দেখতে বলার মধ্যে নিশ্চয়ই কারণ রয়েছে।

ক. নির্দিষ্ট বিমাপত্র কী? ১

খ. অগ্নিবিমায় স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি বলতে কী বুঝায়? ২

গ. মি. বড়ুয়া কোন ধরনের বিমা অফিসে চাকরি করেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে মুখ্য কর্মকর্তা কোন ঝুঁকির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? তার বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

অগ্নিবিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি। কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় ক্ষেত্রবিশেষে বেশ কষ্টকর। মি. প্রামাণিক এমন পণ্যের ব্যবসায় করেন যার দাম সবসময়ই উঠানামা করে। মি. বণিক যে পণ্য বিক্রয় করেন তার আংশিক নষ্ট হলেই পুরো জিনিষ নষ্ট হয়েছে ধরা হয়। আবার কেউ এমন পণ্য ক্রয় বিক্রয় করেন যার আংশিক ক্ষতি নিরূপণ সম্ভব। তাই সর্বত্রই এক ধরনের বিমাপত্র প্রযোজ্য নয় এটা ভাবেন মি. ম-ল। এ জন্য তিনি মি. প্রামাণিকের ক্ষেত্রে এমন বিমাপত্র ইস্যু করার পক্ষে যাতে বিমাগ্রহীতা অধিক মূল্য দেখিয়ে বিমা কোম্পানির ক্ষতি করতে না পারে।

ক. কোন বিমায় নৈতিক ঝুঁকির মাত্রা সবচেয়ে বেশি? ১

খ. অমূল্যায়িত বিমাপত্র বলতে কী বুঝায়? ২

গ. মি. বণিকের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বিমাপত্র খোলা উত্তম ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. প্রামাণিকের জন্য মি. ম-ল কোন ধরনের বিমাপত্র ইস্যু করতে চাচ্ছেন? এরূপ করার যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. জহীরের অনেক বড়ো ব্যবসায়। জাহাজ আছে, বন্দরে নিজস্ব গুদাম আছে। জাহাজ ও গুদাম একই কোম্পানিতে বিমা করেন। তিনি নিজের জবিনও বিমা করিয়েছেন। তবে একই বিমা কোম্পানিতে তা করা যায় নি। গুদাম বিমা করতে তাকে চারিত্রিক সনদসহ নানান কাগজপত্র জমা দিতে হয়েছে। তিনি ভাবেন একই বিমা কোম্পানিতে জাহাজ ও গুদাম বিমার ক্ষেত্রে কোম্পানি অনেক বেশী সতর্ক।

ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? ১

খ. গড়-পড়তা বিমাপত্র বলতে কী বুঝায়? ২

গ. মি. জহীর জাহাজ ও গুদাম কোন ধরনের বিমা প্রতিষ্ঠানে বিমা করেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গুদামমের জন্য মি. জহীর কোন ধরনের বিমা করেছেন? এক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিষয়াদি যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।৪

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

যমুনা ইনসিওরেন্স একটা স্বনামধন্য বিমা প্রতিষ্ঠান। গ্রাহকদের দাবি পূরণের বিষয়ে খুবই আন্তরিক। এর চেয়েও বড়ো কথা তারা তাদের বিমাৃত সম্পত্তি আগুনের হাত থেকে কীভাবে রক্ষা রকা যায় এজন্য গ্রাহকদের সবসময় পরামর্শ দেয় এবং খোঁ-খবর রাখে। এ জন্য গ্রাহকরাও খুশী। সেজন্য অনেক বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী তাদের কাছে বিমা করেছে। তবে বেশি পলিসি খুলে ফেলায় বিমা কোম্পানি দুঃশ্চিন্তগ্রস্ত। তাই তারা সাধারণ বিমা কর্পোরেশনের সাথে চুক্তি করেছে। এতে কোম্পানিটি সুনামের সাথে ব্যবসায় করতে পারবে বলে মনে করছে।

ক. সাধারণ বিমা কর্পোরেশন কী? ১

খ. অগ্নিজনিত ক্ষতি বা অপচয় বলতে কী বুঝায়? ২

গ. যমুনা ইনসিওরেন্স এর চেষ্টার ফলে গ্রাহকদের মধ্যে কীসের সৃষ্টি হয় ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কোম্পানিটি সাধারণ বিমা কর্পোরেশনের সাথে কী চুক্তি করেছে? এর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আশফাক তার গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরীর উপর ১০ লক্ষ টাকার একটি অগ্নিবিমা সম্পাদন করে। একদিন গোপনে কিছু পণ্য সে অন্যত্র সরাতে চান এবং বিমা কোম্পানির কোনো এক সদস্য তা দেখে ফেলে। পরবর্তীতে বিমা কোম্পানির নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে একটি বেসরকারি স্থাপন করে এবং কিছুদিন পরই ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে তার গার্মেন্টিস ও বেকারি ভস্মীভূত হয় এবং বিমা কোম্পানির কাছে বিমা দাবি উপস্থাপন করলে তার দাবিটি প্রত্যাখিত হয়।

(ক) অগ্নিবিমা কোন ধরনের চুক্তি? ১

(খ) অগ্নিবিমায় সদ্বিশ্বাস সম্পর্ক বলতে কী বোঝ? ২

(গ) উদ্দীপকের কারণেই যে ঝুঁকিটির উদ্ভব হয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) দাবি প্রত্যাখানের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

৭। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

কাদের-২ লঞ্চটি ঢাকা-বরিশাল রুটে চলাচল করে। গত বছর লঞ্চটি বরিশাল থেকে ঢাকা ফিরছিল। ফেরার পথে লঞ্চটি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে মেঘনা নদীতে ডুবে যায়। লঞ্চটিতে প্রায় ২০০ জন যাত্রী ছিল। এর মধ্যে ৯০ জন যাত্রী ডুবে মারা

যায় এবং ৭০ জন আহত হয়। লঞ্চের মালিক রবি যাত্রীদের জন্যে বিমা করে রেখেছিলেন। ফলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

(ক) পূর্ণ বিমা কী? ১

(খ) শস্য বিমা বলতে কী বোঝ? ২

(গ) উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কত টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে তা নির্ণয় করো। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের বিমাপত্রটির গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৮। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. আহমেদের জামালপুরে একটি গার্মেন্টস আছে। গার্মেন্টস এর মূল্যবান যন্ত্রপাতি এবং মালামাল অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে অফুরন্ত ক্ষতি হতে পারে ভেবে তিনি একটি বিমা কোম্পানির সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন যে, ৫০,০০০ টাকা প্রিমিয়াম প্রদান করা হলে ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ করা হবে। অগ্নিকান্ডে গার্মেন্টস-এর ২৫ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি ও মালামাল পুড়ে যায়।

(ক) বোনাস কী? ১

(খ) অগ্নিজনিত অপচয় কী? ব্যাখ্যা করো। ২

(গ) ব্যবসায়ের ঝুঁকি কমাতে মি. আহমেদ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) অগ্নিকান্ডের ফলে মি. আহমেদ বিমা কোম্পানি থেকে কত টাকা ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন? বক্তব্যের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো। ৪

৯। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জনাব জমির একটি গার্মেন্টস-এর মালিক। অগ্নিকান্ড সংঘটিত হলে মূল্যবান যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র ধ্বংসস্তুপে পরিণত হতে পারে। তাই এরূপ ঝুঁকি কমাতে তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। অগ্নিকান্ডে মি. জমিরের সমগ্র উৎপাদিত পণ্য ও যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তিনি কোম্পানির নিকট দাবি পেশ করেন।

(ক) মূল্যায়িত বিমাপত্র কী? ১

(খ) অগ্নিজনিত অপচয় কী? ব্যাখ্যা করো। ২

(গ) জনাব জমির ক্ষতি-হ্রাসে কিরূপ বিমাপত্র গ্রহণ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে মি. জমির গৃহীত বিমাপত্র দ্বারা কতটুকু বিমাদাবী ক্ষতিপূরণ হিসেবে পেতে পারেন? যুক্তি দাও। ৪

১০। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. মন্ডল ১০০০ মণ পাট ১০ লক্ষ টাকায় ক্রয় করে উক্ত মূল্যে বিমা করেন। পরবর্তীতে যার বাজারমূল্য ছিল ১২ লক্ষ টাকা। আগুনে কিছু পাট পুড়ে বিনষ্ট হয়। ক্ষতির পরিমাণ বাজার মূল্যে ৬ লক্ষ টাকা নির্ধারিত হয়।

ক. আধুনিক অগ্নিবিমার জনক কে? ১

খ. অগ্নিবিমা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. মন্ডল কত টাকার ক্ষতিপূরণ পাবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. মন্ডলের অগ্নিবিমা করার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

অধ্যায় ১২

বিবিধ বিমা
Miscellaneous insurance

১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

করিম জুট মিলে চাকরি করে সুরুজ মিয়া। পাটের আঁশ নিঃশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করায় এক ধরনের রোগ হয়। এজন্য করিম জুট মিল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের জন্য এ ধরনের রোগে অক্ষমতা সৃষ্টি বা চিকিৎসার জন্য বিমা করেছে। শ্রমিকরাও মালিক পক্ষের এ কাজে খুশী। এটা দেখে বড় ওয়ার্কশপের মালিক মিঃ সোবহান তার শ্রমিকদের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, পঙ্গুত্ব, জখম ইত্যাদির জন্য বিমা করেছেন। এতে তিনিও আইনে মালিকের যে দায় বলা হয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করতে সমর্থ হবেন।

ক. শস্য বিমা কী? ১

খ. গবাদি পশু বিমা বলতে কী বুঝায়? ২

গ. করিম জুট মিল কর্তৃপক্ষ সুরুজ মিয়ার মত শ্রমিকদের জন্য যে বিমা করেছেন তা কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর ৩

ঘ. মিঃ সোবহান যে বিমা করেছেন তার নাম কী? এধরনের বিমা তাকে নিশ্চিন্ত করার কারণ মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরঃ

ক. প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক নানান বিপদে শস্যহানি হলে তার ক্ষতির হাত থেকে কৃষকদেরকে আর্থিকভাবে সুরক্ষার জন্য যে বিমার উদ্ভব ঘটেছে তাকে শস্য বিমা বলে।

খ. গবাদিপশুর মৃত্যুজনিত ক্ষতির হাত থেকে বিমা গ্রহীতাকে আর্থিকভাবে রক্ষার জন্য যে বিমা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাকে গবাদিপশু বিমা বলে। এক্ষেত্রে নৈতিক ঝুঁকির মাত্রা অনেক বেশী থাকে। ফলে বিমা করার ক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি বিমা গ্রহীতার সততা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করে।

গ. করিম জুট মিল কর্তৃপক্ষ সুরুজ মিয়ার মত শ্রমিকদের জন্য যে বিমা করেছেন তা হল পেশাগত ক্ষতিপূরণ বিমা।
শিল্প কারখানায় কাজ করার সময় প্রক্রিয়াগত কারণেই কোনো কোনো কর্মীদের পেশাজনিত রোগের সৃষ্টি হতে পারে। আইনে এরূপ পেশাজনিত রোগের কারণে কর্মী অক্ষম হলে তার দায় নিয়োগ কর্তার ওপর বর্তে। এজন্য নিয়োগকর্তা পেশাগত ক্ষতিপূরণ বিমা গ্রহণ করে এরূপ দায় বিমাকারীর ওপর অর্পণ করতে পারে।

উদ্দিপকের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই যে পাটের আঁশ নিঃশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করায় এক ধরনের রোগ হয়। এজন্য করিম জুট মিল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের জন্য এ ধরনের রোগে অক্ষমতা সৃষ্টি বা চিকিৎসার জন্য বিমা করেছে। বিষয়টি পেশাগত ক্ষতিপূরণ বিমার সাথে মিলে যায়। অতএব আমরা বলতে পারি যে করিম জুট মিল কর্তৃপক্ষ যে বিমা করেছেন তা হল পেশাগত ক্ষতিপূরণ বিমা।

ঘ. মিঃ সোবহান যে বিমা করেছেন তা হল নিয়োগকারীর দায় বিমা।
শিল্প কারখানায় কর্মরত অবস্থায় কোনো দুর্ঘটনা বা শিল্পসংক্রান্ত রোগের আক্রমণের দ্বারা কোনো শ্রমিকের মৃত্যু হলে বা জখমপ্রাপ্ত হলে তার ক্ষতিপূরণের দায় আইন অনুযায়ী মালিকের ওপর বর্তে। মালিক এরূপ ক্ষতিপূরণের দায় যে বিমার মাধ্যমে বিমা কোম্পানির ওপর ন্যস্ত করে তাকে নিয়োগকারীর দায় বিমা বলে।

উদ্দিপকের মিঃ সোবহান তার শ্রমিকদের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, পঙ্গুত্ব, জখম ইত্যাদির জন্য বিমা করেছেন। এতে তিনিও আইনে মালিকের যে দায় বলা হয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করতে সমর্থ হবেন।
এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে এটি হল নিয়োগকারীর দায় বিমা।

২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

মিঃ মল্লিক ও মিঃ গওহর দু'জনই জাহাজ ব্যবসায়ী। মিঃ মল্লিক তার জাহাজ একাধিক বিমা কোম্পানির কাছে বিমা করেন। অন্যদিকে মিঃ গওহর তার জাহাজ পরিচিত বিমা প্রতিষ্ঠানে বিমা করেন। যা ঐ বিমা কোম্পানি আবার সাধারণ বিমা কর্পোরেশনে বিমা করে থাকে। ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়ে দুজনেই অনেকটা নিশ্চিত থাকেন।

ক. স্বাস্থ্যবিমা কী? ১

খ. শস্যবিমা বলতে কী বোঝায় ? ২

গ. মিঃ মল্লিক তার জাহাজ যেভাবে বিমা করেন তাকে কোন ধরনের বিমা বলে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাধারণ বিমা কর্পোরেশনে যে বিমা করা হয় তাকে কোন ধরনের বিমা বলে? এরূপ বিমা করার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরঃ

ক. অসুস্থতাজনিত কারণে চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য যে বিমা করা হয় তাকে স্বাস্থ্যবিমা বলে।

খ. প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক নানান বিপদে শস্যহানি হলে তার ক্ষতির হাত থেকে কৃষকদেরকে আর্থিকভাবে সুরক্ষার জন্য যে বিমার উদ্ভব ঘটেছে তাকে শস্য বিমা বলে। প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা আবহমান কাল থেকে চাষাবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ; যেমন খারাপ আবহাওয়া, বন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টি, বিভিন্ন রোগ ও পোকামাকড়ের উপদ্রব এবং সেই সাথে মনুষ্য সৃষ্ট বিপদ বা অনিশ্চয়তাই হলো শস্য বিমার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

গ. মিঃ মল্লিক তার জাহাজ যেভাবে বিমা করেন তাকে দ্বৈত বিমা বলে।

কোনো একজন বিমাগ্রহীতা তার সম্পত্তির ঝুঁকি একই সাথে দুই বা ততোধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করলে তাকে দ্বৈত বিমা বলে। বৃহদায়তন শিল্পের যন্ত্রপাতির বিমা, বিমান বিমা, জাহাজ বিমা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাধারণত দ্বৈত বিমার আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের মিঃ মল্লিক তার জাহাজ একাধিক বিমা কোম্পানির কাছে বিমা করেন। উক্ত তথ্যটি দ্বৈত বিমার সাথে মিলে যায়।

ঘ. সাধারণ বিমা কর্পোরেশনে যে বিমা করা হয় তাকে পুনর্বিমা বলে।

কোনো বিমা কোম্পানি তার গৃহীত ঝুঁকির সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ আবার নতুন কোন বিমা চুক্তির মাধ্যমে অন্য কোনো বিমা কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করলে তাকে পূণর্বিমা বলে। এরূপ ক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ই থাকে বিমা কোম্পানি।
উদ্দিপকের মিঃ গওহর তার জাহাজ পরিচিত বিমা প্রতিষ্ঠানে বিমা করেন। যা ঐ বিমা কোম্পানি আবার সাধারণ বিমা কর্পোরেশনে বিমা করে থাকে।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এটি একটি পুনর্বিমা।

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

নব্বইয়ের দশকের পর দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণে গবাদি পশুর উন্নয়নে সরকার বিশেষ পরিকল্পনা নেয়। বিদেশ থেকে উন্নত জাতের গাভী আমদানি করা হয়। দেশি গাভী যেখানে ২ থেকে ৩ লিটার দুধ দেয় সেখানে উন্নত জাতের একটা গাভী ১৫ থেকে ২৫ লিটার দুধ দেয়ায় তা মানুষকে দারুনভাবে উদ্বুদ্ধ করে। সমীর মিয়া একজন খামারী। সেও

উৎসাহভরে কয়েকটা গাভী পালন করে ভালোই উন্নতি করেছিল। তবে অজানা এক রোগে কয়েকটা গাভী মারা যাওয়ায় সে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। খামারীরা উৎসাহভরে পশুপালন করে চললেও এখনও এটা ব্যাপক বাণিজ্যিক রূপ লাভ করতে পারছে না।

ক. বাংলাদেশে কোন বিমা সবচেয়ে পুরনো? ১

খ. দ্বৈত বিমা সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের কৃষকরা কোন ধরনের বিমা করলে উপকৃত হতে পারবে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমীর মিয়ার গাভী মারা যাওয়া বিমার দৃষ্টিতে কোন ধরনের ঝুঁকি? বিমা করে সমীর মিয়ার মত খামারীরা কী উপকৃত হতে পারবে মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর:

ক. বাংলাদেশে ডাক জীবন বিমা সবচেয়ে পুরনো।

খ. কোন একজন বিমাগ্রহীতা তার সম্পত্তির ঝুঁকি একই সাথে দুই বা ততোধিক বিমা কোম্পনির নিকট বিমা করলে তাকে দ্বৈত বিমা বলে। বৃহদায়তন শিল্পের যন্ত্রপাতি বিমা, বিমান বিমা, জাহাজ বিমা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাধারণত দ্বৈত বিমার আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে।

গ. উদ্দীপকের কৃষকরা গবাদি পশু বিমা করলে উপকৃত হতে পারবে।

গবাদিপশুর মৃত্যুজনিত ক্ষতির হাত থেকে বিমা গ্রহীতাকে আর্থিকভাবে রক্ষার জন্য যে বিমা ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে তাকে গবাদিপশু বিমা বলে। দুগ্ধ শিল্প, মাংস এবং চামড়া শিল্প গবাদি পশুর উপর নির্ভরশীল। সে কারণেই এর মৃত্যুতে পালনকারীর আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্যই গবাদি পশু বিমার প্রচলন ঘটেছে।

উদ্দীপকের সমীর মিয়া একজন খামারী। সে উৎসাহভরে কয়েকটা গাভী পালন করছিল। কিন্তু অজানা এক রোগে কয়েকটা গাভী মারা যাওয়ায় সে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় খামার টিকিয়ে রাখার জন্য গবাদি পশু বিমা করলে সে উপকৃত হবে।

ঘ. সমীর মিয়ার গাভী মারা যাওয়া বিমার দৃষ্টিতে ঝুঁকি।

গবাদি পশুর রোগাক্রান্ত হবার এবং মারা যাওয়ার সহজাত ঝুঁকির নাম প্রাকৃতিক ঝুঁকি। এক্ষেত্রে মানুষের কোন হাত নেই। উদ্দীপকের সমীর মিয়ার কয়েকটা গরু অজানা এক রোগে মারা যায়- যা প্রাকৃতিক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

বিমা করে সমীর মিয়ার মত খামারীরা অনেক ধরনের উপকার পেতে পারে। যেমন গবাদি পশু বিমার ফলে পশুর মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ পাবে। গবাদি পশু অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসার জন্যও চিকিৎসা খরচ বিমার আওতাভুক্ত হতে পারে। বিমা প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় গবাদি পশুর অঙ্গহানি ঘটতে পারে। এই ঝুঁকিও বিমার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এছাড়া বিমাপত্র দেখিয়ে সমীর মিয়ার মত খামারীরা প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধাও পেতে পারে।

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই সড়ক পথে চলে। এ সড়ক পথে প্রতিদিন যে দুর্ঘটনা ঘটে তাতে প্রাণ হারায় গড়ে কমপক্ষে ১০ জন মানুষ। কতজন পঙ্গু হয়, চিকিৎসা নিতে যেয়ে নিঃস্ব হয় তা ভাবতে অবাক লাগে। কত গাড়ি বিনষ্ট হয়, সম্পদ নষ্ট হয় তা অবর্ণনীয়। কিন্তু এ নিয়ে যেন কারোই মাথাব্যাথা নেই। মোটার গাড়ির মালিক বিমা পরে ক্ষতিপূরণ পায়। কিন্তু যে যাত্রী মারা যায় তার ব্যবস্থা কী? অথচ মোটর গাড়ি বিমার আওতায় এ ধরনের বিমা করা সম্ভব ছিল।

ক. পুনর্বিমা কী? ১

খ. ডাক জীবন বিমা বলতে কী বুঝায়? ২

গ. সড়ক পথে দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়াতে উদ্দীপকে কোন ধরনের বিমার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী যাত্রীদের জন্য মোটর গাড়ির মালিক যে বিমা করতে পারেন তার নাম কী? এদেশে এর আবশ্যকতা মূল্যায়ন করো। ৪

উত্তরঃ

ক. বিমাকারী বা বিমা কোম্পানি তার গৃহীত ঝুঁকির অংশবিশেষ পুনঃচুক্তির মাধ্যমে অন্য কোন বিমা কোম্পানির ওপর ন্যস্ত করলে তাকে পুনর্বীমা বলে।

খ. যে জীবন বিমা চুক্তি ডাকঘরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় এবং যাতে বিমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের প্রতিদানে বিমা গ্রহীতার মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা মেয়াদ শেষে তাকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে তাকে ডাক জীবন বিমা বলে।

স্বল্প আয়ের মানুষের সঞ্চয় নিশ্চিতকরণ ও আয় বৃদ্ধি তথা জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যেই মূলত ডাক জীবন বিমার প্রচলন হয়। ডাক ব্যবস্থার অধীনে মানুষের জীবনকে বিমা করার সে ব্যবস্থা উপমহাদেশে দীর্ঘকাল চালু রয়েছে।

গ. সড়ক পথে দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়াতে উদ্দীপকে মোটরগাড়ি বিমার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।
যে বিমা চুক্তি দ্বারা মোটরযানের সংঘটিত ক্ষতি বা অপচয় এবং আইনগতভাবে অন্য লোকের সম্পদের ক্ষতিজনিত দায় মোকাবিলা করা হয় তাকে মোটরযান বিমা বলে।

বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষ সড়কপথে চলাচল করে বলে চালকের অসাবধানতা, যান্ত্রিক ত্রুটি সংঘর্ষ বা দুর্ঘটনা জনিত কারণে প্রতিনিয়ত প্রচুর মোটর গাড়ি ধ্বংস, যাত্রীর মৃত্যু বা শারিরীক অক্ষমতা, সম্পদ ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়। এসব ক্ষতির আর্থিক সহায়তা পাবার অন্যতম উপায় হলো মোটরযান বিমা। এ প্রকার বিমার মাধ্যমে মোটরযানের মাধ্যমে সৃষ্ট যে কোন ক্ষতির দায় বিমা কোম্পানির ওপর অর্পণ করা যায়।

সুতরাং বলা যায়, সড়কপথের সার্বিক ঝুঁকি মোকাবেলার অন্যতম হাতিয়ার মোটরযান বিমা।

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী যাত্রীদের জন্য মোটর গাড়ির মালিক যে বিমা করতে পারেন তা হলো গণদায় বিমা।
মোটরযান, রেলগাড়িতে বা বিমানে চলাচলের সময় এর যাত্রীদের কোনরূপ দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের জন্য পরিবহণ প্রতিষ্ঠান যে ধরনের বিমা ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করে তাকে গণদায় বিমা বলে।

আমাদের দেশে গণদায় বিমার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ বর্তমানে আমাদের দেশে সড়ক পথের অবস্থা খুবই খারাপ। পর্যাপ্ত প্রশস্ত সড়ক এদেশে নেই। তাছাড়া চালকও অনেক ক্ষেত্রে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালায় আর এতে দুর্ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটছে। রেলপথের অবস্থাও অনুন্নত। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সিগন্যাল না থাকায় দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। এসব দুর্ঘটনায় যাত্রীদের ক্ষতি বা মৃত্যুর হাত হতে রক্ষামূলক হিসেবে আর্থিক নিশ্চয়তা দেবার জন্য গণদায় বিমা মুখ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

সুতরাং আমাদের দেশের যাত্রীদের যে কোন ধরনের ক্ষতি হতে আর্থিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে গণদায় বিমার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৫। মি. অনিক পাল একজন খামারী। তার খামারে ২০টি গবাদিপশু আছে। অনিক পাল ঐ গবাদি পশুগুলোর জন্য একটি বিমা করেন। গতবছর গো-মড়কের কারণে তার খামারের গবাদি পশুগুলো মারা যায়। মি. অনিক পাল বিমা কোম্পানির কাছে ক্ষতিপূরণ চাইলে, বিমা কোম্পানি বিষয়বস্তুর বিমাযোগ্য স্বার্থ, চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্ষতি হয়েছে বিধায় বিমা দাবি পরিশোধ করে দেয়। তবে মৃত পশুর মালিকানা নিয়ে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়।

(ক) পুনঃ বিমা কী? ১

(খ) রপ্তানি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম বলতে কী বুঝ ? ২

(গ) গবাদিপশুর বিমা দাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি কোন ধরনের বিমার নিয়ম অনুসরন করেছে - তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) মৃত গবাদিপশুর মালিকানা কে পাবে ? তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরঃ

ক. পুনঃ বিমাঃ বিমাকারী বা বিমা কোম্পানি তার গৃহীত ঝুঁকির অংশ বিশেষ পুনঃ চুক্তির মাধ্যমে অন্য কোন বিমা কোম্পানির ওপর ন্যস্ত করলে তাকে পুনর্বীমা বলে।

খ. ধারে পণ্য রপ্তানি ক্ষেত্রে যে সব বাণিজ্যিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ঝুঁকি হয়, যে বিমা ব্যবস্থার তা মোকাবিলার দায়িত্ব গৃহীত হয়, তাকে রপ্তানি ধার গ্যারান্টি বলে।

মূল পরিশোধে বিলম্ব, আমদানিকারকের দেউলিয়াত্ব, দেরিতে পণ্য পৌঁছা, চাহিদা ও বিনিময় হারে পরিবর্তন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রভৃতি বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক বিপদ রপ্তানিকারকের মূল্য প্রাপ্তি বিলম্ব বা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। রপ্তানিকারকের পণ্যমূল্য প্রাপ্তি বিলম্ব বা অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য এ ধরনের বিমা করতে হয়। রপ্তানি ক্রেডিট গ্যারান্টি বিমা প্রধানত দু'প্রকার। যথা- (১) জাহাজিকরণ পূর্ববর্তী ঝুঁকি বিমা এবং (২) জাহাজীকরণ পরবর্তী ঝুঁকি বিমা পত্র।

গ. গবাদিপশুর বিমা দাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি সম্পত্তি বিমার নিয়ম অনুসরণ করেছে।
যে বিমার বিষয়বস্তু স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তাকে সম্পত্তি বিমা বলে।

উদ্দীপকে মি. অনিক পাল তার গবাদি পশুর যে বিমা করেন তা মূলত সম্পত্তি বিমার আওতাভুক্ত। কারণ গবাদিপশু মূল্যবান সম্পদ বিধায় এটি সম্পত্তি বিমার নিয়ম প্রযোজ্য হবে। তাই বিমা কোম্পানি বিষয়বস্তুর বিমাযোগ্য স্বার্থ ও চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্ষতি হয়েছে বিধায় বিমা দাবি পরিশোধ করে দিয়েছেন।

ঘ. মৃত গবাদিপশুর মালিকানা বিমা কোম্পানি পাবে। গবাদি পশুর ক্ষেত্রে স্থলাভিষিক্ততার নীতি প্রয়োজ্য।

সম্পত্তি বিমার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের পরবর্তীকৃত সম্পত্তি যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে বা এ সংক্রান্ত কোন অধিকার থেকে থাকে তার মালিক হয় বিমা কোম্পানি। এই নীতিকেই স্থলাভিষিক্ততার নীতি বলে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে যে, অনিক পাল ২০টি গবাদি পশুর বিমা করেছিলেন। তার গবাদি পশুগুলো গো-মোড়কে মারা যায় এবং সম্পত্তি বিমার আওতা তার দাবি প্রদান করে। অপরপক্ষে বিমাকৃত পশুর অধিকার বিমা কোম্পানি পাবে। কারণ গবাদি পশু সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং বিমা কোম্পানি দাবি পরিশোধ করেছে। এ মুহূর্তে অবশিষ্ট বিষয়বস্তুর মালিকানা পাবে বিমা কোম্পানি।

পরিশেষে বলা যায় গবাদি পশু যেহেতু মূল্যবান সম্পদ তাই এর ক্ষেত্রে বিমার স্থলাভিষিক্ততার নীতি প্রযোজ্য হবে। কারণ মৃত গবাদি পশুর চামড়া থেকে বিমা কোম্পানি লাভবান হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়: বিবিধ বিমা

অনুশীলনী সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মোটর সাইকেল চালান মি. ভৌমিক। রাস্তা-ঘাটে সারাক্ষণ দুর্ঘটনা ঘটছে-এটা মাঝেমধ্যে মি. ভৌমিককে ভাবিত করে। বিমা কোম্পানির কর্মকর্তা তার এক বন্ধু বললেন, বিপদতো আর বলে কয়ে আসে না। তুমি এমন বিমাপত্র খোলো যাতে কম প্রিমিয়ামে মৃত্যু ঝুঁকি শুধু নয় এর সাথে বেশ কিছু ঝুঁকি বিমা করতে পারবে। মি. ভৌমিক বললেন, এটা কত বছরের জন্য? সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সুবিধা এক্ষেত্রে পাওয়া যাবে কী না? বন্ধু বললো, তুমি যা বলছো তাথেকে এ বিমা ভিন্ন।

ক. দায় বিমা কী? ১

খ. মোটর গাড়ী বিমা সম্পর্কে ধারণা দাও? ২

গ. বন্ধু কোন ধরনের বিমা করতে বলেছেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. ভৌমিক কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র সম্পর্কে বলেছেন? তার প্রশ্নের কারণ মূল্যায়ন কর। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই সড়ক পথে চলে। এই সড়ক পথে প্রতিদিন যে দুর্ঘটনা ঘটে তাতে প্রাণ হারায় গড়ে কমপক্ষে ১০ জন মানুষ। কতজন পঙ্গু হয়, চিকিৎসা নিতে যেয়ে নিঃস্ব হয় তা ভাবতে অবাক লাগে। কত গাড়ি বিনষ্ট হয়, সম্পদ নষ্ট হয় তা অবর্ণনীয়। কিন্তু এ নিয়ে যেনো কারোই মাথাব্যথা নেই। মোটর গাড়ির মালিক বিমা করে ক্ষতিপূরণ পায়। কিন্তু যাত্রী মারা যায় তার ব্যবস্থা কী? অথচ মটর গাড়ি বিমার আওতায় এই ধরনের বিমা করা সম্ভব ছিল।

ক. পূনর্বীমা কী? ১

খ. ডাক জীবন বিমা সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. সড়ক পথে দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়াতে উদ্দীপকে কোন ধরনের বিমার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী যাত্রীদের জন্য মোটরগাড়ির মালিক যে বিমা করতে পারেন তার নাম কী? এদেশে এর আবশ্যকতা মূল্যায়ন কর। ৪

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জনাব আলমের এক বন্ধু আমেরিকায় থাকেন। সে বললো, সেখানে শস্য বিমার প্রচলন ব্যাপক। জনাব আলমের প্রশ্ন- কতটুকু ফসল হতো আর বিপর্যয়ের কারণে কতটা কম হলো- এটা পরিমাপ করা কী সম্ভব? কৃষক যদি সার না দয়, ঔষুধ না ছিটায় আর ক্ষতিপূরণ দাবি করে তা হলে কী হবে? বন্ধুর বক্তব্য যেখানে চাষাবাদ হয় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে। তুমি যে ঝুঁকির কথা বলছো তার সম্ভাবনা সেখানে কম। সব মিলিয়ে তারা ঝুঁকি হিসাব করে বিমা করছে। আর ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ করছে।

ক. দ্বৈত বিমা কী? ১

খ. ব্যক্তিগত অক্ষমতা বিমা সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. আমেরিকাতে শষ্য বিমার ক্ষেত্রে কোন ধরনের ঝুঁকি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশে এ বিমার প্রচলনে কোন ধরনের ঝুঁকি জনাব আলম গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

দুর্ঘটনা কারও জন্যেই কাম্য নয়। তথাপি দুর্ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাই আইনজীবী রবিউল ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা কবলিত হলে হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনের জন্যে একটি বিমা কোম্পানির নিকট হতে একটি পলিসি গ্রহণ করে।

(ক) গবাদি পশু বিমা কী? ১

(খ) 'জীবন বিমা আর্থিক নিশ্চয়তা বিমা'-উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

(গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত বিমাটিকে কোন ধরনের ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা বলা যাবে? ৩

(ঘ) আইনজীবী রবিউলের বিমা পলিসির ক্ষেত্রে প্রিমিয়ার কিরূপ হবে বলে তুমি মনে করো? ৪

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জনাব পলাশ প্রতি বছর ৫,০০০ টাকা প্রদান পূর্বক টেনশন ফ্রি কোম্পানির সাথে ১০,০০০ টাকার ৩০ বছর মোদি একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। মেয়াদ শেষে জনাব পলাশ জীবিত থাকেন এবং চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানি প্রতি বছর তাকে ২০,০০০ টাকা প্রদান করে।

(ক) রপ্তানি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম কী? ১

(খ) 'অগ্নিবিমা ক্ষতি পূরণের চুক্তি'-ব্যাখ্যা করো। ২

(গ) জনাব পলাশ প্রতি বছর ৫,০০০ টাকা প্রদান করেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

(ঘ) কোম্পানির ২০,০০০ টাকা প্রদান কী যুক্তিযুক্ত? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জনাব জাকির হোসেন ন্যাশনাল ফ্যানস্ লি. টঙ্গী-এর জেনারেল ম্যানেজার। দুই ছেলে ও স্ত্রী নিয়ে তার সুখের সংসার। বড় ছেলে রিফাত সপ্তম ও ছোট ছেলে রাহাত পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। বছর দুয়েক পূর্বে তিনি তাকাফুল ইসলামী লাইফ ইনসিওরেন্স কোং লি. থেকে ন্যাশনাল পরিবার কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষে গোষ্ঠী অক্ষমতা বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। তিন মাস পূর্বে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় তাকে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। গত সপ্তাহে তিনি বাসায় ফিরেন।

(ক) দুর্ঘটনা কী? ১

(খ) দুর্ঘটনা বিমা বলতে কী বোঝায়? ২

(গ) জাকির সাহেবের পরিবারের ক্ষতিপূরণে তাকাফুলের করণীয় ব্যাখ্যা করে। ৩

(ঘ) দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে জাকির সাহেব বিছানায়, তাকাফুলের গোষ্ঠী বিমায় তার কিছুটা দায় কমায়-বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

দুর্ঘটনা কারও জন্যেই কাম্য নয়। তথাপি দুর্ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাই আইনজীবী রবিউল ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা কবলিত হলে হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনের জন্যে একটি বিমা কোম্পানির নিকট হতে একটি পলিসি গ্রহণ করে।

(ক) গবাদি পশু বিমা কী? ১

(খ) 'জীবন বিমা আর্থিক নিশ্চয়তা বিমা'-উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

(গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত বিমাটিকে কোন ধরনের ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা বলা যাবে? ৩

(ঘ) আইনজীবী রবিউলের বিমা পলিসির ক্ষেত্রে প্রিমিয়ার কিরূপ হবে বলে তুমি মনে করো? ৪

৮। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. হাসান জনতা ব্যাংকের ইস্যুকৃত একটি চেক সোনালী ব্যাংক, ফার্মগেট শাখায় তার হিসাবে জমা দেন। তিনি মি. হারুনকে ২ লাখ টাকার একটি চেক প্রদান করেন। ১ লাখ টাকার চেকের অর্থ হিসেবে জমা হলেই কেবল তার প্রদত্ত চেকটি মর্যাদা পাবে। চেকের অর্থ দ্রুত জমা না হলে মি. হারুন টাকা পাবেন না। ফলে মি. হাসানের ব্যবসায়িক সুনাম অক্ষুন্ন হতে পারে।

(ক) যে ব্যাংক অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে তাকে কী বলে? ১

(খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ২

(গ) মি. হাসান কীভাবে চেকের লেনদেন নিষ্পত্তি করতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

(ঘ) মি. হাসানের লেনদেনের সাথে জড়িত ব্যাংকগুলো কীভাবে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করবে? ব্যাখ্যা কর। ৪

৯। নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশ প্রচুর পরিমাণ গুঁড়ো দুধ বিদেশ থেকে আমদানি করতো। অতঃপর গবাদি পশু উন্নয়নে সরকার বিশেষ পরিকল্পনা নেয়। বিদেশ থেকে উন্নত জাতের গাভী আমদানি করা হয়। খামারীরা উৎসাহ সহকারে পশু পালন করলেও বিমার সীমাবদ্ধতার কারণে এ খাত সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন হচ্ছে না।

ক. শস্য বিমা কী? ১

খ. ডাক জীবন বিমা সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. গবাদি পশু পালন মানুষকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে করণীয় কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গরু খামার ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে বিমার সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে তুমি কী কী ব্যবস্থার সুপারিশ করবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

নির্বাচনী পরীক্ষা (ঢাকা বোর্ড)

বিষয়: ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-দ্বিতীয়পত্র

বহু-নির্বাচনী প্রশ্ন

সময়: ৪০ মিনিট **পূর্ণমান: ৪০**

[বি.দ্র.: সঠিক ও সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরটিতে কালো বল পেন দ্বারা ভরাট করতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. নিচের কোনটি বিশেষায়িত ব্যাংক?
ক. জনতা খ. উত্তরা
গ. কৃষি ✓ ঘ. সোনালী

২. কোন বীমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়?
ক. জীবন ✓ খ নৌ
গ. অগ্নি ঘ. গবাদি পশু

৩. আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ কার্য সম্পাদনকারী ব্যাংক কোনটি?
ক. গ্রুপ খ. মিশ্র ✓
গ. চেইন ঘ. একক

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ — নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব রত্না বাণিজ্যিক ব্যাংকে একটি হিসাব খেলেন। পারিবারিক কারণে ৪০ হাজার টাকা প্রয়োজন হলে তার জমাকৃত ১ লক্ষ টাকাই উত্তোলন করেন। এর ফলে হিসাবটি বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি নির্ধারিত সুদের কম হারে সুদ পান।

৪. জনাব রত্না কোন ধরনের হিসাব খুলেছিল?
ক. চলতি খ. সঞ্চয়ী
গ. বিশেষ ঘ. স্থায়ী ✓

৫. কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তার হিসাবটি চালু থাকতো?
i. হিসাব নবায়ন করলে
ii. হিসাবের বিপরীতে ঋণ নিলে
iii. ৬০ হাজার টাকা রাখলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii ✓

৬. নিচের কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ?
ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ ✓ খ. আমানত সংগ্রহ
গ. বিনিয়োগ ঘ. বিল বাট্টাকরণ

৭. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কোন নীতি অনুসরণ করে তাদের নিকট নগদ অর্থ জমা রাখে?
ক. সঞ্চয় সংগ্রহ খ. নিরাপত্তা
গ. ঋণ দান ঘ. তারল্য ✓

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব X ধূমপান করলেও বীমাপত্রে তিনি তা গোপন করেন। পরবর্তীতে তিনি ধুমপানজনিত রোগে মারা যান।

৮. জনাব X বীমার কোন বত্যয় ঘটায় বিমা দাবি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন?
ক. প্রত্যক্ষকরণ খ. চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস ✓
গ. স্থলাভিষিক্ততা ঘ. নির্দিষ্টতা

৯. নিচের কোনটি সঠিক দাগ কাটা চেকের নমুনা?
ক.

খ. 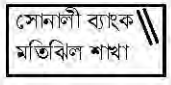

গ. 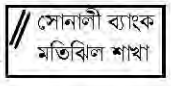

✓ ঘ. 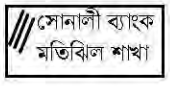

১০. মৃত্যুহার পঞ্জিতে সম্ভাব্য মৃত ব্যক্তির সংখ্যা নির্ণয় করা হয় প্রতি—
ক. শতকে খ. হাজারে ✓
গ. লাখে ঘ. কোটিতে

১১. নিচের কোনটি সামুদ্রিক ক্ষতি?
ক. আটক খ. রণপোত
গ. গচ্চা ✓ ঘ. বিস্ফোরণ

১২. অগ্নি বীমা ও জীবন বীমা উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-
i. হিসাব নবায়ন করলে
ii. হিসাবের বিপরীতে ঋণ নিলে
iii. ৬০ হাজার টাকা রাখলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ✓ খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii.

১৩. নিচের কোনটির অনুপস্থিতিতে শাবাব এর দোকানের ওপর নুসরাত বীমা করতে অপারগ?
ক. চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা খ. বৈধ উদ্দেশ্য
গ. সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক ঘ. বীমাযোগ্য স্বার্থ ✓

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪ – ১৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব সুমন ইস্টল্যান্ড ও প্রগতি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট তার গুদাম রক্ষিত পাটের জন্যে পৃথক দুটি বীমাপত্র গ্রহণ করেন। প্রগতি ইন্স্যুরেন্স তার গৃহীত বীমার বিষয়বস্তুর জন্যে ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট বীমা করে। গুদামে আগুন লেগে ১০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়।

১৪. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রগতি ইন্স্যুরেন্স এর বীমাপত্রটি কোন প্রকৃতির?

ক. পুনঃ ✓ খ. যৌথ
গ. দ্বৈত ঘ. পণ্যদায়

১৫. জনাব সুমন ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে কত লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন?

ক. ৫ ✓ খ. ১০
গ. ২৫ ঘ. ৫০

১৬. বিনিময় হার নির্ধারনের ক্রয় ক্ষমতা সমতা তত্ত্বের জনক কে?

ক. অধ্যাপক নার্গস খ. এ্যাডাম স্মিথ
গ. গুস্টার্ড ক্যাসেল ✓ ঘ. কেয়ার্ণক্রস

১৭. প্রত্যয়পত্র ইস্যু করেন কে?

ক. আমদানিকারক খ. রপ্তানিকারক
গ. রপ্তানিকারকের ব্যাংক ঘ. আমদানিকারকের ব্যাংক✓

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. X তার জাহাজের বীমা করেন। জাহাজটি নির্দিষ্ট পথ ব্যতীত অন্য পথে গমন করায় গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে বিলম্ব হয়। এতে পরিবাহিত মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু বীমা কোম্পানি দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানায়।

১৮. মি. X কোন বীমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন?

ক. যাত্রা ✓ খ. মূল্যায়িত
গ. ভাসমান ঘ. অবরোধ

১৯. বর্তমানে প্রচলিত হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনটি কত সালের?

ক. ১৮১৮ খ. ১৮২৮
গ. ১৮৮১ ✓ ঘ. ১৮৮২

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রফিক সাহেব আমেরিকা থেকে শিল্প পণ্য আমদানি করতে ইচ্ছুক। কিন্তু রপ্তানিকারক পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পেতে চায়।

২০. রপ্তানিকারক কিসের মাধ্যমে পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পেতে পারেন?

ক. ভ্রমণকারীর চেক খ. ভ্রাম্যমান নোট
গ. ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র ঘ. প্রত্যয়পত্র ✓

২১. বীমা চুক্তির আইনগত উপাদান কোনটি?

ক. বীমাযোগ্য স্বার্থ খ. বৈধ প্রতিদান ✓
গ. প্রত্যক্ষ কারণ ঘ. স্থলাভিষিক্তকরণ

২২. অগ্নিজনিত ক্ষতির প্রত্যক্ষ কারণ কোনটি?

ক. ত্রুটিজনিত নির্মাণ কাঠামো
খ. দাহ্য পদার্থের উপস্থিতি
গ. অবহেলা ও অবজ্ঞা ✓
ঘ. নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার

২৩. জনাব সাইফুল বীমা কোম্পানি থেকে কত টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন?

ক. ২০ হাজার ✓ খ. ৩০ হাজার
গ. ৫০ হাজার ঘ. ১ লক্ষ

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৪–২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জাকির তার পাওনাদার কবিরের নামে ৫ লক্ষ টাকার একখানা চেক প্রদান করেন। বৈধ চেক হওয়া সত্ত্বেও ব্যাংক নগদে টাকা পরিশোধে অপারগতা প্রকাশ করে। তবে ব্যাংক নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে কবিরকে অর্থ উত্তোলনের পরামর্শ দেন।

২৪. উদ্দীপকে উল্লেখিত চেকটি কোন ধরনের ছিল?

ক. বাহক খ. হুকুম✓ গ. বাসি ঘ. দাগকাটা

২৫. উদ্দীপকের চেকটির অর্থ মি. কবির কীভাবে সংগ্রহ করবেন?

i. অন্যের হিসাবের মাধ্যমে
ii. প্রাপকের হিসাবের মাধ্যমে
iii. জাকিরের হিসাবের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii ✓ গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii.

২৬. নিকাশ ঘর পরিচালনা করে থাকে কোন ব্যাংক?
ক. ইসলামী ব্যাংক খ. বাংলাদেশ ব্যাংক ✓
গ. সোনালী ব্যাংক ঘ. শিল্প ব্যাংক

২৭. জীবন বীমার ক্ষেত্রে বোনাস হলো —
i. বীমাকারীর লাভের অংশ
ii. বীমাগ্রহীতাকে প্রদেয় লভ্যাংশ
iii. কর্মচারীদেরকে প্রদেয় উৎসব ভাতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii ✓ গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii.

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী জনাব অরুণ-এর হিসাবে ১৩ লক্ষ টাকা জমা আছে। তিনি ১৫ লক্ষ টাকার একখানা চেক ব্যাংকে পাঠালে ব্যাংক যথারীতি পরিশোধ করে।

২৮. জনাব অরুণ-এর ঋণটি কোন ধরনের?
ক. ধার খ. জমাতিরিক্ত ✓
গ. নগদ ঘ. দালালিক

২৯. বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে সোনালী ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলি হচ্ছে —
ক. অবলেখন খ. নিকাশ ঘর
গ. বৈদেশিক বিনিময় ঘ. অর্থ স্থানান্তর ✓

৩০. বাণিজ্যিক দলিল ঋণ কোনটি?
ক. পে-অর্ডার ✓ খ. ভ্রাম্যমান নোট
গ. ভ্রমণকারীর চেক ঘ. ভ্রমণকারীর প্রত্যয় পত্র

৩১. কোন হিসাবের মাধ্যমে সপ্তাহ যতবার ইচ্ছে টাকা উত্তোলন করা যায়?
ক. সঞ্চয়ী খ. চলতি ✓
গ. স্থায়ী ঘ. বিশেষ

৩২. কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারিত হয় —
i. স্বর্ণমান পদ্ধতিতে
ii. ক্রয় ক্ষমতার সমতার ভিত্তিতে
iii. চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii ✓ গ. i ও ii ঘ. ii ও iii.

৩৩. একই বিষয়বস্তুর জন্যে একাধিক বীমাপত্র গ্রহণ করা কোন ধরনের বীমা?
ক. যৌথ খ. দ্বৈত ✓ গ. গোষ্ঠী ঘ. পুনঃ

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৪–৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রূপালী ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে ব্যাংকিং কার্যাবলী সম্পাদন করে। উক্ত ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে কুমিল্লা অঞ্চলের ব্যাংকগুলোর আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে থাকে।

৩৪. উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক?
ক. তালিকাভুক্তিকরণ ✓ খ. বেসরকারি
গ. বিশেষায়িত ঘ. অ-তালিকাভুক্ত

৩৫. রূপালী ব্যাংকটি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিত্বে নিচের কোন কাজটি সম্পাদন করছে?
ক. তালিকাভুক্ত ✓ খ. মুদ্রামান সংরক্ষণ
গ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঘ. নিকাশ ঘর পরিচালনা

৩৬. বিদেশে অর্থ প্রেরণের প্রাচীনতম পদ্ধতি কোনটি?
ক. স্বর্ণ প্রেরণ ✓ খ. বিনিময় বিল
গ. ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র ঘ. ডাকযোগে

৩৭. কোন বীমার সাথে চার্টার পার্টি সম্পর্কিত?
ক. দুর্ঘটনা খ. জীবন গ. নৌ ✓ ঘ. অগ্নি

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব দিপু বাণিজ্যিক ব্যাংকে এমন একটি হিসাব খুলেন যেখানে অন্যান্য হিসাবের তুলনায় বেশি সুদ পাওয়া যায়।

৩৮. জনাব দিপু কোন ধরনের হিসাব খুলেছিলেন?
ক. চলতি খ. স্থায়ী ✓
গ. বিশেষ ঘ. সঞ্চয়ী

৩৯. ব্যাংক আমানতকারীকে তার লেনদেন লিপিবদ্ধ করার জন্যে কী সরবরাহ করে?
ক. চেক বই খ. জমা রশিদ
গ. উত্তোলন চিটা ঘ. পাস বই ✓

৪০. কোন ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে?
ক. গ্রামীণ খ. বাণিজ্যিক ✓
গ. সমবায় ঘ. কেন্দ্রীয়

নির্বাচনী পরীক্ষা (রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা)

বিষয়: ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-দ্বিতীয়পত্র

বহু-নির্বাচনী প্রশ্ন

সময়: ৪০ মিনিট **পূর্ণমান: ৪০**

[বি.দ্র.: সঠিক ও সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরটিতে কালো বল পেন দ্বারা ভরাট করতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কোনটি?
ক. ঋণদান করা খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ
গ. আমানত গ্রহণ ✓ ঘ. মুনাফা অর্জন

২. 'ব্যাংক ধার করা অর্থের ধারক'—এ উক্তিটি কার?
ক. এডাম স্মিথ খ. কেয়ার্নক্রস ✓
গ. আর.এম. সেয়ার্স ঘ. অধ্যাপক ক্রাউথার

৩. চেকের বস্তুগত পরিবর্তন করতে পারে —
ক. আদেষ্টা ✓ খ. আদিষ্ট
গ. ব্যাংক ঘ. অনুমোদন বলে প্রাপক

৪. বীমা চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য —
i. ক্ষতিপূরণ
ii. স্থলাভিষিক্ত করণ
iii. বীমাযোগ্য স্বার্থ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. iii ঘ. i, ii ও iii ✓

৫. দুজন বীমাকারীর মধ্যে সম্পাদিত হয় যে বীমা —
ক. গোষ্ঠী বীমা খ. দ্বৈত বীমা
গ. যৌথ বীমা ঘ. পুনঃ বীমা ✓

৬. ঋণ নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হলো —
ক. ব্যাংকের হার পরিবর্তন ✓ খ. জমার হার পরিবর্তন
গ. ঋণের বরাদ্দকরণ ঘ. খোলা বাজার নীতি

৭. বিধিবদ্ধ তারল্য বলতে কী বোঝায়?
ক. ব্যাংক কর্তৃক যে পরিমাণ আমানত তরল সম্পদ আকারে রাখতে হয়
খ. আমানতের যে হার কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয় ✓
গ. ব্যাংক সর্বোচ্চ যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে
ঘ. যে সুদে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ দেয়

৮. প্রাথমিক আমানত বাধ্যতামূলক নয়-হিসাবের ক্ষেত্রে—
ক. সঞ্চয়ী হিসাব খ. চলতি হিসাব ✓
গ. বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব ঘ. ডিপোজিট পেনশন স্কিম

৯. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে যেভাবে —
i. ব্যাংকের শাখা বাড়িয়ে
ii. জমার হার বাড়িয়ে
iii. মুদ্রা সরবরাহ বাড়িয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii ✓ গ. i ও ii ঘ. ii ও iii.

১০. কোনটি দায় বীমা?
ক. শস্য বীমা খ. দুর্ঘটনা বীমা
গ. কর্মচারী বীমা ✓ ঘ. গবাদিপশু বীমা

১১. বীমা গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিত প্রিমিয়ামের যে অংশ বীমাপত্র ফেরতদানের সময় বীমা গ্রহীতাকে পরিশোধ করা হয় তাকে বলা হয়।
ক. বোনাস খ. সম্পূর্ণ মূল্য ✓
গ. তাৎক্ষণিক বৃত্তি ঘ. বৃত্তি

১২. সাধারণ বীমার মূল বিষয় হলো —
ক. সম্পত্তি ✓ খ. জীবন ও সম্পত্তি
গ. বীমাযোগ্য স্বার্থ ঘ. মানুষের জীবন

১৩. প্রত্যয়পত্র কার জন্যে জামানত হিসেবে কাজ করে?
ক. ব্যাংকের খ. আমাদানকারীর ✓
গ. আমানতকারীর ঘ. রপ্তানিকারীর

১৪. একটি সম্পত্তির মূল্য ১০,০০০০০ টাকা বীমা পলিসিতে দেখানো হলো ৬,০০,০০০ টাকা, ক্ষতি হলো ৪,০০,০০০ টাকা। ক্ষতিপূরণ কত টাকা হবে?
ক. ২,০০,০০০ টাকা খ. ২,৬০,০০০ টাকা
গ. ৪,০০,০০০ টাকা ✓ ঘ. ৬,০০,০০০ টাকা

১৫. কোনটি বীমাযোগ্য স্বার্থের মূল উপাদান?
ক. বীমা গ্রহীতার স্বার্থ ✓ খ. আর্থিক স্বার্থ
গ. বিষয়বস্তু স্বার্থ ঘ. পাবলিক স্বার্থ

১৬. ব্যাংক তহবিল এর প্রাথমিক ব্যবহার হচ্ছে —
ক. লভ্যাংশ প্রদান খ. বিল বাট্টাকরণ
গ. স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় ঘ. ঋণ দান ✓

১৭. একটি বৈধ চেকের মেয়াদ—
ক. ১ বছর খ. ৬ মাস ✓
গ. ৩ মাস ঘ. ২ মাস

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮–১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব সোহেল আহমেদ ৫ বছরের জন্য ২ লক্ষ টাকার একটি বীমাচুক্তি করে। তিনি কিস্তি প্রিমিয়াম পরিশোধের পর তিনি হঠাৎ বাস দূর্ঘটনায় মারা যান। পরবর্তীতে তাঁর স্ত্রী বীমা কোম্পানির নিকট বীমাদাবি উপস্থাপন করেন।

১৮. জনাব সোহেল আহমেদের বীমা পত্রটি কোন ধরনের?
ক. যৌথ বীমা খ. আজীবন বীমা
গ. মেয়াদী বীমা ✓ ঘ. বিশুদ্ধ মেয়াদি বীমা

১৯. সোহেল আহমেদের স্ত্রীর দাবির প্রেক্ষিতে বীমা কোম্পানির করণীয় কী?
ক. লাভসহ বীমাকৃত অর্থ পরিশোধ ✓
খ. বীমা দাবি প্রত্যাখ্যানকরণ
গ. প্রদত্ত প্রিমিয়ামের আনুপাতিক হার পরিশোধ
ঘ. বীমাকৃত অর্থ পরিশোধ

২০. গ্রুপ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংকের পরিচালনার দায়িত্ব কার নিকট ন্যস্ত থাকে?
ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খ. হোল্ডিং কোম্পানির ✓
গ. সরকারের ঘ. সাবসিডিয়ারী ব্যাংকের

২১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয় এর কারণ হলো —
i. পরের অর্থে ব্যবসায় করে
ii. আমানতের বেশির ভাগই চাহিবামাত্র পরিশোধ্য
iii. আর্থিক সামর্থ্য সীমিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. i ও ii ✓ ঘ. i, ii ও iii.

২২. বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য কোনটি?
ক. লেনদেনের ভারসাম্য বজায় রাখা
খ. বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা ✓
গ. বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ
ঘ. আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধি

২৩. প্রত্যয়পত্র গুরুত্বপূর্ণ, এর কারণ হলো —
i. পণ্য আমদানির সুযোগ
ii. মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা
iii. অগ্রিম অর্থ প্রাপ্তি সুযোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. i ও ii ✓ ঘ. i, ii ও iii.

২৪. কোনো দেশ থেকে দেশীয় মুদ্রা যদি অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করা হয় তাহলে বিনিময় হারের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়ে?
i. অনুকূল হয় ii. প্রতিকূল হয় iii. স্থির থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii ✓ গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii.

২৫. যে জামানত সহজ বিক্রয়যোগ্য তা হলো —
i. শেয়ার সার্টিফিকেট
ii. ব্যাংকের আমানত সনদ
iii. ঋণপত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ✓ খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii.

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৬ –২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দিনাজপুরের জনাব ইকবাল আহমেদ অবসর গ্রহণের পর ১৫ লক্ষ টাকা পেয়ে ব্যাংকে জমা রাখেন। ছেলের ঢাকার একটি স্বনামধন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বাবদ ৩০ হাজার টাকা দ্রুত ও নিরাপদে পাঠানোর প্রয়োজন হয়।

২৬. জনাব ইকবাল আহমেদ ব্যাংকে কোন ধরনের হিসাব পরিচালনা করেন?

ক. সঞ্চয়ী খ. স্থায়ী ✓

গ. চলতি ঘ. পৌনঃপুনিক

২৭. ছেলেকে টাকা পাঠানোর জন্যে জনাব ইকবাল আহমেদ কোন মাধ্যমটি যুক্তিযুক্ত মনে করেন?

ক. বাহক চেক খ. দাগকাটা চেক

গ. ডিমান্ড ড্রাফট ✓ ঘ. মানি অর্ডার

২৮. বাণিজ্যিক ব্যাংককে কী বলা যায়?

ক. মুদ্রা নিয়ন্ত্রক ও আমানতকারী

খ. মুদ্রা প্রবর্তক ও আমানতকারী

গ. মুদ্রা নিয়ন্ত্রক ও ঋণ নিয়ন্ত্রণকারী

ঘ. অর্থের ধারক ও ঋণের ব্যবসায়ী ✓

২৯. নিচের কোনটিতে নৌ বীমার দুর্ঘটনা ও ক্ষতির পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়ে থাকে?

ক. প্রতিবাদ পত্র খ. চালান

গ. বহন পত্র ঘ. স্থলাভিষিক্ত পত্র ✓

৩০. বর্জন নোটিশ নিচের কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে?

ক. আংশিক ক্ষতি

খ. প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি

গ. স্যালভেজ চার্জেজ

ঘ. উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি ✓

৩১. যেসব ব্যবসায়ীর মজুদ পণ্যের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট তাকে না প্রায়ই হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে তাদের জন্যে উপযোগী হলো —

ক. ঘোষণাযুক্ত বীমাপত্র খ. উদ্বৃত্ত বীমা পত্র ✓

গ. ভাসমান বীমা পত্র ঘ. গড়পড়তা নীতি

৩২. নিম্নোক্ত কোন বীমাপত্রের ক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতা নিজে বীমা দাবি ভোগ করতে পারে না?

i. সাময়িক ii. আজীবন iii. মেয়াদি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii ✓ গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii.

৩৩. ব্যাংক নোট প্রচলন করে কে?

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ✓

গ. সরকার ঘ. অর্থ মন্ত্রণালয়

৩৪. নিকাশ ঘরের প্রধান কাজ হলো —

ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ খ. ব্যাংকের বিবাদ নিষ্পত্তি

গ. নোট ইস্যু ঘ. আন্তঃব্যাংক লেনদেন নিষ্পত্তি✓

৩৫. কোন জাতীয় বোনাস কোম্পানির লাভ-ক্ষতির ওপর মোটেই নির্ভরশীল নয়?

ক. নগদ বোনাস খ. বিলম্বিত বোনাস

গ. প্রতিশ্রুতি বোনাস✓ ঘ. বাট্টাকৃত বোনাস

৩৬. বর্তমান বাংলাদেশে নগদ জমার হার কত?

ক. ৬% ✓ খ. ৬.৫% গ. ১৮.৫% ঘ. ১৯.৫%

৩৭. সবচেয়ে পুরাতন বীমা হচ্ছে —

ক. জীবন বীমা খ. অগ্নি বীমা

গ. শষ্য বীমা ঘ. নৌ বীমা ✓

৩৮. আধুনিক নৌ বীমার জনক হচ্ছে —

ক. নিকোলাস ধারবন খ. এডওয়ার্ড লয়েড ✓

গ. জন ব্ল্যাক ঘ. এম.এস. মিশ্র

৩৯. নিম্নের কোন চুক্তি বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকা আবশ্যক নয়?

ক. দুর্ঘটনা বীমা খ. নৌ বীমা

গ. বাজি চুক্তি ✓ ঘ. অগ্নি বীমা

৪০. অগ্নি বীমার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্য কোন ধরনের বীমাপত্র ইস্যু করা হয়?

ক. সমন্বয়যোগ্য বীমাপত্র ✓ খ. সার্বিক বীমা পত্র

গ. বাড়তি বীমা পত্র ঘ. পুনঃস্থাপন বীমাপত্র

নির্বাচনী পরীক্ষা (নটরডেম কলেজ, ঢাকা)

বিষয়: ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-দ্বিতীয়পত্র

বহু-নির্বাচনী প্রশ্ন

সময়: ৪০ মিনিট **পূর্ণমান: ৪০**

[বি.দ্র.: সঠিক ও সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরটিতে কালো বল পেন দ্বারা ভরাট করতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. অর্থ বাজারের শিরমণি বলা হয় কাকে?
ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক ✓ খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ. শিল্প ব্যাংক ঘ. হোল্ডিং ব্যাংক

২. যে প্রত্যয়পত্রের অধীনে ব্যাংক রপ্তানিকারক মাল জাহাজীকরণের খরচ, বীমা, শুল্ক ও বহন খরচ অগ্রিম প্রদান করা হয় তাকে কী বলা হয়?
ক. সবুজ দফা অগ্রিম প্রত্যয়
খ. লাল দফা অগ্রিম প্রত্যয়পত্র ✓
গ. অগ্রিম প্রত্যয়পত্র ঘ. প্রান্তে লিখিত প্রত্যয়পত্র

৩. কোনটি প্রথম সনদপ্রাপ্ত সরকারি ব্যাংক?
ক. ব্যাংক অব জেনোয়া খ. ব্যাংক অব আমস্টার্ডাম
গ. ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ঘ. রিকস্ ব্যাংক অব সুইডেন ✓

৪. বিনিময় হারের কোন তত্ত্বটি গুস্তাভ ক্যাসেল দিয়েছেন?
ক. ক্রয় ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব
খ. সরকারী বিনিময় হার তত্ত্ব
গ. স্বর্ণমান পদ্ধতির তত্ত্ব
ঘ. চাহিদা যোগান সমতা তত্ত্ব ✓

৫. বাংলাদেশে কোন ব্যাংক সর্বপ্রথম এটিএম কার্ড চালু করে?
ক. আমেরিকান এক্সপ্রেস খ. এইচএসবিসি
গ. স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ✓ ঘ. সিটি ব্যাংক এন.এ

৬. ১০ টাকার নোট ইস্যু করে কে?
ক. রাষ্ট্রপতি খ. প্রধানমন্ত্রী
গ. গভর্ণর ✓ ঘ. অর্থসচিব

৭. একক ব্যাংকের প্রবক্তা কে?
ক. লন্ডন খ. ইতালি গ. যুক্তরাষ্ট্র ✓ ঘ. জার্মানি

৮. ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, চেক, ভ্রমণকারীর চেক ইত্যাদি ইস্যু এবং অন-লাইন ব্যাংকিং সুবিধা চালু করে বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন্ কাজ সম্পাদন করে?
ক. অর্থ স্থানান্তরের কাজ ✓ খ. সেবা সরবরাহ কাজ
গ. উন্নত প্রযুক্তির কাজ ঘ. পরামর্শের কাজ

৯. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিভিন্ন পাবলিক কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এ কাজকে কী বলা হয়?
ক. কেনা-বেচা খ. অবলেখন ✓
গ. অবলেখক ঘ. বহুলেখন

১০. অবাণিজ্যিক দলিলী ঋণ কোনটি?
ক. প্রত্যয়পত্র খ. ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র
গ. পে-অর্ডার ঘ. ভ্রমণকারীর চেক ✓

১১. বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় স্বাভাবিকভাবে বিনিময়ের যে হার নির্ধারিত হয় তাকে কী বলে?
ক. ভারসাম্য বিনিময় হার খ. চাহিদা যোগান হার ✓
গ. বাজার বিনিময় হার ঘ. চলমান বিনিময় হার

১২. ভারতের ১ রূপী যে পরিমাণ স্বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করে বাংলাদেশের ৩ টাকা যদি সে পরিমাণ স্বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করে তবে বাংলাদেশ ও ভারতের বিনিময় হার হবে —
ক. ১:২ খ. ১ : ৩ ✓ গ. ২:৩ ঘ. ৩:১

১৩. বিহিত মুদ্রাহ্রাস পেলে কী হয়?
ক. মুদ্রাস্ফীতি হয় খ. মুদ্রাসংকোচন হয় ✓
গ. জিনিসপত্রের দাম বাড়ে ঘ. বেকার সমস্যা লাঘব হয়

১৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক জমার হার বৃদ্ধির ফলাফল কী হতে পারে?
ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে কম পরিমাণে অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে যাবে
খ. এতে বাজারে সুদের হার কমবে
গ. এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে
ঘ. বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে বেশি পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয়

ব্যাংকে যাবে ✓

১৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত না হওয়ায় কোনো ব্যাংক যে সমস্যা পড়তে পারে, তা হলো —
i. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সুবিধা পায় না
ii. নিকাশ ঘরের সুবিধা পায় না
iii. জনগণের আস্থা হারায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii ✓

১৬. Bankrupt শব্দটি এসেছে —
i. Bancoruptus হতে ii. Bancaruptus হতে
iii. Bankroute হতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii✓ খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii.

১৭. যে অবস্থায় দেশের বিনিময় হার দেশের প্রতিকূলে চলে যায়, তা হলো —
i. দেশে মূলধনের আগমন ঘটলে
ii. দেশে বিদেশি মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পেলে
iii. আকস্মিকভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii ✓

১৮. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হলো-
i. মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা
ii. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা
iii. অর্থের নিরাপদ সংরক্ষণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ✓ খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii.

১৯. বাহক চেকের বৈশিষ্ট্য হলো -
i. এটি শুধুমাত্র অর্পণের দ্বারা হস্তান্তরযোগ্য
ii. এ চেকে কে অথবা বাহককে লেখা থাকে
iii. এ চেককে দাগকাটা চেকে পরিণত করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii ✓

২০. ব্যাংক জামানত গ্রহণে যে সকল বিষয় বিবেচনা করে তা হলো-
i. আর্থিক সামর্থ ii. ব্যক্তির সুনাম iii. সম্পত্তির মূল্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii ✓

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১–২২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিছুদিন যাবৎ ঋণ নিয়ন্ত্রণ সমস্যায় আবর্তিত। ব্যাংক হার বাড়ানোর পরও অনেক ব্যাংকের উপর এর প্রভাব পড়ছে না। আবশ্যকীয় নগদ জমা বাড়িয়েও কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। হাতে গোনা কয়েকটি ব্যাংকের অসহযোগিতার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সমস্যায় পড়েছে।

২১. উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী ব্যাংক হার বাড়িয়েও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেনা, কারণ-
i. তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর আর্থিক রিজার্ভের পরিমাণ ভালো
ii. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে যথেষ্ট বন্ড, বিল ও সিকিউরিটিজ নেই
iii. মূলধন বাজারে শেয়ার ও ঋণপত্রের সংখ্যা কম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii✓ ঘ. i, ii ও iii

২২. উদ্দীপকে বর্ণিত কয়েকটি ব্যাংক যে অসহযোগিতা প্রদান করছে এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হতে পারে—
i. নিকাশঘরের সুবিধা বাতিল
ii. ঋণ সুবিধা প্রত্যাহার
iii. অতিরিক্ত রিজার্ভ সংগ্রহের নির্দেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ✓

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৩–২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. চয়ন একজন আমদানিকারক ও বিক্রেতা। ব্যাংকের সাথে তার ব্যাপক লেনদেন। তাকে বিভিন্ন ধরনের ঋণ দিতে পেরে ব্যাংক খুশি।

২৩. মি. চয়নের ব্যবসায় পরিচালনায় কোন ধরনের ঋণ গুরুত্বপূর্ণ?
ক. ধার খ. নগদ ঋণ
গ. জমাতিরিক্ত ঋণ ✓ ঘ. মধ্যমেয়াদি ঋণ

২৪. মি. চয়নের সাথে লেনদেন করতে যেয়ে ব্যাংক খুশী, কারণ-
i. তার থেকে ব্যাংক প্রচুর আয় করতে পারে
ii. তার লেনদেন ভালো হওয়ায় ঝুঁকি কম
iii. তাকে সহযোগিতা করায় দেশ আমদানি-বাণিজ্য বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii ✓

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৫–২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

পাটের ব্যবসায়ী কাজল পাটের গুদাম বীমা করেছিল। পাটের পরিমাণ সঠিকভাবে উল্লেখ না করায় বীমা কোম্পানি তার বীমা চুক্তি বাতিল করেছে।

২৫. কাজল কোন ধরনের বীমা করেছে?
ক. দায় খ. নৌ গ. দুর্ঘটনা ঘ. অগ্নি ✓

২৬. উদ্দীপকে উল্লেখিত কোন নীতি ভঙ্গের কারণে বীমাচুক্তি বাতিল হয়েছে?
ক. বীমাযোগ্য স্বার্থ খ. প্রত্যক্ষ কারণ
গ. পরোক্ষ কারণ ঘ. বিশ্বস্ততার নীতি ✓

২৭. সকল ধরনের বীমা চুক্তি করার পেছনে বীমাগ্রহীতার উদ্দেশ্য হলো—
i. সঞ্চয়ের সুবিধা লাভ ii. আর্থিক নিরাপত্তা লাভ
iii. মানসিক প্রশান্তি অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ✓

২৮. কমপক্ষে কত বছর উত্তীর্ণ না হলে সমর্পণ মূল্য প্রদান করা হয় না?
ক. ১ বছর খ. ২ বছর ✓ গ. ৩ বছর ঘ. ৪ বছর

২৯. বীমাকৃত মূল্য ১,৭৫,০০০ টাকা অগ্নি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য ৩,৫০,০০০ টাকা। প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ ১,১০,০০০ টাকা। গড়পড়তা পরিশোধ দাবির পরিমাণ কত হবে?
ক. ৫০,০০০ টাকা খ. ১,৫০,০০০ টাকা
গ. ৫৫,০০০ টাকা ✓ ঘ. ৭৫,০০০ টাকা

৩০. নিচের কোনটি ডাক জীবনবীমার সুবিধা?
ক. কিস্তির হার কম ✓ খ. বোনাস বেশি
গ. মুদ্রাস্ফীতি রোধ করে ঘ. মুনাফা বেশি

৩১. যখন কোনো বীমা গ্রহীতা একই বিষয়বস্তুর জন্য একই সময় একাধিক বীমাকারী বা বীমা কোম্পানির সাথে আলাদা আলাদা চুক্তি সম্পাদন করে তখন তাকে কী বলে?
ক. যুগ্ম বীমা খ. দ্বৈত বীমা ✓
গ. পুনর্বীমা ঘ. গণদায় বীমা

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩২ – ৩৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মাহবুব ৯০ লাখ টাকা মূল্যের একটি জাহাজের মালিক যেটি বীমাকৃত ছিল। চুক্তিতে উল্লেখ ছিল ঝড়ে জাহাজের কোনো ক্ষতি হলে বীমাকারী তা পূরণ করবে। পরবর্তীতে জাহাজটি চরে আটকে যাওয়ায় জাহাজের সব পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বীমাকারী কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করেনি।

৩২. নৌবীমার অব্যক্ত শর্ত কোনটি?
ক. রক্ষীবহর সাথে রাখা খ. বীমাকৃত সম্পদের বেধতা
গ. সমুদ্রযাত্রার তারিখ ঘ. যাত্রার বৈধতা ✓

৩৩. বীমাকারী কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করেনি কেন?
ক. প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতি না হওয়ায় ✓
খ. তথ্য গোপন করার কারণে
গ. জাহাজটি আংশিক ক্ষতি হওয়ায়
ঘ. চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করার কারণে

৩৪. বীমাচুক্তি সাধারণত —
i. মৌখিক হয় ii. লিখিত হয় iii. বৈধ উদ্দেশ্যে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii ✓

৩৫. 'বাজি চুক্তি' চুক্তি নয় কেন?
ক. এটিতে কোনো প্রতিদান নেই ✓
খ. এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই
গ. অবৈধ ও জনস্বার্থ বিরোধী
ঘ. সামাজিক গ্রহণযোগ্য নেই

৩৬. ১৮১৮ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত উপমহাদেশের প্রথম বীমা প্রতিষ্ঠানের নাম কী?
ক. The Oriental Assurance Co.
খ. The Oriental Insurance Co.
গ. The Oriental Life Assurance Co.
ঘ. The Oriental Life Insurance Co. ✓

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৭ – ৩৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সানি প্রতিদিন মটর সাইকেলে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। নিত্যনৈমিত্যিক দুর্ঘটনার কথা শুনেও জীবনবীমা করার বিষয়টি সে এখনও ভাবেনি। বীমা প্রতিনিধি তাকে বলল, জীবনবীমা না করলেও এর বিকল্প বীমাও সে করতে পারে।

৩৭. বীমায় কোন বিষয়ের বীমাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে?
ক. গবাদি পশু খ. জীবন গ. যানবাহন ✓ ঘ. চৌর্য

৩৮. রনির বীমাপত্রে যে সকল ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তা হলো-
i. মৃত্যু ii. অক্ষমতা iii. চিকিৎসা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii ✓

৩৯. গ্রুপ বীমা ধারণাটির প্রযোজ্য ক্ষেত্র হচ্ছে —
ক. জীবনবীমা ✓ খ. নৌ বীমা

গ. অগ্নিবীমা ঘ. শস্য বীমা

৪০. নিচের কোন পদ্ধতির বীমার বীমা গ্রহীতা ও বীমাকারি উভয়ই বীমা কোম্পানি?

ক. সহবীমা খ. পুনঃবীমা ✓
গ. যুগ্মবীমা ঘ. গোষ্ঠী বীমা

নির্বাচনী পরীক্ষা (সিটি কলেজ, ঢাকা)

বিষয়: ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-দ্বিতীয়পত্র

বহু-নির্বাচনী প্রশ্ন

সময়: ৪০ মিনিট **পূর্ণমান: ৪০**

[বি.দ্র.: সঠিক ও সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরটিতে কালো বল পেন দ্বারা ভরাট করতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. নিচের কোনটি আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরী বহির্ভূত?
ক. ব্যবসায় গোষ্ঠী খ. বণিক সংঘ✓
গ. মহাজন শ্রেণি ঘ. স্বর্ণকার

২. জীবন বীমা কোম্পানি তার অর্জিত মুনাফার যে অংশ বীমা গ্রহীতাদের মধ্যে অতিরিক্ত পাওনা হিসেবে বণ্টন করে তাকে কী বলে?
ক. বার্ষিক বৃত্তি খ. বোনাস✓ গ. অবসর বৃত্তি ঘ. মুনাফা

৩. কোন ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জননী বলা হয়?
ক. সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক খ. ব্যাংক অব ভেনিশ
গ. ব্যাংক অব ইংল্যান্ড✓ ঘ. ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম

৪. নিচের কোনটি সম্পত্তি বীমা বহির্ভূত?
ক. কর্মচারী বীমা ✓ খ. গবাদি পশু বীমা
গ. শস্য বীমা ঘ. যানবাহন বীমা

৫. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় নিচের কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ?
ক. নগদ জমা সঞ্চিতি খ. বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি✓
গ. সাধারণ সঞ্চিতি ঘ. বিশেষ সঞ্চিতি

৬. যেকোনো বীমা পলিসি গ্রহণে বীমাগ্রহীতার উদ্দেশ্য হলো-
i. সঞ্চয়ের সুবিধা অর্জন ii. আর্থিক নিরাপত্তা লাভ
iii. মানসিক প্রশান্তি অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ✓

৭. নিচের কোনটি বিশেষভাবে দাগকাটা চেকের নমুনা?
ক.
খ.
গ.
ঘ. ✓

৮. কোন বীমাকে নিশ্চয়তার বীমা বলে?
ক. জীবন✓ খ. নৌ গ. সম্পত্তি ঘ. শস্য

৯. বিদেশে অর্থ প্রেরণের সর্বাধুনিক পদ্ধতি কোনটি?
ক. সুইফট ✓ খ. ডাকযোগে অর্থ প্রেরণ
গ. তারযোগে অর্থ প্রেরণ ঘ. আন্তর্জাতিক মানি অর্ডার

১০. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের মূল উৎস কোনটি?
ক. পরিশোধিত মূলধন খ. জনগণের আমানত ✓
গ. সঞ্চিতি তহবিল ঘ. ঋণকৃত তহবিল

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১–১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব জামিল দীর্ঘদিন একটা বাসায় ভাড়া থাকেন। তিনি নিজ নামে ভবনটির বীমা করতে চাইলে বীমা কোম্পানি তাতে অপারগতা প্রকাশ করে।

১১. জনাব জামিল কোন ধরনের বীমা করতে চেয়েছিল?
ক. অগ্নি খ. জীবন গ. সম্পত্তি ✓ ঘ. চৌর্য

১২. বীমা কোম্পানি কর্তৃক বীমা প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যানের কারণ নিচের কোনটি?
ক. ঝুঁকির আধিক্য খ. বীমাযোগ্য স্বার্থের অভাব ✓
গ. নির্দিষ্টতার অভাব ঘ. সদ্বিশ্বাসের অভাব

১৩. কোন ব্যাংক, নেতার মতো দেশের ব্যাংকিং রাজত্ব শাসন করে?
ক. বিশ্ব ব্যাংক খ. আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল
গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ✓ ঘ. এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক

১৪. বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী হলেও মাঝে-মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়, যখন —
i. স্বল্পমেয়াদি ঋণের ঝামেলা এড়াতে চায়
ii. যথেষ্ট পরিমাণে দীর্ঘমেয়াদি আমানত সংগ্রহ করতে পারে
iii. যথেষ্ট পরিমাণে অলস টাকা জমা থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii✓ গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii.

১৫. নিচের কোন উপাদানটি জীবন বীমার ক্ষেত্রে উপযুক্ত হয় না?
ক. বীমাযোগ্য স্বার্থ খ. চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক
গ. স্থলাভিষিক্তকরণ ✓ ঘ. আর্থিক নিশ্চয়তা

১৬. মি. কাইয়ূমের গৃহীত ঋণের সাথে কোন ঋণের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়?
ক. ব্যবসায় ঋণ খ. নগদ ঋণ
গ. বন্ধকি ঋণ ঘ. জমাতিরিক্ত ঋণ ✓

১৭. এ ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাবে —
i. প্রতিষ্ঠানের সুনাম ii. দেশের কর্মসংস্থান
iii.বিনিময় হার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii✓ খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৮. কোন ধরনের চেকে প্রাপকের নাম না থাকার কারণে চেক প্রত্যাখ্যাত হয়?
ক. দাগকাটা চেক ✓ খ. ফাঁকা চেক
গ. বাহক চেক ঘ. হুকুম চেক

১৯. ক্রয় ক্ষমতার সমতা তত্ত্বের জনক কে?
ক. আরএস সেবার্স খ. আর.পি. কেন্ট
গ. ওস্টাভ ক্যাসেল ✓ ঘ. কেয়ার্ণক্রস

২০. বীমাকারী কর্তৃক অন্যের ঝুঁকি গ্রহণের বিনিময়ে মূল্যকে কী বলে?
ক. বৃত্তি খ. প্রিমিয়াম ✓
গ. মুনাফা ঘ. বোনাস

২১. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের নির্বাচনমূলক পদ্ধতি কোনটি?
ক. ব্যাংক হার নীতি খ. খোলাবাজার নীতি
গ. জমার হার পরিবর্তন নীতি
ঘ. ঋণের হার বরাদ্দকরণ নীতি ✓

২২. নিচের কোনটি নৌ বিপদ বহির্ভূত?
ক. সামুদ্রিক ঝড় খ. পণ্য নিক্ষেপ
গ. ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ ✓ ঘ. জলদস্যুতা

২৩. বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনটি?
ক. সোনালী ব্যাংক ✓ খ. জনতা ব্যাংক
গ. পূর্বালী ব্যাংক ঘ. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.

২৪. বাংলাদেশ থেকে বিদেশে অর্থ প্রেরণের উপায় হলো-
i. ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে
ii. প্রত্যয় পত্রের মাধ্যমে
iii. বৈদেশিক বিনিময় বিলের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii✓ ঘ. i, ii ও iii.

২৫. একজন চাকরিজীবীর জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উত্তম কেন?
ক. স্বল্পহারে সুদ পাওয়া যায় বলে ✓
খ. ব্যাংক চার্জ কর্তন করা হয় না বলে
গ. ঋণ সুবিধা পাওয়া যায় বলে
ঘ. দিনে যতবার খুশি টাকা ওঠানো যায় বলে

২৬. জীবন বীমায় বয়স প্রমাণের সনদ কোনটি?
i. শিক্ষা সনদপত্র ii. পাসপোর্টের কপি
iii. চারিত্রিক সনদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii✓ খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii.

২৭. অগ্রীম মঞ্জুরকালে ব্যাংক অধিক গুরুত্ব দিয়ে কোন বিষয়টি বিবেচনা করে?
ক. গ্রাহকের চরিত্র খ. গ্রাহকের ক্ষমতা
গ. ঋণের নিরাপত্তা ✓ ঘ. ঋণের উদ্দেশ্য

২৮. শস্য বীমার ক্ষেত্রে কোনটি অর্থনৈতিক ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত?
ক. অনাবৃষ্টি খ.অগ্নি সংযোগ গ. মূল্যহ্রাস✓ ঘ. চুরি

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৯–৩০ প্রশ্নের উত্তর দাও:

আজকাল মানুষ সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক বাদ দিয়ে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের দিকে ছুটছে। সরকার বিষয়টি উদ্বিগ্নের সাথে লক্ষ্য করছে এবং এ অবস্থার উত্তোরণ ঘটাতে চাচ্ছে।

২৯. উদ্দীপকের বর্ণনা মতে মানুষ কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের দিকে ছুটছে?
ক. বেসরকারি ব্যাংক প্রদত্ত সেবার মান উন্নত ✓
খ. বেসরকারি ব্যাংকগুলো আর্থিকভাবে স্বচ্ছল
গ. সরকারি ব্যাংকে ব্যাংক চার্জ বেশি

ঘ. সরকারি ব্যাংকে জমার সুদ কম ও ঋণের সুদ বেশি

৩০. সরকারের উদ্বিগ্নতা দূর করতে চাইলে সরকারি ব্যাংকগুলোর করণীয় হলো —

i. ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বাড়াতে হবে

ii. গ্রাহক সেবার মান উন্নত করতে হবে

iii. ঋণ দানের ক্ষেত্রে উদারনীতি অবলম্বন করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii✓ খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii.

৩১. নৈতিক ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাসের ক্ষেত্রে কোন ধরনের অগ্নিবীমা উত্তম?

ক. নির্দিষ্ট খ. গড়পড়তা ✓

গ. ভাসমান ঘ. বাড়তি

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩২—৩৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মজিদ সাহেব একজন চাকরীজীবী। তিনি ব্যাংকে একটি হিসাব খুলে প্রতি মাসে ২০০০ টাকা জমা দেন। এভাবে পাঁচ বছর জমা দেওয়ার পর তিনি তার সমুদয় টাকা লাভসহ ফেরত পাবেন। তবে পাঁচ বছরের আগে তিনি কোনো টাকা তুলতে পারবেন না।

৩২. মজিদ সাহেবের এ ধরনের হিসাব খোলার উদ্দেশ্য?

ক. সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ ✓

খ. অধিক আয়ের সুযোগ লাভ

গ. জমার বিপরীতে ঋণ লাভ

ঘ. অন্যান্য ব্যাংকিং সুবিধা লাভ

৩৩. মজিদ সাহেবের এ ধরনের হিসাব খোলার উদ্দেশ্য?

ক. সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ

খ. অধিক আয়ের সুযোগ লাভ ✓

গ. জমার বিপরীতে ঋণ লাভ

ঘ. অন্যান্য ব্যাংকিং সুবিধা লাভ

৩৪. নিচের কোনটি সামাজিক বীমার বিষয়বস্তু বহির্ভূত?

ক. বায়োবৃদ্ধতা খ. বেকারত্ব

গ. স্বাস্থ্যহানি ঘ. অগ্নিকান্ড ✓

৩৫. মঞ্জু একজন আমদানিকারক। তার জন্য কোন ধরণের ঋণ অধিক গ্রহণযোগ্য?

ক. ধার খ. নগদ ঋণ ✓

গ. জমাতিরিক্ত ঋণ ঘ. বন্ধকী ঋণ

৩৬. ধার ও নগদ ঋণের মধ্যে মিলের ক্ষেত্রগুলো হলো-

i. উভয়ই ব্যাংক আগামের অন্তর্ভুক্ত

ii. উভয় ক্ষেত্রেই জামানতের প্রয়োজন পড়ে

iii. উভয়ই বাণিজ্যিক ঋণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii✓

৩৭. পুনর্বীমা কার ঝুঁকি হ্রাস করে?

ক. বীমাকারীর ✓ খ. বীমাগ্রহীতার

গ. সরকারের ঘ. বীমার বিষয়বস্তুর

৩৮. ব্যাংকে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে নীচের কোনটির ব্যবহার অধিক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে?

ক. জমা রসিদ বই খ. চেক বই

গ. পাস বই ✓ ঘ. হিসাব বিবরণী

৩৯. কোন একক বিষয়বস্তু একাধিক বীমা কোম্পানির নিকট বীমা করা হলে তাকে কী বলে?

ক. দ্বৈত বীমা ✓ খ. পুনর্বীমা

গ. গ্রুপ বীমা ঘ. যুগ্ম বীমা

৪০. নৌ বীমায় ব্যক্ত শর্তের মধ্যে পড়ে —

i. সমুদ্র যাত্রার তারিখ

ii. যাত্রার বৈধতা

iii. বীমাকৃত সম্পদের বৈধতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii✓গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii.

নির্বাচনী পরীক্ষা (ঢাকা কলেজ)

বিষয়: ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-দ্বিতীয়পত্র

বহু-নির্বাচনী প্রশ্ন

সময়: ৪০ মিনিট **পূর্ণমান: ৪০**

[বি.দ্র.: সঠিক ও সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরটিতে কালো বল পেন দ্বারা ভরাট করতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. পাক-ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নাম কী?
ক. দি বেঙ্গল ব্যাংক
খ. দি হিন্দুস্থান ব্যাংক ✓
গ. জেনারেল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া
ঘ. ইম্পোরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া

২. 'Bank is the trader of money and loan'—উক্তিটি কার?
ক. John Hang খ. Prof. T. Hardy
গ. H.L. Hert ঘ. J.C. Wood ✓

৩. যেকোনো দেশের অর্থ ব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু কোনটি?
ক. শিল্প ব্যাংক খ. কেন্দ্রিয় ব্যাংক ✓
গ. কৃষি ব্যাংক ঘ. বাণিজ্যিক ব্যাংক

৪. কোন ব্যাংককে 'Mother of Central Bank' বলা হয়?
ক. রিকস ব্যাংক অব সুইডেন
খ. ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ✓
গ. ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম
ঘ. ব্যাংক অব ফ্রান্স

৫. Sl. R এর পূর্ণরূপ কোনটি?
ক. Statutory Liquidity Requirement ✓
খ. Statutory Liquidity Reserve
গ. Standard Liquidity Reserve
ঘ. Standard Liquidity Rate

৬. বাণিজ্যিক ব্যাংকের যে সকল আধুনিক সুবিধা গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে তা হলো—
i. লকার ভাড়া
ii. ATM বুথ
iii. অনলাইন ব্যাংকিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii✓ ঘ. i, ii ও iii.

৭. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কীভাবে তাদের তারল্য বজায় রাখে?
ক. বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে চুক্তি করে
গ. ব্যাংকের ভোল্টে নগদ অর্থ জমা রেখে ✓
ঘ. উচ্চ সুদের পরিবর্তে স্বল্প সুদে ঋণ দিয়ে

৮. কোন ধরনের হিসাব মালিককে ব্যাংক চেক বই সরবরাহ করে না?
ক. সঞ্চয়ী খ. চলতি গ. স্থায়ী✓ ঘ. বিশেষ চলতি

৯. একজন আমদানি-রপ্তানিকারক ব্যাংক চেক বই সরবরাহ করে না?
ক. বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে চুক্তি করে
গ. ব্যাংকের ভোল্টে নগদ অর্থ জমা রেখে ✓
ঘ. উচ্চ সুদের পরিবর্তে স্বল্প সুদে ঋণ দিয়ে

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০–১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব হাসান জনাব জামানের কাছ থেকে একটি দাগকাটা চেক পেলেন। চেকটির উপরিভাগের বামপার্শ্বে নিম্নোক্তভাবে দাগকাটা হয়েছে।

১০. উদ্দীপকের চেকটি কোন ধরনের দাগকাটা?
ক. সাধারণ খ. দ্বৈত
গ. বিশেষভাবে ✓ ঘ. অসাধারণ

১১. মি. হাসানের সোনালী ব্যাংকে হিসাব না থাকলে তিনি যা করতে পারেন —
i. সোনালী ব্যাংকে যে কারো হিসাবে চেক জমা দিতে পারেন
ii. সোনালী ব্যাংকে হিসাব খুলে সেখানে চেক জমা

দিতে পারেন
iii. জনাব জামান দিয়ে দাগ অপসারণপূর্বক ব্যাংক কাউন্টার থেকে টাকা উঠাতে পারেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii ও iii✓ খ. i, ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i ও ii.

১২. জনাব মিনহাজ একজন রপ্তানিকারক। তার নিকট কোন ধরনের প্রত্যয়নপত্র অধিক গ্রহণযোগ্য হতে পারে?
ক. নিশ্চিত✓ খ. খোলা গ. অনিশ্চিত ঘ. ঘূর্ণায়মান

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩–১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব শাহরিয়ার শফিক একজন পোশাক রপ্তানিকারক। তার ৫০ লক্ষ টাকা জমা আছে। নতুন অর্ডারের জন্য টাকার প্রয়োজন হওয়ায় ব্যাংকের নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে তিনি ব্যাংক থেকে ৭০ লক্ষ টাকা উত্তোলন করেন।

১৩. জনাব শাহরিয়ারের গৃহীত ঋণের সাথে কোন ঋণের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়?
ক. জমাতিরিক্ত ঋণ ✓ খ. ব্যবসায় ঋণ
গ. নগদ ঋণ ঘ. বন্ধকি ঋণ

১৪. ব্যাংকের এ ধরনের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাবে-
i. প্রতিষ্ঠানের সুনাম ii. দেশের কর্মসংস্থান
iii. বিনিময় হার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii✓ খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৫. বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিময় কার্যক্রম সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে কে?
ক. বাংলাদেশ ব্যাংক ✓ খ. অর্থ মন্ত্রণালয়
গ. সরকার ঘ. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১৬. একটি দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বৈদেশিক বিনিময় হারে ইতিবাচক প্রভাব রাখে-এর প্রধান কারণ কোনটি?
ক. দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়
খ. দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়
গ. আমদানি ও রপ্তানি বৃদ্ধি পায়
ঘ. বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ে ✓

১৭. ক্রয় ক্ষমতার সততা তত্ত্বের (Purchasing Power Parity Theory) জনক কে?
ক. প্রি অফ ড্রচার খ. হেনরি ফেয়ল
গ. জন উইলিয়ামস ঘ. গ্রস্তাভ ক্যানেল ✓

১৮. 'SWIFT' কোন লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. Visa ও Master Card এর প্রচলন করা
খ. ডাকযোগে বৈদেশিক লেনদেন সম্পন্ন করা
গ. ভ্রমণকারীর ভ্রমণ সংক্রান্ত প্রত্যয়পত্র ইস্যু করা
ঘ. আন্তঃদেশীয় আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করা✓

১৯. জনাব শফিকুল আলম একজন শিল্পপতি। তিনি লেনদেনের জন্য উত্তম ব্যাংক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের কোন গুণকে অধিক প্রাধান্য দেবে?
ক. নিরাপত্তা ব্যবস্থা খ. সঞ্চয় সংগ্রহের সামর্থ্য
গ. ঋণ আদায়ের সক্ষমতা ঘ. গ্রাহক সেবার মান ✓

২০. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলি সম্পাদন করা উচিত নয়, কারণ—
i. এতে ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হবে
ii. এতে অর্থনৈতিক কল্যাণের উদ্দেশ্য বাধাগ্রস্ত হবে
iii. এতে মূলধন গঠনের কাজ বাধাগ্রস্ত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও iii গ. i ও ii ✓ ঘ. i, ii ও iii.

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১ – ২২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বর্তমানে সমাজের লোকজন বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কারণে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর সাথে লেনদেন করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করছে। সোনালী ব্যাংকে কর্মরত রেজাউল ইসলাম এটা দেখে উদ্বিগ্ন। তিনি এ অবস্থার উত্তরণ প্রত্যাশা করেন।

২১. মি. ইসলামের উদ্বিগ্নতা দূরীকরণে করণীয় হলো-
i. ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়াতে হবে
ii. গ্রাহক সেবার প্রতি যত্নশীল হতে হবে
iii. উন্নত প্রযুক্তি সেবা নিশ্চিত করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii✓ গ. ii ও iii ঘ. i ও iii.

২২. সোনালী ব্যাংক কোন ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংক?
ক. স্বায়ত্তশাসিত খ. সরকারি ✓
গ. বেসরকারি ঘ. যৌথ মালিকানাধীন

২৩. অলস অর্থ জমা রয়েছে এমন একজন ব্যক্তির জন্য কোন ধরনের হিসাব উত্তম?
ক. সঞ্চয়ী খ. স্থায়ী ✓
গ. বিশেষ চলতি ঘ. পেনশন সঞ্চয়ী

২৪. সাধারণত কোন ধরনের ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে সম্পত্তি জামানত আবশ্যক নয়?

ক. ধার খ. জমাতিরিক্ত ঋণ ✓
গ. নগদ ঋণ ঘ. মধ্যম মেয়াদি ঋণ

২৫. বীমা ব্যবসায়ের উৎপত্তির ক্রম কোনটি?
ক. জীবন → নৌ → অগ্নি → দূর্ঘটনা
খ. নৌ → জীবন → অগ্নি → দূর্ঘটনা
গ. নৌ → অগ্নি → জীবন → দূর্ঘটনা ✓
ঘ. অগ্নি →নৌ → জীবন → দূর্ঘটনা

২৬. সর্বপ্রথম বীমা ব্যবসায় শুরু হয় কোন দেশে?
ক. ফ্রান্সে খ. ইংল্যান্ডে
গ. ইতালিতে ✓ ঘ. জার্মানিতে

২৭. জীবন বীমা চুক্তি অপরিহার্য উপাদান হলো-
i. বীমাযোগ্য স্বার্থ ii. সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক
iii. স্থলাভিষিক্তকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও ii ✓ ঘ. i, ii ও iii.

২৮. কমপক্ষে কত বছর সময় উত্তীর্ণ না হলে সমর্পণ মূল্য প্রদান করা হয় না?
ক. এক বছর খ. তিন বছর গ. দুই বছর✓ ঘ. চার বছর

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৯ – ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব সাফফান হাবিব জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে দক্ষিণ সুদান যাচ্ছেন। তিনি যাওয়ার পূর্বে নিজের জীবন বীমা করলেন। তিনি দেখলেন এতে প্রিমিয়ামের হার যথেষ্ট কম। মাঝে দেশে ফিরে এসে তিনি বীমাপত্র আবার নবায়ন করেছেন।

২৯. জনাব হাবিব কোন ধরনের বীমাপত্র সংগ্রহ করেছেন?
ক. বৃত্তি খ. মেয়াদি গ. সাময়িক✓ ঘ. এককালীন

৩০. জনাব হাবিবকে বীমা প্রিমিয়াম কম দিতে হয় কেন?
i. স্বল্প সময়ের জন্য তিনি বীমাপত্র খুলেছেন
ii. শুধুমাত্র মারা গেলেই এক্ষেত্রে বীমাদাবী পূরণ করতে হবে
iii. প্রিমিয়াম হিসাবে প্রদত্ত অর্থ বীমা কোম্পানি দেবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. i, ii ও iii✓ ঘ. ii ও iii

৩১. নিম্নের কোনটি নৌ বীমা চুক্তির অব্যক্ত শর্ত?
ক. নৌপথ সংক্রান্ত বর্ণনা খ. সমুদ্র যাত্রার তারিখ
গ. যাত্রাপথ অপরিবর্তিত রাখা ✓ ঘ. সমুদ্র যাত্রার বিরতি

৩২. জনাব মোহাম্মদ উল্লার মালবাহী জাহাজ নভেম্বর মাসে চট্টগ্রাম থেকে নিউইর্য়ক পৌঁছাবে। এই যাত্রাকালে যে ক্ষতি হবে তা বীমা কোম্পানি পরিশোধ করবে। জনাব মোহাম্মদ উল্লা কোন ধরনের বীমাপত্র গ্রহণ করেছেন?
ক. যাত্রার বীমাপত্র খ. মিশ্র বীমাপত্র ✓
গ. সময় বীমাপত্র ঘ. মূল্যায়িত বীমাপত্র

৩৩. আধুনিক অগ্নিবীমার জনক কে?
ক. চার্টার পার্টি খ. চালানি রশিদ
গ. স্থলাভিষিক্ততার পত্র ঘ. পুলিশি তদন্ত রিপোর্ট ✓

৩৪. আধুনিক অগ্নিবীমার জনক কে?
ক. নিকোলাস রবিনসন খ. নিকোলাস বারবন ✓
গ. নিকোলাস কার্বন ঘ. লুইস অলিভার

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৫–৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব ফজলে রাব্বি একজন সৌখিন চিত্রকর্ম সংগ্রাহক। তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকায় কেনা একটি চিত্রকর্ম পরবর্তীতে এর বাজার মূল্য যাই হোক না কেন এক লক্ষ টাকায় অগ্নিবীমা করেন। এক দূর্ঘটনায় আগুন লেগে চিত্রটির ২৫% বিনষ্ট হয়ে যায়।

৩৫. জনাব রাব্বি কোন ধরনের অগ্নি বীমাপত্র সংগ্রহ করেছেন?
ক. মূল্যায়িত খ. নির্দিষ্ট✓ গ. অমূল্যায়িত ঘ. গড়পড়তা

৩৬. বীমা কোম্পানি জনাব রাব্বিকে কত টাকার ক্ষতিপূরণ করবে?
ক. ৫০,০০০ খ. ৭৫,০০০ গ. ১,০০,০০০✓ ঘ. ২৫,০০০

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৭ – ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব করিম একজন স্বল্প আয়ের মানুষ। নিজের অবর্তমানে ছেলেমেয়ের আর্থিক সহায়তার কথা ভেবে একটি বীমা কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন এবং মাসিক ৫০০ টাকা হারে জমা দিচ্ছেন।

৩৭. জনাব করিম কোন ধরনের বীমাপত্র গ্রহণ করেছেন?
ক. সাধারণ বীমা খ. জীবন বীমা ✓
গ. নৌ বীমা ঘ. অগ্নি বীমা

৩৮. জনাব করিমের প্রদত্ত মাসিক ৫০০ টাকাকে বীমার ভাষায় কী বলে?
ক. প্রিমিয়াম ✓ খ. বার্ষিক ফি
গ. সঞ্চয় ঘ. বিনিয়োগ

৩৯. শস্য বীমা প্রথম চালু হয় কোন দেশে?

ক. যুক্তরাজ্যে✓ খ. জার্মানিতেগ. যুক্তরাষ্ট্রে ঘ. ফ্রান্সে

৪০. 'Fire is a good servant but a bad master' কে বলেছেন?

ক. লর্ড ম্যাকন্যাটন খ. লর্ড ব্রুক ✓

গ. বরার্ট ওয়েন ঘ. নিকোলাস বারবন

নির্বাচনী পরীক্ষা (ঢাকা কর্মাস কলেজ)

বিষয়: ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-দ্বিতীয়পত্র

বহু-নির্বাচনী প্রশ্ন

সময়: ৪০ মিনিট **পূর্ণমান: ৪০**

[বি.দ্র.: সঠিক ও সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরটিতে কালো বল পেন দ্বারা ভরাট করতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. বিশ্বে সর্বপ্রথম কত সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ১১৫৭ খ. ১৬৫৬ ✓ গ. ১৬৯৪ ঘ. ১৯৭১

২. কোনটি বীমাচুক্তির বিশেষ উপাদান?

ক. দুটি পক্ষ খ. বৈধ প্রতিদান

গ. স্বেচ্ছা সায় ঘ. নিকটতম কারণ ✓

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ কী?

ক. নোট ও মুদ্রার প্রচলন খ. মুদ্রার মান সংরক্ষণ

গ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঘ. ঋণ আমানত সৃষ্টি ✓

৪. মধ্যযুগে ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রধান কারণ কী?

ক. পূর্বসূরীদের আবির্ভাব✓ খ. বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রচলন

গ. মুদ্রার প্রচলন ঘ. উপাসনালয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা

৫. কোনটি বিদেশে অর্থ প্রেরণের পদ্ধতি বহির্ভূত?

ক. কাগজি মুদ্রা ✓ খ. ডাকমারফত

গ. পে-অর্ডার ঘ. ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬–৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

গ্রাহক হিসেবে সুখ্যাতি থাকায় জনাব রাজিব অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর সাথে জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত ১০ লক্ষ টাকা উত্তোলনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। তার হিসাব দশ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকাকালীন তিনি ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ১৫ লক্ষ টাকা উত্তোলন করেন।

৬. ব্যাংক এক্ষেত্রে কোন ধরনের জামানতকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে?

ক. স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক খ. ব্যক্তিক ✓

গ. পণ্য বন্ধক ঘ. পূর্বস্বত্ব

৭. উক্ত ঋণ বাবদ ১৫% হার সুদে মাসান্তে জনাব রাজিবকে কত টাকা সুদ দিতে হবে?

ক. ৬,২৫০ ✓ খ. ১২,৫০০

গ. ১৮,৭৫০ ঘ. ২০,০০০

৮. ব্যাংক থেকে যে হিসাবের বিপরীতে ঋণ নেওয়া যায়-

i. ঋণ ii. সঞ্চয়ী iii. চলতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii✓ গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii.

৯. নিচের কোনটি মিশ্র ব্যাংক?

ক. বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক লিমিটেড ✓

খ. আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড

গ. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

ঘ. ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড

১০. কোনটি নৌ-বীমার ব্যক্ত শর্ত?

ক. সমুদ্রযাত্রার বৈধতা

খ. ভিন্নপথে গমন না করা

গ. জাহাজে রক্ষীবহর থাকা✓

ঘ. জাহাজটির সমুদ্রে চলাচলযোগ্যতা

১১. কোন বীমাপত্রে প্রতিটি সম্পদের মূল্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়?

ক. গড়পড়তা খ. ঘোষণাকৃত

গ. সম্মিলিত ঘ. মূল্যায়িত✓

১২. কোনটি অবাণিজ্যিক ঋণের দলিল?

ক. ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র খ. পে-অর্ডার

গ. ভ্রাম্যমান নোট ✓ ঘ. ব্যাংক গ্যারান্টি

১৩. বাহক চেকের অসুবিধা কী?

ক. বড় অঙ্কের লেনদেন খ. সহজ লেনদেন

গ. অধিক নিরাপদ ঘ. হস্তান্তরযোগ্য ✓

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪ – ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. কলিমের নিকট হতে মি. রাশেদ বর্ণফুলী ব্যাংক লিমিটেড এর ৫০ হাজার টাকার একটি চেক পেয়েছেন। তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্যে তাঁর ম্যানেজার জনাব নাজমুলকে চেকটি প্রদান করেন।

১৪. উক্ত চেকটিতে নাজমুল কোন পক্ষ বলে বিবেচিত হবে?

ক. আদিষ্ট খ. আদেষ্টা

গ. অনুমোদনকারী ঘ. ধারক ✓

১৫. চেকটির অর্থ মি. রাশেদের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করার উপায় কী?

ক. চেকের অনুমোদন খ. চেক প্রত্যয়ন

গ. চেক নগদায়ন ঘ. চেকে দাগকাটা ✓

১৬. কোনটি জীবন বীমা চুক্তির উপাদান?

ক. আনুপাতিক হার খ. স্থলাভিষিক্তকরণ

গ. সমর্পণ মূল্য✓ ঘ. ক্ষতিপূরণ

১৭. প্রত্যয়পত্র হলো একটি —

i. ঋণের জামানত ii. ঋণের দলিল

iii. জাহাজি দলিল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও ii ঘ. i, ii ও iii ✓

১৮. বাংলাদেশে প্রথম শস্যবীমা ব্যবস্থা চালু হয় কবে?

ক. ১৯১৮ খ. ১৯৬২

গ. ১৯৭২ ঘ. ১৯৭৬ ✓

১৯. কোনটি দুর্ঘটনা বীমার বহির্ভূত?

ক. গবাদি পশু খ. শিক্ষা ✓

গ. হিমাগার ঘ. বিমান

২০. কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ?

ক. সঞ্চয় সংগ্রহ খ. ঋণ আমানত সৃষ্টি

গ. নোট ও মুদ্রার প্রচলন ✓ ঘ. তারল্য সংরক্ষণ

২১. ব্যাংকের তারল্য কী?

ক. পর্যাপ্ত আমানত সংগ্রহ খ. অর্থের নগদ প্রবাহ✓

গ. শিল্পখাতে বিনিয়োগ ঘ. মূলধন গঠন

২২. কোনটি চেকের অমর্যাদার কারণ বহির্ভূত?

ক. চেকে আদেষ্টার স্বাক্ষর না থাকা

খ. আদেষ্টার হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকা

গ. দাগকাটা চেক প্রাপকের হিসাবের মাধ্যমে উপস্থাপন ✓

ঘ. চেকের অর্থ পরিশোধে আদালতের নিষেধাজ্ঞা

২৩. অগ্নিবীমায় কোন ধরনের ঝুঁকি অধিক?

ক. অর্থনৈতিক খ. প্রাকৃতিক

গ. নৈতিক ✓ ঘ. সামাজিক

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৪ – ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশে শিপিং কর্পোরেশনের 'বাংলার গৌরব' জাহাজটি 'রূপসা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড' এর নিকট ১০০ কোটি টাকার বীমাকৃত। পরবর্তীতে রূপসা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড উক্ত বীমাচুক্তির বিপরীতে সাধারণ কর্পোরেশনের সাথে ৮০ কোটি টাকা মূল্যের একটি পৃথক বীমাচুক্তি করে।

২৪. রূপসা ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সাথে সম্পাদিত বীমাচুক্তিটি কোন ধরনের?

ক. পুনর্বীমা ✓ খ. দ্বৈতবীমা

গ. দুর্ঘটনা বীমা ঘ. পরিবহন বীমা

২৫. দুর্ঘটনা ঘটলে উক্ত বীমায় ক্ষতিপূরণ করবে —

i. রূপসা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

ii. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

iii. সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii✓ গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii.

২৬. অর্থ বাজারে কে প্রধান ভূমিকা পালন করে?

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. বিশ্ব ব্যাংক

গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ✓ ঘ. বিশেষায়িত ব্যাংক

২৭. রাহাত একটি লটারিতে বিজয়ী হয়ে ২০ লক্ষ টাকা পায়। নিজ নামে ব্যাংকে কোন ধরনের হিসাব খোলা তার জন্যে অধিক সুবিধাজনক?
ক. স্থায়ী ✓ খ. বিশেষ চলতি
গ. ঋণ আমানত ঘ. ডিপোজিট পেনশন স্কীম

২৮. সমর্পণ মূল্য পাওয়া যায় —
i. নির্দিষ্ট সময় শেষে
ii. নিয়মিত প্রিমিয়াম প্রদান হলে
iii. যে কোনো ধরনের বীমাপত্রের ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii✓ খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii.

২৯. সম ক্রয়ক্ষমতা তত্ত্বের প্রবক্তা কে?
ক. হেনরি ফেয়ল খ. এ্যাডাম স্মিথ
গ. গ্যাস্তভ ক্যাসেল ✓ ঘ. জি. ক্রাউথার

৩০. কোনটি সাধারণ বীমার আওতাভুক্ত?
ক. স্বাস্থ্য বীমা খ. শিক্ষা বীমা
গ. গোষ্ঠী বীমা ঘ. শস্য বীমা ✓

৩১. দেশের একটি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান সোনারগাঁও এ্যাপোরেলস লিমিটেড ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ৩টি গুদামে রক্ষিত পণ্যের জন্য একটি বীমাচুক্তি সম্পাদন করে। প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের বীমাপত্র গ্রহণ করে?
ক. ঘোষণাকৃত খ. সম্মিলিত
গ. বিন্যাসযোগ্য ঘ. ভাসমান ✓

৩২. গোষ্ঠী বীমা কার জন্য প্রযোজ্য?
ক. নির্দিষ্ট জাতি গোষ্ঠী খ. একই পরিবারের সদস্যবৃন্দ
গ. প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারি ✓ ঘ. বন্ধু-বান্ধব

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৩ – ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সম্প্রতি বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি বেড়ে যাওয়ায় দেশে মার্কিন ডলারের মূল্য পরিবর্তন হয়। এদিকে, বাজারে শিশুখাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রেতাদের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

৩৩. উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধির কারণ কী?
ক. বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি✓ খ. দেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি
গ. অধিক বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘ. শেয়ার বাজারের সূচক বৃদ্ধি

৩৪. উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের করণীয় হলো-
i. রপ্তানি বৃদ্ধি
ii. পর্যটন শিল্পের বিকাশ
iii. বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ✓

৩৫. কোনটি বীমাযোগ্য স্বার্থের সঠিক অর্থ প্রকাশ করে?
ক. বীমাকৃত বিষয়বস্তুর ওপর বীমাকারীর আর্থিক স্বার্থ
খ. বীমাগ্রহিতা কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ে দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ
গ. বীমাকৃত বিষয়বস্তুর উপর বীমাগ্রহিতার আর্থিক স্বার্থ
ঘ. বীমাকারি কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ✓

৩৬. একক ব্যাংকের সুবিধা কোনটি?
ক. অধিক মূলধন খ. অর্থ স্থানান্তর
গ. ঝুঁকি বণ্টন ঘ. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ✓

৩৭. মুনাফা সর্বাধিকীকরণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বর্তমানে দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ অধিক ঋণদানের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এতে অচিরেই ব্যাংকের তীব্র তারল্য সংকটের আশঙ্কা করছে বিশেষজ্ঞ মহল।
উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?
ক. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক খ. বাংলাদেশ ব্যাংক ✓
গ. বিশ্ব ব্যাংক ঘ. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল

৩৮. ব্যাংক হিসাব খোলার প্রধান সুবিধা কী?
ক. সহজ লেনদেন খ. মুনাফা অর্জন
গ. অর্থের নিরাপত্তা ✓ ঘ. ঋণ গ্রহণ

৩৯. জনাব অভিজিত (৪০ বছর) দি সানরাইজ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এর সাথে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বীমাদাবী লাভের শর্তে এককালীন প্রিমিয়াম পরিশোধ করে একটি বীমাপত্র গ্রহণ করেন।
ক. আজীবন খ. স্বাস্থ্য
গ. অধিবৃত্তি ✓ ঘ. মেয়াদী

৪০. কোনটি নৌ বিপদ?

ক. গচ্চা খ. বিশেষ খরচাবলি | গ. পণ্য নিক্ষেপণ ✓ ঘ. উদ্ধার সংক্রান্ত খরচ

নির্বাচনী পরীক্ষা (বি.এ.এফ. শাহীন কলেজ)

বিষয়: ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-দ্বিতীয়পত্র

বহু-নির্বাচনী প্রশ্ন

সময়: ৪০ মিনিট **পূর্ণমান: ৪০**

[বি.দ্র.: সঠিক ও সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরটিতে কালো বল পেন দ্বারা ভরাট করতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. 'Mother of Modern bank' বলা হয় কোন ব্যাংককে?
ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ✓ খ. শিল্প ব্যাংক
গ. সমবায় ব্যাংক ঘ. বাণিজ্যিক ব্যাংক

২. ব্যাংক ও ব্যাকিং এর মধ্যে মূল পার্থক্য কী?
ক. প্রকৃতিগত ✓ খ. দায়গত
গ. সাফল্যগত ঘ. উৎপত্তিগত

৩. নিচের কোনটি বিহিত মুদ্রা?
ক. ১ ও ২ টাকার নোট ✓ খ. ১০ ও ২০ টাকার নোট
গ. ৫০ ও ১০০ টাকার নোট
ঘ. ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট

৪. ক্রয় ক্ষমতার সমতা তত্ত্বের জনক কে?
ক. H.F. Evitt খ. R.N. Stern
গ. Gustar Cassel✓ ঘ. John Black

৫. CCA/C কী?
ক. Commercial Credit Account
খ. Credit Commercial Account
গ. Capital Credit Account
ঘ. Cash Credit Account ✓

৬. বিশ্বের প্রথম ব্যাংকের নাম কী?
ক. শাল্পী ব্যাংক✓ খ. ব্যাংক অব ইংল্যান্ড
গ. রিক্স ব্যাংক অব সুইডেন ঘ. দি হিন্দুস্তান ব্যাংক

৭. চেকের আবিষ্কারক কারা?
ক. মহাজন শ্রেণি খ. স্বর্ণকার শ্রেণি✓
গ. ব্যবসায়ী শ্রেণি ঘ. সরকার

৮. একটি বৈধ চেকের মেয়াদ কত মাস?
ক. ২ মাস খ. ৩ মাস
গ. ৬ মাস ✓ ঘ. ৮ মাস

৯. নিচের কোনটি বাণিজ্যিক ঋণের দলিল?
ক. ভ্রমণকারীর চেক খ. পে-অর্ডার ✓
গ. ড্রাম্যমান নোট ঘ. ভ্রমণকারীর প্রত্যয়পত্র

১০. 'A bank is a financial intermediary, a dealer is loans and debt's – উক্তিটি কার?
ক. Prof. Roger খ. P.H. Collin
গ. Prof. Gilbert ঘ. Prof. Cairncross ✓

১১. আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনাকে কী বলে?
ক. অপচয় খ. অবচয় গ. প্রিমিয়াম ঘ. ঝুঁকি✓

১২. বাংলাদেশে বর্তমানে কত সালের বীমা আইন প্রচলিত?
ক. ১৯৩২ খ. ১৯৩৮ গ. ১৯৯৪ ঘ. ২০১০✓

১৩. দায় মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কাদের সহযোগিতা নেওয়া হয়?
ক. মালিকের খ. অ্যাকচুয়ারি ✓
গ. বীমাগ্রহীতার ঘ. কর্মকর্তাদের

১৪. বহনপত্র কয় প্রস্থে তৈরি করা হয়?
ক. দুই প্রস্থে খ. তিন প্রস্থে ✓
গ. চার প্রস্থে ঘ. পাঁচ প্রস্থে

১৫. কোন দেশে প্রথম গবাদিপশু বীমা চালু হয়?
ক. ফ্রান্স ✓ খ. জার্মানি
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. যুক্তরাজ্য

১৬. কোন ক্ষেত্রে দ্বৈতবীমা করা যায় না?
ক. নৌ বীমা খ. অগ্নি বীমা
গ. জীবন বীমা ✓ ঘ. শহ্য বীমা

১৭. অগ্নিবীমার বিশেষ উপাদান —
i. বীমাযোগ্য স্বার্থ ii. ক্ষতিপূরণ iii. শর্তাবলি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii✓

১৮. নৌ বীমাপত্রের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে পড়ে?
i. যাত্রার বীমাপত্র
ii. সময় বীমাপত্র
iii. মিশ্র বীমাপত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii✓

১৯. ডাক জীবন বীমা পত্রের প্রধান উপজীব্য বিষয় হলো—
i. আজীবন বীমাপত্র ii. সাময়িক বীমাপত্র
iii. মেয়াদি বিমাপত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii✓ গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০. বৈদেশিক বিনিময় সংশ্লিষ্ট হলো —
i. বিদেশে অর্থ প্রেরণ ii. বিনিময় হার নির্ধারণ
iii. আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii✓ খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২১. বিশেষায়িত ব্যাংক —
i. কৃষি ব্যাংক ii. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
iii. গ্রামীণ ব্যাংক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii✓

২২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংখ্যাত্মক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে পড়ে—
i. ব্যাংক হার নীতি ii. ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি
iii. খোলাবাজার নীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii✓ ঘ. i, ii ও iii.

২৩. ব্যাংক যে সকল ক্ষেত্রে গ্রাহকের হিসাব বন্ধ করে তা হলো —
i. গ্রাহকের মৃত্যু হলে ii. গ্রাহক পাগল হলে
iii. গ্রাহক হিসাব বন্ধ করার নোটিশ দিলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii✓

২৪. হুকুম চেকের টাকা কে উত্তোলন করতে পারে?
i. প্রাপক ii. বাহক iii. অনুমোদন বলে প্রাপক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. i ও iii ✓ ঘ. i, ii ও iii.

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৫—২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশে অতি পরিচিত নাম। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যাংকটি বিভিন্ন ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। মূলধন গঠনে এ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

২৫. উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক?
ক. সরকারি খ. একক গ. বাণিজ্যিক✓ ঘ. কেন্দ্রীয়

২৬. প্রিমিয়ার ব্যাংক মূলধন গঠনে কীভাবে ভূমিকা রাখে?
ক. সঞ্চয় সংগ্রহ করে ✓ খ. অর্থ স্থানান্তর করে
গ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে ঘ. ঋণদান করে

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭—২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব মতিন একটি ব্যাংকের এমডি। ব্যাংক সম্প্রতি অন লাইন ব্যাংকিং চালু করেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ব্যাংকটিতে তারল্য সংকট দেখা দিয়েছে।

২৭. জনাব মতিনের ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক?
ক. একক ব্যাংক খ. শাখা ব্যাংক ✓
গ. গ্রুপ ব্যাংক ঘ. চেইন ব্যাংক

২৮. ব্যাংকটিতে তারল্য সংকট দেখা দেওয়ার কারণ —
i. নতুন আমানত
ii. প্রদত্ত ঋণ আদায় না হওয়া
iii. মিতব্যয়িতার নীতি অনুসৃত না হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii✓ খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ – ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. রফিক মালয়েশিয়া চাকরি করেন। দেশে টাকা পাঠাতে আগে সমস্যা হলেও বর্তমানে টাকা পাঠানোর অনেক পদ্ধতি থাকায় তার কোন সমস্যা এখন আর নেই।

২৯. বিদেশে অর্থ প্রেরণের কোন পদ্ধতি মি. রফিকের সাথে সম্পর্ক বহির্ভূত?
ক. ডাকযোগে খ. তারযোগে
গ. ই-মেইল ব্যবহার করে ঘ. প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে✓

৩০. টাকা পাঠানোর অনেক পদ্ধতির মধ্যে মি. রফিকের জন্য দ্রুততম পদ্ধতি হতে পারে —
i. ডাকযোগে ii. তারযোগে iii. ই-মেইলের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ✓

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩১ – ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জাকিয়া ব্যাংকের ক্যাশিয়ার অফিসার। একটা চেক পেয়ে তিনি প্রাপকের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। বাহক

বললো প্রাপক বাসায় আছে। জাকিয়া চেকটি ফেরৎ দিলেন।

৩১. উদ্দীপকের চেকটি কোন ধরনের চেক?
ক. বিশেষ দাগকাটা খ. সাধারণ দাগকাটা
গ. হুকুম ঘ. বাহক ✓

৩২. নিচের কোন কারণে জাকিয়া চেকটি অমর্যাদা করেছে?
ক. চেকটি সঠিকভাবে লেখা হয়নি বলে
খ. চেকটি ব্যাংকের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়নি বলে
গ. প্রাপকের বিরুদ্ধে ব্যাংকের অভিযোগ আছে বলে
ঘ. চেকটিতে যথাযথভাবে অনুমোদন করা হয়নি বলে ✓

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৩ – ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. সামী একটি বীমাপত্রের আওতায় তার কারখানার শ্রমিকদের জীবন বীমা করতে চান। মালিক এ ধরনের বীমা করতে চাচ্ছেন জেনে শ্রমিকরা খুশি।

৩৩. মি. সামী কোন ধরনের বীমা করতে চাচ্ছেন?
ক. গ্রুপ বীমা ✓ খ. যুগ্ম বীমা
গ. দ্বৈত বীমা ঘ. বহুজীবন বীমা

৩৪. এ ধরনের বীমার খবরে শ্রমিকরা খুশি এর কারণ-
i. এতে মালিকের দায়মুক্তি ঘটবে
ii. এজন্য পকেট থেকে তাদের কোনো প্রিমিয়াম দিতে হবে না
iii. মৃত্যু বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে আর্থিক দুর্দশার লাঘব ঘটবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii✓ ঘ. i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৫ – ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মালদ্বীপ থেকে ইতালির ভেনিস বন্দরে যাওয়ার ক্ষেত্রে তেলবাহী একটি জাহাজ বীমা চুক্তি করে। পথিমধ্যে জাহাজের কাপ্তান নির্দিষ্ট বন্দরে না ভিড়িয়ে জাহাজ অন্য বন্দরে ভিড়ায়। ঐ বন্দরে জাহাজটি দুর্ঘটনার শিকার হয়।

৩৫. উদ্দীপকে কোন ধরনের নৌ বীমাপত্র সংগ্রহ করা হয়েছিল?
ক. ভাসমান খ. বৃহৎ ঝুঁকির
গ. যাত্রার ✓ ঘ. মিশ্র

৩৬. উদ্দীপকে জাহাজের কাপ্তান নৌ বীমা চুক্তির কোন ধরনের শর্ত ভঙ্গ করেছেন?
ক. ব্যক্ত খ. অব্যক্ত ✓
গ. নির্দিষ্ট ঘ. মূখ্য

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৭ – ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব ইসলাম ৫০,০০০ টাকায় কেনা একটি চিত্রকর্ম পরবর্তী বাজারমূল্য যাই হোক না কেন ১,০০,০০০ টাকায় অগ্নিবীমা করেন। আগুন লেগে চিত্রটি ২৫% বিনষ্ট হয়ে যায়।

৩৭. জনাব ইসলাম কোন ধরনের অগ্নিবীমাপত্র সংগ্রহ করেছেন?
ক. মূল্যায়িত খ. অমূল্যায়িত
গ. নির্দিষ্ট ✓ ঘ. গড়পড়তা

৩৮. জনাব ইসলাম বীমা কোম্পানি থেকে কত টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে?
ক. ১,০০,০০০ ✓ খ. ৫০,০০০
গ. ২৫,০০০ ঘ. ১২,৫০০

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৯ – ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. চৌধুরী ফ্ল্যাট কিনবেন। এজন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিলেন। রেজিস্ট্রি করে ফ্ল্যাট বন্ধক ছাড়াও ক্রয়কৃত কিছু শেয়ার ও বন্ড জামানত দিতে হয়েছে।

৩৯. মি. চৌধুরী গৃহীত ঋণ নিচের কোন ধরনের?
ক. নগদ ঋণ খ. বাণিজ্যিক ঋণ
গ. ভোক্তা ঋণ ✓ ঘ. দলিলি ঋণ

৪০. উদ্দীপকে উল্লেখিত জামানত কোন ধরনের?
ক. দখলহীন বন্ধক খ. অতিরিক্ত জামানত ✓
গ. পূর্বস্বত্ব ঘ. সাধারণ বন্ধক

নির্বাচনী পরীক্ষা (জয়পুরহাট সরকারি কলেজ)

বিষয়: ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-দ্বিতীয়পত্র

বহু-নির্বাচনী প্রশ্ন

সময়: ৪০ মিনিট **পূর্ণমান: ৪০**

[বি.দ্র.: সঠিক ও সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরটিতে কালো বল পেন দ্বারা ভরাট করতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. কোনটি ব্যাংকের প্রাথমিক কাজ?
ক. অর্থ স্থানান্তর খ. অর্থ বিনিময়
গ. আমানত গ্রহণ ✓ ঘ. ঋণ প্রদান

২. কোনটি বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত নোট নয়?
ক. ২০ টাকা খ. ১০ টাকা
গ. ৫ টাকা ঘ. ২ টাকা ✓

৩. কোন ব্যাংক জামানত ছাড়াই ঋণ দেয়?
ক. কর্মসংস্থান ব্যাংক খ. গ্রামীণ ব্যাংক ✓
গ. কৃষি ব্যাংক ঘ. ব্র্যাক ব্যাংক

৪. বাংলাদেশে এক টাকার নোট ইস্যু করে কে?
ক. মহাব্যবস্থাপক খ. অর্থসচিব ✓
গ. গভর্ণর ঘ. অর্থমন্ত্রী

৫. ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী?
ক. দি ব্যাংক মারকাজী খ. বেনকোডা মারকোজি
গ. ব্যাংক মারকাজী ✓ ঘ. ব্যাংক মাসকান

৬. কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ নয়?
ক. বৈদেশিক বিনিময় ✓ খ. নিকাশ ঘরের দায়িত্ব পালন
গ. মুদ্রার প্রচলন ঘ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ

৭. উত্তরা ব্যাংকের পূর্বসুরী ব্যাংক —
ক. দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড
খ. দি ইস্টার্ণ ব্যাংক কর্পোরেশন লিমিটেড ✓
গ. দি ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড
ঘ. দি ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড

৮. কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ নয়?
ক. বিনিময় হার নির্ধারণ ✓ খ. আমানত সংগ্রহ
গ. বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি ঘ. ঋণদান

৯. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্যের হার —
ক. ১৮% খ. ১৮.৫%
গ. ১৯% ✓ ঘ. ১৯.৫%

১০. একটি বৈধ চেকের মেয়াদ কতদিন থাকে?
ক. ৩০ দিন খ. ৬০ দিন
গ. ১২০ দিন ঘ. ১৮০ দিন ✓

১১. চেকের আদেষ্টা কে?
ক. প্রাপক খ. বাহক
গ. চেক প্রস্তুতকারী ✓ ঘ. ধারক

১২. কোন ধরনের হিসাবে ব্যাংক চেক বই ইস্যু করে না?
ক. বৈদেশিক হিসাব খ. স্থায়ী হিসাব ✓
গ. সঞ্চয়ী হিসাব ঘ. চলতি হিসাব

১৩. ব্যাংক এর মূলনীতি হলো —
i. মূল্যবোধ সৃষ্টি
ii. সততা
iii. স্বচ্ছলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii ✓ গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকের শ্রেণিভুক্ত হলো —
i. জনতা ব্যাংক
ii. ইসলামী ব্যাংক
iii. এবি ব্যাংক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ✓

১৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে কাজের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করে —
i. ব্যাংক হার বাড়িয়ে
ii. জমার হার বাড়িয়ে
iii. ব্যাংক হার কমিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii ✓ খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৬. সকল ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ হলো—
i. নোট ইস্যুকরণ ii. নিকাশঘরের দায়িত্ব
iii. তহবিল সংরক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. ii ও iii✓ গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৭. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ হলো —
i. ঋণ নিয়ন্ত্রণ ii. আমানত গ্রহণ
iii. ঋণদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii✓ গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৮. বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের উৎস হলো —
i. অবলেখন ফি ii. ঋণের সুদ
iii. ট্রেজারি বিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii✓

১৯. হুকুম চেকের টাকা কে উত্তোলন করতে পারে?
i. বাহক ii. প্রাপক
iii. অনুমোদন বলে প্রাপক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii✓ গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০. দাগকাটা চেকে যা লেখা যেতে পারে —
i. ব্যাংকের নাম ও ব্যক্তির নাম
ii. প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়
iii. হস্তান্তরযোগ্য নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii✓

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব আহমাদ সাহেব একজন ব্যাংকার। তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম সারা বাংলাদেশে বিস্তৃত। সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেওয়ায় তার প্রভাব উক্ত ব্যাংকেও অনুভূত হচ্ছে। ফলে তাদের ব্যাংকটি ইদানিং তারল্য সঙ্কটে ভুগছে।

২১. জনাব আহমাদ সাহেবের ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক?
ক. চেইন ব্যাংক খ. গ্রুপ ব্যাংক
গ. একক ব্যাংক ঘ. শাখা ব্যাংক ✓

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. শরাফত হোসেন সোনালী ব্যাংক লিমিটেড জয়পুরহাট শাখার ইস্যু করা ১ লক্ষ টাকার একটি দাগকাটা চেক নিয়ে সরাসরি সোনালী ব্যাংকের উক্ত শাখায় টাকা উত্তোলন করতে গেলে ব্যাংক অর্থ প্রদান না করে তাকে উক্ত চেকটি তার নিজের হিসাবে জমা করতে বলে। মি. হোসেন তখন উক্ত চেক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর বড়গোলা শাখায় তার হিসাবে জমা দিলেন।

২২. সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর মধ্যকার লেনদেন নিষ্পত্তিতে কার সহযোগিতা অপরিহার্য?
ক. সোনালী ব্যাংকের খ. ইসলামী ব্যাংকের
গ. নিকাশ ঘরের ✓ ঘ. সরকারের

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড একটি পরিচিত ব্যাংক। এ ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। মূলধন গঠনে এ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

২৩. উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্যাংকটি বাংলাদেশের কোন ধরনের ব্যাংক?
ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ. সরকারি ব্যাংক
গ. বিশেষায়িত ব্যাংক ঘ. বাণিজ্যিক ব্যাংক ✓

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বগুড়ার এশিয়ার সুইটমিট এর দই ব্যবসায়ী তার প্রতিষ্ঠানে দুধ সরবরাহকারী জনাব আবুল কালামকে ১০,০০০ টাকার একটি বাহক চেক প্রদান করেন। চেকে প্রদত্ত স্বাক্ষর মিল না থাকায় ব্যাংক উক্ত চেকের টাকা প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করে।

২৪. জনাব আবুল কালামকে চেকের টাকা প্রদান না করাকে ব্যাংকের ভাষায় কী বলা হয়?
ক. প্রতারণা খ. প্রত্যাখ্যান ✓
গ. প্রত্যাহার ঘ. বাতিল

২৫. কোন ধরনের বীমার মধ্য দিয়ে বীমা ব্যবসায় যাত্রা শুরু করে?
ক. অগ্নিবীমা খ. নৌবীমা ✓
গ. জীবনবীমা ঘ. দুর্ঘটনাবীমা

২৬. বীমাযোগ্য স্বার্থের যথার্থ সংজ্ঞা কোনটি?
ক. বীমার বিষয়বস্তুতে বীমাকারীর মালিকানা স্বত্ব
খ. বীমার বিষয়বস্তুতে বীমাগ্রহীতার মালিকানা স্বত্ব
গ. বীমার বিষয়বস্তুতে বীমাকারীর আর্থিক স্বার্থ
ঘ. বীমার বিষয়বস্তুতে বীমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ ✓

২৭. নিচের কোনটি বীমার উদ্দেশ্য?
ক. ঝুঁকি বণ্টন ✓ খ. ঝুঁকি নির্মূল
গ. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ঘ. ঝুঁকি সৃষ্টি

২৮. জীবন বীমা কোন ধরনের চুক্তি?
ক. জীবন রক্ষাকারী চুক্তি খ. নিশ্চয়তার চুক্তি ✓
গ. ক্ষতিপূরণের চুক্তি ঘ. ঝুঁকি বণ্টনের চুক্তি

২৯. বীমা গ্রহীতার মৃত্যু ঘটলেই কেবল যে বীমা দাবি পূরণ করতে হয় তাকে কী বলে?
ক. আজীবন বীমা ✓ খ. মেয়াদ বীমা
গ. সাময়িক বীমা ঘ. জীবন বীমা

৩০. কোন বীমা ক্ষতিপূরণের বীমা নয়?
ক. অগ্নিবীমা খ. নৌবীমা
গ. সাধারণ বীমা ঘ. জীবন বীমা ✓

৩১. কোনটি প্রাকৃতিক বিপদ এর অন্তর্ভুক্ত?
ক. জাহাজে আগুন লাগা খ. পণ্য নিক্ষেপ
গ. জলোচ্ছ্বাস ✓ ঘ. জলদস্যুতা

৩২. নিচের কোনটি নৌবীমা চুক্তি বহির্ভূত?
ক. স্থলাভিষিক্তকরণ খ. আর্থিক নিশ্চয়তা ✓
গ. ক্ষতি নিষ্কৃতি ঘ. আনুপাতিক সাহায্য

৩৩. বীমার উদ্দেশ্য হলো —
i. মূলধন গঠন ii. ঝুঁকি হ্রাস iii. পুনর্গঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii ✓ খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৪. বীমার কাজ হলো —
i. নিশ্চয়তা বিধান ii. ঝুঁকি বণ্টন
iii. ক্ষতিপূরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ✓

৩৫. জীবনবীমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদানের মধ্যে পড়ে —
i. সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক
ii. বীমাযোগ্য স্বার্থ
iii. স্থলাভিষিক্তকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii ✓ খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৬. নৌবীমার অব্যক্ত শর্তের বিষয়বস্তু হতে পারে —
i. যাত্রার সময়
ii. যাত্রার বৈধতা
iii. জাহাজের সমুদ্রে চলাচল যোগ্যতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii ✓ গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৭. নৌবীমায় বীমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদান করে—
i. জাহাজের ক্ষতি হলে
ii. জাহাজ মালিকের ক্ষতি হলে
iii. জাহাজস্থিত পণ্যের ক্ষতি হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ✓ ঘ. i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বীমা ব্যবসায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে মানুষ জীবনের নানা ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের নানা প্রতিকূলতা আর্থিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য আবির্ভূত হয়েছে এ বীমা ব্যবস্থা।

৩৮. বীমা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য কী?
ক. দ্রুত আর্থিক উন্নতি করা
খ. শৃঙ্খলা বিধান করা
গ. অর্থনৈতিক উন্নতি করা
ঘ. আর্থিকভাবে ঝুঁকি মোকাবিলা করা ✓

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব রহমত উল্লাহ্ তার বন্ধু ও ব্যবসায়ের অংশীদার জনাব ইয়াকুব আলীর জীবনবীমা করতে চাইলে বীমা কোম্পানি তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। অথচ উক্ত কোম্পানি জনাব রহমত উল্লাহ্ এর স্ত্রীর জীবনবীমা করতে সম্মতি প্রকাশ করে।

৩৯. জনাব রহমত উল্লাহ্ তার বন্ধুর জীবনবীমা করতে চাইলে বীমা কোম্পানি সম্মত হয়নি কেন?
ক. জনাব ইয়াকুব শুধু বন্ধু নন অংশীদারও
খ. জনাব রহমত উল্লাহ্ দীর্ঘদিন প্রিমিয়াম পরিশোধ করবেন না
গ. বন্ধুর জীবনে বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকে না ✓
ঘ. জনাব রহমত উল্লাহ এর অভিপ্রায় সন্দেহজনক ছিল

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব আরিফ জাপান থেকে গাড়ি আমদানি করেন। এক লক্ষ টাকা প্রিমিয়াম পরিশোধ করে সমুদ্র পথে পরিবাহিত গাড়ির এক কোটি টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের শর্ত তিনি একটি বীমা কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন।

৪০. জনাব আরিফের গৃহীত বীমাপত্রটি কোন প্রকৃতির?
ক. যাত্রা বীমাপত্র খ. নৌবীমাপত্র ✓
গ. সাধারণ বীমাপত্র ঘ. অগ্নিবীমাপত্র

নির্বাচনী পরীক্ষা (কুমিল্লা সরকারি কলেজ)

বিষয়: ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-দ্বিতীয়পত্র

বহু-নির্বাচনী প্রশ্ন

সময়: ৪০ মিনিট **পূর্ণমান: ৪০**

[বি.দ্র.: সঠিক ও সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরটিতে কালো বল পেন দ্বারা ভরাট করতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. নিচের কোনটি বিশ্বের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংক?
ক. ব্যাংক অব বার্সেলোনা ✓ খ. ব্যাংক অব ইংল্যান্ড
গ. শাক্সি ব্যাংক ঘ. দি হিন্দুস্থান ব্যাংক

২. ব্যাংক হল এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা —
i. আমানত গ্রহণ করে
ii. ঋণদান করে
iii. অর্থের নিরাপত্তা বিধান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii ✓

৩. গ্রামীণ ব্যাংক একটি —
ক. বিশেষায়িত ব্যাংক✓ খ. বন্ধকী ব্যাংক
গ. সরকারি ব্যাংক ঘ. চেইন ব্যাংক

৪. সোনালী ব্যাংক মি. রায়হানকে এক লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করলো। ঋণের টাকা রায়হানের ব্যাংক হিসাবে জমা হল। রায়হান পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠিয়ে খরচ করলেন। অবশিষ্ট পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাংকের —
ক. ঋণ খ. ঋণ আমানত ✓
গ. আমানত ঘ. কোনোটি নয়

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ – ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
পোশাক রপ্তানিকারক মি. রহমানের Exim Bank এ ৫০ লক্ষ টাকা জমা আছে। নতুন অর্ডারের জন্যে টাকার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি ব্যাংকের নিয়মকানুন অনুসরণ করে ৬০ লক্ষ টাকা উত্তোলন করেন।

৫. মি. রহমানের গৃহীত ১০ লক্ষ টাকা ঋণের সাথে কোন ধরনের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়?
ক. ব্যবসার ঋণ খ. নগদ ঋণ
গ. বন্ধকী ঋণ ঘ. জমাতিরিক্ত ঋণ ✓

৬. উক্ত ঋণের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাবে —
i. প্রতিষ্ঠানের সুনাম
ii. দেশের কর্মসংস্থান
iii. বিনিময় হার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii✓ খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭. বাণিজ্যিক ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলার কারণ-
ক. ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে
খ. আমানতকৃত অর্থ থেকে ঋণদান করে ✓
গ. যে কোন সময় অর্থ উত্তোলনের সুযোগ থাকে
ঘ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে

৮. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি?
ক. অর্থ ও ঋণের কাম্যস্তর নিশ্চিতকরণ
খ. মুদ্রাস্ফীতি রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ
গ. বাজারে অর্থ সরবরাহ বাড়ানো
ঘ. বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা✓

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯ – ১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. জব্বার সাহেব মি. শফিক সাহেবের নিকট থেকে এক লক্ষ টাকার সোনালী ব্যাংক কর্পোরেট শাখা কুমিল্লার একটি চেক গত ৫ মার্চ ২০১২ তারিখে পেলেন। তিনি ব্যবসায়িক কাজে বিদেশে অবস্থান শেষে ১০ অক্টোবর ২০১২ তারিখে দেশে এসে চেকটি জনতা ব্যাংক, কান্দিরপাড় শাখায় জমা দিতে যান।

৯. উদ্দীপকে বর্ণিত চেকটিকে ব্যাংক কোন ধরনের চেক হিসেবে বিবেচনা করবে?
ক. বাহক চেক খ. হুকুম চেক
গ. দাগকাটা চেক ✓ ঘ. বাসি চেক

১০. চেকটি ইস্যুর সময় যদি ১০ অক্টোবর ২০১১ তারিখ লিখা হয় তবে চেকটি কোন ধরনের চেক হিসেবে বিবেচিত হতো?
ক. পূর্ববর্তী তারিখের চেক খ. পরবর্তী তারিখের চেক
গ. বাসি চেক ✓ ঘ. বাহক চেক

১১. চেককে প্রাচীনযুগে স্বর্ণকার শ্রেণি প্রবর্তিত কোন লিখিত পত্রের সাথে তুলনা করা হয়?
ক. উত্তোলন দলিল খ. উত্তোলন চিটা ✓
গ. অঙ্গীকার পত্র ঘ. উত্তোলন পত্র

১২. ব্যাংক হার বৃদ্ধির কারণ কী?
ক. বিভিন্ন বন্ড ও ঋণপত্রের মূল্যবৃদ্ধি
খ. শিল্প ও বাণিজ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ

গ. ব্যবসায়ীদের অধিক পরিমাণ ঋণ গ্রহণে নিরুৎসাহিত প্রদান✓

ঘ. রপ্তানিমুখী শিল্পে আর্থিক সহায়তা দান

১৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংখ্যাত্মক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হলো-

i. ব্যাংক হার পরিবর্তন নীতি

ii. খোলাবাজার নীতি

iii. জমার হার পরিবর্তন নীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ✓

১৪. জমাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য?

ক. চলতি হিসাব থাকতে হবে ✓

খ. চলতি হিসাব ও বিশেষ চুক্তি থাকতে হবে

গ. যে কোন ব্যাংক হিসাব থাকলেই চলবে

ঘ. ব্যাংক হিসাব থাকার প্রয়োজন নেই

১৫. বৈদেশিক বাণিজ্য দেশের অনুকূলে থাকলে বিনিময় হার-

i. হ্রাস পায়

ii. বৃদ্ধি পায়

iii. হ্রাস বা বৃদ্ধি পায় না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i✓ খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৬. যে কার্ডের মাধ্যমে তহবিল স্থানান্তর এবং আমানত হিসাব হতে অর্থ উত্তোলন করা যায় তাকে বলা হয় —

ক. ডেবিট কার্ড খ. ক্রেডিট কার্ড ✓

গ. মাস্টার কার্ড ঘ. VISA

১৭. নিচের কোনটি T.T এর পূর্ণরূপ?

ক. Transfer Teaching

খ. Travellers Transport ✓

গ. Telephonic Transfer

ঘ. Teachers Training

১৮. একটি চেকে বামে উপরিভাগে দুটি রেখা আড়াআড়ি টেনে মাঝখানে কোনো ব্যাংকের নাম লিখা হলে তাকে বলা হয় —

ক. দাগকাটা চেক খ. বিশেষভাবে দাগকাটা চেক ✓

গ. সাধারণভাবে দাগকাটা চেক ঘ. বাহক চেক

১৯. ডি.পি.এস একটি —

ক. চেকবিহীন সঞ্চয়ী হিসাব খ. চেকসহ সঞ্চয়ী হিসাব

গ. স্থায়ী হিসাব ঘ. স্থায়ী হিসাব ✓

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২০ — ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মিসেস. জাহানারা বেগম একজন গৃহিণী। রূপালী ব্যাংক, মনোহরপুর শাখায় তাঁর একটি ব্যাংক হিসাব রয়েছে। বিগত ৫/৬ বছরে তাঁর হিসাবে প্রায় লক্ষাধিক টাকা জমা রয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি ভাবছেন, উক্ত অর্থ কোথায় রাখবেন?

২০. উদ্দীপকে বর্ণিত হিসাবটি কোন ধরনের?

ক. চলতি হিসাব খ. স্থায়ী হিসাব

গ. DPS ✓ ঘ. সঞ্চয়ী হিসাব

২১. সঞ্চিত এক লক্ষ টাকা তিনি রাখতে পারেন —

i. স্থায়ী হিসাবে

ii. চলতি হিসাবে

iii. সঞ্চয়ী হিসাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i✓ খ. ii গ. iii ঘ. কোনটি নয়

২২. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড একটি —

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. বন্ধকী ব্যাংক

গ. শিল্প ব্যাংক ✓ ঘ. আমদানি রপ্তানি ব্যাংক

২৩. নিচের কোনটি অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক?

ক. ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড✓ খ. হাবিব ব্যাংক লিমিটেড

গ. ওয়ারি ব্যাংক লিমিটেড ঘ. প্রেসিডেন্সি ব্যাংক লিমিটেড

২৪. নিচের কোনটি ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংক হিসাব বন্ধ হয়ে যায়?

ক. ব্যাংক হিসাবে টাকার পরিমাণ কম থাকলে

খ. গ্রাহকের মৃত্যু হলে ✓

গ. দীর্ঘদিন গ্রাহক লেনদেন না করলে

ঘ. জমার অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করা হলে

২৫. ভারতীয় উপমহাদেশে সাংগঠনিকভাবে বীমার প্রচলন শুরু হয়—

ক. ১৯৩৮ সালে ✓ খ. ১৯৭২ সালে

গ. ১৯৭২ সালে ঘ. ১৯৭১ সালে

২৬. নিচের কোনটি বীমা চুক্তির বিশেষ উপাদান?

ক. প্রস্তাব ও স্বীকৃতি খ. বীমাযোগ্য স্বার্থ ✓

গ. চুক্তি সম্পাদন যোগ্যতা ঘ. স্বেচ্ছা সায়

২৭. নিচের কোনটি সম্পত্তি বীমা?
ক. স্বাস্থ্য বীমা খ. যৌথ বীমা
গ. নৌ বীমা ✓ ঘ. বেকারত্ব বীমা

২৮. অসুস্থতা বীমা নিচের কোন ধরনের বীমার অন্তর্ভুক্ত?
ক. জীবন বীমা ✓ খ. সামাজিক বীমা
গ. দায় বীমা ঘ. সম্পত্তি

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ – ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. জাহেদ তার গুদামে রক্ষিত পাঁচ লক্ষ টাকার মালামালের জন্যে বীমা চুক্তি সম্পাদন করলো। গুদামে আগুন লেগে মালামাল পুড়ে গেলে বীমা কোম্পানি মি. জাহেদকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করলো। কিন্তু জাহেদ দেখল যে গুদামে প্রায় এক লক্ষ টাকার মালামাল অক্ষত অবস্থায় রয়ে গেছে।

২৯. উদ্দীপকে বর্ণিত বীমাটি কোন ধরনের বীমা চুক্তি ছিল?
ক. অগ্নি বীমা ✓ খ. চৌর্যবীমা
গ. দুর্ঘটনা বীমা ঘ. সম্পত্তি বীমা

৩০. ক্ষতিপূরণ পরিশোধের পর গুদামের যাবতীয় মালামাল বীমা কোম্পানির অধীনে চলে যাবে। নিচের কোন নীতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
ক. নিরাপত্তা নীতি খ. ক্ষতিপূরণ নীতি
গ. দ্রুত দাবি পরিশোধ নীতি ঘ. স্থলাভিষিক্ততার নীতি✓

৩১. জীবন বীমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদানের মধ্যে পড়ে —
i. বীমাযোগ্য স্বার্থ ii. সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক
iii. স্থলাভিষিক্তকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii ✓ খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩২ – ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. শাহেদ একজন এনজিও কর্মী। পেনশন সুবিদা না থাকায় তিনি একটি বৃত্তি বীমাপত্র সংগ্রহ করেছেন। যেখানে নির্দিষ্ট সময় পরে পেনশনের মতো টাকা পাওয়া যায়। প্রিমিয়ামও কম বিধায় তিনি খুবই সন্তুষ্ট।

৩২. মি. শাহেদ কোন ধরনের বৃত্তি বীমাপত্র সংগ্রহ করেছেন?
ক. সামরিক খ. বিলম্বিত গ. নির্দিষ্ট ঘ. অবসর ✓

৩৩. তাকে কম প্রিমিয়াম দিতে হচ্ছে। এর কারণ —
i. এতে মৃত্যু ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত থাকে না
ii. এতে জমাকৃত অর্থই মূলত ফেরত দেয়া হয়
iii. মি. শাহেদ স্বল্প বেতনে চাকুরি করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii✓ খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৪. সর্বপ্রথম জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান নিচের কোনটি?
ক. Hand in Hand ✓ খ. Pelican
গ. Amicable Society ঘ. Part Assurance Co. Ltd

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৫ – ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মিনহাজ সমুদ্রপথে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করেন। মাঝে মধ্যেই সামুদ্রিক ঝড়ে মালামালের ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। এমতাবস্থায় তার এক বন্ধু তাকে নৌ বীমা করার পরামর্শ দেন।

৩৫. মিনহাজকে তাঁর বন্ধু কেন নৌ বীমা করার জন্যে পরামর্শ দিলেন?
ক. মুনাফা বৃদ্ধির জন্যে
খ. ক্ষতি ন্যূনতম কমার জন্যে ✓
গ. নির্বিঘ্নে ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্যে
ঘ. ক্ষতিপূরণের জন্যে

৩৬. পুনর্বীমা কোন শ্রেণির বীমা?
ক. জীবন বীমা খ. সম্পত্তি বীমা ✓
গ. অক্ষমতা বীমা ঘ. সামাজিক বীমা

৩৭. দ্বৈত বীমার ক্ষেত্রে থাকে —
i. একাধিক বীমাকারী
ii. একজন বীমাগ্রহীতা
iii. একাধিক সম্পত্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii✓ খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৮. ডাক জীবন বীমায় সর্বোচ্চ কত বৎসরের জন্যে বীমা করা যায়?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ ✓

৩৯. চিংড়ি বীমায় যেসব সম্পদ অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাকে বলে-
i. প্রকল্পের বাঁধ ii. চিংড়ির খাদ্য সার
iii. যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii✓ খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪০. গড় বীমাপত্র অনুযায়ী বীমাদাবি নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
ক. $\frac{\text{দূর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য}}{\text{বীমাকৃত অংশ}} \times \text{ক্ষতি}$
খ. $\frac{\text{বীমাকৃত অংশ}}{\text{দূর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য}} \times \text{ক্ষতি}$ ✓
গ. $\frac{\text{ক্ষতির পরিমাণ}}{\text{দূর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য}} \times \text{বীমাকৃত অংশ}$
ঘ. $\frac{\text{ক্ষতির পরিমাণ}}{\text{বীমাকৃত অংশ}} \times \text{দূর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য}$

সেট : খ
এইচএসসি পরীক্ষা ২০১৩
বিষয়: ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ ২য় পত্র (সৃজনশীল)
বিষয় কোড : ২৩০
সময় : ২ ঘন্টা ১০ মিনিট; পূর্ণমান ৬০

১. জনাব আফজাল ও তার দুই বন্ধু ইস্ট ব্যাংকের মালিক। ব্যাংকটি একটিমাত্র কার্যালয়ের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংকটিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ সংরক্ষণ করতে হয় না। ইদানিং অন্যান্য ব্যাংকের সাথে ব্যাংকটির আন্তঃব্যাংকিং লেনদেন বেড়ে গেছে। এসব লেনদেন নিস্পত্তির জন্য ব্যাংকটি সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিমাশঘর সুবিধা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ক. ব্যাংকিং কী?

খ. মিশ্র ব্যাংক বলতে কী বোঝায়?

গ. গঠন কাঠামো অনুযায়ী উদ্দীপকের ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নিকাশঘর সুবিধা পাওয়ার জন্য ইস্ট ব্যাংকের করণীয় সুপারিশ কর।

২. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা বাজারে ঋণ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তাই ব্যাংকটি শেয়ার বাজার থেকে পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে বেসরকারি বন্ড ও সিকিউরিটি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ক. বিধিবদ্ধ রিজার্ভ কী?

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণ দানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন সংঘাত্যক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ঋণ প্রবাহে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্তের প্রভাব উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৩. সম্প্রতি মেঘনা ব্যাংক সকল শাখায় একটি নির্দেশনা জারি করে। নির্দেশনা অনুযায়ী মঞ্জুরকৃত ঋণের অর্থ নগদে না দিয়ে ঋণগ্রহীতার 'আমানত হিসাবে'-এ স্থানান্তর করতে হবে। মেঘনা ব্যাংকের পূবাইল শাখা উল্লিখিত নির্দেশনা মেনে চলে। তবে পূবাইল শাখা অধিকাংশ ঋণগ্রহীতার নিকট হতে প্রদত্ত ঋণের অর্থ আদায় করতে পারছে না।

ক. মূদ্রার বিনিময় হার কী?

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করে?

গ. মেঘনা ব্যাংক কর্তৃক সম্প্রতি জারিকৃত নির্দেশনার ফলে কোন ধরনের আমানত সৃষ্টি হবে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পূবাইল শাখার কর্মকা- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোন মূলনীতি লঙ্ঘিত হয়েছে।

৪. জনাব জামাল তার পাওনাদার সালামকে ০৪/০১/২০১২ তারিখে একটি চেক ইস্যু করে। চেকের বাম কোনায় দুটি সমান্তরাল রেখা টেনে দেন। সালামকে চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে হয়। তাই জামালের নিকট হতে প্রাপ্ত চেকটি টাকা উত্তোলনের জন্য ০৪/০৭/২০১২ তারিখে ব্যাংকে উপস্থাপন করেন। ব্যাংক চেকটি প্রত্যাখ্যান করে।

ক. চেকের আদেষ্টা কে?

খ. চেকের হস্তান্তর বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের চেকটি কোন প্রকারের দাগকাটা চেক? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ব্যাংক কর্তৃক চেক প্রত্যাখ্যানের যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

৫. পদ্মা ব্যাংক পূর্বস্বত্ব বন্ধকের আওতায় জনাব সজলকে ১৫ বৎসরের জন্য ঋণ মঞ্জুর করে। শর্ত অনুযায়ী জনাব সজলের সেভিং সার্টিফিকেট বন্ধক হিসাবে ব্যাংকের দখলে আছে। নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে জনাব সজল অপারগ হন। ব্যাংক সেভিং সার্টিফিকেট বিক্রির জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করে। আদালত সজলের পূর্বস্বত্ব বন্ধকটির ধরন বিবেচনা করে ব্যাংকের আবেদন বাতিল করে।

ক. ব্যাংক ড্রাফট কী?

খ. ঋণের বিপরীতে ব্যাংক কেন জামানত গ্রহণ করে?

গ. মেয়াদের ভিত্তিতে জনাব সজলের ঋণটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের বন্ধকটি কোন ধরনের পূর্বস্বত্ববিশিষ্ট হওয়ায় ব্যাংক সেভিং সার্টিফিকেট বিক্রি করতে পারে নি? যুক্তি দাও।

৬. ৬ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তুলি স্কুলে ভর্তি হয়েছে। তুলির বাবা তুলির পড়াশুনার ভবিষ্যৎ ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি বিমা করার সিদ্ধান্ত নেন। বিমাচুক্তি সম্পাদনের সময় তুলির বাবা তুলিকে চুক্তির প্রস্তাবকারী পক্ষ হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করতে চান। বিমা কোম্পানী তা প্রত্যাখ্যান করে। তাই তুলির বাবা প্রস্তাবকারী হিসাবে চুক্তি সম্পাদন করেন।

ক. বৈধ প্রতিদান কী?

খ. শস্যবিমা বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের বিমাটি কোন ধরনের জীবন বিমা ব্যাক্যা কর।

ঘ. বিমাচুক্তির কোন উপাদান বিবেচনায় বিমা কোম্পানী তুলিকে প্রস্তাবকারী পক্ষ হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করেনি? যুক্তি দাও।

৭. জনাব সাজ্জাদ একটি জীবন বিমা চুক্তি করেছেন। চুক্তিতে তিনি তার স্ত্রীকে মনোনয়ন দেন। তাছাড়া চুক্তির শর্তমতে সাজ্জাদকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম দিতে হবে। ৫ বৎসর নিয়মিত কিস্তি প্রদানের পর সাজ্জাদ মারা যান। মৃত্যুর পর তার স্ত্রী এবং সাবালক ছেলে সাবার পৃথকভাবে বিমা কোম্পানীর নিকট বিমা দাবী করে। বিমা কোম্পানি সাবারের দাবী প্রত্যাখ্যান করে এবং স্ত্রীকে বিমা দাবী পরিশোদ করে দেয়।

ক. বীমা কী?

খ. মৃত্যুহারপঞ্জি বলতে কী বুঝায়?

গ. উদ্দীপকের বিমাটি কোন ধরনের জীবন বিমা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বিমা কোম্পানি কর্তৃক সাবারের বিমা দাবী প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর।

৮. আলম জাহাজ কোম্পানির ৫টি জাহাজ আছে। তারা সবগুলো জাহাজকে একটি বিমার আওতায় রেখে 'অজান্তা বিমা কোম্পানী'র সাথে ৫ বৎসরের জন্য একটি চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী জাহাজ কোম্পানী প্রতিটি জাহাজ যাত্রার সময় বিমা কোম্পানীকে অবহিত করবে। সম্প্রতি একটি জাহাজ যাত্রার সময় বিমা কোম্পানীকে অবহিত করবে। সম্প্রতি একটি জাহাজ যাত্রাপথে অচল হয়ে পড়ে। তদন্তে প্রমাণিত হয়, যাত্রার সময়েই জাহাজটির সমুদ্রে চলাচলের যোগ্যতা ছিলনা। জাহাজ কোম্পানী বিমা দাবী উপস্থাপন করে। বিমা কোম্পানী দাবী প্রত্যাখ্যান করে।

ক. প্রিমিয়াম কী?

খ. বীমা চুক্তিকে কেন ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়?

গ. আলম জাহাজ কোম্পানীর বিমাপত্রটি কোন ধরনের নৌবিমাপত্র ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অব্যক্ত শর্তের আলোকে বিমা কোম্পানীর দাবী প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি মূল্যায়ন কর।

৯. মি. রাতুল একটি কারখানার জন্য "সানসাইন" এবং "সাউথইস্ট" নামক দুটি বিমা কোম্পানীর সাথে অগ্নিবিমা চুক্তি করে। একটি দুর্ঘটনায় রাতুলের কারখানায় ১ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চুক্তিমতে উভয় কোম্পানী যৌথভাবে জনাব রাতুলকে সমান হারে মোট ১ লক্ষ টাকাই ক্ষতিপূরণ দেয়। পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি জনাব রাতুল ২০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন। সংবাদ পেয়ে উভয় কোম্পানী এই বিক্রয় মূল্যের উপর দাবী উপস্থাপন করে।

ক. অগ্নিজতি নৈতিক ঝুঁকি কী?

খ. দায়বিমা বলতে কী বুঝায়?

গ. বীমাচুক্তির কোন নীতির আলোকে উভয় বিমা কোম্পানি রাতুলকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ক্ষতিগ্রস্ত সমাপ্তির বিক্রয় মূল্যের উপর উভয় কোম্পানীর দাবীর যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর।

নমুনা উত্তর
এইচএসসি পরীক্ষা ২০১৩
বিষয়: ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ ২য় পত্র (সৃজনশীল)
বিষয় কোড : ২৩০
সময় : ২ ঘন্টা ১০ মিনিট; পূর্ণমান ৬০

উত্তরপত্র মূল্যায়ন বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- প্রতিটি প্রশ্নের একটি নমুনা উত্তর দেওয়া আছে। পরীক্ষার্থীর উত্তর হুবহু নমুনা উত্তরের মত চাওয়া প্রত্যাশিত হয়। পরীক্ষার্থীর উত্তর নমুনা উত্তরের চেয়ে ভাল, সমমানের বা খারাপ হতে পারে।
- প্রদত্ত নমুনা উত্তরের বিকল্প কোনো সঠিক উত্তরও থাকতে পারে। উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীকে পরীক্ষার্থীর সঠিক বিকল্প উত্তর বিবেচনায় এনে নম্বর প্রদান করতে হবে।
- উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী শব্দচয়ন, বাক্যগঠন ও উপস্থাপন কৌশল নমুনা উত্তর থেকে ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক।
- দক্ষতা স্তরের (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) উপর ভিত্তি করে নম্বর প্রদান করতে হবে। পরীক্ষার্থী প্রত্যাশিত দক্ষতা স্তর অনুযায়ী লিখতে পারলে ঐ দক্ষতা স্তরের জন্য বরাদ্দকৃত পূর্ণ নম্বর পাবে। সেজন্য $\frac{১}{২}$ (অর্ধেক) নম্বর দেওয়া যাবে না।

১.ক	জ্ঞান	ব্যাংক যে সকল কার্য সম্পাদন করে তার সমষ্টিই হলো ব্যাংকিং। ব্যাংক সাধারণত গ্রাহকের অর্থ সংরক্ষণ, পরিশোধ, স্থানান্তর, ঋণদান ও অন্যান্য গ্রাহক সেবামূলক কাজ সম্পাদন করে থাকে।
খ.	অনুধাবন	যে ব্যাংক একই সাথে বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকিং কার্যাবলী সম্পাদন করে তাকে মিশ্র ব্যাংক বলে। বাণিজ্যিক কার্যাবলী বলতে ব্যবসায় বানীজ্যের জড়িত গ্রাহকদের জন্য ব্যাংকিং কার্যাবলী বুঝায় অন্যদিকে ব্যাংক একটি বিশেষ খাতকে সহায়তা করার জন্য হতে পারে। যেমন: কৃষি খাতকে সহায়তা করার জন্য গঠিত হতে পারে।
	জ্ঞান	যে ব্যাংক একই সাথে বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকিং কার্যাবলী সম্পাদন করে তাকে মিশ্র ব্যাংক বলে।
গ.	প্রয়োগ	গঠন কাঠামো অনুযায়ী উদ্দীপকের ব্যাংকটি একক ব্যাংক। যে ব্যাংক একটি মাত্র অফিসের মাধ্যমে তার সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে একক ব্যাংক বলে। এ ব্যাংকের কোথাও কোন শাখা থাকে না। উদ্দীপকের ইস্ট ব্যাংকের একটি মাত্র কার্যালয়। এই কার্যালয় থেকে ব্যাংকটি তাদের যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাদের অন্য কোথাও কোন শাখা নেই। তাই ইস্ট ব্যাংকটি একটি একক ব্যাংক।
	অনুধাবন	গঠন কাঠামো অনুযায়ী উদ্দীপকের ব্যাংকটি একক ব্যাংক। যে ব্যাংক একটি মাত্র অফিসের মাধ্যমে তার সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে একক ব্যাংক বলে। এ ব্যাংকের কোথাও কোন শাখা থাকে না।
	জ্ঞান	গঠন কাঠামো অনুযায়ী উদ্দীপকের ব্যাংকটি একক ব্যাংক।

ঘ.	উচ্চতর দক্ষতা	নিকাশ গর সুবিধা পাওয়ার জন্য ইস্ট ব্যাংকে তালিকাভুক্ত ব্যাংক হতে হবে। একটি দেশের যে সকল ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংরক্ষিত তালিকার অন্তর্ভূক্ত হয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে সে সকল ব্যাংকই হলো তালিকাভূক্ত ব্যাংক। উদ্দীপকের ইস্ট ব্যাংকটি একটি অ-তালিকাভূক্ত ব্যাংক। তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ সংরক্ষণ করে না। এজন্য তারা নিকাশ ঘর সুবিধা পায় না। তাই ইস্ট ব্যাংক নিকাশ ঘর সুবিধা পেতে চাইলে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভূক্ত হতে হবে।
	প্রয়োগ	নিকাশ ঘর সুবিধা পাওয়ার জন্য ইস্ট ব্যাংককে তালিকাভূক্ত হতে হবে। একটি দেশের যে সকল ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংরক্ষিত তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে সে সকল ব্যাংকই হলো তালিকাভূক্ত ব্যাংক। উদ্দীপকের ইস্ট ব্যাংকটি একটি অ-তালিকাভূক্ত ব্যাংক। তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ সংরক্ষণ করে না। এজন্য তারা নিকাশ ঘর সুবিধা পায় না। তাই ইস্ট ব্যাংক নিকাশ ঘর সুবিধা পেতে চাইলে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভূক্ত হতে হবে।
	অনুধাবন	নিকাশ ঘর সুবিধা পাওয়ার জন্য ইস্ট ব্যাংককে তালিকাভুক্ত ব্যাংক হতে হবে। একটি দেমের যে সকল ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংরক্ষিত তালিকার অন্তর্ভূক্ত হয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে সে সকল ব্যাংকই হলো তালিকাভুক্ত ব্যাংক।
	জ্ঞান	নিকাশ ঘর সুবিধা পাওয়ার জন্য ইস্ট ব্যাংককে তালিকাভুক্ত ব্যাংক হতে হবে। অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রক্ষিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য হতে হবে।
২.ক	জ্ঞান	তালিকাভূক্ত বাণিজ্যিকি ব্যাংকগুলোকে এর আমানতের যে অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নগদে বা তরল সম্পদ আকারে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখতে হয় তাকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলে।
খ.	অনুধাবন	একটি দেশের তালিকাভূক্ত ব্যাংক ও সরকার যখন অন্য কোনো ক্ষেত্র থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা পায় না তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকই ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেব ঋণ সুবিধা প্রদান করে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়। কেন্দ্রী ব্যাংক সরকারের ব্যাংকার হিসাবে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকে অভিভাবক বলে ঋণ দানের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।
	জ্ঞান	একটি দেশের তালিকাভূক্ত ব্যাংক ও সরকার যখন অন্য কোনো ক্ষেত্র থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা পায় না তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংককেই ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে ঋণ সুবিধা প্রদান করে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।
গ.	প্রয়োগ	কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য খোলা বাজার নীতি পদ্ধতি গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক খোলা বাজারে বন্ড, সিকিউরিটি, বিল, ঋণপত্র ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করাকে খোলা বাজার নীতি বলে। এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণদান সামর্থ্য হ্রাস বৃদ্ধি করা হয়। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। শেয়ার বাজারে বন্ড, সিকিউরিটি, বিল ঋণপত্র ইত্যাদি ক্রয় বিক্রিয়ের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তাই বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য খোলা বাজার নীতি অনুসরণ করে।
	অনুধাবন	কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য খোলা বাজার নীতি/পদ্ধতি গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক খোলা বাজারে বন্ড, সিকিউরিটি, বিল, ঋণপত্র ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করাকে খোলা বাজার নীতি বলে। এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণদান সামর্থ্য হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়।
	জ্ঞান	কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য খোলা বাজারে নীতি/পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

ঘ.	উচ্চতর দক্ষতা	কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক শেয়ার বাজার থেকে বেসরকারি বন্ড ও সিকিউরিটি ক্রয়ের ফলে মুদ্রা বাজারে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক শেয়ার বাজার থেকে বন্ড ও সিকিউরিটি ক্রয় করলে বাজারে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদান সামর্থ্য বাড়বে যা মুদ্রাবাজারে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি করবে। উদ্দীপকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা বাজারের ঋণ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শেয়ার বাজার থেকে বেসরকারি বন্ড ও সিকিউরিটি ক্রয় করে। এর এর ফলে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলে নগদ অর্থ বেড়ে যায় এবং তারা জনগণকে বেশি পরিমাণ ঋণ দিতে পারে। তাই দেখা যায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্তে দেশে ঋণ প্রবাহ বেড়ে যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশয়ার বাজার, বন্ড ও সিকিউরিটি বিক্রি করলে টিক এর বিপরীত অবস্থা ঘটবে। অর্থাৎ তখন মুদ্রা বাজারে ঋণ প্রবাহ কমে যাবে। তাই বলা যায়- এই পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা বাজারে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি ও হ্রাস উভয়ই করতে পারে।
	প্রয়োগ	কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক শেয়ার বাজর থেকে বেসরকারি বন্ড ও সিকিউরিটি ক্রয়ের ফলে মুদ্রা বাজারে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। কারন কেন্দ্রীয় ব্যাংক শেয়ার বাজার থেকে বন্ড সিকিউরিটি ক্রয় কররে বাজারে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যঅংকের ঋণ প্রদান সমার্থ্য বাড়বে। যা মুদ্রাবাজারে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি করবে। উদ্দীপকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা বাজারের ঋণ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শেয়ার বাজার থেকে বেসরকারি বন্ড ও সিকিউরিটি ক্রয় করবে। এর ফলে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলে নগদ অর্থ বেড়ে যায় এবং তারা জনগণকে বেশি পরিমাণ ঋণ দিতে পারে। তাই দেখা যায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্তে দেশে ঋণ প্রবাহ বেড়ে যায়।
	অনুধাবন	কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক শেয়ার বাজার থেকে বেসরকারি বন্ড ও সিকিউরিটি ক্রয়ের ফলে মুদ্রা বাজারে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক শেয়ার বাজার থেকে বন্ড ও সিকিউরিটি ক্রয় করলে বাজারে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। ফলে বাণিজ্যিকি ব্যাংকের ঋণ প্রদান সামর্থ্য বাড়বে যা মুদ্রাবাজারে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি করবে।
	জ্ঞান	কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক শেয়ার বাজার থেকে বেসরকারি বন্ড ও সিকিউরিটি ক্রয়ের ফলে মুদ্রা বাজারে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে।
৩.ক	জ্ঞান	কোন একটি দেশের মুদ্রার যত সংখ্যক একক দ্বারা অন্য একটি দেশের যত সংখ্যক একক বিনিয়োগ করা যায় তাকে মুদ্রার বিনিময় হার বলা হয়।
খ.	অনুধাবন	বাণিজ্যিক ব্যাংক চেক, ড্রাফট, পে-অর্ডার, হুন্ডি, বিনিময় বিল, প্রত্যয়পত্র চেক কার্ড ইত্যাদি প্রচলন করে বিনিময়ের মাধ্য সৃষ্টি করতে পারে। বর্ণিত দলিলগুলো অর্থ না হয়েও অর্থের মত বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংক এ দলিলগুলো দিয়ে বিনিময়ের মাধ্য সৃষ্টি করে।
	জ্ঞান	বাণিজ্যিক ব্যাংক চেক, ড্রাফট, পে-অর্ডার, হুন্ডি, বিনিময় বিল, প্রত্যয়পত্র চেক কার্ড ইত্যাদি প্রচলন করে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করতে পারে।
গ.	প্রয়োগ	মেঘনা ব্যাংকের জারিকৃত নির্দেশনায় ঋণ আমানত সৃষ্টি হয়। বাণিজ্যিকি ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে নগদ ঋণ না দিয়ে ঋণ গ্রহীতার আমানত হিসাবে মুঞ্জরকৃত ঋণ স্থানান্তর করে উক্ত আমানত থেকে নতুন ঋণের সৃষ্টি করাকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের "ঋণ আমানত" সৃষ্টি বলে। উদ্দপিকে মেঘনা ব্যাংক গ্রাহককে মঞ্জুরকৃত ঋণ নগদে না দিয়ে ঋণ গ্রহীতার আমানত হিসাবে স্থানান্তর করতে বলে। এতে ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে তারল্য সঞ্চিতি সংরক্ষণ করতে পারবে। তাই বলা যায় মেঘনা

		ব্যাংকের জারিকৃত নির্দেশনায় "ঋণ আমানত" সৃষ্টি হয়েছে।
	অনুধাবন	মেঘনা ব্যাংকের জারিকৃত নির্দেশনায় ঋণ আমানত সৃষ্টি হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে নগদ ঋণ না দিয়ে ঋণ গ্রহীতার আমানত হিসাবে মঞ্জুরকৃত ঋণ স্থানান্তর করে উক্ত আমানত থেকে নতুন ঋণের সৃষ্টি করাকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের "ঋণ আমানত" সৃষ্টি বলে।
	জ্ঞান	মেঘনা ব্যাংকের জারিকৃত নির্দেশনায় ঋণ আমনত সৃষ্টি হয়।
ঘ.	উচ্চতর দক্ষতা	পূবাইল শাখার কর্মকা- বাণিজ্যিক ব্যাংকের রিাপত্তার নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। গ্রাহককে যে ঋণ মঞ্জুর করা হয় সে ঋণ টিকমত ফেরত পাওয়া যাবে কিনা তা সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিরাপত্তার নীতির অন্তর্ভূক্ত। উদ্দীপকে মেঘনা ব্যাংকের পূবাইল শাখা গ্রাহককে মঞ্জুরকৃত ঋণ সন্তোষজনকভাবে আদায় করতে পারছে না। কারণ তারা বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিরাপত্তার নীতি ঋণ মঞ্জুরের সময় সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে নাই। নিরাপত্তার নীতি বিবেচনা করা হলো গ্রাহকদের নিকট থেকে টিকমত ঋণ ফেরত পাওয়া যেত। নিরাপত্তার নীতিতেই এ কথা বলা আছে যে গ্রাহক ঋণের টাকা ফেরত দিতে পারবে কিনা বা তার ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল কিনা তা বিবেচনা করতে হবে।
	প্রয়োগ	পূবাইল শাখার কর্মকা- বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিরাপত্তার নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে Lগাহকে যে ঋণ মঞ্জুর করা হয় সে ঋণ ঠিকমত ফেরত পাওয়া যাবে কিনা তা সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিরাপত্তার নীতির অন্তর্ভূক্ত। উদ্দীপকে মেঘনা ব্যাংকের পূবাইল শাখা গ্রাহককে মঞ্জুরকৃত ঋণ সন্তোষজনকভাবে আদায় করতে পারছে না। কারণ তারা বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিরাপত্তার নীতি ঋণ মঞ্জুরের সময় সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে নাই।
	অনুধাবন	পূবাইল শাখার কর্মকা- বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিরাপত্তার নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। গ্রাহককে যে ঋণ মঞ্জুর করা হয় সে ঋণ ঠিকমত ফেরত পাওয়া যাবে কিনা তা সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিরাপত্তার নীতির অন্তর্ভূক্ত।
	জ্ঞান	ইসলামপুর শাখার কর্মকা- বাণিজ্যিকি ব্যাংকের নিরাপত্তার নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। অথবা, 'ঋণদান নীতি' ও সঠিক উত্তর হতে পারে।
৪.ক	জ্ঞান	যে ব্যক্তি চেকে স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে নিজেকে বা কোন ব্যক্তিকে অর্থ প্রদানের শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে তাকে চেকের আদেষ্টা বলে।
খ.	অনুধাবন	চেকের ধারক যদি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চেকটি অন্য পকষকে অর্পণ করে তবে তাকে চেকের হস্তান্তর বলা হয়। এটি অনেকটা নগদ অর্থের মত হস্তান্তর হয়ে থাকে। চেক অর্পণ বা পৃষ্ঠাংকনের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়।
	জ্ঞান	চেকের ধারক যদি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চেকটি অন্য পক্ষকে অর্পণ করে তবে তাকে চেকের হস্তান্তর বলা হয়।
গ.	প্রয়োগ	উদ্দীপকে উল্লিখিত চেকটি সাধারণভাবে দাগকাটা চেক। কেননা চেকের সমান্তরাল রেখার মধ্যে কোন কিছু লেখা হয় নাই। যদি কোন দাগকাটা চেকে দাগের মাঝখানে ব্যাংক শব্দের উল্লেখ না থাকে বা কোন কিছু লেখা না থাকে তবে তাকে সাধারণভাবে দাগকাটা চেক বলে। উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব জামাল কর্তৃক ইস্যুকৃত দাগকাটা চেকের দুই দাগের মাঝে ব্যাংক শব্দের উল্লেখ নাই বা ন্য কিছু লেখা নাই। তাই বলা যায় জামাল কর্তৃক ইস্যুকৃত সালামের অনুকূলের চেকটি একটি সাধারণভাবে দাগকাটা চেক।
	অনুধাবন	উদ্দীপকে উল্লিখিত চেকটি সাধারণবাবে দাগকাটা চেক। কেননা চেকের সমান্তরাল রেখার মধ্যে

		কোন কিছু লেখা না থাকে তবে তাকে সাদারণভাবে দাগকাটা চেক বলে। উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব জামাল কর্তৃক ইস্যুকৃত দাগকাটা চেকের দুই গাদের মাঝে ব্যাংক শব্দের উল্লেখ নাই বা অন্য কিছু লেখা নাই। তাই বলা যায় জামাল কর্তৃক ইস্যুকত সালামের অনুকূলের চেকটি একটি সাধারণভাবে দাগকাটা চেক।
	জ্ঞান	উদ্দীপকে উল্লিখিত চেকটি সাধারণভাবে দাগকাটা চেক।
ঘ.	উচ্চতর দক্ষতা	বাসি চেকের কারণে জনাব সালামের ব্যাংক চেকটি প্রত্যাখ্যাত করে। প্রস্তুত তারিখের পর থেকে চক ভাঙ্গানোর আইনানুগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চেক ভাঙ্গানো না হলে উক্ত চেককে বাসি চেক বলে। আমাদের দেশে এই মেয়াদ ইস্যু তারিখ থেকে ছয় মাস। এ সময়ের পরের কোন চেকের অর্থ ব্যাংক প্রদান করে না। উদ্দীপকে জনাব সালামের চেকটি ইস্যুর পর থেকে ছয় মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ায় ব্যাংক চেকটি প্রত্যাখ্যান করে। বাসি চেকটি প্রত্যাখান না করে চেকের টাকা পরিশোধ করা হেল ব্যাংক আইন লঙ্ঘিত হতো। তাই ব্যাংক উদ্দীপকে উল্লিখিত বাসি চেকটি প্রত্যাখ্যান করে যথার্থ কাজই করেছে।
	প্রয়োগ	বাসি চেকের কারণে জনাব সালামের ব্যাংক চেকটি প্রত্যাখ্যান করে। প্রস্তুত তারিখের পর থেকে চেক ভাঙ্গানোর আইনানুগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চেক ভাঙ্গানো না হলে উক্ত চেককে বাসি চেক বলে। আমাদের দেশে এই মেয়াদ ইস্যু তারিখ থেকে ছয় মাস। এ সময়ের পরের কোন চেকের অর্থ ব্যাংক প্রদান করে না। উদ্দীপকে জনাব সালামের চেকটি ইস্যুর পর থেকে ছয় মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ায় ব্যাংক চেকটি প্রত্যাখ্যান করে।
	অনুধাবন	বাসি চেকের কারণে জনাব সালামের ব্যাংক চেকটি প্রত্যাখ্যান করে। প্রস্তুত তারিখের পর থেকে চেক ভাঙ্গানোর আইনানুগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চেক ভাঙ্গানো না হলে উক্ত চেককে বাসি চেক বলে। আমাদের দেশে এই মেয়াদ ইস্যু তারিখ থেকে ছয়মাস।
	জ্ঞান	বাসি চেকের কারণে জনাব সালামের ব্যাংক চেকটি প্রত্যাখ্যান করে।
৫.ক	জ্ঞান	ব্যাংক ড্রাফট হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত বাণিজ্যিক দলিল। এটি একটি বিনিময়ের মাধ্যম। ড্রাফট গ্রাহক নির্ধারিত ফরম পূরণ করে প্রয়োজনীয় ফিসহ টাকা জমা দিলে ব্যাংক এরূপ দলিলের মাধ্যমে তার অন্য কোন শাখার প্রতি গ্রাহক কর্তৃক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয়।
খ.	অনুধাবন	ঋণ প্রদানের সময় ব্যাংক ঋন গ্রহীতার নিকট হতে ঋণের বিপরীতে যে সম্পত্তি বা গ্যারান্টি জমা/গ্রহণ করে তাই জামানত। ঋণের টাকা সময়মত ফেরত পাওয়ার জন্যই ব্যাংক এরূপ জানামত রাখে। গ্রাহক ঋণ পরিরোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক জামানত বিক্রয় করে ঋণের টাকা আদায় করতে পারে।
	জ্ঞান	ঋণ প্রদানের সময় ব্যাংক ঋন গ্রহীতার নিকট হতে ঋণের বিপরীতে যে সম্পত্তি বা গ্যারান্টি জমা/গ্রহণ করে তাই জামানত।
গ.	প্রয়োগ	দীর্ঘ সময়ের জন্য যে ঋণ দেয়া হয় তাই দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ। সাধারণত এরূপ ঋণের মেয়াদ কমপক্ষে ৫ বৎসর বা তার অধিক হয়ে থাকে। উদ্দীপকে পদ্মা ব্যাংক জনাব সহজকে ১৫ বৎসরের জন্য ঋণ প্রদান করেছে। তাই বলা যায় মেয়াদের ভিত্তিতে জনাব সজলের ঋণটির ধরণ হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ।
	অনুধাবন	দীর্ঘ সময়ের জন যে ঋণ দেয়া হয় তাই দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ। সাধারণত এরূপ ঋণের মেয়াদ কমপক্ষে বৎসর বা তার অধিক হয়ে থাকে।

	জ্ঞান	দীর্ঘ মেয়াদের জন্য যে ঋণ দেয়া হয় তাই দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ।
ঘ.	উচ্চতর দক্ষতা	সাধারণ পূর্বস্বত্ব হচ্ছে এক ধরনের অব্যক্তিক জামানত । এক্ষেত্রে বাংক ঋণের অর্থ ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত জামানতকৃত সম্পত্তি আটক/দখল রাখতে পারে কিন্তু বিক্রয় করতে পারে না । মি. সজল নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে পারছে না বিধায় ব্যাংক সেভিং সার্টিফিকেট বিক্রির জন্য আদালতে আবেদন করে । আদালত পূর্বস্বত্ব বন্ধকটি ধরণ বিবেচনা করে ব্যাংকের আবেদন গ্রহণ করে নি । অর্থাৎ পূর্বস্বত্ব হিসাবে সেভিং সার্টিফিকেট ব্যাংকের দখলে থাকলেও এর ধরণ যেহেতু সাধারণ পূর্বস্বত্ব এবং সাধারণ পূর্বস্বত্বের ক্ষেত্রে সাধারণত সম্পত্তি যেহেতু বিক্রি করা যায় না তাই আদালত বিক্রয় অনুমতি দেয়নি এবং ব্যাংক সেভিং সার্টিফিকেট বিক্রি করতে পারে নি ।
	প্রয়োগ	সাধারণত পূর্বস্বত্ব হচ্ছে এক ধরনের অব্যক্তিক জামানত । এক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের অর্থ ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত জামানতকৃত সম্পত্তি আটক/দখল রাখতে পারে কিন্তু বিক্রয় করতে পারে না। উদ্দীপকে ব্যাংকের নিকট পূর্বস্বত্ব হিসাবে জনাব সজলের সেভিং সার্টিফিকেট জমা/দখলে আছে। জনাব সহজ নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে পারছে না বিধায় ব্যাংক তার (সজলের) সেভিং সার্টিফিকেট বিক্রির জন্য আদালতে আবেদন করে। পূর্বস্বত্বের ধরণ বিবেচনা করে আদালতে ব্যাংকের আবেদন গ্রহণ করেনি ।
	অনুধাবন	সাধারণ পূর্বস্বত্ব হচ্ছে এক ধরনের অব্যক্তিক জামানত । এক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের অর্থ ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত জামানতকৃত সম্পত্তি আটক/দখল রাখতে পারে কিন্তু বিক্রয় করতে পারে না ।
	জ্ঞান	বন্ধকটি সাধারণ পূর্বস্বত্ব বিশিষ্ট হওয়ায় ব্যাংক সেভিং সার্টিফিকেট বিক্রি করতে পারে নি ।
৬.ক	জ্ঞান	চুক্তির ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের প্রদত্ত বা প্রাপ্ত বৈধ আর্থিক বা অনার্থিক সুবিধাই হলো বৈধ প্রতিদান ।
খ.	অনুধাবন	মস্যের প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক ক্ষতির বিপরীত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বীমা হলো শস্য বীমা । বিশেষ করে বন্যা, খরা, খারাপ আবহাওয়া, পোকা-মাকড়, বিভিন্ন রোগ, মনুষ্যসৃষ্ট বিপদ, শিলা বৃষ্টি ইত্যাদি শস্য বিমার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ।
	জ্ঞান	শস্যের প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক ক্ষতির বিপরীতে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বীমা হলো শস্য বীমা ।
গ.	প্রয়োগ	উদ্দীপকের বীমাটি শিক্ষাবৃত্তি বীমা । যখন বীমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর বা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে সন্তানের লেখাপড়ার জন্য যে বীমাপত্রের মাধ্যমে বৃত্তি প্রাপ্ত হয় তাই শিক্ষাবৃত্তি বীমা । এক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতাকে নির্দিষ্ট হারে বীমা প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয় । উদ্দীপকের তুলির বাবা তুলির পড়াশোনার ভবিষ্যত ব্যয় নির্বাহের জন্য এ বীমাপত্রটি গ্রহণ করে । তিনি নিয়মিত প্রিমিয়াম প্রদান করেন এবং বীমা কোম্পানি চুক্তি অনুযায়ী অর্থ প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । তাই এটি একটি শিক্ষাবৃত্তি বীমা ।
	অনুধাবন	উদ্দীপকের বীমাটি শিক্ষাবৃত্তি বীমা । যখন বীমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর বা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে সন্তানের লেখাপড়ার জন্য যে বীমাপত্রের মাধ্যমে বৃত্তিপ্রাপ্ত হয় তাই শিক্ষাবৃত্তি বীমা । এক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতাকে নির্দিষ্ট হারে বীমা প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয় ।
	জ্ঞান	উদ্দীপকের বীমাটি শিক্ষাবৃত্তি বীমা ।
ঘ.	উচ্চতর দক্ষতা	বীমা চুক্তির "চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা"উপাদানটি বিবেচনা করে তুলিকে প্রস্তাবকারী পক্ষ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি । বীমা চুক্তিতে উভয় পক্ষের চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা থাকতে হয় । আইনানুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য যদি সে স্বদেশীয় আইন অনুযায়ী সাবালক হয়, মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘটে এবং আইনানুযায়ী চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য ঘোষিত না হয় ।

		উদ্দীপকের তুলির বয়স ৬ বছর। বাংলাদেশের আই যোগ্যতা হয় নাই। তাই তুলিকে বীমা চুক্তির প্রস্তাবকারীর পক্ষ হিসেবে বিবেচনা করা হয় নাই। তুলির বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হলে সে বীমা চুক্তির প্রস্তাবকারীর পক্ষ হতে পারতো।
	প্রয়োগ	বীমা চুক্তির "চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা" উপাদানটি বিবেচনা করে তুলিকে প্রস্তাবকারী পক্ষ হিসেব অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। বীমা চুক্তিতে উভয় পক্ষের চুক্তি সম্পাদানের যোগ্যতা থাকতে হয়। আইনানুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য যদি সে স্বদেশীয় আইন অনুযায়ী সাবালক হয়, মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘটে এবং আইনানুযায়ী তার চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা হয় নাই। তাই তুলিকে বীমা চুক্তির প্রস্তাবকারীর পক্ষ হিসেবে বিবেচনা করা হয় নাই।
	অনুধাবন	বীমা চুক্তির "চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা" উপাদানটি বিবেচনা করে তুলিকে প্রস্তাবকারী পক্ষ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি। বীমা চুক্তিতে উভয় পক্ষের চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা থাকতে হয়। আইনানুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য যদি সে স্বদেশীয় আইন অনুযায়ী সাবালক হয়, মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘটে এবং আইনানুযায়ী চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য ঘোষিত না হয়।
	জ্ঞান	বীমা চুক্তির "চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা" উপাদানটি বিবেচনা করে তুলিকে প্রস্তাবকারী পক্ষ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।
৭.ক	জ্ঞান	বীমা হলো ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। এর দ্বারা সহযোগিতার ভিত্তিতে কোন নির্দিষ্ট ঝুঁকির পক্ষসমূহের মধ্যে ঝুঁকি বণ্টন করা যায়। অথবা যেকোন মণিষীর সংজ্ঞা।
খ.	অনুধাবন	মৃত্যুহার পঞ্জি হলো অতীত মৃত্যুহারের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ মৃত্যুহার সম্পর্কে ধারণা করার জন্য একটি তালিকা। অতীত পরিসংখ্যান ও অভিজ্ঞতার আলোকে কোন এলাকার নির্দিষ্ট বয়স সীমায়, প্রতি হাজার সম্ভাব্য মৃত ব্যক্তির সংখ্যা এরূপ পঞ্জীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। জীবন বীমায় বিভিন্ন বয়সের বীমাকারীর প্রিমিয়াম নির্ধারণে মৃত্যুহারপঞ্জি ব্যবহার করা হয়।
	জ্ঞান	মৃত্যুহার পঞ্জি হলো অতীত মৃত্যুহারের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ মৃত্যুহার সম্পর্কে ধারণা করার জন্য একটি তালিকা/ধারণা।
গ.	প্রয়োগ	উদ্দীপকের বীমাটি আজীবন বীমা। আজীবন বীমার ক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতা তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম প্রদান করে। বীমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকে বা উত্তরাধিকারীদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বীমা কোম্পানি প্রদান করে। উদ্দীপকে মি. সাজ্জাদের বীমাচুক্তির শর্তটি ছিল তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রিমিয়াম পরিশোধের এবং তার মৃত্যুর পর বীমা কোম্পানী তার স্ত্রীকে বীমা দাবী পরিশোধ করে। তাই বলা যায় মেয়াদ বিবেচনায় মি. সাজ্জাদের বীমাটি আজীবন বীমা।
	অনুধাবন	উদ্দীপকের বীমাটি আজীবন বীমা। আজীবন বীমার ক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতা তার মৃত্যু পূর্ব পর্যন্ত নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম প্রদান করে। বীমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকে বা উত্তরাধিকারীদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বীমা কোম্পানী প্রদান করে।
	জ্ঞান	মেয়াদ বিবেচনায় উদ্দীপকের বীমাটি আজীবন বীমা।
ঘ.	উচ্চতর দক্ষতা	বীমাচুক্তির মনোনয়ন বিবেচনা করে বীমা কোম্পানির সাবাবের বীমা দাবী প্রত্যাখ্যান করে। বীমা গ্রহীতা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিতে পারে। মনোনীত ব্যক্তিই পরবর্তী সময়ে বীমাদাবী করতে পারে। বীমাচুক্তিতে মনোনয়নের উল্লেখ করে না থাকলে বীমাগ্রহীতার উত্তরাধিকারগন বীমা দাবী করতে পারে। উদ্দীপকে মি. সাজ্জাদ তার স্ত্রীকে মনোনয়ন দেন। অর্থাৎ উদ্দীপকের বীমাচুক্তিতে মি.

		সাজ্জাদের স্ত্রীই মনোনীত ব্যক্তি। পক্ষান্তরে তার পুত্র সাবাবের মনোনয়ন নেই। তাই বলা যায় বীমা কোম্পানির কর্তৃক সাবারের বীমা দাবী প্রত্যাখ্যান যৌক্তিক।
	প্রয়োগ	বীমাচুক্তির মনোনয়ন বিবেচনা করে বীমা কোম্পানির সাবাবের বীমা দাবী প্রত্যাখ্যান করে। বীমা গ্রহীতা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিতে পারেন। মনোনীত ব্যক্তিই পরবর্তী সময়ে বীমাদাবী করতে পারে। বীমাচুক্তিতে মনোনয়নের উল্লেখ না থাকলে বীমাগ্রহীতার উত্তরাধিকারগণ বীমা দাবী কতে পারে। উদ্দীপকে মি. সাজ্জাদ তার স্ত্রীকে মনোনয়ন দেন। অর্থাৎ উদ্দীপকের বীমাচুক্তিতে মি. সাজ্জাদের স্ত্রীই মনোনীত ব্যক্তি। পক্ষান্তরে তার পুত্র সাবাবের মনোনয়ন নেই।
	অনুধাবন	বীমাচুক্তির মনোনয়ন বিবেচনা করে বীমা কোম্পানির সাবাবের বীমাদাবী প্রত্যাখ্যান করে। বীমা গ্রহীতা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিতে পারেন। মনোনীত ব্যক্তিই পরবর্তী সময়ে বীমাদাবী করতে পারে।
	জ্ঞান	বীমাচুক্তির মনোনয়ন বিবেচনা করে বীমা কোম্পানির সাবাবের বীমাদাবী প্রত্যাখ্যান করে।
৮.ক	জ্ঞান	বীমা চুক্তির ক্ষেত্রে বীমাকারী ঝুঁকি বহন বা অর্থ প্রদানের যে নিশ্চয়তা দেয় তার বিপক্ষে বীমাগ্রহীতা যে অর্থ প্রদান করে তাই প্রিমিয়াম। এই প্রিমিয়াম এককালিন বা কিস্তিতে প্রদত্ত হতে পারে।
খ.	অনুধাবন	বীমা চুক্তিতে উল্লিখিত বিষয়বস্তু বিশেষত সম্পদের ক্ষতি হলে বীমা কোম্পানি বীমাগ্রহীতাকে প্রকৃতি ক্ষতিপূরণ দেয়। কোন অবস্থায়ই বীমা গ্রহীতাকে লাভবান হতে দেয়া হয় না। এজন্য বীমাচুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়। তবে জীবন বীমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় না একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়। কারণ এখানে ক্ষতির পরিমাণ আর্থিকবাবে নির্ণয় সম্ভব নয়।
	জ্ঞান	বীমা চুক্তিতে উল্লিখিত বিষয়বস্তু বিশেষত সম্পদের ক্ষতি হলে বীমা কোম্পানি বীমাগ্রহীতাকে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ দেয়। কোন অবস্থায়ই বীমা গ্রহীতাকে লাভবান হতে দেয়া হয় না। এজন বীমা চুক্তিতে ক্ষতিপূরণের চুক্তি করা হয়।
গ.	প্রয়োগ	আলম জাহাজ কোম্পানির বীমাপত্রটি ভাসমান বীমাপত্র। যে বীমাপত্রের আওতায় একই মালিক বা প্রতিষ্ঠানের একাধিক জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বীমা করা হয় তাকে ভাসমান বীমাপত্র বলে। এরূপ বীমাপত্রে জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার সময় কখন কোন জাহাজ কোথায় ছেড়ে যাবে তার ঘোষণা বীমা কোম্পানির নিকট দিতে হয়। উদ্দীপকে আলম জাহাজ কোম্পানি তাদের ৫টি জাহাজ অজান্ত বীমা কোম্পানির নিকট ৫ বছরের জন্য বীমা করে। যেহেতু আলম কোম্পানি একাধিক জাহাজ একটি বীমা কোম্পানির নিকট ৫ বছরের জন্য বীমা করেছে এবং তারা সমুদ্র যাত্রার সময় বীমা কোম্পানিকে অবহিত করে। তাই এটি একটি ভাসমান বীপত্র।
	অনুধাবন	আলম জাহাজ কোম্পানির বীমাপত্রটি ভাসমান বীমাপত্র। যে বীমাপত্রের আওতায় একই মালিক বা প্রতিষ্ঠানের একাধিক জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বীমা করা হয় তাকে ভাসমান বীমাপত্র বলে। এরূপ বীমাপত্রে জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার সময় কখন কোন জাহাজ কোথা ছেড়ে যাবে তার ঘোষণা বীমা কোম্পানির নিকট দিতে হয়।
	জ্ঞান	আলম জাহাজ কোম্পানির বীমাপত্রটি ভাসমান বীমাপত্র।
ঘ.	উচ্চতর দক্ষতা	নৌবীমার ক্ষেত্রে যে শর্তাবলী লিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়নি অথচ আইনানুযাযী পালন করা বাধ্যতামূলক তাই নৌ বীমার অব্যক্ত শর্ত। এরূপ শর্ত ভঙ্গ হলে সে জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে। উদ্দীপকে আলম জাহাজ কোম্পানির একটি জাহাজ যাত্রা পথে অচল হয়ে পড়ে। তদন্তে দেখা যায় যে জাহাজটি যাত্রার সময়ই সমুদ্রে চলাচলে অযোগ্য ছিল। অথচ

		"জাহাজের সমুদ্র চলাচল যোগ্যতা" থাকা নৌ বীমার একটি অব্যক্ত শর্ত। আলম জাহাজের ক্ষেত্রে এ শর্তটি লঙ্ঘিত হয়েছে। তাই বীমা আইন অনুযায়ী আলম জাহাজের দাবী প্রত্যাখান করা হয়েছে। কারণ নৌ-বীমার অব্যক্ত শর্তগুলো পালন করতে চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলো বাধ্য। কোন পক্ষ এই শর্ত লঙ্ঘন করলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ চুক্তি পালন করতে বাধ্য থাকে না।
	প্রয়োগ	নৌ-বীমার ক্ষেত্রে যে শর্তাবলী লিখিতবাবে প্রকাশ করা হয়নি অথচ আইনানুযায়ী পালন করা বাধ্যতামূরক তাই নৌ-বীমার অব্যক্ত শর্ত। এরূপ শর্ত ভঙ্গ হলে সে জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে। উদ্দীপকেআলম জাহাজ কোম্পানির একটি জাহাজ যাত্রা পথে অচল হয়ে পড়ে। তদন্তে দেখা যায় যে জাহাজটি যাত্রার সময়ই সমুদ্রে চলাচলে অযোগ্য ছিল। অথচ "জাহাজের সমুদ্রে চলাচল যোগ্যতা' থাকা নৌ বিমান একটি অব্যক্ত শর্ত। আলম জাহাজের ক্ষেত্রে এ শর্তটি লঙ্ঘিত হয়েছে। তাই বীমা আইন অনুযায়ী আলম জাহাজের দাবী প্রত্যাখান হয়েছে।
	অনুধাবন	নৌ-বীমার ক্ষেত্রে যে শর্তাবলী লিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়নি অথচ আইনানুযায়ী পালন করা বাধ্যতামূলক তাই নৌ-বীমার অব্যক্ত শর্ত। এরূপ শর্ত ভঙ্গ হলে সে জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে।
	জ্ঞান	নৌ-বীমার ক্ষেত্রে যে শর্তাবলী লিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়নি অথচ আইনানুযায়ী পালন করা বাধ্যতামূলক তাই নৌ-বীমার অব্যক্ত শর্ত।
৯.ক	জ্ঞান	নৈতিক কারণে যখন অগ্নিজনিত ঝুঁকির সৃষ্টি হয় তখন তাকে অগ্নিজনিত নৈতিক ঝুঁকি বলে। অগ্নিবীমা গ্রহীতার সতা, চরিত্র, মানসিক অবস্থা ইত্যাদির জন্য এ ধরনের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।
খ.	অনুধাবন	কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন তার উপর অর্পিত দায়ের বিপক্ষে বীমা করে তখন ঐ বীমাই দায় বীমা। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর প্রাতিষ্ঠানিক দুর্ঘটনার জন্য প্রতিষ্ঠান মালিকের বা জাহাজে কর্মরত ব্যক্তিদের দুর্ঘটনার জন্য জাহাজ মালিকের বা যাত্রির ক্ষতির জন্য যানবাহন মালিকের সৃষ্ট দায় মোকাবিলার জন্য এরূপ বীমা করা হয়।
	জ্ঞান	কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন তার উপর অর্পিত দায়ের বিপক্ষে বীমা করে তখন ঐ বীমাই দায় বীমা।
গ.	প্রয়োগ	আনুপাতিক হার নীতির আলোকে উভয় কোম্পানি সমান হারে রাতুলকে ক্ষতিপূরন প্রদান করে। আনুপাতিক হার অনুযায়ী একই বিষয়বস্তুর জন্য একাধিক বীমা কোম্পানির সাথে বীমাচুক্তি করা যায়। ক্ষতি সংঘটিত হলে উভয় কোম্পানি চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে সমান হলে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। উদ্দীপকে রাতুল তার একটি কারখানার জন্য "সানসাইন" ও "সাউথ ইস্ট" নামক দুটি বীমা কোম্পানির সাথে অগ্নিবীমা চুক্তি করে। দুর্ঘটনায় ক্ষতির প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে সমান হারে উভয় কোম্পানির নিকট হতে সমান হারে ক্ষতিপূরণ পায়। তাই বলা যায় উভয় কোম্পানি আনুপাতিক আনুপাতিক হার নীতির ভিত্তিতে যৌথভাবে রাতুলকে ক্ষতিপূরণ দেয়।
	অনুধাবন	আনুপাতিক হার নীতির আলোকে উভয় কোম্পানি সমান হারে রাতুলকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। আনুপাতিক হার অনুযায়ী একই বিষয়বস্তুর জন্য একাধিক বীমা কোম্পানির সাথে বীমাচুক্তি করা যায়। ক্ষতি সংঘটিত হলে উভয় কোম্পানি চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে সমান হবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।
	জ্ঞান	আনুপাতিক হার নীতির আলোকে উভয় কোম্পানি সমান হারে রাতুলকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।
ঘ.	উচ্চতর দক্ষতা	স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের উপর উভয় কোম্পানির দাবি যৌক্তিক। এ নীতি অনুসারে যদি বীমাকারী ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির জন্য চুক্তি অনুযায়ী বীমাগ্রহীতাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেয় তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির উপর অথবা ক্ষতিগ্রস্ত সম্পক্তির বিক্রয়মূল্যের

		উপর বীমাকারীর দাবি প্রতিস্থাপিত হয়। উদ্দীপকে রাতুলের ১ লক্ষ টাকা ক্ষতি হলে উভয় বীমা কোম্পানী তাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরন হিসাবে ১ লক্ষ টাকা প্রদান করে। তাই বলা যায় স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী উদ্দীপকের ক্ষতিগ্রস্থ সম্পত্তির উপর উভয় কোম্পানির দাবী প্রতিস্থাপিত হয়েছে। সুতরাং রাতুল ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি ২০ হাজার টাকায় বিক্রি করলেও এই ২০ হাজার টাকার উপর উভয় কোম্পানির দাবী যৌক্তির।
	প্রয়োগ	স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য/উদ্ধারমূল্যের উপর বিমাকারীর দাবি প্রতিস্থাপিত হয় যদি বীমাকারী বীমাগ্রহীতাকে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির জন্য সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। উদ্দীপকের রাতুলের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির জন্য বীমা কোম্পানী ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে অর্থাৎ সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। তাই বলা যায় স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির উপর বীমা কোম্পানী দুটির দাবি স্থলাভিষিক্ত/প্রতিস্থাপন হয়েছে।
	অনুধাবন	স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের উপর উভয় কোম্পানির দাবি যৌক্তিক। এ নীতি অনুসারে যদি বীমাকারী ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির জন্য চুক্তি অনুযায়ী বীমাগ্রহীতাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেয় তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির উপর অথবা ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বিক্রয় মূল্যের উপর বীমাকারীর দাবি প্রতিস্থাপিত হয়।
	জ্ঞান	স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের উপর উভয় কোম্পানির দাবি যৌক্তিক।

এইচএসসি পরীক্ষা ২০১৩

বিষয়: ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ ২য় পত্র (বহু নির্বাচনী প্রশ্ন)

বিষয় কোড : ২৩০

সময় : ২ ঘন্টা ১০ মিনিট; পূর্ণমান ৬০

[বি.দ্র.: সঠিক ও সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরটিতে কালো বল পেন দ্বারা ভরাট করতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ কোনটি?

ক. আমানত সংগ্রহ খ. বিল বাট্টাকরণ

গ. অবলেখন ঘ. ঋণ প্রদান

২. চুরি, ডাকাতি শস্যবিমার ক্ষেত্রে কোন ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি করে?

ক. নৈতিক খ. সামাজিক গ. প্রাকৃতিক ঘ. অর্থনৈতিক

৩. নিচের কোন বিষয়টির জন্য ব্যাংকেকে "ধার করা অর্থের ধারক" বলা হয়?

ক. গ্রাহক হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষা

খ. গ্রাহকবৃন্দকে ঋণ প্রদান করা

গ. গ্রাহকের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ

ঘ. গ্রাহকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশ ব্যাংক গার্মেন্টস, চিংড়ি ও প্রযুক্তি খাতে সহজ শর্তে অধিক ঋণ দানের নীতি গ্রহণ করেছিল। এর ফলে সম্প্রতি মুদ্রাবাজারে অর্থ সরবরাহ বেড়ে যায়- যা কাঙ্খিত নয়। বিষয়টি বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত খাতসমূহে ঋণ প্রদানের কোটা কমিয়ে দেয়ার নির্দেশনা জারি করে।

৪. নিচের কোন বিষয়টি বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেয়?

ক. মুদ্রাস্ফীতি খ. মুদ্রাসংকোচন

গ. লেনদেনের ভারসাম্য ঘ. সম্পদের সুষম বণ্টন

৫. উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে কোন নীতির প্রতিফলন হয়েছে?

ক. খোলাবাজার নীতি খ. ব্যাংক হার নীতি

গ. ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি

ঘ. জমার হার পরিবর্তন নীতি

৬. কোন 'বার্ষিক বৃত্তি' বৃত্তিপত্রে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর কার্যকর হয়?

ক. তাৎক্ষণিক বৃত্তি খ. সাময়িক বৃত্তি

গ. বিনির্দিষ্ট বৃত্তি ঘ. বিলম্বিত বৃত্তি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সম্প্রতি মুদ্রাস্ফীতির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক উদ্বিগ্ন। বিষয়টি বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক উদ্বিগ্ন। বিষয়টি বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বিনিময় বিল বাট্টার হার বাড়িয়ে দেয়।

৭. ঋণ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোন নীতি

ক. খোলাবাজার খ. ব্যাংক হার নীতি

গ. জমার হার পরিবর্তন নীতি

ঘ. ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি

৮. কোন ধরনের ব্যাংক হিসাবের বিপক্ষে জমাতিরিক্ত ঋণ পাওয়া যায়?

ক. সাধারণ স্থায়ী খ. বিশেষ স্থায়ী

গ. চলতি ঘ. সঞ্চয়ী

৯. কোনটি বিমাচুক্তির বিশেষ উপাদান?

ক. প্রস্তাব ও স্বীকৃতি খ. বৈধ প্রতিদান

গ. বৈধ উদ্দেশ্য ঘ. প্রতিস্থাপন

১০. অগ্নিজনিত ক্ষতির পরোক্ষ কারণ কোনটি?

ক. অসতর্কতা খ. অবহেলা

গ. ইচ্ছাকৃত অগ্নিসংযোগ ঘ. ত্রুটিযুক্ত নির্মাণ

১১. কোন ধরনের চেক অধিক নিরাপদ?

ক. বাহক খ. হুকুম গ. দাগকাটা ঘ. অনুমোদন

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বিটা ব্যাংক তার মৃত গ্রাহকের সম্পত্তি ওয়ারিশগণের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেয়।

১২. উদ্দীপকে বিটা ব্যাংক কী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে?

ক. তথ্য সরবরাহক খ. জিম্মাদার

গ. অবলেখক ঘ. উপদেষ্টা

১৩. কোন নীতির ভিত্তিতে একই সম্পত্তি একাধিক বিমাকারীর নিকট বিমা করা যায়?

ক. প্রত্যক্ষ কারণ নীতি খ. আর্থিক ক্ষতিপূরণ নীতি

গ. স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি

ঘ. আনুপাতিক অংশগ্রহণ নীতি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব রহিম তার বন্ধু করিমের গার্মেন্টেসের জন্য বিমা করতে চান। সব বিমা কোম্পানিই রহিমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে রহিমের অনুরোধে করিম A ও B নামক দুটি বিমা কোম্পানির নিকট বিমাচুক্তির

মোট মূল্য ১ কোটি টাকা। কিছুদিন পর অগ্নিকা- ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়।

১৪. জনাব করিম A বিমা কোম্পানির নিকট কত টাকার ক্ষতি পূরণ পাবেন?

ক. ২৫ লক্ষ খ. ৫০ লক্ষ গ. ৭৫ লক্ষ ঘ. ১ কোটি

১৫. কোন কারণে বিমা কোম্পানিরগুলো রহিমের বিমা দাবী প্রত্যাখ্যান করে?

ক. আইনগত সম্পর্ক খ. বিমাযোগ্য স্বার্থ
গ. বৈধ প্রতিদান ঘ. আর্থিক ক্ষতিপূরণ

১৬. একটি চেকে কোন বিষয়টি না থাকলেও ব্যাংক টাকা প্রদান করে?

ক. হিসাব নম্বর খ. অনুমোদন
গ. স্বাক্ষর ঘ. টাকার অংক

১৭. জীবন বিমায় বিমাকারী কর্তৃক বিমা গ্রহীতার পাওনার অতিরিক্ত অর্থ প্রদানকে কী বলে?

ক. বোনাস খ. প্রিমিয়াম
গ. সমর্পণ মূল্য ঘ. প্রতিশ্রুত বৃত্তি

১৮. কোনটি ব্যাংকের ঋণকৃত তহবিল?

ক. পরিশোধিত মূলধন খ. গ্রাহক আমানত
গ. সাধারণ সঞ্চিতি ঘ. বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি

১৯. নৌ বিমায় কোনটি প্রাকৃতিক বিপদ ?

ক. ঘূর্নিঝড় খ. জলদস্যু
গ. যুদ্ধ জাহাজ ঘ. বিস্ফোরণ

২০. বাণিজ্যিক ব্যাংকের গোপনীয়তার নীতি হচ্ছে-

ক. গ্রাহকের জমার নিরাপত্তা বিধান
খ. গ্রাহকের তথ্য অন্যদের না জানানো
গ. গ্রাহককে সততার সাথে সেবা প্রদান
ঘ. গ্রাহকের টাকা চাহিবামাত্র ফেরত দান

২১. নিচের কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একক দায়িত্ব?

ক. ঋণদান ও তত্ত্বাবধান খ. মূলধন বাজার গঠন
গ. নোট ও মুদ্রার প্রচলন ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২২ এবং ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব রহমান রুপসী জাহাজের সাথে নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উল্লেখ করে একটি বিমাচুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী জাহাজটি ১ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দর হতে যাত্রা করে ২৮ জানুয়ারি চীন বন্দরে পৌছবে। যাত্রাপথে সামুদ্রিক বিপদের জন্য নাবিক কিছু পণ্য অন্য জাহাজে তুলে দেয়। এজন্য ২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

২২. ২ লক্ষ টাকা ব্যয় কোন ধরনের ক্ষতি?

ক. গচ্চা খ. ত্যাগ স্বীকার
গ. বিশেষ খরচ ঘ. সামগ্রিক খরচ

২৩. জনাব রহমানের বিমাপত্রটি কোন ধরনের?

ক. বন্দর ঝুঁকি বিমাপত্র খ. সময় বিমাপত্র
গ. যাত্রা বিমাপত্র ঘ. মিশ্র বিমাপত্র

২৪. ATM কার্ড কোন ব্যবহার করা হয়?

ক. বিল বাট্টাকরণ খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ
গ. অর্থ উত্তোলন ঘ. মূলধন গঠন

২৫. " ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম"- কোন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক?

ক. যুক্তরাজ্য খ. সুইজারল্যান্ডস
গ. নেদারল্যান্ডস ঘ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

২৬. কোন বিমার মাধ্যমে বিমা ব্যবসায়ের যাত্রা শুরু হয়?

ক. জীবন বিমা খ. অগ্নিবিমা
গ. নৌ-বিমা ঘ. দুর্ঘটনা বিমা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ এবং ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ব্যাংক ব্যবস্থাপক জনাব হাবিব একজন গ্রাহককে ৫ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেন। নিবন্ধনের মাধ্যমে জামানত হিসেবে ৫ কাঠা জমি বন্ধক রাখেন। পরবর্তীতে গ্রাহক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে জমিটি ব্যাংকের দখলে আসে। ব্যাংক জমিটি বিক্রি করতে গিয়ে দেখে এর দ্বারা ঋণের সমুদয় টাকা পাওয়া সম্ভব নয়।

২৭. উদ্দীপকের বন্ধকটি কোন ধরনের?

ক. স্থায়ী খ. সাধারণ গ. শর্তাধীন ঘ. ভাসমান

২৮. উত্তম জামানতের কোন বৈশিষ্ট্যটি উদ্দীপকে অনুপস্থিত?

ক. বিক্রয় যোগ্যতা খ. মালিকানা স্বত্ব
গ. দখল স্বত্ব ঘ. বাজার মূল্য

২৯. কোন ধরনের বিমার ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে সম্পত্তি পুনঃস্থাপন করা হয়?

ক. অগ্নি খ. নৌ গ. জীবন ঘ. শস্য

৩০. কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ?

ক. মুনাফা অর্জন খ. আমানত সংগ্রহ
গ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঘ. অবলেখন

৩১. নৌ-বিমায় কখন বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হয়?

ক. বিমাপত্র গ্রহণের সময়
খ. ক্ষতি সংঘটনের সময়
গ. চুক্তি সম্পাদনের সময়
ঘ. প্রিমিয়াম প্রদানের সময়

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. জামান ১০ লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমা খোলেন। ৩ বৎসর পর প্রিমিয়াম দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। বিমা কোম্পানি নির্দিষ্ট খরচে কেটে রেখে তাকে কিছু অর্থ ফেরত দেয়।

৩২. বিমা কোম্পানির নিকট হতে জামানের প্রাপ্ত অর্থকে কী বলে?

ক. সমর্পণমূল্য খ. বোনাস গ. প্রিমিয়াম ঘ. অধিবৃত্তি

৩৩. নিচের কোনটি বিবেচনায় সঞ্চয়ী হিসাব অপেক্ষা চলতি হিসাব উত্তম?

ক. ব্যাংক চার্জের পরিমাণ
খ. জমাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ
গ. আমানতের উপর সুদ
ঘ. প্রাথমিক জমার পরিমাণ

৩৪. কোনটি নীতি বিবেচনায় বাণিজ্যিক ব্যাংক সবসময় ভোল্টে নগদ অর্থ সংরক্ষণ করে?

ক. তারল্য খ. নিরাপত্তা গ. সচ্চলতা ঘ. মিতব্যয়িতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৫ নং ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

জনাব নাকিব তার বন্ধু জনাব রাব্বির নামে একটি চেক ইস্যু করেছেন। চেকের সব তথ্য যথাযথভাবে পূরণ করলেও টাকার অংক লিখেননি। তবে তিনি চাচ্ছেন, চেকটি এমনভাবে অনুমোদন করবেন যাতে জনাব রাব্বি চেকটি অন্য কাউকে হস্তান্তর করতে না পারেন।

৩৫. উদ্দীপকের চেকটি কোন ধরনের?

ক. উপহার চেক খ. ফাঁকা চেক
গ. মার্কেট চেক ঘ. বাসি চেক

৩৬. কোন ধরনের অনুমোদন জনাব নাকিবের জন্য উপযুক্ত হবে?

ক. পূর্ণ অণুমোদন খ. সাধারণ অনুমোদন
গ. শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন
ঘ. সীমিত অনুমোদন

৩৭. কোনটি উত্তম ব্যক্তিক জামানতের বৈশিষ্ট্য?

ক. গ্রহণযোগ্যতা খ. দায়মুক্ততা
গ. হস্তান্তরযোগ্যতা ঘ. আর্থিক সচ্ছলতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

A, B এবং C তিনটি বেসরকারি ব্যাংকের পরিচলনা পর্ষদ জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য একত্রিত হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, ব্যাংক A হোল্ডিং ব্যাংক হিসেবে কাজ করবে। অন্য ব্যাংকগুলো হবে সাবসিডিয়ারী ব্যাংক।

৩৮. উদ্দীপকের ব্যাংকগুলো কী ধরনের ব্যাংকিং কাজের সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

ক. গ্রুপ খ. শাখা গ. চেইন ঘ. একক

৩৯. প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে কে?

ক. আমদানিকারক খ. রপ্তানিকারক
গ. আমদানিকারকের ব্যাংক
ঘ. রপ্তানিকারকের ব্যাংক

৪০. কোন উপাদানের জন্য একজন নাবালক বিমাচুক্তি করতে পারে না?

ক. আইনগত সম্পর্ক খ. বিমাযোগ্য স্বার্থ
গ. প্রিমিয়াম প্রদান ঘ. চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা